রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়

রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার

রাজনৈতিক
নারীর
অভ্যুদয়

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সমীক্ষা

মূল
রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার

অনুবাদ
নূরুল ইসলাম খান

সম্পাদনা
আফতাব হোসেন

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৯৮
সেপ্টেম্বর ১৯৯১

মুদ্রণ সংখ্যা : ৩০০০
বাএ ২৫৯৭

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য

চল্লিশ টাকা মাত্র

RAJNAITIK NARIR ABBHUDAYA Bengali translation of the book, THE MAKING OF POLITICAL WOMEN by Rita Mae Kelly and Mary A. Boutilier. Copyright © 1978 by Rita Mae Kelly and Mary A. Boutilier. Translated and published by permission of Nelson-Hall Publishers, Chicago, Illinois, U.S.A. Bangla edition published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, September 1991. Price Tk. 40·00

ISBN 984-07-2606-4

www.nagorikpathagar.org

বিষয়-সূচী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — সাত

ভূমিকা — নয়

প্রথম অধ্যায়
রাজনীতিতে নারী বিষয়ে সমীক্ষা — ১
রিটা মে কেলি, মেরী বুটিলিয়ার ও মেরি লুইস

দ্বিতীয় অধ্যায়
নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা — ৪৮

তৃতীয় অধ্যায়
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নানা ধরন — ৮৪
রিটা মে কেলি, মেরী বুটিলিয়ার ও ভিনসেন্ট পি কেলি

চতুর্থ অধ্যায়
সামাজিকীকরণ, সামাজিক পরিবর্তন ও লিঙ্গ-ভূমিকাদর্শ — ১৭০

পঞ্চম অধ্যায়
পারিবারিক সম্পর্ক ও নারীর আত্ম-ভাবমূর্তি — ২০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের বিকাশ ও রাজনৈতিক আকর্ষণ-বৈশিষ্ট্য — ২৭২

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার, সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও গবেষণার তাৎপর্য — ৩১৫

পরিশিষ্ট
উপাত্ত ফর্ম — ৩৪৭

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ রচনায় অনেকেরই প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। সহ-লেখক হিসেবে বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে ব্যাপক অবদানের জন্য আমরা ভিনসেন্ট কেলি ও মেরী লুইসকে ধন্যবাদ জানাই। গোটা রচনা প্রয়াসে ও প্রজ্ঞাময় সমালোচনা-টীকাভাষ্যের সাথে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান সহযোগে বড় রকমের অবদান রেখেছেন মার্গারেট এলেন কওলি। ১৯৭৪ সনে ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ইন্টারন্যাশন্যাল স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন কন্ভেনশন'-এ 'দি ক্রস ন্যাশনাল স্টাডি অব পলিটিক্যাল উইমেন ইন ওয়েস্টার্ন কালচার' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় এসব লেখক-লেখিকা ও সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্যের যে ভাব বিনিময় ঘটে তা আমাদের বক্ষ্যমান রচনার বেলায় খুবই উপকারী হয়েছে। রবার্ট ম্যানলি যেসব প্রস্তাব-সুপারিশ দিয়েছেন তাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যেসব সহকর্মী এই রচনার পাণ্ডুলিপির পুরোটা বা অংশবিশেষ দেখে দিয়েছেন সেই মেরি ক্যারাস, মেরিলিন জনসন, কোর‍্যাল ল্যান্সব্যারী, স্ট্যানলি রেনশন, লুনিন্দা স্যান জিওভান্নি ও এম ব্রুস্টার স্মীথ। এ ছাড়া, রাটজার্স-এর 'সেন্টার ফর আমেরিক্যান উওম্যান অ্যান্ড পলিটিক্স, ইগলটন ইন্সটিটিউট অব পলিটিক্স'-এর গবেষণা পরিচালিকা মেরিলিন জনসন যে জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য-ভাষ্য দিয়েছেন তাও সবিশেষ সহায়ক হয়েছে।

এ ছাড়া, যেসব ছাত্রছাত্রী ক্লাসের ভেতরে-বাইরে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে, ক্যাথি ফিয়ামিংগো, মার্ক কোসুথ, কারেন স্মিথ, রোজিয়েন মিরাবেলা, মেরি ব্রুমান, উইলিয়াম গিড্রি, জেমস রিসিমিনি, প্যাট মুয়েলার, ফ্রান্সেস আলবোর্ড ও জুডিথ গিজজি (সেটন হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী)। আমরা তাদের এ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

রাটজার্স-এর 'ক্যামডেন কলেজ অব দি আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স — দি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ জার্সি' রিটা মে কেলিকে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ওপর কাজ করার জন্য মোট সময়ের এক-তৃতীয়াংশ অবকাশ মঞ্জুর করেছে ও প্রয়োজনীয় জেরক্স সুবিধে দিয়েছে। এ ছাড়া, চূড়ান্ত পাণ্ডলিপির কপি টাইপ করার জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছে। শুধু প্রতিষ্ঠানই নয় যেসব ব্যক্তি এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন

www.nagorikpathagar.org

তাঁদেরকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁরা হলেন ঃ ডীন ওয়াল্টার গর্ডন, নগর সমীক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান, জন ভ্যান টিল, সচিববৃন্দ ঃ ডোরিস ওয়েন্ডেল, এডিথ মে স্মিথ, আনা মাজজা শার্লি টার্কো, সেটন হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ক স্টাডি ছাত্রী জ্যাকুলিন ব্রিউয়ারও লেখকদের দরকার মতো সহযোগিতা করেছেন। নেলসন হলের মেরী কে এলিসের সম্পাদনা-ভাষ্য বইটিকে অধিকতর স্বচ্ছন্দ-পাঠ্য করেছে।

এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত দুই নারী এলা গ্র্যাসো ও লিওনর স্যুলিভ্যান প্রমিত উপাত্ত ফরম তাঁরা নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে পূরণ করে দিয়েছেন কেননা, তাঁদের সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে কম জীবনীমূলক উপাত্ত অন্যভাবে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে খুব বেশি প্রকাশনা নেই। তাঁদের এই সহযোগিতার জন্য আমরা সত্যিই তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের আমাদের যেসব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহযোগিতা দিয়েছেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা আরও ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই তাদের যাঁরা এ সমীক্ষার ব্যাপারে প্রেরণা ও প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। এই বইখানি মাতা ও কন্যাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হলেও, আমরা আমাদের বাবা লয়েড জি বুটিলিয়ার ও জন ফ্রান্সিস কওলির কাছ থেকে অনেক কিছুই জেনেছি। আমরা শুধু মেয়েদেরই নয়, পুত্রসন্তানদের মানবিক বিকাশেও সমান নিবেদিত। এই পুত্রদেরই একজন হচ্ছে, প্যাট্রিক জোসেফ কেলি, পিতা ভিনসেন্ট কেলির যোগ্য পুত্র। সে তার সদানন্দ, ধৈর্য, সমর্থন ও উপলব্ধি সহকারে এই রচনায় অনেকখানি অবদান যুগিয়েছে।

আমরা আরও ধন্যবাদ জানাই প্লেনাম পাবলিশিং কোম্পানীকে ৫ম অধ্যায়ের সেইসব অংশ ছাপানোর অনুমতি দেবার জন্য যে অংশগুলি 'মাদার্স, ডটার্স অ্যান্ড দি সোস্যালাইজেশন অব পলিটিক্যাল উইমেন' শীর্ষক নিবন্ধে 'সেক্স রোল্স' নামে একটি গবেষণা পত্রিকায় প্রথম ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

রাজনীতিক পরিমণ্ডলে নারীর অভ্যুদয় রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে নিঃসন্দেহে। এই অভ্যুদয়ের ব্যাপারটি সাম্প্রতিক কালের বললে ভুল হবে। বহু যুগ আগে থেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভুবনেই রাজনীতিক নারী স্বীয় প্রতিভা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও অসমসাহসিকতার অক্ষয় স্বাক্ষর রেখেছেন রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। পুরুষের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছেন তাঁরাও। অনেক অজেয় নারীর কথা আমরা জানি যাঁরা পুরুষের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, অনেকে রণাঙ্গণে আত্মাহুতি দিয়েছেন, আবার কেউবা প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসিকাষ্ঠে এবং শত্রুকে নির্মূল করে যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁরা পেয়েছেন স্বদেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এঁদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রের কর্ণধারও হয়েছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন হয়ে কোন নেত্রী ব্যর্থ হয়েছেন সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বরং তাদের সাফল্য-সার্থকতার কথাই বেশি শোনা যায়।

এই যশস্বতী নারীদের পরিচয় সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি ইতিহাসের পাতায়। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্র ঘেঁটে এই নারীদের যেসব পরিচয় সংগ্রহ করেন তা-ই তুলে ধরেন ইতিহাসের পাতায়। তবে সমস্যা এই যে, এসব ইতিহাস থেকে সাধারণত রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক পরিবেশ এবং সনাতন সংস্কার, প্রথা, জীবনাচরণ পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কিভাবে রাজনীতিক নারীর মানস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে তার বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাই না। এ জন্যেই অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয় এ কথা বুঝতে যে, কেন একই পরিবারের তিনটি কন্যার একজন হয় গৃহিণী, একজন হয় সন্ন্যাসিনী এবং অন্যজন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মী বা নেত্রী। এ বিষয়টি কিছুকাল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, বর্তমান শতকের '৭০-এর দশকের আগে রাজনৈতিক নারীর মানসিক গঠন প্রক্রিয়ার উপর তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা-সমীক্ষা হয়নি। '৭০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্যের বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে রিটা মে কেলি এবং মেরী বুটিলিয়ার অন্যতম। **দি মেকিং অব পলিটিক্যাল উইমেন : এ স্টাডি অব সোসিয়্যালাইজেশন এ্যান্ড রোল কনফ্লিক্ট** গ্রন্থটি তাঁদের অক্লান্ত গবেষণার ফসল। তাঁরা বিভিন্ন দেশের, যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া, তুরস্ক, ইসরায়েল,

www.nagorikpathagar.org

ভারত ও চীনদেশের কিছুসংখ্যক প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতিক নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌ভূমির উপর গবেষণা-সমীক্ষা চালিয়ে দেখাতে চেয়েছেন কি কি কারণে তারা রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে সাফল্য অর্জন করেন। গবেষকদ্বয় মোটামুটিভাবে কতকগুলি সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা মূলত আরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যা এরিস্টটলের পদ্ধতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিক নারী বিষয়ে গবেষণা-তৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক নতুন দিগন্ত ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে গবেষকদের কাছে। এ বিষয়ে প্রচুর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। এমনকি কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যতালিকায়ও বিষয়টি স্থানলাভ করেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের অন্যতম পেপার হিসেবে বিষয়টি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগই একটি বিশেষ পত্র হিসেবে বিষয়টিকে সর্বপ্রথম সিলেবাসে স্থান দেবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু তা করতে গিয়ে কিছু কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এদেশে রাজনীতিক নারীর মানস-গঠন বিষয়ে আজ পর্যন্ত বাংলাভাষায় কোনো গবেষণামূলক মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। বাংলা ভাষায় রচিত বইয়ের অভাবে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে যারা নারী রাজনীতি-শীর্ষক পত্রটি নিয়েছে, তারা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

আমি মনে করি, রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার-এর গবেষণামূলক বইটি (শিরনাম ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা কিছুটা দূর করবে। বইটি অনুবাদ করেছেন জনাব নুরুল ইসলাম খান এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আফতাব হোসেন। তাঁরা উভয়েই একটি কাজের কাজ করেছেন বলবো। আমি মনে করি তাঁরা যে পথ তৈরি করেছেন, সেই পথ ধরে আরো অনেকে এগিয়ে আসবেন। অদূর ভবিষ্যতে নারী রাজনীতির উপর অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থও রচিত/ প্রকাশিত হবে। অনুবাদক ও সম্পাদক উভয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই ইউ. এস. আই. এস. (ঢাকা)-র কর্তৃপক্ষদের — যাঁদের আন্তরিক উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হল।

প্রফেসর সৈয়দ মকসুদ আলী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ আগস্ট, ১৯৯১

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতিতে নারী বিষয়ে সমীক্ষা*

অন্য যে কোনও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক পরিবেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শারীরিকভাবে সক্রিয় ও নেতৃত্বের দিক থেকে সম্ভাবনাময় মেয়েদের ভবিষ্যতের কর্মব্যস্ত জগত জটিলতাময়, এমনকি, বেদনাদায়ক হয়ে উঠতে পারে। মেয়েরা বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ও একটু উদ্দাম প্রকৃতির হ'লে তাদেরকে 'গেছো মেয়ে' বলা হয়। আর তাতে ছেলেদের খেলোয়াড়সুলভ হওয়ার সুনাম জোটে। এ কারণে, মেয়েরা যখন তাদের আদর্শ অনুকরণীয় খোঁজে মেয়েদের মধ্যে তখন ঐ আদর্শ বড় একটা পাওয়া যায় না। বলতে কি, সচরাচর আজও একথা সত্যি যে, মেয়েরা নয় বরং ছেলেরাই হয় সৈনিক, উদ্যোক্তা, খ্যাতিমান বিদ্যানুরাগী, 'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' ও রাষ্ট্রনায়ক।

আজও একটি মেয়ে তথা নারীর স্ত্রীত্ব ও পরিবারে অবস্থান চিরন্তনভাবেই তার জীবনধারা নিরূপণ করে চলেছে। মেয়েরা কেন রাজনীতিতে অংশ নেয় না কিংবা নীতিনির্ধারণ বা অন্য সব মানুষকে নেতৃত্ব দেবার মতো অন্য কোনও সক্রিয় জীবনবৃত্তি কেন বেছে নেয় না তার ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা দেওয়ার জন্য পুরুষেরা বলে, মেয়েদের পারিবারিক দায়িত্বগুলি সামাজিকভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, মেয়েদের ব্যাপারে ফ্রয়েডীয় মনোযৌণ বিকাশের ধারণাভিত্তিক 'অবলা নারী' তত্ত্বের অজুহাতও তারা দেখিয়ে থাকে। শেষোক্ত ধারণা অনুযায়ী, স্বাভাবিক নারীর মাঝে কখনও কোনও স্বাধীন চেতনাবোধ, বুদ্ধি কিংবা বিচার-বিবেচনাশক্তি গড়ে ওঠে না। এর কারণ, তাদের মনোযৌণ বিকাশই তাদেরকে স্বামী বা বাবার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে কিংবা অধঃস্তনের অবস্থান নিতে বাধ্য করে।

এখন অবশ্য বলা হচ্ছে, আমাদের সমাজ এখন এ বিষয়ে অনেকখানি অগ্রসর। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ ধারণার পক্ষে তেমন সমর্থন পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ, এমনকি, খোদ মহিলারাই ঐ ধারণার সমর্থন করবেন না। পরিতাপের বিষয় আসল সত্যটি হচ্ছে, এই নারীর ভূমিকা সম্পর্কে যেসব সনাতন ধারণা নানা আকার-প্রকার ও

---

* রিটা মে কেলি, মেরি বোতিলিয়ের ও মেরি লিউস রচিত।

www.nagorikpathagar.org

শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে আছে তা আসলেই এখনও অতীতের বিষয় হয়ে যায় নি। এমনকি, ৭০-এর দশকেও মেয়েদের শিক্ষানীতি এবং স্কুল-কলেজে পরামর্শদানের ব্যাপারে মান্ধাতা আমলের যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। একই যুক্তিতে বিরোধিতা করা হয়েছে রাজনৈতিক পেশায় আগ্রহী মেয়েদের। এর এক নজির হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭০ সালে মার্কিন ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় অগ্রাধিকার কমিটির উদারনৈতিক সদস্য এডগার এফ বারম্যান প্রকাশ্যে বলেন যে, 'পুরুষদের সাথে মেয়েদের হরমোনজনিত গুরুতর তারতম্য রয়েছে বলেই ওরা সরকারের উঁচু পদের জন্য যোগ্য নয়'। ফলত অমীমাংসিত সমস্যাগুলি রয়েই গেছে। এ প্রশ্ন আজও রয়ে গছে, মেয়েরা কি তাহ'লে জন্মগতভাবেই রাজনৈতিক পর্যায়ে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট? পরিবার জীবনের নানা দায়িত্বের সঙ্গে সরকারী নীতি-নির্ধারণী ভূমিকাটি আদতেই খাপ খায় না? একজন মেয়েকে সফল রাজনীতিক হতে হলে তার নিজেকে পুরোপুরিভাবেই পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে? কিংবা অন্ততঃপক্ষে এজন্যে তাকে ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠা কিংবা তার স্বামীর মারা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে? কোনও নারীর পরিবার থাকা সত্ত্বেও সে যদি নেতৃপদ চায় তাহলে রাজনীতি করে না এমন নারী পরিবারের জন্য যেসব চিরন্তন কল্যাণকর্ম করে থাকে তা থেকে পরিবারকে বঞ্চিত করতে কি সে বাধ্য হবে? একজন রাজনৈতিক নারী কি সত্যি ব্যতিক্রমধর্মী, 'অস্বাভাবিক কোনও কিছু' যা বৃহত্তর নারীসমাজের কারও কখনও অনুকরণীয় হতে পারে না? রাজনৈতিক নারী কি বিশ শতকের কোনও 'আজব চীজ' যে বিষয়ে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা তির্যক মন্তব্যে লিখবেন?

আমাদের সমীক্ষার আওতায় এইসব প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে এমন এক সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যখন আধুনিক শিল্প, উন্নত প্রযুক্তি, জন্মশাসন, বিশ্বযুদ্ধ ও সহশিক্ষা মেয়েদেরকে উৎসাহিত করেছে দেশের অর্থনীতিতে জড়িত হতে। মেয়েদের অনেকে রীতিমত বিদুষী হয়ে উঠেছেন, অনেকে বেছে নিয়েছেন দুঃসাহসিক সৈনিকের কঠোর জীবন, অনেকে হয়েছেন বিপ্লবী আর ক্রমবর্ধমান মাত্রায় হয়ে চলেছেন 'রাজনৈতিক নারী'। ইন্দিরা গান্ধী কিংবা গোল্ডা মেয়ারের মত দু'একজন নারী হয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধান। বাস্তবে যেসব নারী 'বিপ্লবী' হয়েছেন কিংবা হয়েছেন নির্বাচিত রাজনৈতিক কর্মকর্ত্রী আমরা বক্ষ্যমান গ্রন্থের সমীক্ষায় তাঁদের ঐসব প্রশ্ন আলোচনা করব। আমরা এদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে এবং কেবলমাত্র স্বামীর মাধ্যমে যেসব মহিলা রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের সাথে তুলনা থেকে পাঠ গ্রহণ করব। আমরা যেসব শ্রেণীর মেয়েদের কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রতিটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মেয়েদের তাদের জীবনের গড়ে ওঠার সময়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটিও পদ্ধতিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে দেখব নারী বিকাশের ফ্রয়েডীয় কিংবা তারচেয়ে আধুনিকতর মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের পরিসরে।

www.nagorikpathagar.org

স্বামী, সন্তান ও সংসারজীবনকে নারী কী দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, এতে রাজনৈতিক আচরণ, সিদ্ধান্ত নির্ণয়, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সাফল্য কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা-ও লক্ষ্য করব। আমাদের বিশ্বাস, চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসেবে যা পাওয়া যাবে তা রাজনৈতিক নারীর প্রকৃতি ও সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে পরিবারের ভূমিকা উপলব্ধির ক্ষেত্রে হবে একে অনন্য অবদান।

কীভাবে পারিবারিক জীবনক বয়ঃপ্রাপ্তদের ভূমিকা ও নানা বাধা নারীর রাজনৈতিক আচরণ বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের দিগন্তের আরও প্রসার ও সংশ্লেষণের লক্ষ্যে এই সমীক্ষা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের নানা বিষয়ে প্রবেশ করেছে। উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর কারণে এই গ্রন্থের কতকগুলি একক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, রাজনীতিতে জড়িত বিভিন্ন ধরনের নারীদের বিজ্ঞানসম্মত তুলনা ও তাদের বিকাশে সামাজিকীকরণ সনাক্তি ও বর্ণনার এটাই প্রথম প্রয়াস। এটাও স্থির নিশ্চিত যে, আলোচ্য এই সমীক্ষাতেই প্রথমবারের মত নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক নারী ও খ্যাতিমান পুরুষ রাজনীতিকদের স্ত্রীর সঙ্গে বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী মহিলাদের তুলনা করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ এর লব্ধ ফলগুলি সাধারণ নারীকে যেসব মৌলিক সমস্যার মোকাবেলা করতেই হয় সেই সমস্যাগুলিকে এই বাস্তব জগতের রাজনৈতিক মহিলারা কীভাবে মোকাবেলা করে, তাদের নারী পরিচয় তাদের বাকি জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার বাস্তব নমুনা ও আদর্শের সন্ধান দেয়।

নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বা তার রাজনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে সমসাময়িক সাধারণ ধারণা ও সমাজবিজ্ঞানে যেসব মতবাদ প্রচলিত রয়েছে যেগুলির নব ধারণায়ণই এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। চিরন্তনী ইতিহাসের যে প্রতিবন্ধকতা প্রায় সব নারীকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় তার প্রভাব ও তাৎপর্য ছিল গুরুতর। নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ওপর যেসব সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলিতেই মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত অনুসন্ধানের জন্য একটা ভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো ও সমস্যার একটি ভিন্ন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আব্রাহাম মাসলো, কার্ল রজার্স, এ অ্যানগিয়াল ও কুর্ট গোল্ডস্টাইন প্রমুখ মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদের ভিত্তিতে উল্লিখিত তাত্ত্বিক কাঠামোটি গড়ে তোলা হয়েছে। বলা যায় বরং মাসলোর অন্যতম অনুসারী স্ট্যানলি রেনশন মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও রাজনৈতিক কার্যকারিতা সম্পর্কিত যে তত্ত্ব দিয়েছেন কাঠামোটি আরও সরাসরিভাবে তা থেকেই উদ্ভূত। মনোবিজ্ঞানের এই মতবাদ বা ধারণাটিকে বেছে নেবার কারণ ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের চাহিদা, উদ্যম ও মানব প্রকৃতি সমান ও এক। অথচ প্রচলিত গবেষণা সমীক্ষা ও রচনায় এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা-অনুমানটিই অনুপস্থিত।

www.nagorikpathagar.org

এ সমীক্ষায় আরোহ ও অবরোহ — উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। মানবতাবাদী মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির অনুকূল একটি যৌক্তিক কাঠামো গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা সমীক্ষার সূচনা করেছি যার মাধ্যমে রাজনৈতিক নারী সম্পর্কে আমরা যৌক্তিক কল্পনা-অনুমানে পৌঁছাতে সক্ষম হব। এরপর জীবনীমূলক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে আমার এখন ৩৬ জন নারীর জীবন বিচারবিশ্লেষণ করে দেখব যাঁরা প্রকৃতপক্ষেই এক একটা সুনির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন ও বস্তুত সেভাবেই জীবনযাপন করেছেন। আমাদের সমীক্ষার অন্তর্গত বারজন হচ্ছেন রাজনীতিতে খ্যাতিমান পুরুষদের স্ত্রী। এই খ্যাতিমান পুরুষেরা তাঁদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সংশ্লিষ্ট মহিলারা হলেন ঃ ইভোঁ দ্য গল, ম্যামি আইজেনহাওয়ার, মেরি উইলসন, নাদেঝ্দা অ্যালিলুয়েভা স্তালিন, নিনা ক্রুশ্চভ, বেস ট্রুম্যান, প্যাট নিক্সন, জ্যাকি কেনেডি, লেডি বার্ড জনসন, এলিনর রুজভেল্ট, ক্লেমেন্টাইন চার্চিল, ও লেনিন পত্নী নাদেঝ্দা ক্রুপস্কায়া। আরও যে দশজন নারীর কথা আলোচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুস্পষ্টভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে সফল মহিলা ; এরা নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, এঁদের অনেকে তাঁদের নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক পদে আসীনও ছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন ঃ লেডি ন্যান্সি অ্যাস্টর, লিওনর সুলিভ্যান, মার্গারেট চেজ স্মিথ, মার্থা গ্রিফিথ্স, এলা গ্র্যাসো, ইন্দিরা গান্ধী, শার্লি চিশল্ম, মার্গারেট থ্যাচার, বার্ণাডেট ডেভলিন ও গোল্ডা মেয়ার। রাজনৈতিক আচরণের আরও বিস্তৃত পরিসরে যেখানে নারী-পুরুষের সমান বিচরণ লক্ষ্য করা গেছে তার নমুনা অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে এ সমীক্ষায় আমরা ১৪ জন বিপ্লবী নারী চরিত্র অন্তর্ভুক্ত করেছি। এঁরা হলেন ঃ আলেকজান্দ্রা কোলোনতাই, রোজা লুক্সেমবার্গ, হালিদা এদিব, ইভা ব্রয়ডো, অ্যাঞ্জেলা ডেভিস, মড গোণে, একাতারিণা ব্রেশকো-ব্রেশকভ্স্কায়া, ডোলোরেস ইবাররুরি (লা পাসিওনারিয়া). চিঁউ-চিন ও শার্লট কর্ডে।

এই মহিলারা তিনটি পৃথক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী। এঁরা রাজনীতিতে জড়িত। আমরা নারীর এ নমুনাগুলিকে বলি, পরিকেন্দ্রী নমুনা বা **ফোকাসড্ স্যাম্প্ল**। এঁরা কেউ পুরুষ রাজনীতিকের স্ত্রী, কেউ নির্বাচিত রাজনৈতিক নারী যিনি তাঁর নিজ দেশের কোনও না কোনও শাসকগোষ্ঠীর বা শাসন ব্যবস্থার সমর্থন করেছেন আর সেই সঙ্গে আছেন বিপ্লবী মহিলারা যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের সরকারের বিরোধিতা করেছেন। এঁদেরকে বেছে নেওয়ার কারণ, এঁরা সুনির্দিষ্ট বিশেষায়িত রাজনৈতিক ভূমিকাগুলি পূরণ করেন — তাঁরা সাধারণ নারী সমাজের প্রতিনিধি — একারণে নয়। (বক্ষ্যমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এসব নমুনা নারীকে কেমন করে ও কেন বেছে নেওয়া হয় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে)। এই মহিলাদের মধ্যে মিল ও পার্থক্য কি কি ও যে যে ভাবে তারা সামাজিকতা অর্জন করেছে তাতে তফাৎগুলি কি এবং তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত নারীসুলভ আচরণে এসব

www.nagorikpathagar.org

তারতম্যের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি — এসব বের করাই এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য। বাস্তবের নারী চরিত্র যারা প্রকৃতপক্ষেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকায় কাজ করেছে তাদের প্রেক্ষিতে আমরা যদি যাচাই বলতে যা বোঝায় তা না-ও করতে পারি, অন্তত আমাদের প্রস্তাবিত কাঠামোটিকে পদ্ধতিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এই তাৎক্ষণিক প্রতিসাড়া ঐ তাত্ত্বিক কাঠমোকে আরও নিখুঁত করে তুলবে এবং আশা করা যায়, খোদ বিমূর্ত বা অধরা তত্ত্ব থেকে যা না-ও মিলতে পারে সেই অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি বা তথ্য পাওয়া যাবে। বাস্তব নারী চরিত্রের এই যাচাইমূলক ব্যবহার থেকে পাওয়া যাবে অবয়ব কাঠামো 'রক্ত-মাংস' যা আমাদের বিমূর্ত তত্ত্বায়নের প্রতিমাকে প্রাণদান করবে, করে তুলবে প্রাণবন্ত, সজীব। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, এতে অনুমিত সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প যাচাইয়ের সুযোগ পাওয়া যায় না। আমরা আশাবাদী, উল্লিখিত ৩৬ মহিলার জীবনচরিতের উৎকর্ষগত বিশ্লেষণ থেকে একাধিক অনুমিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে আরো পরিমাণগত অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইভিত্তিক ভবিষ্যৎ গবেষণার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান।

রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত সমীক্ষার যে অবাশ্যকতা রয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এই গ্রন্থটি ১০ রছর আগেও রচনা সম্ভব ছিল না। ভারত ও ইসরাইলের মতো দু'টি দেশের সরকার প্রধান হবেন দুই মহিলা (ইন্দিরা গান্ধী ও গোল্ডা মেয়ার), তৃতীয় একটি দেশের অনুরূপ পদমর্যাদায় নিশ্চিত সম্ভাবনায় চলে আসবেন আরও একজন মহিলা (গ্রেট বৃটেনের মার্গারেট থ্যাচার), একজন মহিলা (এলা গ্র্যাসো) যিনি নিজ প্রতিভাবলে তাঁর নিজ অঙ্গরাজ্যের (কানেকটিকাট) গভর্ণর পদে নির্বাচিত হবেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে দুই মহিলা প্রার্থী (শার্লি চিশল্‌ম ও মার্গারেট চেজ) নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিভাত করবেন — এসব এমনই অকল্পনীয়, উদ্ভট ব্যাপার ছিল যে, কেউ আকার-প্রকারে ইঙ্গিতমাত্র করলেও তাকে হাস্যস্পদ হতে হ'ত। তা সত্ত্বেও আজ এ ধরনের সমীক্ষা শুধু সম্ভবই নয় বরং আমার মনে করি, একান্ত জরুরীও। রাজনীতিতে নারীর সামাজিকীকরণ ও নারীর রাজনৈতিক আচরণ সম্পর্কে আজও যেসব রচনা ও লেখা প্রচলিত সেগুলির ভিত্তিতে অবশ্য এ ব্যাপারে সমীক্ষার যেসব সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বলছি সেগুলি সম্পর্কে কোনও পূর্বানুমান সম্ভব নয়। আগে হ'লে উল্লিখিত মহিলাদের মূল্যায়ন হ'ত ইতিহাসের আজব ব্যতিক্রম হিসেব। নারীর এই যে সাম্প্রতিক বিকাশ সেটা আমাদের চেতনায় প্রবল নাড়া দিয়ে গেছে। আর ঐ ঝাঁকুনি খেয়ে আমার বুঝতে পেরেছি কেমন করে সামাজ পরিবর্তন আমাদের এর উপলদ্ধিবোধের ক্ষমতাকেও ছড়িয়ে গেছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন্ চেতনার স্তরে আমরা আমাদের অজান্তেই উপনীত হয়েছি তার মাত্রাটি বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। বছর দশেক আগেও আজকের খুব বেশি করে চোখে পড়া এই রাজনৈতিক মহিলারা ঠিক তাঁদের বর্তমান জীবনবৃত্তির সদ্য সূচনা করেছিলেন এমনও নয় ; বরং

www.nagorikpathagar.org

তাঁরা তাঁদের ঐ জীবনবৃত্তির প্রগতির পথে অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞান ক্রমাগতভাবে 'গতানুগতিক' ও প্রতিনিধিত্বমূলক' নারী ও পুরুষের ওপর তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখেছে। ফলে 'ব্যতিক্রমী' ও 'অপ্রতিনিধিত্বমূলক' চরিত্রগুলি স্বাভাবিকভাবেই সমাজবিজ্ঞানের এখতিয়ারের বাইরে পড়ে জীবন-চরিত ও ইতিহাসেরই শুধু উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সমাজ ব্যবস্থা সর্বদাই সমাজকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের এই সমীক্ষার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা হচ্ছে, আদর্শ উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থা ব্যবহার করে জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে উল্লিখিত তিন রাজনৈতিক নারীর তুলনা করা ও আমরা আমাদের তত্ত্বের যে আত্বিক রূপরেখা দিয়েছি সেই ধাঁচে ওদের বিকাশ কতখানি সুচারুরূপে খাপ খায় তা পর্যবেক্ষণ করা।

আমাদের রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণ তত্ত্বটি বিকাশের চারটি স্তরক্রমের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, প্রথম স্তরটি হচ্ছে মানব বিকাশের গতানুগতিক ধাঁচটি এর পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে হ'লে অবশ্যই মানুষকে প্রথম স্তরটি সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে। এর পর তৃতীয় ও সর্বশেষ চতুর্থ স্তর। প্রথম স্তরে একটি মেয়েকে সক্রিয় এমন এক আধুনিক নারীর ভূমিকামূলক আদর্শ বা চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে হব যার সুবাদে সে সমাজ নির্ধারিত চিরন্তন স্ত্রী, মা ও অন্যান্য গতানুগতিক ভূমিকার বাইরে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হিসেবে তার যে নিজের অন্যসব ভূমিকার সম্ভাবনা রয়েছে তার উপলব্ধিতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয় স্তরে ঐ মেয়েকে তার দৈনন্দিন জীবন বা অস্তিত্বের ওপর একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তৃতীয় স্তরে রাজনীতি তার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে যা তার জীবন পরিসরকেও নিয়ন্ত্রিত করবে। পরিশেষে, চতুর্থ স্তরে, ঐ নারীর জীবনের চরম মুহূর্তগুলির সঙ্গে রাজনীতিতে অংশীদারীর যুক্তিসঙ্গতভাবে সফল ইতিহাস জড়িত থাকতে হবে।

আমাদের সমীক্ষাপদ্ধতির যৌক্তিকতা

অনেক পণ্ডিতব্যক্তির মতে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি স্থিতাবস্থার অনুসারী। নিম্নশ্রেণীর মানুষের শিশুরা এমন সব বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে যা তাদেরকে তাদের শ্রেণীর গণ্ডিতেই আবদ্ধ রাখে। আর সমাজের উঁচু তলার ছেলে-মেয়েরা যা শেখে তা তাদের নিজেদের উঁচু শ্রেণীকে উঁচু তলায় বহাল রাখারই অনুকূল। এই উঁচু শ্রেণীর শিশুর বাবা-মা, এবং তার স্থানীয় সমাজ বিদ্যালয়, উপাসনালয় ও সঙ্গী-সাথীসহ মুরুব্বী শ্রেণীর বয়োজেষ্ঠ্যরাসহ গোটা পরিবেশে যা প্রচলিত, বহাল সেই শিক্ষাতেই ঐ শিশুকে শিক্ষিত করে তোলে ও ঐ শিক্ষার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়মূল করতে সাহায্য করে।

www.nagorikpathagar.org

ছেলে বা মেয়ে হিসেবে তার ভূমিকা কী এটাও এসময়ে শিশুকে শেখানো হয়। ১৯৭১ সালে কার্সটেন অ্যামুণ্ডসেন বলেন, নারীরা নিকৃষ্ট, ওরা কিছু কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য অযোগ্য -এ ধরনের বিশ্বাস নারী সংগঠকদের জন্য প্রধান অন্তরায় — এ কারণেই দৃষ্টত মনে হয়, নারী-পুরুষের পার্থক্যভিত্তিক সনাতন আদর্শের মূল্যবোধ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ধ্যানধারণা প্রায় সব নারী-অন্তরে দৃঢ়মূল হয়ে গ্রথিত।

অ্যামুণ্ডসেন বলেছেন, নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াতেও সাধারণত নারী সম্পর্কিত সনাতন ধ্যান-ধারণাটি মুছে যায় না ; জীবনে তাদের ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকাটির প্রভাবও থেকে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম হলে এ প্রশ্নও ওঠে ঃ তাহ'লে কেমন করে কোনও কোনও ভিন্নধর্মী মেয়েদের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল? এক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে, পরিবার ও বিশ্বাস কাঠামোয় যেসব পরিবর্তন ঘটেছে ও এখনও ঘটছে সেগুলির মধ্যেই এ প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে।

রাজনৈতিক মহিলার সামাজিকীকরণ গবেষণায় প্রযুক্ত আমাদের পদ্ধতির স্পষ্ট যুক্তি প্রদর্শনের জন্য নারীর রাজনৈতিক আচরণ বা ঐ আচরণের অনুপস্থিতি সম্পর্কে অন্য যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে আমরা সেগুলির আলোচনাও করব। নারীর রাজনৈতিক আচরণ ব্যাখ্যার ভিন্নতর পদ্ধতির আলোচনাটি এখন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এম ব্রুস্টার স্মিথের তথ্য সারণীর ভিত্তিতে। তথ্য সারণীতে কয়েকশ্রেণীর চলক সন্নিবেশিত আছে। এগুলি পরিণত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির আচরণ বোঝার জন্য আবশ্যক (চিত্র ১-১ দ্রঃ)। আমরা দেখাতে চাই যে, 'ক' নকশায় আমাদের সমাজ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত চলকগুলি ও 'খ' নকশায় সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত চলকগুলির সঙ্গে উল্লিখিত চলকগুলির সম্পর্কপরম্পরা, নারীরা কেন তাদের অনুসৃত পন্থায় রাজনীতিতে নিয়োজিত হয় তা উপলব্ধির জন্য সবচেয়ে সহায়ক ও প্রাসঙ্গিক।

চিত্র ১-১-এ পাঁচশ্রেণীর চলক সন্নিবেশিত আছে। মানব আচরণের ব্যাখ্যার জন্য এগুলি পরীক্ষা করা দরকার। নকশা ঙ-তে রয়েছে সমীক্ষাধীন বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আচরণের উল্লেখ। অন্যসব নকশায় আছে বিভিন্ন শ্রেণীর চলকসমূহ যেগুলি অবলম্বনে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মানব আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

চিত্র ১-১-এ প্রদত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর চলকগুলি সম্পর্কে একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্টত বোঝা যাবে যে, ঐ পাঁচশ্রেণীর চলকগুলির মধ্যে তিন শ্রেণীর চলকের ওপর প্রায় সব মানুষেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মানুষ সাধারণত কেবল 'গ' (তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক স্বকীয় জৈব ও ব্যক্তিত্ব প্রক্রিয়া ও ভাবভঙ্গি/ মেজাজ সম্পর্কিত) ও 'ঙ' শ্রেণীর চলকের (আচরণের) ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। অন্যান্য শ্রেণীর চলকের বেলায় তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারলেও মানুষ এই চলকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে

www.nagorikpathagar.org

পারে না। বস্তুতপক্ষে, কোনও লোক ব্যক্তি-আচরণ নির্ধারক মডেলকে কী মাত্রায় মেনে নেবে সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, কোনও ব্যক্তিতে নিবদ্ধ সকল পূর্ব ঘটনায় স্রেফ অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে 'ঙ' শ্রেণীর (আচরণ) চলক সমূহ, যেগুলির ওপর ব্যক্তি তথা নারী বা পুরুষের কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই এমনকি, এমন কোনও নিয়ন্ত্রণ যদি থেকেও থাকে তা নগণ্য। স্পষ্টতই ব্যাখ্যাযোগ্য আচরণের কোনও কারণের ওপর ব্যক্তির কোনও সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ আছে কি নেই সেটা এক দার্শনিক সমস্যা অর্থাৎ এখানে সমস্যাটি হচ্ছে, মানব আচরণ প্রভাবিত ও উপলব্ধি করার জন্য অবারিত ইচ্ছার পরিণতি ও খোদ ঐ অবারিত ইচ্ছার প্রশ্ন। এ ধরনের দার্শনিকতাসুলভ আলোচনা অবশ্য বর্তমান গবেষণার এখতিয়ারের বাইরে।

নকশা 'ঙ' ঃ রাজনৈতিক আচরণ

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, নারীর রাজনৈতিক আচরণ ও ধরন তিন শ্রেণীতে পড়ে ঃ (ক) অন্তঃপুরবাসিনী নারী যারা ঐতিহ্যানুগভাবে রাজনৈতিক ও লোকজীবনে শরীক হয় না ; (খ) লোক-নারী যারা সমাজের স্থানীয় লোকজীবনে শরীক হয়ে থাকে। এটা তারা করে থাকে কোনও কোনও সময় স্বাধীন ভূমিকাপালনকারী হিসেবে ; তবে তারা স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকাপালক হিসেবে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে শরীক হয় না ; (গ) সাফল্য অর্জনকারী নারী যারা এমনকি জাতীয় স্তরেও স্বাধীন স্বকীয় সত্তার অধিকারিনী হিসেবে রাজনীতিতে শরীক হয় সে শরীকানায় কোনও পুরুষের মাধ্যমে বিশেষ কোনও মধ্যস্থের ভূমিকাটি অনুপস্থিত ; আমরা এই শ্রেণীর নারীকে গবেষণার সুবিধের প্রতি লক্ষ্য রেখে আরও উপযুক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারি কৃতি (সফল) রাজনৈতিক নারী হিসেবে। ২য় অধ্যায়ে এ ধরনের শ্রেণীবিভাগের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

'রাজনৈতিক আচরণ' —এই শিরনামের আওতায় নানা আচরণ রয়েছে যেগুলি নিয়ে গবেষণামূলক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবশ্যক। এই গ্রন্থে আমরা 'গৃহিণী/ অন্তঃপুরবাসিনী নারী' ও রাজনৈতিক নারী নমুনাগুলির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যে বিশেষ করে মনোনিবেশ করেছি। এখানে রাজনৈতিবিদদের স্ত্রীরা হচ্ছেন, 'গৃহিণী নারী' নমুনার প্রতিনিধি। আর নির্বাচিত কর্মকর্তা পর্যায়ের নারী ও বিপ্লবী নারী হচ্ছেন 'রাজনৈতিক নারী' নমুনার প্রতিনিধি। আমরা এসব নারীর জীবনে যেসব ভিন্নতা চিহ্নিত করতে পেরেছি নিঃসন্দেহে সেগুলি আগের চেয়ে এখন কেন রাজনৈতিক মহিলার অস্তিত্বের সচরাচর ব্যাপার সেটি বুঝতে অনেকখানি সহায়ক হবে।

আমাদের বিশ্বাস, রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণে অনেকগুলি বিষয়ই মা-স্ত্রীর চিরন্তনী পারিবারিক ভূমিকার চৌহদ্দির বাইরে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন, আইন, বিদ্যাবত্তা, ব্যবসায়, অর্থনীতির মত অঙ্গনে কৃতি নারীর বেলায়ও অভিন্ন হবে। আমরা

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য বক্ষ্যমান গ্রন্থে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি নি। সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাছাইয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিশুর জীবনে ও তার পরিপূর্ণ যৌবনে কোন্ বৈশিষ্ট্যটি বড় হয়ে ওঠে তার ওপর নির্ভর করবে। একজন নারী তার পরিবারিক ভূমিকার বাইরে সাফল্য অর্জন করতে তাকে অসাধ্য সাধন করতে হবে কি না হবে তা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

চিত্র নং ১-১-এর অন্যান্য নকশাগুলি বিভিন্ন চলকের প্রতিনিধিত্বশীল। এগুলি রাজনৈতিক নারী (বা পুরুষ) শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজনৈতিক আচরণে লিপ্ত হবে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।

চিত্র ১-১

প্রাপ্তবয়স্কদের রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত চলকসমূহের নকশা

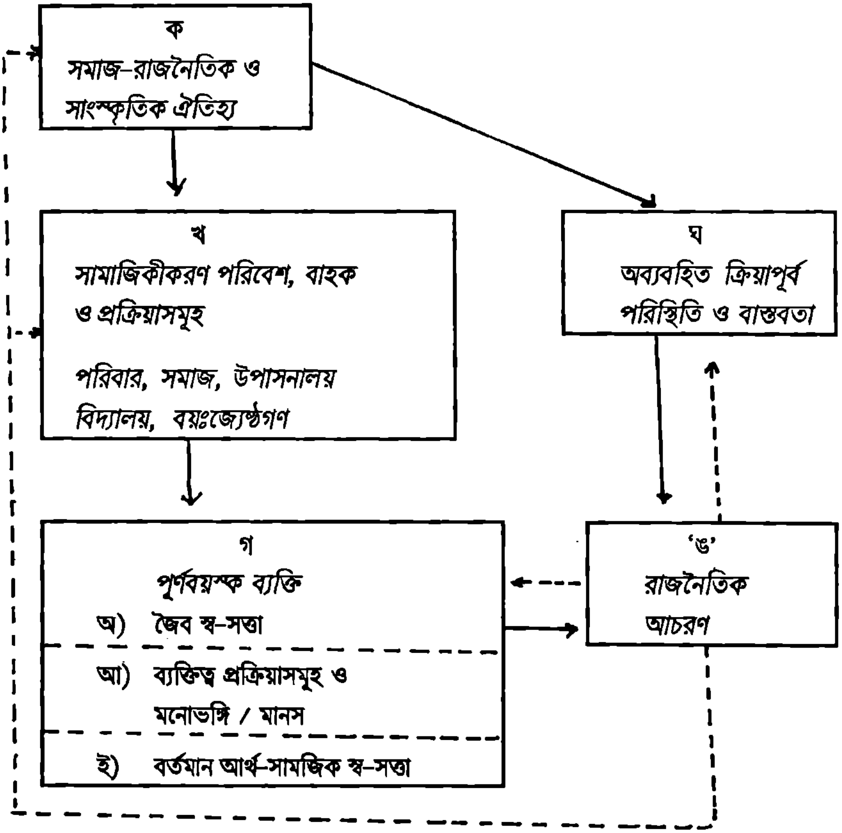

www.nagorikpathagar.org

নকশা 'ঘ' ঃ অব্যবহিত ক্রিয়াপূর্ব পরিস্থিতি ও বাস্তবতা

আচরণের ব্যাখ্যায় অন্যতম ব্যাখ্যামূলক উপাদান হিসেবে কাজ করবে 'ঘ' শ্রেণীর চলকসমূহ। আর এগুলি হচ্ছে, বর্তমান পক্ষপাতমুক্ত নানা পরিস্থিতি যেগুলি কোনও ব্যক্তিকে কোনও না কোনওভাবে কাজ করতে প্রেরণা দেয়। নারীর রাজনৈতিক আচরণ সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা বা বিশ্বাস রয়েছে। আমরা এখানে সেগুলির কিছু কিছুর উল্লেখ করতে পারি। অ্যাঙ্গাস ক্যাম্পবেল ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের 'অ্যামেরিকান ভোটার' গ্রন্থে (সমীক্ষায়) উল্লেখ করেছেন, সন্তানধারণকালীন বছরগুলিতে সংসারের চাপে নারীদের ভোটদানের হার কমে যেতে লক্ষ্য করা গেছে। সোজা কথায়, কেবল ভোট দানের মত নিম্নতম পর্যায়ের রাজনৈতিক অংশীদারীর ক্ষেত্রেও প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নির্দিষ্ট ও বাস্তব অন্তরায় পুরুষের তুলনায় তার রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব ফেলে। মা ও স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রাজনৈতিক সত্তা বিকাশের সুযোগ খুবই কম। মহিলাদের যাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের সন্তানের লালন-পালনই নিত্যদিনের দায়িত্ব। আর তাই ভোটাধিকার প্রয়োগের কাজটা সারতে হলেও ছোট ছোট শিশুর বাবার চেয়ে মাকেই বরং বাড়তি দায়িত্বের ঝুঁকি নিতে হয়। পুরুষ বাইরের দুনিয়ায় ব্যস্ত ; নারী গৃহিণী, ঘরই তার সচরাচর কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র। পুরুষ মনে করে যে তার দায়িত্ব হচ্ছে, নাগরিকের ও জনসেবার। নারী নিজেকে জানে মা/স্ত্রী ও ঘরোয়া একান্ত কর্ত্রী হিসেবে। পুরুষের নিজের সন্তান নিজেকে পালন করতে হয় না ; ওকাজটা করার জন্য গৃহিণী আছে। নারীকে যদি রাজনৈতিক জীবনে তৎপর হতে হয় তাহ'লে তাকে অবশ্যই কাউকে নিয়োগ করতে হবে কিংবা পরিবারের জন্য কোনও সদস্যকে (মা, বাবা, শ্বশুরবাড়ির তরফের কেউ বা স্বামী) অবশ্যই ঐ কাজ তার হয়ে করতে রাজী করাতে হবে।

সচরাচর এসব কারণেই নারীর ভোটদানের হার কম হয়ে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র ভোটদানের মত রাজনৈতিক আচরণের স্তরের বেলায় নারীরা তাঁদের ভূমিকায় উল্লিখিত অন্তরায়গুলি তথা অব্যবহিত ক্রিয়া-পূর্ব কারণগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। এ তথ্যের সমর্থনে বাস্তব বিষয়গুলি হচ্ছে এই যে, বিগত দুই মার্কিন নির্বাচনে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভোট দিয়েছে (এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পরিবারের বাচ্চাদের দেখাশোনার লোকজন তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে নি) ও (খ) ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত পাঁচটি জাতীয় নির্বাচনের ওপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পিতৃত্ব অর্জন তরুণ পুরুষদের ভোটদানের হার বৃদ্ধি করে কিন্তু মাতৃত্ব অর্জন তরুণীদের ভোটাদানের হারকে তেমন প্রভাবিত করে না।

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে কেবল নিবিড় ও ব্যাপক পর্যক্ষেণের আওতায় আনলেই কেবল প্রাপ্তবয়স্ক নারী ভূমিকার অন্তরায়সমূহ বিশেষ করে মায়ের ভূমিকার প্রতিবন্ধকতাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভোট দেবার জন্যে বাইরে যেতে যে সময়ের দরকার তাতে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের গতানুগতিক রুটিনে তেমন কোনও বড়রকমের রদবদলের দরকার হয় না। কিন্তু সমস্যা দ্রুত বহুগুণে বেড়ে যায় তখনই যখন তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার আরও বড় হয়ে ওঠে। স্বামী রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাপনায় স্ত্রীকে সাধারণত কোনও সাহায্য করে না, করবেও না। স্ত্রীর যদি ঐ সময়ে কোনও সান্ধ্য বৈঠকে যোগ দেবার কথা থাকে সেটা সত্যিই বাস্তব বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনাময় নারীর জন্য এটা বড়রকমের অন্তরায়ই বটে। প্রথমে ব্যাপারটি তুচ্ছ মনে হতে পার। রাজনীতিতে সক্রিয় হতে ইচ্ছুক কোনও পুরুষকে এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় না তবে কেবলমাত্র এধরনের বাধা যদি নারীকে তার অঙ্গীকার থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে তাহ'লে তার খোদ ঐ অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকে যায়। তা'ছাড়া, যে মহিলা তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে একা রেখে নিয়মিত দলীয় সভায় হাজিরা দেন তাঁর বেলায়ই বা কি বলা যায়। পড়শী, বন্ধুবান্ধবেরা কি এসব দেখে তাঁদের চোখ কপালে তুলবেন না? আসলে 'সুমাতা' হিসেবে সাধারণত যেসব নৈতিকযোগ্যতা প্রত্যাশা করা হয় এবং সুমাতৃত্বের সীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তা অত্যন্ত কঠোর হতে পারে। এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যপ্তিকে অন্যভাবে দেখা যায় ঃ মহিলাদের মধ্যে যারা স্বকীয় ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিমূল্য সম্পর্কে সচেতন তাদেরও হেয়জ্ঞান করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করা হচ্ছে যে, তারা স্বামী-পুত্রের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না। অর্থাৎ তারা তাদের প্রাথমিক দায়িত্বের প্রতি উদাসীন।

"অসামঞ্জস্যময় নানা ভূমিকাকে একত্রিত করার প্রয়াসের স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে, চাপ বেড়ে যাওয়া ও সংঘাতের সৃষ্টি (বাইরে ও ভেতরের)। দৃষ্টান্ত হিসেবে, একাধারে স্ত্রী, মা, ও আইন প্রণেতার ভূমিকার বিড়ম্বনার উল্লেখ করা যায়। সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল বেশ পরিস্কারভাবে নানা মূল্যবোধের কয়েকটি স্তরক্রমে চিহ্নিত। নারী এসব স্তরগুলির মধ্য থেকে মূল্যবোধসমূহ বাছাই করে নিতে পারে। এ বাছাই পর্বে প্রথমেই আসে সন্তান, তারপরই স্বামী ও সর্বশেষে (যদি আদৌ থেকে থাকে) তার কর্মজীবন (ক্যারিয়ার)।"। আর তাই নারীকে রাজনীতিতে যোগ দিতে হ'লে তাকে অবশ্যই নিজ সন্তানের বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এটাই সাধারণ রীতি। যথেষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারিনী হওয়ার জন্য তাকে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট কর্মজীবনে (জীবনবৃত্তি) লেগে থাকতে হয়। যেসব নারীর সন্তান ছোট তাদের ঘরের গণ্ডির বাইরে জীবনবৃত্তির সূচনা বিলম্বিত হওয়ার কারণে তাদের সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনাও কম। এমনকিছু

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি সফল ও বিপ্লবী নারী আছেন যাঁরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এত বেশি নিমগ্ন ও জড়িত যে তাঁদেরকে সমাজের কাছে নিন্দার পাত্রী হতে হয় ; রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকার কারণে তাদের কপালে 'কুমাতা'র বদনাম জোটে। এ ধরনের ঝামেলা রাজনীতি-সফল কোনও পুরুষকে পোহাতে হয় না, পোহাবার কোনও বাধ্যবাধকতাও নেই। 'খারাব স্ত্রী' ও 'কুমাতা'র বদনাম নেবার ঝুঁকি নিতে পারেন না বা নেবেন না — এমন সম্ভাবনাময় নারী সক্রিয়তাবাদীর সংখ্যা নিরূপণের বিষয়টি অসম্ভব না হ'লেও কঠিন নিঃসন্দেহে।

প্রাপ্তবয়সের ভূমিকার বাধ্যবাধকতার অঙ্গ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর জন্য বিয়ে করা ও পরিবার গড়াই প্রাথমিক প্রবণতা হ'ওয়া উচিত বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ পুরুষের জন্য রাজনীতি ও সক্রিয়তাবাদের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে, আইন পেশায় জীবন বা কর্মবৃত্তি। এ জীবনবৃত্তি নারীরা হয় আদৌ বিবেচনায় আনেন না অথবা বিবেচনায় আনলেও একে গৌণ অঙ্গীকার গণ্য করেন, অগ্রাধিকার পায় প্রাথমিক অঙ্গীকারগুলির নিষ্পত্তি। প্রায় সকল নারীর স্থানান্তর গমনের বিষয়টি তাদের স্বামীর ওপর নির্ভরশীল ; এ বিষয়টি তাদেরকে বৃহত্তর সুযোগের ক্ষেত্রে গিয়ে নিয়োজিত হওয়াকে বিঘ্নিত করে। এসব নারীর জন্য তাই স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিই গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, নারীর এ ধরনের স্থানীয় রাজনৈতিক জীবনবৃত্তিতেও ছেদ পড়তে পারে কেননা, স্বামীর স্থানান্তর গমনের প্রয়োজনে স্ত্রীকেও তার সঙ্গে অন্যত্র যেতে হয়।

পুরুষের কাছে আদৌ পরিচিত নয় নারীর এমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার তালিকা আরও লম্বা হতে পারে। সাধারণত আমরা যুক্তি দেখিয়ে থাকি যে, 'গ' নকশার আওতাভূক্ত চলকগুলি প্রাপ্তবয়স্কের রাজনৈতিক আচরণ নির্ধারণে শুধুমাত্র প্রান্তিক পর্যায়ে নির্ধারকের কাজ করে। নারী ভূমিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত মৌলিক অঙ্গীকারসমূহ বেশ অনেককাল ধরে বিকশিত ও বদ্ধমূল হবার পরেই কেবল উল্লিখিত চলকগুলি প্রবল হয়ে ওঠে। কেউ ভোট দিতে অংশ নেবে কি না কিংবা রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠবে কি না তা ঐ শেষোক্ত বিষয়গুলির আলোকে নির্ধারিত হয়। অধিকতর মৌলিক প্রবণতা সম্পর্কে যেসব বিশ্বাস ও ধারণা-অনুমান গড়ে ওঠে সেগুলিই ব্যক্তি কীভাবে কাজের মূল্য উপলব্ধি করবে তা স্থির করবে। একজন সক্রিয়তাবাদী নারী যার জীবনে রাজনীতি মুখ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে শিশু পরিচর্যাকারীর অভাব, অসহযোগী স্বামী বা নাবালক সন্তান কোনও কিছুই তাকে ভোটাদনে বিরত রাখা বা সম্ভবত কোনও রাজনৈতিক পদে প্রতিযোগিতা করা থেকেও বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। রবং ঐসব কাজে সে নিয়োজিত না হ'লে তাকে অনেক বেশি দাম দিতে হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কের উল্লিখিত ধরনের অঙ্গীকারগুলির তুলনামূলক গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট নারীকে সে কোন্ ভাবে অংশ নেবে না নেবে তার একটা আপস-নিষ্পত্তি করে

www.nagorikpathagar.org

দিতে পারে হয়ত ; কিন্তু ওগুলি তার সক্রিয়তাবাদী প্রবণতাকে পুরোপুরি বাতিল করে দেবে এমন সম্ভাবনা কম। বিপরীতক্রমে, কোনও নারীর প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ঐতিহ্যিক ভূমিকা সম্পর্কিত ধারণা বদ্ধমূল থাকলে ও তাঁর জন্যে রাজনীতি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে না উঠলে, তাঁর কাছে সামান্য বৃষ্টিপাতও ভোটকেন্দ্রের আশপাশ না মাড়াবার একটা জোর অজুহাত হয়ে উঠতে পারে।

'ঘ' নকশার আওতাভুক্ত এক বা একাধিক কাজের অব্যবহিত পূর্বের পরিস্থিতিগুলির ('ঘ' শ্রেণী) মূলত কোনও নির্ধারক ভূমিকা না থাকলেও এগুলির সামাজিকীকৃত স্ব-সত্তার ওপর যোজক ও পুঞ্জিত ক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে। ব্যক্তির বিভিন্ন মৌলিক আগ্রহ ও তার রাজনৈতিক ধারণার তীব্রতার ওপর সাধারণত ঐ ব্যক্তির পরিবারের চৌহদ্দির বাইরে তার পেশাগত কাজ/পদ ও সামাজিক মর্যাদার একটা প্রভাব থাকতে পারে। আর সেটা সাধারণত বড় রকমের প্রভাবই হয়ে থাকে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নরনারী ও অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীর তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষের অবগতিমূলক জীবন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

> জটিল সামাজিক সমস্যাগুলির রাজনৈতিক শাখা-প্রশাখায়ন সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি আসে অংশত শিক্ষা থেকে। তবে সমাজকর্ম অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতর কর্ম/পেশাজীবী গোষ্ঠীর লোকেরা প্রতিনিয়ত যে আইন, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজের লেন-দেন করে থাকে তার সুবাদে তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সমস্যাবলী সম্পর্কে নিজ জ্ঞান ও উপলদ্ধিকে বিকশিত ও উন্নত করে তোলে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে এ সুযোগ নেই। মধ্যবিত্তের তুলনায় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোক, পুরুষের তুলনায় মেয়েরা তাদের ঘর-সংসার বহির্ভূত বিষয় ও তৎপরতা থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন। আর তার ফলে বৃহত্তর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের উপস্থিতিও কম। যেমন, রাজনৈতিক তৎপরতায় ইতিবাচক প্রভাবের অধিকারী স্বেচ্ছাকর্মমূলক সমিতি-সংগঠনের সদস্যপদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের সংখ্যা শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকজনের তুলনায় প্রায় ক্ষেত্রেই বেশি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা যেসব অরাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে সেইসব সংগঠনে মধ্যবিত্ত পুরুষদের অনুরূপ সংগঠনের তুলনায় রাজনীতিতে আগ্রহী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক কম।

প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে এসব ভিন্নতা চিহ্নিত হবার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় কেন এটা ঘটে? যেসব চলকের কারণে কেউ বয়স্ক পুরুষ, কেউ নারীতে পরিণত হয় সেগুলি চিহ্নিত

www.nagorikpathagar.org

করার জন্যে আমাদেরকে আবার নকশা 'ক' ও 'খ' বর্ণিত শ্রেণীগুলিতে ফিরতে হবে। আলোচনায় নিয়োজিত হতে হবে 'গ'-এ বর্ণিত চলকগুলির সঙ্গে উল্লিখিত শ্রেণীগুলির চলকগুলির মিথস্ক্রিয়া কী সেই বিষয়ে।

নকশা 'গ' ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি

'গ' নকশার আওতাধীন চলকগুলির কিছু উপবর্গ বা উপবিভাগ আছে। রাজনৈতিক কার্যকলাপে নারীর অংশ গ্রহণ না করার বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য এগুলিকে ভিন্ন ও সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। চলকগুলিকে এভাবে উপবিভক্ত করা যায় ঃ জৈব স্ব-সত্তা, ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ ও ভঙ্গিমা এবং আর্থ-সামাজিক স্ব-সত্তা।

মানুষের জৈব প্রকৃতির কারণে মানবাচরণ সম্পর্কিত নানা বিচিত্র তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। এসব তত্ত্বের প্রায় সবগুলিই নারীকে একটা অধঃস্তন, অংশীদারত্ববিহীন ভূমিকা বরাদ্দ করেছে বলেই আমাদের বর্তমান সমীক্ষার জন্য সেগুলি বিশেষ তাৎপর্যময়। সমাজে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে নারীর ভূমিকা কিংবা আদৌ তাদের কোনও ভূমিকা না থাকার দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেও চারটি মোটামুটি জীবতাত্ত্বিক তত্ত্ব এখানে প্রাসঙ্গিক। এগুলি হচ্ছে ঃ (১) যেসব তত্ত্ব শারীরবৃত্ত, হরমোন বৈশিষ্ট্য বা জিন-জনিত পার্থক্যের কারণে এক শ্রেণীর মানুষের ওপর আরেক শ্রেণীর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে ; (২) যেসব তত্ত্ব বংশবিস্তার শক্তি ও বংশ অধোগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ; (৩) যেগুলি সহজাত প্রবৃত্তি, ধারণাভিত্তিক ও (৪) যেগুলি অসাধারণ ব্যক্তি প্রতিভাকে পরিবর্তনের প্রধান শক্তি হিসেবে গুরুত্ব দেয়।

নারী-পুরুষের পার্থক্য শারীরবৃত্ত, হরমোন ও জিনভিত্তিক। নারী-পুরুষ ভেদের কারণে নারী ও পুরুষের উপযুক্ত ভূমিকাগুলি কী কী হতে পারে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আলাদা ও চিহ্নিত নানা ধারণা প্রচলিত। আবার অনেকের মতে, একই কারণে মানুষের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক গোষ্ঠি গড়ে ওঠে।

আকার, জননেন্দ্র ও দৈহিক শক্তির পার্থক্যের কারণে 'অবলা নারী' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। এধরনের তত্ত্বের সূচনা হয়েছে এই ধারণার ভিত্তিতে যে নারীর চেয়ে পুরুষ সাধারণত শক্তিশালী। আর তাই পুরুষের উচিৎ মেয়েদের রক্ষা করা (বা ওদের ওপর আধিপত্য করা)। তবে এ ব্যাপারে আরও কিছু তত্ত্ব সীমা ছাড়িয়েছে আরও অনেকখানি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, হার্বার্ট স্পেন্সার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, নারী-পুরুষের শারীরবৃত্তীয় ভিন্নতা ও তাদের দৈহিক বিকাশের ভিন্ন হার ইত্যাদির কারণেই তাদের বুদ্ধি ও মেধায় একটা সহজাত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েদের দেহের বাড় গড়ে পুরুষের দেহবিকাশের তুলনায় দ্রুততর ও আগেই দৈহিক পূর্ণতা লাভ করে বলে স্পেন্সার এই মর্মে বক্তব্য

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন যে, একটা সময়ের পরিসরে মেয়েদের যে মস্তিষ্কটি গঠিত হয় তা অপেক্ষাকৃত কম জটিল ও বিবর্তিত বা বিকশিত, আর সে কারণেই মেয়েদের অধরা চিন্তাভাবনা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের সামর্থ্য পুরুষের তুলনায় ঢের কম।

উনিশ শতকের চিকিৎসকেরাও নারী ও তার বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের মধ্যে একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করেন। ১৮৭৫ সালে ডঃ ই ক্লার্ক তাঁর 'সেক্স ইন এডুকেশান' শীর্ষক গ্রন্থে জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম নারীর বংশবৃদ্ধি ক্ষমতার ক্ষতি করে। আর সে কারণেই নারীর উচ্চশিক্ষা মানব প্রজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। ডঃ ক্লার্ক যদিও ঠিক একথা বলতে চাননি যে, মহিলারা পুরুষের সমপর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসামর্থ্য অর্জনে অক্ষম যা স্পেন্সার বলেছেন। তবু তাঁর মতবাদও একই ধরনের বিপর্যয়কর। কে চায় মানব প্রজাতিকে বিপন্ন করতে? ৭৫ বছর পর মার্গারেট মীড ঐ দুর্বলা/অবলা নারীতত্ত্বের খোল-নলচে পাল্টে দেন। 'মেল অ্যাণ্ড ফিমেল' গ্রন্থে তিনি এইমর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, অদম্য, যোগ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে পুরুষের সমান নারীদের কারণে সমাজে মানুষের বংশবিস্তার বিপন্ন হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের ধারণা হারালে তার পরিণতিতে পুরুষের যৌণ অক্ষমতা দেখা দিতে পারে ও এর ফলশ্রুতিতে মানব প্রজাতির বংশ বৃদ্ধির হার নেমে যেতে পারে। মীডের রচনাবলী বিভিন্ন বিদ্বৎমহলে সুপরিচিত থাকলেও বিখ্যাত শিশু পরিচর্যাবিশারদ চিকিৎসক বেঞ্জামিন স্পোকও বহুল পরিচিতি লাভ করেছিলেন। স্পষ্টতই আরও ব্যাপক পরিসরে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর বরাত দিয়ে বলা হয়, "আমার বিশ্বাস, জৈব ও মানসিক দিক থেকে নারীকে প্রথমে ও সর্বাগ্রে শিশু পরিচর্যা, স্বামী সেবা ও গৃহস্থালীর জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।" পরবর্তীকালে এই অভিমত বদলালেও স্পোক বহু বছর ধরে বলে আসছিলেন যে, সমাজে নারীর উপযুক্ত ভূমিকা ও কাজ কী হবে যে ব্যাপারে শিক্ষা কেবলই তাকে বিভ্রান্ত করে।

সমাজবিজ্ঞানী মহলে অবলা/দুর্বলা নারী-তত্ত্বসমূহের কোনটিই গৃহীত হয় নি। প্রমাণসিদ্ধ প্রয়োগ-অভিজ্ঞতামূলক সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব এবং বিপরীতধর্মী সাক্ষপ্রমাণের অস্তিত্ব উল্লিখিত তত্ত্বগুলির প্রধান দুর্বলতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ম্যাকোবি ও জ্যাকুলিন তাঁদের ১৯৭৪ সালের 'নারী-পুরুষের পার্থক্য' সংক্রান্ত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণালব্ধ ফলাফলের অভিজ্ঞতায় উল্লেখ করেন যে, সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য, বিশ্লেষণমূলক অবগতি-ক্ষমতা ও জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্যের সমর্থনে তেমন কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ তাঁরা পান নি। বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত নারী-পুরুষ পার্থক্যগুলি বরং নিম্নরূপ : (ক) মেয়েদের বাচন ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে বেশি; (খ) ছেলেরা দার্শন-গতিমাত্রা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে পারদর্শিতার অধিকারী ও (গ) ছেলেদের গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা চমৎকার। তবে গণিত ও বাচনের

www.nagorikpathagar.org

র্থ্যগত তারতম্যের কথা উল্লেখ করা হ'ল তার সঙ্গে জিনগত কোনও সম্পর্ক মনে হয় না যদিও দার্শন-গতিমাত্রাগত সামর্থ্যের সঙ্গে জিনের একটা সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। জিন বৈষম্য ভিত্তিতে যে 'দুর্বল নারী' তত্ত্বমূলক যুক্তিগুলি দেখানো হয়ে থাকে সেগুলির সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব ছাড়াও মৌলিকভাবে তার প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যাও বিভ্রান্তিকর। নারী যদি স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অপেক্ষকৃত অক্ষম হয়ে থাকে তাহ'লে কোনও পরিমাণ শিক্ষা এই প্রবণতা কমাতে বা দূর করতে না পারারই কথা।

নারী-পুরুষের হরমোন পার্থক্যের কারণে এই মর্মে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট আর তাই তারা সমাজের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের যোগ্য নয়। ডঃ বারম্যান, উচ্চ রাজনৈতিক পদে নারীর উপযুক্ততার প্রশ্ন তুলেছেন। 'সানফ্রান্সিসকো ক্রনিক্‌ল' পত্রিকায় তার বরাতে বলা হয়েছে, 'ধরুন, হোয়াইট হাউসে আমাদের একজন এমন মহিলা প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন রয়েছেন যিনি এমন সময়ে রজোনিবৃত্তিজনিত মনোবিকারে আছেন যাঁকে ঐ মুহূর্তে 'বে অব পিগ্‌স' সঙ্কটজনিত তাৎক্ষণিক ও অতিগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেমন হবে সেটা? তবু পরিস্থিতির যদি আদৌ কোনও হেরফের না-ও ঘটে তাহ'লেও আমি একজন নারীর চেয়ে তাঁর অনুরূপ বয়সী জন এফ কেনেডীর পক্ষপাতী যিনি কিউবার মিসাইল সঙ্কটের প্রশ্নে স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি চাইব না ঐ মহিলাটি সিদ্ধান্ত নিন — যাঁর রজোনিবৃত্তিকালীন সঙ্কটময় বয়োসন্ধির কারণে যে কোনও সময়ে তাঁর অদ্ভুত মনোবিকারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

বিভিন্ন অন্তঃক্ষারী গ্রন্থিতে যেমন, পিটুইটারী, থাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ে হরমোন নামে পরিচিত একধরনের রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদিত হয়। এই পদার্থ শরীরের বিপাকীয় ব্যবস্থা, যৌনাঙ্গের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রবৃদ্ধি হার নিয়ন্ত্রণ করে। এইসব হরমোন আক্রমণাত্মক বা মানসিক বিকার — বৈকল্যমূলক অবস্থার মত বিশেষ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে কি না তা জানা যায় না। আর এ নিয়ে প্রচুর বিতর্কও রয়েছে। কিছু কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী আভাস পাওয়া যায় যে, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী দেহে টেষ্টোসটারোণ (পুরুষ হরমোন) নামে পদার্থ ইঞ্জেকশান করলে ঐ প্রাণীর আক্রমণাত্মক আচরণ বেড়ে যায়'। এ ছাড়াও, দলের সর্দার পুরুষ বানরের দেহে সর্বাধিক মাত্রায় টেষ্টোসটারোণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে'। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রায় সকল বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত এই যে, পশুর মধ্যে যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা ঐ প্রাণীর সহজাত নোদনা ও স্বকীয় আগ্রাসী প্রবৃত্তির কারণে নয় বরং বহিঃউদ্দীপক ও ক্ষুধার চাহিদাজনিত কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণত রায় দিয়ে থাকেন যে, মানুষের মাঝে আক্রমণাত্মক মনোভাব ও আচরণ প্রকাশ পেয়ে থাকে হতাশা, চাহিদা পূরণে অন্তরায়

www.nagorikpathagar.org

কিংবা উদ্দেশ্যার্জনমুখী প্রয়াসে বাধার কারণে। মার্গারেট মীডের মতে নৃতাত্ত্বিকেরা এমনসব জনসমাজের বিবরণ দিয়েছেন যেসব সমাজে নারীরা হয় পুরুষদের মতই প্রকাশ্যে আক্রমণাত্মক কিংবা তারচেয়েও বেশি আক্রমণাত্মক।

নারীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্পর্কে ডঃ বারম্যানের নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে নারীদেহে ইস্ট্রোজেন মাত্রার চক্র পরিবর্তনের ফলে ঐ নারীর মাঝে যে ইতি ও নেতিবাচক আবেগাবস্থার সৃষ্টি হয় যে সম্পর্কে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সমীক্ষায় দেখা যায়, ইস্ট্রোজেনের নিম্নমাত্রা নারীর মাঝে হতাশা, উদ্বেগ, বদমেজাজ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য সমীক্ষায় এও দেখা গেছে যে, পুরুষের দেহে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে গেলে তাদের ওপরেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন জনসমাজে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নারীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ভূমিকা বিকল্প নির্ধারণে হরমোনগত পরিবর্তন যতখানি জরুরী সম্ভবত মেজাজের পরিবর্তন নিরূপনে ততখানি জরুরী নয়। এ প্রসঙ্গে সমীক্ষায় লব্ধ ফলাফলের যে বিবরণ ইয়রবুর্গ দিয়েছেন তার এখানে পুরোপুরি বরাত দেওয়া একান্ত আবশ্যক ঃ

> নিরক্ষর জনসমাজগুলিতে নারীরা দৃষ্টত রজঃস্রাবের আগে কোনও রকম মানসিক উত্তেজনা কিংবা রজঃপরবর্তী কোনও হতাশায় ভোগে না (যখন তাদের দেহে ইস্ট্রোজেন-এর মাত্রা কমে যায়)। অবশ্য শিল্পোন্নত জনসমাজের নানা সমাজ সংস্কৃতির পরিসরে দুই ধরনের অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়েছে। শিল্পোন্নত সমাজে ভূমিকা হারানোর সঙ্গে রজঃনিবৃত্তিপরবর্তী অবসাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুনিবিড় ; বিশেষ করে, ঐ সমাজের নারী যখন তার মাতৃ ভূমিকায় থাকে তখন ও আরও বিশেষ করে তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবার পর এরূপ অবস্থা তথা হতাশা-অবসাদ বেশি করে পরিদৃষ্ট হয়। সনাতন চিরাচরিত জনসমাজগুতি (নিরক্ষর ও চাষী সমাজে) এই ভূমিকাটি নারীর নাগালের বাইরে চলে যায় নি কারণ তার সন্তানদের বড় হবার পরেও গ্রাম বা বাড়ি ছেড়ে তাদের দূরে চলে যাওয়া বড় একটা ঘটে না। একান্নবর্তী বড় পরিবারের মাঝবয়সী নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, নাতি-নাতিনীর যত্ন-পরিচর্যা। আর এ এমন এক দায়িত্ব যা ঐ নারীর তুলনামূকভাবে জীবনের স্বল্প পরিসরের গোটা অবশিষ্টাংশটুকু জুড়ে থাকে। আধুনিক শিল্প-সমাজে লাভজনক কাজে নিয়োজিত কিংবা অন্য কোনভাবে অত্যন্ত সক্রিয় ও পরিবার বহির্ভূত উদ্যোগে নিয়োজিত নারীরা সনাতন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নারীর তুলনায় রজঃনিবৃত্তি পরবর্তী হতাশা-বিষণ্নতায় সাধারণত কম ভোগেন।

www.nagorikpathagar.org

তাই বলা যায়, নারী-পুরুষের মধ্যে হরমোনগত সুনিশ্চিত পার্থক্য থাকলেও, এই হরমোনগত তারতম্য ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ ও আচরণের প্রধান ও প্রাথমিক নির্ধারক-এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত জোরালো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

বেটি ইয়রবুর্গ সমাজ পরিবর্তনের উৎসুলির সন্ধানে পরিচালিত সমীক্ষায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষের প্রজনন বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে খুব একাট সহায়ক নয়। তাঁর মতে, নারী-পুরুষের মধ্যে প্রধান জিনগত পার্থক্য হ'ল নারীর আছে X X ক্রোমোসোম ও পুরুষের আছে X Y ক্রোমোসোম। নারীর বেলায় দ্বিতীয় X টি তাকে ব্যাধি, অপুষ্টি ও অন্যান্য ধরনের শারীরিক অপূর্ণতা থেকে রক্ষা করে আর তার মধ্যে জিনগত কোনও ত্রুটি থাকলে সে ত্রুটি যাতে অন্য প্রজন্মে বা অন্যতে স্থানান্তরিত না হতে পারে তার বিরুদ্ধে প্রতিবারক হিসেবে ঐ ক্রোমোসোম কাজ করে। মনে হয়, জিনগত পার্থক্য আক্রমণপ্রবণতা ও নিরাসক্ততার (ঔদাসীন্যের মত) ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষ্মণসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, অপেক্ষাকৃত সহিংস আক্রমণাত্মক স্বভাবের পুরুষের বেশির ভাগের দেহে একটি অতিরিক্ত Y ক্রোমোসোম আছে (এই ক্রোমোসোমের বিন্যাস XYY)। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, যেসব পুরুষের ক্রোমোসোমের গঠন X, X, ও Y-এর তাদের মধ্যে হতাশা বেশি ও পৌরুষ কম।

এসব গবেষণালব্ধ ফলের ওপর অবশ্য আরও অনুসন্ধান-সমীক্ষা হওয়া দরকার। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ উগ্র, অপরাধী ও এধরনের অন্যান্য পুরুষের ক্রোমোসোমের প্যাটার্ণ একই রকমের ও স্বাভাবিক। একথাও অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ উগ্র, অপরাধী ও এধরনের অন্যান্য পুরুষের ক্রোমোসোমের প্যাটার্ণ একই রকমের ও স্বাভাবিক। একথাও অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার যে, নারীর শারীরবৃত্ত, জিনগত পার্থক্য নারীর রাজনীতিতে অংশ না নেবার ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যায় আপাত কার্যকর হ'লেও বিশ শতকে সেই নারীই কেন এত সক্রিয়, অংশীদার, বলিষ্ঠ ও উৎসাহী উদ্যোগী হয়ে উঠল সে ব্যাপারে খুব কম সদুত্তরই ওটা থেকে পাওয়া সম্ভব। ধরে নেওয়া যায়, নারীর হরমোন ও জিনগত গঠন ও শারীরবৃত্তীয় গঠন মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। মানব প্রজাতির নারীর এমন কোনও বড় রকমের বিবর্তনবাদী জৈব পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেছে যা তার অবস্থানগত মর্যাদা ও আচরণের পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে এমন কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণের অস্তিত্ব নেই। এছাড়াও, প্রতিযোগী মনোভাব, আধিপত্যের প্রয়াস, আত্ম-মর্যাদাবোধ, অভীষ্টার্জনের লক্ষ্য ইত্যাদির মতো ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য ও জিনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন অন্যান্য বিষয়ের মত মানব সমাজে রাজনৈতিক আচরণের জন্য উগ্র, উদ্যোগী মনোভাব সমান বা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ কি না সে বিষয়টি এখনও একান্ত অস্পষ্ট। উগ্র, উদ্যোগী আচরণের ক্ষেত্রে এও লক্ষ্য করা গেছে যে, নারী পুরুষের তুলনায় কম আগ্রাসী বা উগ্র উদ্যোগী। তবু এও সত্যি যে, পুরুষের তুলনায় তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম বেশি আগ্রাসন ঘটলে তারা নতি স্বীকার যেমন করে না

www.nagorikpathagar.org

তেমনি আগ্রাসককে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে না। নেতৃত্ব যখন দখল বা শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে কর্মক্ষমতা ও নৈপুণ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় তখন পুরুষের অতিরিক্ত উগ্রতা সাধারণত নারীর জন্য কোনও বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না।

পুরুষ ও নারী ভুবনের মাঝে যে সনাতন বিভেদের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নারী-পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত তারতম্যভিত্তিক নানা মতবাদ। বলা হয়ে থাকে যে, নারীর রয়েছে দুর্বল যৌন প্রবৃত্তি, দুর্বল আক্রমণাত্মক-স্বভাব এবং প্রবল মাতৃত্ব-বোধ। গতানুগতিক ধারণা এই যে, পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি মেয়েদের বিপরীত। নারী-পুরুষের অনুমাননির্ভর প্রবৃত্তিগত পার্থক্য সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, এমনকি, ঐতিহাসিক ধারাতেও সকল সমাজের মানুষ এ ব্যাপারে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে নি। যেমন, আরব বিশ্বে ধারণা ছিল, নারীদের যৌন প্রবৃত্তি পুরুষের তুলনায় প্রবল। নারীর সন্তান লালন-পালন ও মাতৃত্ব প্রবণতা বেশি বলে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা-ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগ-যাচাইমূলক সমীক্ষাতেও প্রমাণিত হয় নি। তবে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিচালিত নানা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, শিশু পরিচর্যার সঙ্গে উগ্রতা প্রধানত অসঙ্গতিপূর্ণ আর শিশু পরিচর্যার খোদ প্রক্রিয়াটি উগ্রতার প্রবণতাকে (এমনকি, পুরুষের বেলাতেও) প্রশমিত করে। তবে উপাত্তভিত্তিক এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে, হরমোনগত কারণেই নারী অপেক্ষাকৃত বেশি সন্তানের লালন-পালনপ্রবণ। নারী সন্তানের জন্ম দেয় ও তার শিশুকে সে স্তন্যদান করে — এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। আর তার অর্থ দাঁড়ায়, শিশুর পরিচর্যা করার ভূমিকাটি মেয়েদের। এই জৈব সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও এ বিষয়টি কিন্তু আদৌ পরিষ্কার নয় যে, নারী হলেই তাকে মাতৃপ্রবণ হতে হবে ; আর সে কারণেই স্বভাবত সে সন্তান ও সন্তান পালনের ভূমিকা চায়।

এ বিষয়টি তাই পরিস্কার যে, নারী-পুরুষের মধ্যে যে সহজাত প্রবৃত্তিগত পার্থক্যের কথা সচরাচর ধরে নেওয়া হয় সেগুলির ভিত্তিতে সমাজে সংঘটিত আচরণগত পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যা মেলে না। এ অবস্থায় একই সহজাত প্রবৃত্তিগত নোদনা বা প্রেরণাকে নারী-পুরষের উভয়েরই অভিন্ন ও বিভিন্ন ধরনের আচরণের ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো যেতে পারে। আর ঘটনা যদি তা-ই হয় তাহ'লে স্পষ্টতই 'স্বাভাবিক' প্রবৃত্তির স্বাভাবিকতা ও একটি বিশেষ লিঙ্গ পরিচয়বাহী মানবকুলের (নারীর) সঙ্গে ঐ প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিকতার সম্পর্কেরই কোনও অস্তিত্ব নেই বলতেই হয়। আসলে কয়েক দশকের গবেষণা নারী-পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত পার্থক্য সম্পর্কিত জনপ্রিয় মতবাদকেই চ্যালেঞ্জ করেছে তাই নয় বরং সহজাত, আজন্ম প্রবৃত্তির সত্যিকারের কোনও অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে।

সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত নোদনার ক্ষেত্রে পরিস্ফুট বিভ্রান্তির ফলে ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলি কেমন করে নারীত্ব ও পুরুষত্বের সঙ্গে জড়িত ও শারীরবৃত্ত, হরমোন ও জিনগত পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সে বিষয়ে আরও ঢের গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উল্লিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে যতদিন না এমন কোনও পদ্ধতি বের হয় যা দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গতিপূর্ণভাবে নারী-পুরুষের মধ্যেকার আচরণগত পার্থক্যগুলি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া ও অনুমান করা যাবে ততদিন জল্পনা-কল্পনা, বাগাড়ম্বরমূলক সনাতন অস্ত্রগুলি সবকিছুর, এমনকি, সর্বাপেক্ষা স্ববিরোধী বিষয়ের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হতেই থাকবে।

আমাদের কাছে এমন প্রমাণও নেই যে বলা যাবে যে, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীরা এক একজন প্রতিভা বিশেষ কিংবা তাঁরা এক ব্যতিক্রমধর্মী উপবর্গের অর্ন্তগত নারী। সামাজিক পরিবর্তন শাস্ত্রের কিছু চর্চাকার যেমন, টমাস কার্লাইল, গিতানো, মসকা, বিলফ্রেডো পারেটো, রবার্ট মিশেল্স, আর্ণল্ড টয়িন্‌বি ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের মতে, যাঁরা অনন্য ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন তাঁরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কিংবা সমাজের বিশেষ উপবর্গ বা গোষ্ঠীর লোক। তাঁদের তত্ত্বে নারীরা 'সৃষ্টিশীল' ও উদ্ভাবনী' প্রতিভাসম্পন্ন উন্নত মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। রাজনৈতিক নারী কোনও না কোনওভাবে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব কিংবা অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন কিংবা অনন্য জিনসম্পন্ন ব্যক্তি — এমন ধারণার যৌক্তিকতাকে জনপ্রিয় করে তোলা অবধি আমাদের সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় এইসব তত্ত্বের প্রযোজ্যতা সীমিত। লক্ষ্য অর্জনকারী নারী বস্তুতপক্ষে নিয়মের ব্যতিক্রম ; আর তাই শিশুদের বা ছোটদের জন্য এই শ্রেণীর নারী অনুসরণযোগ্য কার্যকর মডেল হতে পারে না — এধরনের যুক্তিতর্কের বেলায় উল্লিখিত অভিমত একটি আপাত যৌক্তিক বুনিয়াদ দেয়। এই মতবাদের পক্ষে ওকালতির প্রয়াস হিসেবে প্রাচীন গ্রীক রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনকারী রক্ষিতা নারীদের উল্লেখ করা হয়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে কেবল এই শ্রেণীর নারীদেরকেই পুরুষের সমমর্যাদা দেওয়া হ'ত। কিন্তু ওরা ছিল বিদেশিনী, যুদ্ধবন্দী নারী কিংবা পরিত্যক্তা গ্রীক কন্যা। ওরা যাতে অভিজাত সুবিধেভোগী গ্রীক পুরুষদের উপযুক্ত সমাজসঙ্গিণী ও নর্মসহচরী হয়ে উঠতে পারে, আকর্ষণীয়া হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমসাময়িককালের শিল্পকলা, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলা হ'ত। অবশ্য তাদের আদি পরিচয়ের 'অস্বাভাবিকত্ব' এমন ধারণার জন্ম দেয় যার ফলে ওরা প্রায় সকল গ্রীক নারীর অনুকরণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত ঐ গ্রীক রাজপুরুষ-সহচরী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এমন ছিল যে কোনও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন গ্রীক মহিলা বা তাঁদের কন্যাদের জন্য তাদের অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া সম্ভব ছিল না। একান্তভাবে জৈব গঠনতান্ত্রিক পার্থক্যের অনুমানবাদী যুক্তিতর্কের মৌলিক গলদের সাক্ষ্য-প্রমাণ আবারও একবার এই আখ্যানের মধ্যে পাওয়া গেল। এরকম বিশ্বাসের কোনও ভিত্তিই নেই যে, ঐ গ্রীক বারনারীরা সাধারণ গ্রীক নারীদের চেয়ে শারীরবৃত্ত, হরমোণ বা জিনের দিক থেকে ভিন্নতর ছিল। অঙ্গ পার্থক্যগত কিছু জল্পনা-কল্পনাবাদী মূল্যায়নের চেয়ে গ্রীক বারনারী ও সাধারণ গ্রীক রমণীদের পার্থক্যের জন্য পরিবেশগত কারণই বরং অধিকতার যুক্তিগ্রাহ্য।

www.nagorikpathagar.org

জৈবতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলির আলোচনা শেষ করার আগে নারী অস্তিত্বের একটি দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করা দরকার। কেবল এদিকটিতেই 'দুর্বল নারী' তত্ত্বের কিছুটা প্রয়োগ-অভিজ্ঞতাভিত্তিক বুনিয়াদ পাওয়া গেছে। বিশ শতকের আগে অবধি সাধারণত চিকিৎসাশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিশেষত নারীর যৌনতা ও স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত জ্ঞানের দারুণ অভাব ছিলো। নারী স্বাস্থ্যের বেলায় এই অজ্ঞানতার ফলাফল ছিলো গুরুতর। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ক্যাথারিণ বীচারের মন্তব্য ছিলো ঃ 'মার্কিন নারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যের মান এতই নীচু ছিল যে স্বাস্থ্যবতী নারী কী এ সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই পরিষ্কার ধারণা ছিল।' গোটা শতক জুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিল নারীর স্বাস্থ্যহীনতা। বীচার লক্ষ্য করেন ঃ "আমার পরিবার-পরিজনের বাইরে গোটা দেশজুড়ে ব্যাপক পরিসরে বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত মহলের বেলায়ও একই কথা অর্থাৎ নারীর স্বাস্থ্যহীনতার উল্লেখই করতে হয়। নিখুঁত স্বাস্থ্যবতী নারী বলতে গোটা বোস্টনে একজন বিবাহিত মেয়ে ছাড়া আমার আর কারও কথা মনে পড়ে না। কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের হার্টফোর্ডেও এরকম কেবল একজনের কথাই বলা যায়, নিউ হ্যাভেন, ব্রুকলিনেও তাই। নিউ ইয়র্কেও। সিনসিনাটির বেলায়ও তাই। বাফেলো, ক্লিভল্যাণ্ড, শিকাগো, মিলওয়াকি ও ডেট্রয়টে আমার যেসব মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের সকলের অবস্থাই হয় নাজুক না হয় অশক্ত। গোটা যুক্তরাষ্ট্রে আমার বিরাট বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতমহলে এ শতকে এমন দশজন সুস্থ বিবাহিত নারীর জন্ম হয়েছে কিনা আমি মনে করতে পারছি না যারা নিখুঁত, নীরোগ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যাঁরা প্রাণচঞ্চল, বলিষ্ঠ।" বীচার তাঁর এই বর্ণনায় সাধারণত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের কথাই বলেছেন। আর নিম্নশ্রেণীর নারীর অক্ষম হয়ে পড়ার মত বিলাসিতার কথা প্রায়ক্ষেত্রেই ছিলো কল্পনাতীত। কোনও নারীকে যদি দৈনিক ন্যূনতম দশ ঘন্টা করে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয় আর খোরাক পেটে দেওয়ার জন্য বড় জোর আধ ঘন্টা সময় পাওয়া যায় তার অসুস্থ হওয়ার অবকাশ আর থাকে। কাজ শেষ করেই কেবল ঐ নারী বাড়ি গিয়ে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রাঁধার অবকাশ পায়, মায়ের কর্তব্য পালন করে, স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর এইসব নারীর বেলায় যদি বলা হয় যে, ওদের উদ্যোগ-উগ্রতা কিংবা যৌন প্রবৃত্তি বলতে তেমন বা আদৌ কিছুই নেই তাতে অবাক হবার কিছু থাকে না।

ওষুধ-চিকিৎসা সম্পর্কে অজ্ঞতা, উঁচু জন্মহার ও অনুরূপ মৃত্যুহারও প্রায় সব নারীকে সরকারী জীবনে আসা থেকে বিরত রাখায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সে ক্ষেত্রে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অভাবের ঐতিহাসিক ভিত্তিটি জীবতাত্ত্বিক হওয়ার পরিবর্তে বরং শারীরবৃত্তীয় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে শিল্প, প্রযুক্তি ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বড়রকমের অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক নারী তাঁদের শারীরবৃত্তীয় সমস্যার নিরন্তর উদ্বেগ থেকে

www.nagorikpathagar.org

রেহাই পান। ১৯ শতক থেকে নারীর জীবনে যা কিছু চমকপ্রদ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তা লক্ষ্য করা যাবে নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যানে। ১৮ শতকের প্রথম দশকে প্রতি মায়ের সন্তানের গড় সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে ছ'টি; তাঁর কিছু সন্তানের জন্ম হত মৃতবৎস হিসেবে, কয়েকটি গর্ভপাতও ঘটত। ১৯৭০-এর দশকে প্রতি মায়ের গড়ে দুই থেকে তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ত। আর বলতে গেলে এদের মৃত সন্তান বা গর্ভস্রাবের ঘটনা ঘটতই না। আজকের মার্কিন মহিলারা আর আগের মতো সন্তানের জন্মদানের আগে ও পরে সাধারণত কঠোর কায়িক পরিশ্রম করেন না। উন্নত পানির যোগান, পোলিও, হাম ও অন্যান্য টীকার আবিষ্কার, বিশুদ্ধ খাবার ও ওষুধ আইন, পেনিসিলিনের মতো বিস্ময়কর ওষুধ, সুষম খাদ্য/পথ্য, সাধারণভাবে উন্নততর আবাসিক গৃহ ও চিকিৎসা পরিচর্যাও আগে মায়েদের তাদের সন্তানকে শুধু বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে শারীরিক বিগ্রহ সইতে হ'ত তা থেকে তাদের অনেকখানি রেহাই দিয়েছে। খুব নগণ্য সংখ্যক নারীকেই এখন তাদের সন্তানের অকাল মৃত্যুর যাতনা সইতে হয়। আর এর ফলে আগে মায়েদের শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যের অন্যতম প্রধান কারণটি অপসারিত হয়েছে। প্রায় সকল পাশচাত্য জনসমাজে তরুণ বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক আকার নেওয়ায় মাতৃত্বের দৈহিক ও অবেগানুভূতিগত চাপের আরও উপশম ঘটেছে। এখন বছরে মোট যে ক'দিনের জন্য মাকে তাঁর সন্তানের দেখাশোনা করতে হয় তা গত শতকগুলির তুলনায় যৎসামান্য। এছাড়া, ঘরদোর ঠিক রাখার জন্য আগে গৃহিণী/মাকে যে গুরুতর শারীরিক খাটুনি খাটতে হ'ত তা অনেকখানি কমে গেছে।

সমাজে নারীর ভূমিকা ব্যাখ্যার প্রয়াসে জীবতাত্ত্বিক মতবাদগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমাদেরকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে, নারী-পুরুষের জীবতত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত স্ব স্ব ভূকিায় সমর্থক মতবাদের পক্ষে কোনও নির্ভরযোগ্য ও বৈধ প্রয়োগ-যাচাই নির্ভর সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। বরং যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে এই মতেরই সমর্থন মেলে যে, জীবতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী তাতে প্রত্যাশা ও আচরণ সম্পর্কে খোদ জীবতত্ত্বের প্রশ্নে সাধারণ নির্ণয়-অনুমানের চেয়েও বেশি নির্ণয়-অনুমান ও কল্পনা করা হয়ে থাকে। দৈহিক সুস্বাস্থ্য ও জীবন পরিসরের ওপর একবার মৌলিক নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তে আসার পর লক্ষ্য করা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক আচরণের সম্ভাবনার ওপর তার জীবতত্ত্ব ও শারীরবৃত্তের কোনই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেই। ১৯৭০-এর দশক নাগাদ বিশ্বের শিল্পোন্নত, অগ্রসর নগর জনসমাজ তথা দেশগুলির নারীরা অন্ততপক্ষে তাদের দেহের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ আরোপের (যেমন, জন্মশাসনের) সুযোগ পেয়েছে। সে কারণেই আমরা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বেলায় পুরুষেলর সঙ্গে তার পার্থক্যের ব্যাখ্যার জন্য নারী-পুরুষের জীবতাত্ত্বিক কিংবা শারীরবৃত্তীয় বিষয়গুলিকে বিবেচনায় আর আনতে পারি না। তাছাড়া, যেসব দেশ, অগ্রসর

www.nagorikpathagar.org

জনসমাজের কথা উল্লেখ করা হ'ল সে সব দেশে এখন নারীরা বিপুল সংখ্যায় জন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রীতিমত সক্রিয়। ফলে ঐসব নারী অংশগ্রহণকারীরা 'ব্যতিক্রম', 'অস্বাভাবিক' কিংবা ওরা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী' — এধরনের ব্যাখ্যা এখন অচল। এসব নারীকে এভাবে চিহ্নিত করার অর্থ হবে এক নতুন শ্রেণীর অতিমানবের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া। সমাজে এই যে পরিবর্তন এসেছে — এর আরও মাটির কাছাকাছি বাস্তব, বোধগম্য তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে বলেই বরং আমাদের বিশ্বাস।

নকশা 'গ'-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ। ব্যক্তি প্রলক্ষণসমূহ, প্রক্রিয়া ও অবস্থা-প্রবণতা ইত্যাদি ঐ উপাদানের আওতাধীন। নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকার পার্থক্যগুলি থেকেই এই মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যে, পুরুষ হবে পৌরুষমণ্ডিত, নারী নারীসুলভ। জীবতাত্ত্বিক ভিত্তিতে নির্ধারিত মতবাদের আলোকে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও ব্যক্তি প্রলক্ষণগুলি সরাসরি মানব প্রজাতির লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়। নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ হয়ে থাকে বলে উল্লেখ করা হয় ঃ নারী ব্যক্তিত্ব উদাসীন, উগ্র-তেজোদীপ্ত নয় ; নারী পরনির্ভর, একনিষ্ঠ, অনুগত, পরমত গ্রহণে তৈরী, অন্যের প্রতি যত্নবান, সহানুভূতিশীল, অত্যন্ত বাকপটু, অধিকতর সামাজিক, অধিক জনপ্রিয় কিন্তু সাফল্য অর্জন প্রয়াসী তেমন নয় ও সংযত যৌনাআচরণ সম্পন্ন। পুরুষের ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলি ঠিক এর বিপরীত বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উগ্র-তেজোদীপ্ততা ছাড়া ব্যক্তি প্রলক্ষণসমূহ জীবতাত্ত্বিক কারণ নির্ভর — ম্যাকোবি ও জ্যাকুলিন পরিচালিত নারী-পুরুষ পার্থক্য সংক্রান্ত সমীক্ষার ফলাফলের মূল্যায়নে কোথাও এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু তবু সেই গতানুগতিক ধারণাটি আজও বহাল আছে আর তাই এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান ও আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

জীবতত্ত্ব-নির্ভর নানা তত্ত্ব ও সেগুলি থেকে উদ্ভূত 'দুর্বল নারী' তত্ত্ব, এমনকি, আরও সূক্ষ্ম ও আধুনিক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, 'স্বাভাবিক নারী'র ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলি ঔদাসীন্য, ধর্ষকাম, অহং, ভড়ং, ঈর্ষা, আনুগত্যশীলতা ও সীমিত বিচার-বুদ্ধিপ্রবণ। রাজনৈতিক নারী সংক্রান্ত এই গবেষণার অন্যতম বিশেষ আগ্রহের বিষয়টি হচ্ছে এই যে, বলা হয়ে থাকে, 'স্বাভাবিক নারী'র অতিঅহম্ 'স্বাভাবি- অতিঅহমের মাত্রার চেয়ে কম, ওরা সঙ্কীর্ণ ধারণাপ্রবণ এ নিয়ে কম মাথা ঘামায়। এসব তত্ত্বানুযায়ী, গোড়া থেকেই হয়েছে যে, যে কোনও রাজনৈতিক নারী আবশ্যিকভ অন্ততপক্ষে অগতানুগতিক ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ন্যূনপক্ষে এ অন্তর্গত হচ্ছে : স্বাধীনচিত্ততা, দৃঢ় প্রত্যয়, ন্যায়বিচারবোধ, নৈ

www.nagorikpathagar.org

বিচার-বিবেচনাক্ষম ও অধরা, তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনায় নিয়োজিত হওয়ার জন্যে অন্তুতপক্ষে একটা যুক্তিসঙ্গত সামর্থ্য।

মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের নানাক্ষেত্রে এখন নারী ও পুরুষের ব্যক্তি প্রলক্ষণগুলির ওপর গবেষণা অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেসব ব্যক্তি প্রলক্ষণ গড়ে ওঠার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেগুলির ওপর প্রায় সব লেখা ও গবেষণাকর্মই গড়ে উঠেছে পুরুষভিত্তিক সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে। এভাবে নারী উপেক্ষিত হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী এ ব্যাপারে তেমন সহায়ক নয়। জিন ন্যুটসনের মত মাসলোর মানব বিকাশের "আত্ম-বাস্তবায়ন" মতবাদী পণ্ডিতদের কেউই নারীর রাজনৈতিক আচরণের বিষয়ে কার্যত কোনও প্রকার মনোযোগই দেন নি। ন্যুটসনের গ্রন্থের সূচীপত্রে কোথাও বিষয় হিসেবে 'লিঙ্গ', 'মেয়ে' বা নারী — উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ যাবত নারী বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক মনোবিজ্ঞানী বড় জোর যা করেছেন তা হচ্ছে গ্রীনস্টাইনের মত শুধুমাত্র উল্লেখ করা যে, "সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা, সে ভূমিকাগুলির বিকাশ ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের অবলম্বনের ধারণার আলোকে রাজনৈতিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের পার্থক্যগুলির মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলির ব্যাখাকারক পর্যাপ্ত তত্ত্ব অবশ্যই থাকতে হবে।"

অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় ব্যক্তিত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে বিবেচিত। এসব রচনায় ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে যে, উল্লিখিত পদ্ধতির সুবাদে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অর্ন্তদৃষ্টি বাড়বে ; কেননা, এতে জানা যাবে কী করে অগতানুগতিক একজন রাজনৈতিক নারীর বিকাশ ঘটে। তবুও আসলেই দেখা গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে ওভাবে তা জানা যায় না। ফ্রয়েডের বক্তব্য অনুযায়ী, স্বাভাবিক নারীত্বের পথে ছোট বালিকার তখনই যাত্রা শুরু হয় যখন যে তার 'অয়দিপাস গুঢ়ৈষার' প্রাক-ধারণায় বুঝতে পারে যে তার ভগাঙ্কুর বা 'ক্ষুদ্র পুরুষাঙ্গটি' তার মায়ের সঙ্গে যৌনাবেগজড়িত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনই কাজের নয়। 'ক্ষুদ্র পুরুষাঙ্গের' — অকার্যকারিতার এই উপলব্ধির সঙ্গে সমান পুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ঐ ছোট বালিকাকে তার ভঙ্গাঙ্কুর মেহনের পুলকানন্দ গ্রহণ বা বর্জনের যে কোনটি অবশ্যই বেছে নিতে হবে। জুলিয়েট মিচেল বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> ভগাঙ্কুরের অকার্যকারিতা উপলব্ধি করার পর ঐ বালিকার জন্য তিনটি বিকল্প পথ খোলা থাকে। এ তিনের মধ্যে একটি বিকল্পই 'স্বাভাবিক'। নিজ অক্ষমতায় তার আত্মরতি তছনছ হয়ে যাওয়ায় সে মায়ের প্রতিও (মনে করা হয়েছিল যার পরিপূর্ণ পুরুষাঙ্গ থাকবে কিন্তু ধরা পড়ে যে, সেই মা-ও তার

www.nagorikpathagar.org

> মতই অক্ষম) বৈরী হয়ে উঠবে। আর এই অবস্থায় নারী হওয়া ও নারীত্ব অর্জন থেকে সে পুরোপুরি সরে যেতে পারে — নারীকে সে ঘৃণা করতে ও তার প্রতি নীচতা আরোপ করতে শুরু করতে পারে। আর সেটা সে করতে পারে পুরুষের মতই। যার পরিণতিতে সে হয়ে উঠতে পারে আত্মকেন্দ্রিক ও স্নায়ুবিকারগ্রস্ত। অথবা সে তার ভগাঙ্কুর মেহনের আনন্দ পুলক বিসর্জন না-ও দিতে পারে। এ অবস্থায় তার অবস্থিতি প্রাক-অয়দিপাস 'পুরুষ' পর্যায়েই থেকে যায়। পরিশেষে, সে যদি তার উদাসীন সহজাত তাড়নায় তার যৌন বাসনার পরোক্ষ লক্ষ্যগুলি কার্যকর করে তার যৌন মনোযোগ তার মা থেকে বাবার মাঝে স্থানান্তরিত করতে পারে তাহ'লে সেই পর্যায়ে প্রথমেই সে তার বাবার পুরুষাঙ্গ কামনা করবে ও তারপর সর্বাধিক সামঞ্জস্যক্রমে তার ঔরসে সন্তান চাইবে। এরপরেই সে তাকে কামনা করবে তার পুরুষ হিসেবে (যৌণ সহযোগী হিসেবে) যে তাকে তার সন্তান দেবে। এইভাবেই সে হয়ে ওঠে এক ক্ষুদ্র নারী। মা থেকে মনোযোগ বাবায় স্থানান্তরই হচ্ছে কন্যাটির এক ধরনের ইতিবাচক গূঢ়েষা যাকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'অয়দিপাস গূঢ়েষা'। আর এটাই হচ্ছে ঐ মেয়ের নারীত্বের পথে প্রথম সঠিক পদক্ষেপ যা থেকে তার সরে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই।

উল্লিখিত বক্তব্যের কারণে যা হতে পারে আমরা তাকে সোজা কথায় সমস্যার অতিসরলীকরণই বলতে পারি। তবু ফ্রয়েডের ঐ আলোচনা থেকে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে, তিনি একজন স্বাভাবিক নারীর মানসিক বিকাশের আলোচনা করেছেন। সেই অনুসারে আমাদেরকে ধরে নিতেই হয় যে, রাজনীতিতে সক্রিয় নারী 'অস্বাভাবিক' হয়ে থাকে। ফলত রাজনৈতিক নারী হয় স্নায়ুবিকারগ্রস্ত হবে নইলে সে হবে এমন কোনও নারী যে কোনওকালেই তার ভঙ্গাঙ্কুর মেহন ছাড়বে না। বলাই বাহুল্য, এধারণার ভিত্তিতে কোনও গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা শক্ত। তাছাড়া, ঐ ধরনের ধারণা ও পদ্ধতির আওতায় রাজনীতিতে সক্রিয় নারী সম্পর্কে এত বেশি নেতিবাচক পূর্বানুমান করার দরকার পড়ে যে তাতে সর্বাপেক্ষা নিরাসক্ত গবেষকও তার সমীক্ষা শেষে নারীর ঐ (রাজনৈতিক) কার্যকলাপ স্বাভাবিক — এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ফ্রয়েডের বিশ্লেষণে উপনীত সিদ্ধান্তমূলক ধ্যান-ধারণায় ভাববাদী প্রবণতা এত বেশি ও প্রয়োগ-অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রমাণযোগ্য প্রত্যয় এত কম, বিশেষ করে, আলোচ্য ক্ষেত্রে যে এতে কোনও স্বতন্ত্র মূল্যমান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। 'জার্ণাল অব দ্য

www.nagorikpathagar.org

আমেরিক্যান সাইকোঅ্যানালিটিক আসোসিয়েশন' –এ এক লেখায় রয় শেফার তার উল্লেখ করেছেন ঃ

> ফ্রয়েড স্পষ্টতই দু'টি বিষয় আদৌ ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। এক, একজন সক্রিয় সন্তান পরিচর্যাকারী মা যাঁর আত্মগৌরব ও সান্ত্বনার স্বকীয় উৎস আছে তার দৃষ্টান্ত কন্যার বিকাশে যে ভূমিকা পালন করে সেটি ও দুই, কন্যা ও নারীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের অধিকারী তাদের নানা বিচিত্র ইতিবাচক পরিবেশের ভূমিকা। ফ্রয়েডের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ও স্থির ছিল একপ্রস্থ অবচেতন সমীকরণ দ্বারা অর্থাৎ 'আমার হৃত পুরুষাঙ্গ = বাবার পুরুষাঙ্গ = বাবার পুরুষাঙ্গ মারফত প্রাপ্ত আমার শিশু — এধরনের সমীকরণগুলিতে যা, তাঁর মতে, কন্যার বিকাশে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

বাস্তবে দেখা যায়, রাজনৈতিক আচরণ ও মনোসমীক্ষণমূলক তত্ত্বাবলীর সম্পর্কযুক্ত সমীক্ষাগুলিতে স্বমেহন সম্পর্কে আলোচনার কৃচিৎ দেখা মেলে। কিংবা ঐসব সমীক্ষায় একান্ত শৈশবের আলোচনা থকে না। এখানে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে যে, এ ভিক্টর উলফেনস্টাইন তাঁর তিন বিপ্লবী যেমন, ভ্রাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (নিকোলাই লেনিন), লিওন ট্রটস্কি ও 'মহত্মা গান্ধী'র ওপর সমীক্ষায় পুরুষ বিপ্লবী ব্যক্তির চরিত্র সংক্রান্ত একপ্রস্থ প্রত্যয়ের রূপরেখা দিয়েছেন। তাঁর সমীক্ষার ভিত্তি হচ্ছে, ঐ তিন বিপ্লবীর রয়ঃসন্ধির ঘটনাবলী। সংক্ষেপে, তাঁর সমীক্ষার প্রত্যয় বা প্রস্তাবনাগুলি হ'ল : (১) বাবা–ছেলের অত্যন্ত উদাসীন সম্পর্কটি ছেলের বয়ঃসন্ধিকালে বৈরী হয়ে ওঠা ; (২) ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, এই দাবীতে বাবার পৈতৃক কর্তৃত্বের বিরূদ্ধে ক্রমাগত বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়া ; (৩) ছেলের সব ঘৃণা কায়েমী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ও তার সব ভালোবাসা বিপ্লবী ভ্রাতৃত্বের দিকে পরিচালিত করা ও (৪) মনের গভীর চেতনায় নিহিত মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে এক সুউন্নত আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলায়, বিপ্লবী আত্মপরিচয়ের রূপরেখা ও অভীষ্ট নির্ধারিত হওয়ায় ঐ চেতনাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার ফলশ্রুতিতে বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে।

উলফেনস্টাইনের অবরোহমূলক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও আমাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের গবেষণা সমীক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া বিপ্লবী নারীদের ক্ষেত্রে তার প্রস্তাবনার যুক্তি প্রয়োগ সার্থক ও ফলদায়ক হবে। কিন্তু প্রাথমিক সমীক্ষায় উভয়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় নি। উলফেনস্টাইনের মতে, পিতা-পুত্রের সার্বজনীন, স্বাভাবিক সম্পর্কের কঠিন বাস্তবতার নিদারুণ রূঢ়তার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী পুরুষ সত্তার বিকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু কন্যাকে বিপ্লবী হয়ে উঠতে হ'লে দৃশ্যত দেখা যায়, তাকে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত মনোযৌনবিকাশের স্বাভাবিক ধাঁচের পরিপূর্ণ বিরোধিতা

www.nagorikpathagar.org

করতে হবে। এক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়াটিকেই শুধু স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন হলে চলবে না পারিবারিক সম্পর্ক কাঠামোর গোটা প্যাটার্ণটিও ফ্রয়েড বর্ণিত প্যাটার্ণ থেকে ভিন্ন হতে হবে।

সাম্প্রতিককালের নারীবাদী শক্তির বিরোধিতার মুখে ও সাধারণ সংশোধন সত্ত্বেও নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সংক্রান্ত ফ্রয়েডের মতবাদ জনসাধারণ ও বহু মনোবিজ্ঞানীর মাঝে এখনও প্রভাবশীল ও জনপ্রিয়। ১৯৬৭ সনে 'আর্কাইভ্স অব জেনারেল সাইকিয়াট্রি' গ্রন্থে লিওন সালজ্‌ম্যান উল্লেখ করেন ঃ 'অতিকথা ও জরাজীর্ণ তত্ত্বগুলির প্রাণশক্তি অসাধারণ। ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি জীবতত্ত্বের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আর নারী জননতন্ত্রের অস্তিত্বের ওপরই প্রধানত নির্ভর করে — এই শ্রেণীর একপেশে তত্ত্বগুলি নারী মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত নানা ধ্যান-ধারণায় আজও প্রবল। সাধারণভাবে ফ্রয়েডের তত্ত্বের দোষগুণ যা-ই থাক, আমাদের একথা বলতেই হচ্ছে যে, নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও তাদের ভূমিকার সংঘাতগুলির সমীক্ষায় এই তত্ত্ব কোনও প্রকার তাত্ত্বিক কাঠামো দিতে অক্ষম।

আমরা ধরে নিচ্ছি, সনাতন নারীর তুলনায় রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারী অনেক বেশি আত্ম-প্রত্যয়ী, প্রতিযোগী, সামাজিক বিচার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী এবং ইতিহাসগতভাবে পুরুষসুলভ ব্যক্তি প্রলক্ষণসমূহ তার মাঝে থাকার সম্ভাবনা বেশি। আমরা অবশ্য এই সিদ্ধান্তের পর আর বেশি এগুতে চাই না। আমরা সাধারণভাবে ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এত বেশি আগ্রহী নই। আমরা শুধু এটুকু নির্ণয় করতে চাই যে, কেমন করে, কখন ও কোন্ অবস্থায় ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ ও সেগুলির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জ্ঞানপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীর রাজনৈতিক আচরণ বুঝে ওঠায় সহায়ক হবে কিংবা নারীর রাজনৈতিক আচরণ যদি আদৌ না থাকে তাহ'লে সেটার ব্যাখ্যায় সহায়ক হবে। আমরা যদিও বুঝি, ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ সম্পর্কে জানা থাকলে সেটা রাজনীতি বুঝে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, তবু বলতে হয়, আলোচ্য রচনাটি ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ বিষয়ক রচনা নয় বলেই এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। বাস্তবের রাজনৈতিক মহিলা ও রাজনীতিকদের স্ব্.দের যে ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ ও আচরণের ধাঁচ অন্যের থেকে ভিন্ন কিংবা মেয়েরা সাধারণভাবে একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন কিংবা পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন সেগুলি এই সমীক্ষার আওতা বহির্ভূত।

নকশা 'গ'-এর সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ উপাদান হচ্ছে ঃ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। এর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক মানুষের স্ব-সত্তা সম্পর্কিত। ইতিহাসে দেখা যায়, নারীরা তাদের স্বামী ও পিতাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদার আলোকে পরিচিত হয়েছে। এমনকি, ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে কর্মজীবী সকল মার্কিন নারীর দু' শতাংশেরও কম মহিলার বার্ষিক

www.nagorikpathagar.org

আয় ছিল ১০ হাজার ডলারের বেশি। সমাজবিজ্ঞানীরা নারীদের শ্রেণী ও সামাজিক মর্যাদার নির্ধারণে পুরুষের অনুরূপ মানদণ্ড ব্যবহার করলে স্পষ্টতই প্রায় সকল মার্কিন নারীর বড়জোর নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হ'ত।

মেয়েরা ক্বচিৎ তাদের নিজ শ্রেণী ও আর্থ-সামাজিক মর্যাদার নির্ধারক। তবু আয় ও আর্থ-সামাজিক মর্যাদা মেয়ে সন্তানের জীবনের সুযোগ-সুবিধে, ধরন ও পরিসর নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসগতভাবে উচ্চতর আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মেয়েরা উন্নততর শিক্ষায় শিক্ষিত, বহু ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও উন্নততর স্বাস্থ্য পরিচর্যার অধিকারী। এ কারণে তাদের স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত গরীব মেয়েদের চেয়ে ভাল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অপেক্ষাকৃত কম হারে উচ্চতর শ্রেণীর নারীরা সাধারণত রাজনীতিতে প্রধান অংশীদার ও নারীমুক্তির পৃষ্ঠপোষক। যেহেতু মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীর ছত্রছায়ায় প্রায় সব পুরুষ রাজনৈতিক অংশীদারত্বের অধিকার লাভ করেছে সে কারণে আমরা আর এই যুক্তির অবতারণা করতে পারি না যে, খোদ শ্রেণী-মর্যাদাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারটি মূলত প্রভাবিত করে।

নকশা 'ক' ঃ সমাজ-সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য

নকশা 'ক' থেকে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় পাওয়া যাবে। এথেকে ধরা যাবে ব্যক্তির অস্তিত্বের পরিবেশগত ব্যাপক কাঠামোটি। এই উত্তরাধিকার এবং এর ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্ম তা আমাদের ধারণা ও বিশ্বাসকে নানাভাবে রূপদান করছে। একই সঙ্গে যা সম্ভব বলে আমরা ধারণা করি, যা অনুমোদনযোগ্য এবং অনেকটা বাস্তবে সাধ্য তা-ও অবয়ব লাভ করছে। এই ঐতিহ্যের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা পদ্ধতিসম্মতভাবে রাজনৈতিক নারীর বিকাশকে প্রভাবিত করেছে সেগুলি গ্রীক-ইহুদী-খৃস্টান ঐতিহ্য থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত নারীর ভূমিকা সংক্রান্ত আদর্শ এবং উল্লিখিত ঐতিহ্য ও বিভিন্ন ধরনের আর্থ-ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের পরিবার প্রতিষ্ঠান।

নারী ভূমিকা ও আদর্শিক ঐতিহ্য

প্রাচীন গ্রীস ও বিশ শতকের মাঝের আড়াই হাজার বছরে নারীর চিরন্তন প্রশ্নটি নিরন্তর উত্থাপিত হয়েছে। আলোচনা হয়েছে নানা ভাবে। নানা ভাবনারও বিকাশ ঘটেছে। এসব চিন্তা-ভাবনার অনেকগুলিই আজও মানুষ বিশ্বাস করে, এই বিশ শতকেও সেগুলির পক্ষে বক্তব্য দেওয়া হয়। এসব চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটেছে প্রাচীন অ্যাথিনীয় গ্রীক দর্শন থেকে, বিশেষ করে, ঐ দর্শন থেকে যাতে নারীর যথার্থ স্থান সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা করা হয়েছে। পরের শতকগুলিতে নতুন আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণে নারী জীবনের বাস্তবতায় পরিবর্তন ঘটলেও গ্রীকগণ নারীদের ব্যাপারে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ও নীতিমালা প্রণয়ন করে (পরবর্তী রোমক আমলে খ্রীস্টীয় ধ্যান-ধারণার যোজনাসহ) সেগুলি পরিবর্তনের সকল প্রয়াসে দুর্লঙ্ঘ্য অচলায়তন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও সেগুলি নিজেরাই নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী রক্ষণবাদী শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়।

গ্রীকদের বহু আগেই অবশ্য নানা অতিকথা-আখ্যানের সুবাদে নারী ও পুরুষের কর্মভূমিকায় প্রকৃতি ভাগ হয়ে যায়। তবে গ্রীক যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে এই পার্থক্য সুনিশ্চিত হয়ে ওঠার জন্য সত্য ও ন্যায়বিচারের আধাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। গ্রীক মতবাদের প্রধান তত্ত্বগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) নারী ও পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন ও এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়-রফার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় ; (২) একইভাবে, নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের বিপরীত ও প্রকৃতি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী একে অন্যের সম্পূরক। সমাজের প্রয়োজনগুলিকে দুটি স্পষ্ট পরিমণ্ডলে ভাগ করা যায় যা প্রকৃতির ও নারী-পুরুষের সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ; (৩) বহিরাঙ্গন পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ ভারী শ্রমমূলক কাজ, সামরিক তৎপরতা এবং সমাজরক্ষা ও সামাজিক জীবনাযাত্রা পরিচালনা — একাজগুলি পুরুষের জন্য নির্ধারিত। অন্যদিকে, অন্তরাঙ্গন পরিমণ্ডলের কাজে কম শক্তির এবং অনেক বেশি ভালবাসা, মমতা ও লালন-পালনের প্রয়োজন — এ কাজগুলি মেয়েদের ওপর ন্যস্ত ; (৪) পুরুষেরা প্রকৃতিগতভাবে বহির্মুখী আর তাই তাদের জনসেবামূলক কাজ, রাজনৈতিক, প্রকাশ্য পরিদৃশমান সমাজের সরকারী কাজকর্মে নিয়োজিত হওয়াটাই যথার্থ। নারীর প্রকৃতি ঘরমুখী। তাই সে উল্লিখিত বহির্জগতের কাজগুলির আওতার বাইরে আর একই কারণে একান্ত, ব্যক্তিগত ও জনগণের কাছে অপ্রকাশ্য নানা কর্মতৎপরতার ভার তার ওপর ন্যস্ত ; (৫) লোকপরিমণ্ডল নগর-জনপদগুলির অস্তিত্ব ও ঐ নগর-জনপদের অধিবাসীদের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত এই পরিমণ্ডলের কাজকর্ম একান্ত ঘরোয়া পরিমণ্ডলের কাজগুলির তুলনায় অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন, মহিমাময় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিমণ্ডল প্রাণীর সর্বাপেক্ষা সাধারণ চাহিদা — দাসদের, এমনকি, পশুপাখির দেখাশোনার সঙ্গে সম্পর্কিত ও (৬) পুরুষ অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিমান, সাহসী ও উৎকৃষ্টতর ; অন্যদিকে নারী দুর্বল, অসম্পূর্ণ, যুক্তিবর্জিত ও নিকৃষ্ট।

গ্রীক মূল্যবোধ অনুযায়ী, গ্রীক সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকায় নারীর ভূমিকা নেতিবাচক ; জেনোফোন মনে করতেন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর ভূমিকা শিক্ষকের ও স্ত্রীর ছাত্রের। এমনকি, স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কোনও কোনও বিষয় পুরোপুরি ন্যস্ত হলেও সেখানেও স্বামীকেই অধিকতর জ্ঞানী গণ্য করা হয়। স্বামী সুশিক্ষা দিলে ও স্ত্রী

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে উত্তম ছাত্রী প্রমাণ করতে পারলে স্বামী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার অবকাশ পান। অ্যারিস্টটলও বিয়েকে বিপরীত ক্রিয়াবলীর এক সুবিধেজনক আপসরফা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারণায় নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব আলাদা। অবশ্য তিনি একথাও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, এই বিভাজনে দায়িত্বগুলির সমতা নেই। তিনি তাঁর 'রাজনীতি' (পলিটিক্স) শীর্ষক রচনার প্রথম গ্রন্থেই নারী-পুরুষের অসমতার আলোচনায় বলেছেন, নারীরা দুর্বল, কর্তৃত্বহীন, ওরা তাদের স্বামীদের মুখাপেক্ষী। প্রকাশ্য ও একান্ত জীবনের পার্থক্যের এই তাৎপর্যটি হান্নাহ্ আর্ডেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। 'দ্য হিউম্যান কণ্ডিশন' গ্রন্থে ঐ মহিলা লিখেছেন, গ্রীক চিন্তাধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক সংগঠন কর্মের মানবীয় সামর্থ্যটি নারী সামর্থ্যের তুলনায় কেবল বিসদৃশই নয় বরং তা নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক অনুষঙ্গের সরাসরি বিপরীত। নারীর কর্মকেন্দ্র গৃহ ও পরিবার গ্রীক দর্শনের ঐতিহ্যে রাজনীতি, নারী ও পরিবারের সঙ্গে মিশ খায় না।

গ্রীক চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের প্রভাব আজও তেমন স্তিমিত হয় নি, যে কারণে বর্তমানকালেও নারীসমাজকে অক্ষম বা দুর্বল বলে চিহ্নিত করা হয়। আমরা এবার মানদণ্ড হিসেবে টি এইচ মার্শাল বর্ণিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব।

সামাজিক অধিকার ঃ অর্থনৈতিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার অধিকার, সামাজিক উত্তরাধিকারের অংশীদার হবার অধিকার ; এবং সমাজে বিদ্যমান সর্বজনস্বীকৃত মান অনুযায়ী সুসভ্য জীবনযাপনের অধিকার।

নাগরিক অধিকার ঃ ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতা, চিন্তা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা, সম্পত্তির মালিকানা, বৈধ চুক্তি সম্পাদনের অধিকার ও ন্যায়বিচার লাভের অধিকার।

এথেন্সের নারীরা নাগরিক হিসেবে শুধু সামাজিক অধিকার ভোগ করত। নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, নারীরা নগরীর বিভিন্ন আইন প্রদত্ত নিরাপত্তা ভোগ করলেও তারা স্বকীয় সামর্থ্যে নাগরিক অধিকারের সুবিধেগুলি অর্জনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। রাজনৈতিক অধিকার থেকে নারী ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। নারী তার গোটা জীবনে ছিল পুরুষের বা অভিভাবকের অধীন। এই অভিভাবক তার বাবা কিংবা বাবার মৃত্যুর পর কন্যাকে দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত পূর্ণবয়স্ক কোনও ব্যক্তি। অভিভাবকের দায়িত্বটি কন্যার স্বামীর ওপরে বর্তায় যদিও তারপরেও কন্যার ওপর তার বাবার কিছু কিছু দাবী যেমন, যৌতুক/পণের দাবী ও তাঁর সাবেক পোষ্য ঐ কন্যার বিয়েভাঙ্গার ব্যাপারে তাঁর অধিকার বজায় থাকত। সাধারণত ১৭ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই একজন গ্রীক কন্যার বিয়ে হ'ত। এক্ষেত্রে তার হবু স্বামীর বয়স কমপক্ষে হ'ত ৩০ বছর (যা বিপত্নীকের বেলায় সম্ভবত আরও বেশি)। এই বিয়ের পর এথেন্সের একটি মেয়ে এমন

www.nagorikpathagar.org

এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যে দায়িত্বকে মনে করা হয় ঈশ্বর নির্ধারিত। এ দায়িত্ব বলাই বাহুল্য, বংশরক্ষার। গ্রীক লেখকরা প্রায় একথা বলতেন যে, সহবাসের একমাত্র উদ্দেশ্যে সন্তানের জন্মদান। বিয়েতে ভালোবাসা বা হৃদয়ের ব্যাপারটি প্রাচীনকালে তাৎপর্যময় বিষয় হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নি। উল্লেখ্য যে, প্রেম-ভালোবাসার ওপর বিখ্যাত গ্রীক রচনা প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম'। এই গ্রন্থে স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসার কথা একটিবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। ডিমোসথিনিস একবার নারীকে এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন ঃ "আমাদের সন্তান ধারণের জন্য স্ত্রী, আমাদের সাহচর্যের জন্য দরবারী সহচরী আর আমাদের দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য গণিকা"।

গ্রীকদের ধারণা ছিল এই যে, নারী নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারগুলি তার তরফ থেকে তার পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ প্রয়োগ করবে। এমনকি, বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলিতেও যখন বিপুল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির মুখে সমাজে নারীর মর্যাদায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তখনও ঐ ধারণাটি অনড়, বদ্ধমূল অবস্থায় টিকে থাকে। পাশ্চাত্য পুরুষ সমাজ নারীসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেই ক্ষান্ত থাকে নি ; তারা সনাতন পরিবার ব্যবস্থাকে অপরিবর্তনীয় বলে প্রচারকার্য চালিয়ে এসেছে। উনিশ ও বিশ শতকে নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তিতর্কের মাঝে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যাবে। কেবল বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থবাদী, বিশেষত মদ প্রস্তুতকারক শিল্পগোষ্ঠীই নয় বরং সৎ উদ্দেশ্যসম্পন্ন নারীদের পক্ষ থেকেও নারীর ভোটাধিকারের বিরোধিতা করা হয়েছে। তাদের এ বিরোধিতামূলক বিতর্কের বক্তব্য ছিল, নারীর এ অধিকারের ফলে সমাজের মূল বুনিয়াদ 'পরিবার ব্যবস্থা' বা প্রতিষ্ঠানটিই বিপন্ন হবে।

এ যাবত আলোচনায় প্লেটোর দর্শন ঐতিহ্য উহ্য রয়ে গেছে। অথচ প্লেটোই হচ্ছেন সেই মণিষী যিনি যথার্থ নারী ভূমিকার আদর্শ কী হওয়া উচিৎ যে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রাচীন গ্রীক সমাজে প্রচার করে গেছেন। তাঁর সেই বক্তব্য ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় 'সংখ্যালঘু' অভিমত হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। 'রিপাবলিক' শীর্ষক রচনার পঞ্চম গ্রন্থে প্লেটো এইমর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে যেসব বড়রকমের পার্থক্য রয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষেরা সাধারণত অধিকতর বলবান আর মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয়। তাঁর এই বক্তব্যের পর নারী-পুরুষের মাঝে ব্যক্তি পার্থক্য এত বেশি হয়ে ওঠে যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নানা কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করার বিষয়টি উদ্ভট হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যে যদি নারী-পুরুষের মধ্যে কাজের বিলি-বন্টনে চুল পরিমাণ তারতম্যও করা হয় তা-ও হাস্যস্পদ হতে পারে না। 'রিপাবলিক'-এ বর্ণিত স্বাভাবিক সামর্থ্যের নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে সমাজে নারী-পুরুষের কার কী কর্মদায়িত্ব হওয়া উচিত। প্লেটো রায় দেন, নারীদেরকেও

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য চুলচেরা যাচাই করে দেখে তাদের এমন কাজে নিয়োগ করতে হবে যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজ ভূমিকা সর্বাধিক দক্ষতা সহকারে পালন করতে পারবে। নারী-পুরুষ সমপ্রকৃতির ও সমসামর্থ্যসম্পন্ন হলে তাদেরকে একই কাজ করতে দিতে হবে। প্লেটো অবশ্য মেয়েদের জন্য প্রকাশ্য ও ঘরোয়া কর্মতৎপরতার মধ্যেকার অপরিবর্তনীয় অসামঞ্জস্যের কথা স্বীকার করেন। তাই রাষ্ট্রীয় কাজে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য তিনি পরিবারের সকল সনাতন সম্পর্ক উচ্ছেদের ও রাষ্ট্র প্রশাসকদের জন্য যৌথ জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর মতে, ঐ প্রশাসকগণ হবেন, অভিভাবক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অভাব-চাহিদার গণ্ডিমুক্ত হলেই কেবল নারীরা নেতৃত্বের দায়িত্বশীল পদে অংশীদার হতে সক্ষম হবে।

প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকরা পাশ্চাত্য দুনিয়ার নারী-পুরুষের কর্মভূমিকা সম্পর্কে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ট আদর্শ বা মতবাদ প্রচলিত আছে — উভয়েরই উদ্গাতা। কিন্তু ও সত্ত্বেও, এ ক্ষেত্রে রোমক ঐতিহ্য ঐসব চিন্তাধারায় কিছু বৈচিত্র্যও যোগ করে। লোক উৎসব অনুষ্ঠানে রোমকদের স্ত্রীদের জন্য পুরুষের সঙ্গে প্রকাশ্য মেলামেশা ও ঘরোয়া সামাজিক সমাবেশে তাদের উপস্থিতি গ্রীক লেখকবৃন্দ কর্তৃক নিন্দিত হয়। তাঁরা এধরনের আচরণকে নগ্ন ও অবিবেচনাসুলভ বলে আখ্যায়িত করেন। নারীর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে এই মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা বা কারণ দৃষ্টত পরিবার সম্পর্কিত মনোভাবের পার্থক্যসঞ্জাত। রোমে, বিশেষত রিপাবলিক্যান আমলে (৫০০-৩০ খৃষ্টঃ পূর্বাব্দ) রাজনৈতিক তাৎপর্যের কারণেই পরিবারের সামাজিক গুরুত্বটি অতিরঞ্জিত হয়। ঐ সময় রাজনৈতিক সম্পর্কসূত্রের প্রেক্ষিতে বাবা ও স্বামীরা সমানভাবে জনমত তাঁদের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য সেই জনমত তথা ভোটকে প্রভাবিত করার কাজে তাঁদের নারীদের ব্যবহার করতেন ও প্রভাবিত করতেন। এসব নারীর অনেকে স্বীয় প্রচেষ্টায় হয়ে উঠতেন ধুরন্ধর রাজনীতিক। তবে তাঁদের ঐ প্রভাব ছিল সর্বদাই ঘরোয়া ও অনানুষ্ঠানিক। এর বিপরীতে, অ্যাথিনীয়গণ পরিবারের রাজনৈতিক গুরুত্ব ধ্বংস করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালান। তাঁরা এই বিধান দেন যে, একজন পুরুষ তাঁর আত্মীয়বর্গের দ্বারা নয় বরং তাঁর প্রতিবেশী বা এলাকা দ্বারা পরিচিত হবে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই অ্যাথিনীয়গণ ছিল ব্যক্তি জীবনে 'পরিবার বিমুখ'। তাঁরা বরং পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়েও সভাসদ ও অন্যান্য ব্যক্তির সাহচর্য পছন্দ করতেন।

রোমক আমলের অনুরূপ বিয়ে ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্কের ধারাটি মার্কিন রাজনীতিতেও লক্ষ্যনীয়। গোরে ভাইডাল অ্যাডাম পরিবার সম্পর্কিত এক রচনায় উঁচুমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ের আবশ্যকীয় সুবিধের কথা উল্লেখ করেছেন। এধরনের বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ রাজনীতিক তাঁর উর্ধারোহণকে সুগম করতে সক্ষম হন ও রাজনৈতিক বিয়ের বেলায় পুরুষেরা তাদের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মজীবনের

www.nagorikpathagar.org

প্রবেশদ্বারে পৌঁছে ঐ বিয়ে করেন। আরও মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করার ফলে বিত্ত ও প্রভাব তাঁর করায়ত্ত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে ইতিহাসগতভাবে আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশীল পরিবারগুলিই রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি ও করায়ত্ত রাখার অধিকারী হচ্ছে। কী মাত্রায় এই রীতি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকতা অর্জন করেছে সেটি অবশ্য এক প্রয়োগ-যাচাই সাপেক্ষ প্রশ্ন। তবু একথা বলা যায় যে, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষসাধনের জন্য স্ত্রী, কন্যা, মাতা, এমনকি, গোটা পরিবারকে ব্যবহার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে কয়েক শতকের পুরোনো রোমক অবদান।

রোমক যুগে মেয়েরা রাষ্ট্রীয় গণঅধিকাগুলি পেয়ে তেমন লাভবান হয় নি সত্যি। তবে তারা ব্যক্তিগত নাগরিক অধিকারসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছিল। অর্থাৎ এরপর থেকে রোমক নারীরা সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হওয়ার, চুক্তি করার ও তালাকের জন্য মামলা দায়ের করার অধিকার লাভ করে। মধ্যযুগের ইউরোপে রোমক আইনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জার্মানীর উপজাতীয় প্রথা-আচার অনুযায়ী মধ্যযুগের গোড়ার দিকেও নারীর আইনগত অসামর্থ্য বজায় থাকলেও রোমক প্রথার প্রবল প্রভাবে ঐ সময়ে সেখানকার নারীদের ব্যক্তিগত অধিকার বৃদ্ধি পায়।

৪র্থ শতকে রোমক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়া ও ঐ সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন সাবেক অঞ্চলে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী সমাগম এবং খৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও জার্মানীর উপজাতীয় প্রথার কারণে রোমক প্রতিষ্ঠানগুলির অস্বস্তিকর পরিবর্তন-সংশোধন ঘটে। এর ফলে প্রথমদিকে নারীর মর্যাদা হ্রাস পায়। পরের শতকগুলিতে হৃত মর্যাদার আংশিক পুনরুদ্ধার ঘটে। নারীর রাজনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত সমীক্ষার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, খৃষ্টীয় সমাজে এই সময় নারীর কাজ ও অবস্থান সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা।

খৃষ্টানধর্ম তাত্ত্বিক পর্যায়ে নারীকে আধ্যাত্মিক সাম্যের এক নতুন ও অনন্য মর্যাদা দিলেও বাস্তবে পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষপ্রধান এক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে যার ভিত্তিতে নারীসমাজকে রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ অবস্থাটি আজও বজায় আছে। কনস্ট্যান্স পারভে দেখিয়েছেন যে, "পরবর্তীকালের চার্চ - - - - দৃষ্টত দু'টি ব্যাপকরকমের ভিন্নমুখী বক্তব্য পেশ করে ঐতিহ্য সূত্রে ঃ একটি খৃষ্টের মাঝে ধর্মীয় সাম্যতত্ত্ব আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বাস্তবে নারীর অধঃস্তনতা। এ দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় বিধানের প্রয়াসে খৃষ্টানধর্ম নারীর অনুগামী অবস্থানের মধ্য দিয়ে সমাজপর্যায়ে নৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষায় প্রয়াসী হয় ও পরজাগতিক বাস্তবতার দোহাই তুলে ধরে আধ্যাত্মিক স্তরে সাম্যের একটা কল্প-ধারণার বক্তব্য পেশ করে।" শিষ্য ও সাধু পৌলের পত্রাবলীতে খৃষ্টের জন্মকালে পৌল নিজে গ্রীক-সেমিটিক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এমন আভাস পাওয়া যায়। তিনি সৃষ্টির হিব্রু অতিকথা গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, পুরুষ স্রষ্টার আদলে সৃষ্টি, আর নারী পুরুষের আদলে গড়া, সে হবে পুরুষের সহকারিণী। তিনি প্রচার করেন যে, নারীকে পরিবারে অধঃস্তন অবস্থান নিতে হবে। সে হবে সকল বিষয়ে স্বামীর কর্তৃত্বের অধীন। নতুন চার্চের নেতৃস্থানীয় পদগুলিতে নারীর অধিকার থাকবে না যেমন তার অধিকার নেই চার্চে তার ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতির কথা ব্যক্ত করার। যেসব নারী ধর্মের নয়া গসপেল প্রচারে নিয়োজিত হবে তাদের তিনি কৌমার্য অবলম্বনের সুপারিশ করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, যৌন ইচ্ছাতাড়িত পাপাচারের চেয়ে বিয়ে ভাল।

পৌলের এই মনোভাব তাঁর তৎকালের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোকে বোধগম্য। তবে পরের শতকগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থাবলীর প্রেক্ষাপটে অবশ্যই তাঁর ঐ মনোভাবকে স্থিতাবস্থা রক্ষায় প্রতিক্রিয়ার বাহন বলতেই হবে। পারভে কিছুদিন আগে তাঁর মন্তব্যে বলেছেন ঃ "পৌলের ইত্যাকার বয়ানের প্রভাব শুধু বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে অন্তর্ভূক্ত পরবর্তী পত্রাবলী আখ্যানেই পড়ে নি বরং তা আজ অবধি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় চার্চের আওতায় নারীর প্রতি মৌলিক ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আদলের রূপরেখাটিও দিয়েছে। পৌলের লেখা ও উল্লেখ কেন নারীর ধর্মযাজক ও সংশ্লিষ্ট ভূমিকা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত তার ব্যাখ্যাকারী প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আজও এগুলি চার্চে ও বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলে নারীর অধঃস্তন ভূমিকা বহাল রাখার একটা বড়রকমের যুক্তি হিসেবে কাজ করে।

১৩ শতকে, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস খৃষ্টীয় মতবাদ ও আচার-রীতিকে একটা বিজ্ঞানসম্মত, যৌক্তিক বুনিয়াদ দেবার জন্য গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত মনিষীদের আহবান জনান। তিনি অ্যারিস্টটলের এই মত গ্রহণ করেন যে, নারী এক অপূর্ণ 'পুরুষ' বিশেষ। তিনি বলেন যে, জনন প্রক্রিয়ায় নারীর অস্তিত্ব শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় আধার, পুরুষ সক্রিয়তার প্রতিভূ। তিনি যুক্তি দেখান, নারী নৈতিক ও শারীরিক — উভয় দিক থেকেই দুর্বল। আর এ অবস্থার সৃষ্টি তার যৌন প্রকৃতি থেকে। নারী প্রতিটি বিষয়ে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট ও অধঃস্তন। অ্যাকুইনাস নারী সম্পর্কে হেয় ধারণা পোষণ করতেন বলে তিনি এই মত প্রত্যাখ্যান করেন যে, মেরী (মরিয়ম) ছিলেন মাতৃ-ঈশ্বর ও তিনি নিষ্কলুষ গর্ভধারিণী। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অ্যাকুইনাস তাঁর নিজ চার্চ কর্তৃক 'অবিশ্বাসী' বলে আখ্যায়িত হন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেন্ট টমাসের এই মতবাদ কয়েক শতকের দীর্ঘ কালপরিক্রমায় ক্যাথলিক খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সরকারী দর্শন হিসেবে গৃহীত হয়।

মধ্য ইউরোপে খৃষ্টীয় মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর রোমক দুনিয়া নারীদের নিজ জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের যে কিছুটা অধিকার দিয়েছিল — ওরা তালাক, সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানা ইত্যাদির মত অধিকার পেয়েছিল তা পরিবারে নারীর কার্যাবলী ও স্বামীর সঙ্গে

www.nagorikpathagar.org

নারীর সম্পর্ক বিষয়ে নতুন বিধিনিষেধের তলায় তলিয়ে যায়। এ থেকে একমাত্র নিস্কৃতি ছিল বিয়ে থেকে সরে আশ্রম বা মঠবাসী সন্ন্যাসিনী বা ধর্মচারিণী হওয়া যেখানে নারীর দেহ-মন নিয়ন্ত্রণ ছিল বরং সহজ। এখান থেকেই অনেক নারী হয়ে উঠেছিলেন প্রথিতযশা পণ্ডিত, সৃষ্টিধর্মী চিন্তাবিদ ও লেখক।

রেনেসাঁ যুগে অসাধারণ সম্পদ তথা বস্তুগত সমৃদ্ধি ঘটে। এই সমৃদ্ধির পাশাপাশি ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের সিংহাসনে শক্তিশালী নারী শাসকের অবস্থিতি এবং ফ্রান্সের পুরুষ শাসকের ওপর (এখানে স্যালিক আইনের কারণে সিংহাসনে উত্তরাধিকার কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত) ইত্যাদির কারণে জনজীবনে নারী ভূমিকা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। রেনেসাঁর মানবতাবাদে প্রভাবিত হয়ে নারীর মানসিক সামর্থ্য ও মণীষার প্রশ্নে বহু বিদগ্ধ, পণ্ডিত ব্যক্তির মাঝে অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সমসাময়িকালের সর্ববিখ্যাত মানবতাবাদী ইরাসমাস এধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তবে তাঁর মনোভাবের মাঝে একাধারে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তার আদি নিকৃষ্টতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিশ্বাস, নারীকে শিক্ষিত করে তোলায় ব্যর্থতার কারণে তার মাঝে নিদারুণ দোষক্রটি দেখা দেয় যেমন, চটুলতা, মিথ্যা অহং ও খামখেয়ালীপনা ইত্যাদি। এসব ক্রটি যেহেতু সংশোধন করা হয় না সে কারণে এই মহিলারা তাদের ছেলেদের যথার্থ নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আযোগ্য হয়ে পড়ে।

নারী ও নারী শিক্ষার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীদের লেখনীতে সাধারণভাবে সহানুভূতি লক্ষ্য করা গেলেও এলিজাবেথীয় যুগের জনপ্রিয় রচনাগুলিতে নারীজাতির প্রশ্নে উত্তপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময়ের নারী সংক্রান্ত লেখার বিষয়বস্তু ছিল : 'নারীর অবস্থান, নারীর শিক্ষা, নারীর শাসন, নারীর আচরণ ও অবস্থান, নারীর বেশভূষা ও চরিত্র' ইত্যাদি। এসব বিষয় থেকে বোঝা যায়, নারীর অপেক্ষাকৃত বর্ধিত মর্যাদাই এই সব উত্তপ্ত আলোচনার কারণ। নারী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বিরূপ সমালোচনা করেন জন নকস্ তাঁর 'দ্য ফার্স্ট ব্লাস্ট অব দ্য ট্রাম্পেট এগেনস্ট দ্য মনস্ট্রাস রেজিমেন্ট অব উইমেন' শীর্ষক গ্রন্থে। বইটি মেরী টিউডরের আমলে প্রকাশিত হয়। নকস্ ঐ গ্রন্থে অভিযোগ করেন যে, নারীর শাসন 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ, ঈশ্বরের প্রতি ঔদ্ধত্যমূলক, ঐশী অভিপ্রায় ও বিধানের চরম লঙ্ঘন ও পরিশেষে, সুশৃঙ্খলার জন্য ধ্বংসাত্মক'। বুঝতে বাকী থাকে না যে, তিনি মেরীর শাসনের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে যেমন একজন ক্যথলিকের বৃটেন শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি নারী শাসনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বৃটেনের সিংহাসনে এরপর একজন প্রটেস্টান্ট খৃষ্টান এলিজাবেথ অধিষ্ঠিত হলেও নক্স নারী শাসনের বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন। তিনি শর্ত দেন যে, এটা করার আগে রাণীকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, নারীর স্বাভাবিক অধিকারের কারণে নয় বরং

www.nagorikpathagar.org

আকস্মিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতেই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এলিজাবেথের সমর্থনে অনেকে এগিয়ে এলেও তাঁদের যুক্তিগুলি ছিল কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন, বিশপ আয়ল্‌মার রাণীকে এই যুক্তিতে সমর্থন করতে সাব্যস্ত করেন যে, ঈশ্বর অনেক সময় দুর্বল মাধ্যম ব্যবহার করে তাঁর অভিপ্রায় চরিতার্থ করেন। এভাবে রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশীদারীর পথ সুগম করার জন্য তখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক সমর্থন পাওয়া যায় নি। ব্যতিক্রম সামান্য কয়েকজন ছাড়া যাঁরা এই বিতর্কে অংশ নেন, তাঁরা বললেন, স্ত্রী স্বামীর বশ্য হবে — এটা ঈশ্বরেরই বিধান। তবু কার্যক্ষেত্রে পরিস্থিতির ঈষৎ পরিবর্তন সাধিত হ'ল। সরকার তার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে উঁচু শ্রেণীর পুরুষদের স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর তাদের পুরুষদের অর্থাৎ অভিভাবকদের পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব হ্রাস করেন। সতেরো শতকের শেষভাগ ও আঠারো শতক নারীসমাজের ইতিহাসে এক মহান যুগসন্ধি। এ সময় দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ 'আধুনিক' নারীর অভ্যুদয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। এক, রেনেসাঁয় ঘরকন্নার দায়মুক্ত অথচ স্বামী-নির্ভর, সমাজ শোভন আলোকপ্রাপ্তা এক নারী আদল গড়ে ওঠে, আর এ আদল নিখুঁত, নিটোল, শ্রীময়ী হয়ে ওঠে ভার্সাই রাজদরবারে। ফ্রান্স থেকেই ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবী আদর্শ ও ধ্যান-ধারণা। আর তার ফলশ্রুতিতে ১৮ শতকের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয় রক্তাক্ত বিপ্লবের নানা সংঘাত। আর এই বিপ্লবের পরিণতি হিসেবে ১৯ ও ২০ শতকের নারীসমাজ পুরুষের জন্য প্রতিশ্রুত অধিকারগুলিতে অংশীদারীর অধিকার দাবী করে।

১৭ শতকে সুবিধেভোগী উঁচুতলার মহিলাদের মনোযোগ ক্রমবর্ধমানহারে গৃহস্থালী থেকে সামাজিক পরিমণ্ডলে নিবদ্ধ হয়। কতকগুলি বিষয় এই পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল। পেশাদার সামরিক বাহিনীর উত্থানের মুখে এ সময় অভিজাতবর্গের কর্মভূমিকার রূপান্তর ঘটে। অভিজাত অমাত্যদের আর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজন না থাকায়, তাদের সেই শক্তি ক্রমবর্ধমানহারে সামাজিক তৎপরতায় নিয়োজিত হয়। চতুর্দশ লুইয়ের ভার্সাই দরবার এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হয়ে ওঠে। চাকর-বাকর পরিচারকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় কেবল বিত্তবান মহলেরই নয় বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারাও অভিজাত সমাজের অনুকরণের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। আবাসগৃহগুলি আগের চেয়ে ভিন্নভাবে, অপেক্ষাকৃত বড় আকারে ও অনেক কক্ষ বিশিষ্ট করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোতলা করে নির্মিত হওয়ার ফলে নারীরা তাদের পরিবারের লোকজন থেকে মনযোগ অপেক্ষকৃত সহজে অন্যত্র নিবদ্ধ ও নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়। এর ফলে ওরা নিভৃতে থাকার যে সুযোগ পেয়ে যায় প্রতিদিন সেই সময়টুকুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রসাধন চর্চায় ব্যয় করতে থাকে। ছেলেমেয়েদের ফাই-ফরমাশের ব্যস্ততামুক্ত হয়ে একজন নারী এই পরিবেশে প্রসাধন কক্ষে কিংবা বসার ঘরে তার গোটা প্রাণশক্তি ও উচ্ছলতাকে

www.nagorikpathagar.org

সমাজনন্দিনী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সে সুযোগ পায় অলস খোশগল্পের, আলাপচারিতার আর অপর দিকে তার স্বামী পুরুষ বন্ধুদের সাহচর্যে পানাহার ও জুয়াখেলার মত 'পুরুষোচিত' বিনোদনে লিপ্ত হতে সক্ষম হয়।

কুলীন বুদ্ধিজীবী মহলের সামাজিক মর্যাদা শুধু সম্পদে কিংবা ঐ সম্পদের প্রতীক ফ্যাশনে অর্জিত হয় নি। বরং এজন্যে সমসাময়িককালের গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলির ওপর দখল ও চর্চার সামর্থ্যের দরকার হয়েছে। এভাবেই কোনও অভিজাত আবাসিক গৃহের চোখ জুড়ানো ড্রয়িং রুম বা সেলুন কক্ষের মধ্যমণি প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধি ও রসনাদীপ্ত নারীকে ঘিরে সমসাময়িককালের চিন্তানায়ক ও মণিষীদের গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকাংশক্ষেত্রেই বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা নিয়ে অনুষ্ঠিত হত প্রাণবন্ত বিতর্ক। ১৮ শতকে নারীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির ইতিহাস লেখক দ্য গোঁকোর ভাইয়েরা এ ধরনের নারীর সামাজিক ভূমিকার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপ ঃ "যুগের মুখরতা, ভাষা যা কিছুই হোক আর স্বামীর নামে নয়, স্ত্রীর নামেই ব্যক্ত হতে থাকে। সেবা — আপ্যায়ন হতে থাকে নারীর নামের সৌজন্যে, লোকজন যেতে থাকে অতপর বেগম সাহেবার তথা ম্যাডামের সাক্ষাতে, যেতে থাকে ম্যাডামের সংবর্ধনায়, ওরা ডিনার খেতে থাকে ম্যাডামের সন্নিধানে, ম্যাডামের নামে ডিনার টেবিলে খাবার, সুখাদ্য পরিবেশন করা হয়। এসব ছিল নতুন ধরনের কথাবার্তা আর এসব কথাবার্তার অস্তিত্বটুকুই এধারণা দেবার জন্যে যথেষ্ট যে, "স্বামীর কর্তৃত্বের জোয়ার পড়তির দিকে, স্ত্রীর দিন উঠতির দিকে।" রেনেসাঁর কাল থেকে প্রতীচ্য সংস্কৃতির সামাজিক পরিমণ্ডলে নারীর প্রভাব ও ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যায় এবং আঠারো শতকের শেষভাগে উঁচু শ্রেণীর নারীরাই কার্যত সাহিত্য, শিল্পকলা ও ফ্যাশনের কেতাদুরস্ত বিধাত্রী হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও নারীর ভূমিকা বিষয়ে সনাতন ধারণার তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। গৃহের অভ্যন্তরে এবং রাজনীতির বাইরে তার যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল তার কোনও পরিবর্তন হয় নি।

যুক্তিবাদী পুরুষের বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণযোগ্য হলেও নারীর অনুরূপ ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলিকে তখনও অ-নারীসুলভ গণ্য করা হ'ত। ফোরডাইসি তাঁর 'সারমন্‌স টু ইয়ং উইমেন' গ্রন্থে নারীদের এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, নারীর রসবোধ পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় নয়। তিনি তাদের বরং নিজেদেরকে আরও সুন্দরী করে তোলার ও কমনীয়তা বৃদ্ধিতে যত্নবান হবার পরামর্শ দেন। 'এ ফাদারস লিগ্যাসি টু হিজ ডটার্স' গ্রন্থে ডঃ গ্রেগরী কোনও রকম যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার কোনও প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে নারীদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। কেননা, তাতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব হুমকিতে পড়েছে বলে মনে হতে পারে। 'এমিলি' নামক শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থে মহামতি রুসো অনুরূপ ধারণার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যে প্রকৃত স্বাভাবিক চরিত্র-ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শৃংখলিত ; তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের

www.nagorikpathagar.org

বিদ্যমান মর্যাদা ও কর্মভূমিকা যথার্থই "স্বাভাবিক"। পুরুষের কাছে নারীর বশ্যতা তাঁর বিবেচনায় নিপীড়নকর নয় বরং রোম্যান্টিক। বস্তুত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরের শতকগুলির ফ্রয়েড, স্পোক ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর অনুরূপ। তাঁর ধারণায় জেনোফোন ও অ্যারিস্টটলের ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে ঃ পুরুষ ও নারী পরস্পরের সম্পূরক নয়, বিপরীত, পুরুষ সক্রিয়, নারী নিস্ক্রিয়, পুরুষ শক্তিমান ও যুক্তিবাদী ; নারী দুর্বল, যুক্তিবিবর্জিত। পলিনের মতবাদ প্রভাবিত রুসোর বিশ্বাস ছিল, পুরুষের সেবা, সুখবিধান, সান্ত্বনা দান ও লালনের জন্যেই নারী। বিশ শতকের ডঃ স্পোকের মত তিনিও নারীর প্রতি তাদের মানস বিকাশের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তিনি মেয়েদের একান্তভাবে বাস্তবতার অনুসারী থাকার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, 'রসরোধসম্পন্ন নারী তার স্বামী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, চাকর-চাকরাণী সবার কাছে ঘৃণার পাত্রী'। নারী সূক্ষ্ম প্রতিভার মহৎ উচ্চতায় উন্নীত হলে সে নারী সকল 'দায়িত্ব-কর্তব্যকে ঘৃণা করে।'

১৮ শতকের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণচাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা নারী সমাজেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার ফলে অংশীদারীর প্রশ্নে তারাও সাড়া দেয়। ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডে নারীরা কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয় বরং বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার চর্চার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গৃহের সুসজ্জিত কক্ষে অত্যাগতদের আলাচনায় শরীক এই নারীরা তাঁদের সমসাময়িককালের সেরা মণিষীদের বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোনও কোনও বক্তব্যকে সাফল্যের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে ও প্রাণবন্ত বক্তব্য পেশ করে তাদের হৃদয়ও জয় করতেন। ইংল্যাণ্ডে এই মহিলা বুদ্ধিজীবীরা ব্লু স্টকিংস বা 'জ্ঞানগরবিনী নারী' নামে আখ্যায়িত হন। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলতেন ও নিজ কন্যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করতেন। এধরনের বিদূষী মহিলারা প্রায় সকলেই নারীত্ব ও নারী ভূমিকার সনাতন ধারণাটি শিকেয় তুলে রেখে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও চেতনা বিকাশকে আরও সমুন্নত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতেন। মেরী অ্যাস্টেল ও ক্যাথারিণ ম্যাক্‌কলে গ্রাহামের মত অল্পসংখ্যক মহিলা নারী-পুরুষের সত্যিকার সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা সেভাবে সমাজ পুনর্বিন্যাসের আহ্বান জানান। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, নারীর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হলে রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণের পথে অন্তরায় দূর হবে।

বৃটিশ বিদূষী নারীরা তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থাকলেও ফ্রান্সের বৈঠকখানার অনেক বুদ্ধিজীবী নারীই দেশে বিপ্লব শুরু হলে তাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও তত্ত্বগুলিকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হন। তাঁরা সকলের জন্য মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর সাধারণ নারীসমাজের সঙ্গে এক অস্বস্তিকর ধরনের জোট বাঁধেন। তাঁরা কেবল সুফলেই সমান অংশ চাইলেন না শ্রমেও সমান অংশ গ্রহণে

www.nagorikpathagar.org

আগ্রহী হলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন কর্তব্য কাজের ও নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করতে কিন্তু তাঁদের হতাশ হতে হয় (যে রকম মার্কিন তরুণীরা ১৯৬০–এর দশকের নাগরিক অধিকার অন্দোলনের সময় হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন)। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ফরাসী পুরুষেরা চান, তাঁরা সহায়তাধর্মী চিরাচরিত নারী ভূমিকায় বিপ্লবী আন্দোলনের সাহায্য-সহায়তা করুন। পুরুষেরা চাইলেন না, নারীরা নেতৃত্ব বা যোদ্ধ-সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হোক।

১৭৮৯ সালে জাতীয় পরিষদ গঠিত হলে এ বিষয়টি যখন অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে উঠল যে, নারী অধিকার বাড়বে না তখন বিপ্লবী নারী সক্রিয়তাবাদীরা পরিষদের সামনে সমবেত হয়ে তাঁদের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা বললেন, "আপনারা অতীতের সকল কুসংস্কার দূর করলেও, সবচেয়ে ব্যাপক ও প্রাচীনতম কুসংস্কারটিকে বহাল থাকতে দিয়েছেন। এর ফলে গোটা দেশের অর্ধেক মানুষ রাষ্ট্রীয় পদ, অবস্থান, সম্মান ও সর্বোপরি আপনাদের মাঝে অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে"। এই নারীবাদীদের অন্যতম বড় নেত্রী অলিমপি দ্য গোজ নারীদের চাহিদার প্রতি বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের বিমুখতার জবাবে 'ডিক্লারেশন অব রাইটস অব উইমেন অ্যাণ্ড সিটিজেন্‌স' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। জনজীবনের সকল সুযোগ–সুবিধে ও দায়িত্বে অংশগ্রহণের স্বাভাবিক অধিকারের পক্ষে এই গ্রন্থে এক জোরালো বক্তব্য পেশ করা হয়। এতে চাকুরি, সরকারী পদলাভ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে নারীর অধিকার দাবী করা হয়। অলিমপি ও অন্যান্য নারী যাঁরা বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করে চলেছিলেন তাঁদের শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে মৃত্যুর নিয়তি বরণ করতে হয়েছিল। ১৭৯২ সালের ফরাসী আইনে একমাত্র ভৃত্য বাদে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। নারীর রাজনৈতিক অভিব্যক্তি আগের মতই অস্বাভাবিক গণ্য হতে থাকে।

মার্কিন নারীদের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। তাঁরা দেখলেন, বিপ্লবী নেতাদের রক্ষণশীল নারী ভূমিকার আদর্শগত কারণে মার্কিন নারী সমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশা বিচূর্ণ হয়। 'স্বাধীনতার ঘোষণা'য় বলা হয় 'সব মানুষ সমান হিসেবে সৃষ্ট'। পুরুষরা প্রায়ই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, 'মানুষ' শব্দটির মধ্যে 'নারী' — তাৎপর্যটিও নিহিত। কিন্তু মার্কিন রাজনৈতিক ইতিহাস এই কল্পিত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। ১৭৮৯ সালের সংবিধানে ভোটাধিকার সম্পদের অধিকারী শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল। এই ব্যবস্থা সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই সংশোধনীগুলিতে (১৪শ) যদিও 'ব্যক্তি' ও 'নাগরিকদের' (১৪ ও ১৫শ) এ শব্দগুলির উল্লেখ ছিল, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়, ঐ শব্দগুলি নারীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। ১৯৪৫ সালের আগে ফরাসী নারীসমাজ ভোটাধিকার পায় নি।

১৮ শতকের গোড়ার দিকে শিল্প ও নগরায়ন প্রক্রিয়াটি জোরদার হয়। নারী–পুরুষ নতুন অর্থনৈতিক বিধি–বিধান মেনে নিতে বাধ্য হয়। ক্রমবর্ধমানহারে মেয়েরা শিক্ষিত হতে

www.nagorikpathagar.org

থাকে। এর ফলে অনেকের ধারণা জন্মেছিল যে, এই পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়বে মানুষ হিসেবে পূর্ণমর্যাদা প্রত্যাশী নারীদের অগ্রগতির পর। তবু দেখা গেছে যে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যতদিন তার নিজস্ব শক্তি ও স্থিতির ওপর আক্রমণ প্রতিহত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে ততদিন সাধারণত বিপ্লবের ধাক্কা সামলানো সম্ভব হয়েছে। উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় সমাজে এই পরিবর্তনের প্রতি অনুকূল সাড়া পরিলক্ষিত হয়। সে সময় নারীর মহিমা তত্ত্বীয় স্বীকৃতিও লাভ করেছিল সত্যি, তবু নারীর সনাতন নীচু অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয় নি। এসব বিশ্বাস, রীতি ও আদর্শের গতিপ্রবণতা ও উৎসমুল পুরো বোঝা না গেলেও এটা অন্তত পরিষ্কার যে, নারীর আদর্শ ছিল ঃ সতীত্ব, ধর্মভীরুতা, আনুগত্যশীলতা, কমনীয়তা, নম্রতা, বিনয় ও সাংসারিকতা। ঐ সময় গৃহস্থালী ও সন্তান পরিচর্যার বিষয়টি এত বেশি গুরুত্ব লাভ করে যা পরিবারের ইতিহাসে আগে দেখা যায় নি। অথচ বাস্তব পরিহাস ছিল এই যে, ঐ সময় নাগাদ ঘরে ঘরে চাকর-বাকরের সংখ্যা বেশ বেড়েছে, বৃহদায়তন শিল্প-কারখানায় তৈরী নানা পণ্যের যোগান বেড়েছে। ফলে ঘরকন্না আগের যে কোনও সময়ের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে পড়েছিল।

আদর্শ নারীতত্ত্ব শুধু যে মধ্যবিত্ত সমাজের নারীজীবনকে একাট যৌক্তিকতার বুনিয়াদ দিয়েছে তা-ই নয়, কল-কারখানায় বিপুল নারীর উপস্থিতিতে ঐতিহ্যিক পরিবারকেও হুমকি মুক্ত রাখতে সাহায্য করেছে। নারীর স্থান তার গৃহে, সংসারে — নিরন্তর এই প্রচারণার ফলে শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ, কর্মী নারী ও তার পরিবার এবং খোদ কর্মজীবী মহিলাদের মাঝেই তাঁদের যথার্থ ভূমিকা সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসে। ইউটোপীয় জনসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের জনসমাজে যৌন ও আর্থ-সামাজিক সমতার দাবী নারী সম্পর্কিত সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিগুলির স্থান দখল করে। যুক্তরাষ্ট্রে রবার্ট ওয়েনের অনুসারীরা ইণ্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে তাদের নতুন সমাজ 'নিউ হারমোনি' স্থাপন করে। এই সমাজে নারীকে সমতার অঙ্গীকার দিয়ে ফ্রান্সেস রাইটের মত নারীবাদী নেত্রীকে ঐ সমাজের একজন করে নেওয়া হয়। ওয়েনের পুত্র ১৮৫০ সালে ইণ্ডিয়ানায় অনুষ্ঠিত সাংবিধানিক কনভেনশনে বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সম্বলিত একটি বিধান সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে কৃতকার্য হন। আরেকজন নারীবাদী লেখিকা মার্গারেট ফুলার ব্রুক ফার্ম নামে এক ভাব-কল্পনাবাদী জনসামাজে প্রায়ই যেতেন। এই জনসমাজটি পরে ফুরিয়ারবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়। এই ফুরিয়ারবাদ আসলে এক সমাজ ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় মনে করা হয়, পরিবার ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক সম্পর্ক উৎসাহিত হয় কিংবা অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ায় বাধ্য করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এসব প্রয়াস শেষাবধি মার্কসবাদের প্রবল প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায়। নিপীড়িত মানুষের সাথে নিপীড়িত নারীর জন্যও মার্কসের একটি সমাধান ছিল। যে সমাধান হচ্ছে, এক যৌথ সামাজিক সম্প্রদায় — যে সমাজ পরিচালনা করবে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ, সে সমাজ তাদেরই জন্য। মার্কস যেভাবে নারী নিপীড়নের কারণ চিহ্নিত করেন, ব্যক্তি সম্পত্তি ও পরিবার সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন সেসব দিক থেকে তাঁকে প্লেটোর উত্তরসূরী বলা যায়। তাঁরা উভয়ে নারী মুক্তির প্রবক্তা হলেও তাদের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য ছিল। প্লেটো এক বুদ্ধিজীবী অভিজাতকে প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিতে চাইলেও মার্কস খোদ সেই ব্যবস্থাই পুরোপুরি উৎখাত করতে চেয়েছিলেন।

আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে গ্রীক-ইহুদী-খৃষ্টান নারী-ভূমিকাদর্শ ও প্রতীচ্যের নারীসমাজের পরিবর্তনশীল জীবনধারার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। পুরুষের উন্নতি, অগ্রগতির জন্য আধুনিকীকরণের শক্তিগুলিকে কল্যাণকর বলে অভিনন্দিত করা হ'লেও বেশির ভাগ দেশে ঠিক এই শক্তিগুলির প্রভাব যাতে নারীদের ওপর না পড়ে যেজন্যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এসব শক্তিকে অন্যথায় অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় যে, এগুলি আধুনিক পুরুষ সৃষ্টি করেছে। বিশ শতকে বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে পরিচালিত মেয়েদের অবস্থানগত মর্যাদার ওপর নানা সমীক্ষায় উল্লিখিত নারী ভূমিকা-আদর্শের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

জেইল ওয়ারশফস্কি ল্যাপিডাসের 'মডার্ণাইজেশান থিয়োরী অ্যাণ্ড সেক্স রোল্‌স ইন ক্রিটিক্যাল পারসপেকটিভ' শীর্ষক নিবন্ধে এই মর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আধুনিকীকরণ কোনও পদ্ধতিসম্মত এমন কোনও প্রক্রিয়া নয় যার আওতায় এক বা একাধিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন সমাজ ব্যবস্থার অন্য সকল ক্ষেত্রে বা অংশে আন্তসম্পর্কীয় পরিবর্তন আনবে।" এসব বিবর্তনপ্রসূত ও সর্বাঙ্গীণ ধারণা-অনুমান যা উনিশ শতকের জীবতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রতীকী ঐতিহ্য — সমাজ পরিবর্তনের বিশ্লেষণকে আরও সর্বাঙ্গীণভাবে বিকৃত করেছে ও সেইসঙ্গে এতে করে নারীর ভূমিকার ওপর এর ক্রিয়াও বিকৃত হয়েছে। তিনি বলেন যে, সোভিয়েট অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, খোদ বিকাশধারার বাস্তবতার চেয়ে বিকাশ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই নারীর ভূমিকা নির্ধারণে বেশি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক নির্ধারকগুলির চেয়ে কৃষ্টিগত রীতি-নীতি, রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ ও সামর্থ্য-যোগ্যতাই বেশি তাৎপর্যময়। আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা — উভয়ই বিরাজমান সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য মৌলিক বিষয় হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ কৃষ্টিক নিয়ম-নীতি ও রাজনৈতিক পছন্দ এবং শক্তিসামর্থ সামাজিক আর্থ-নীতিক নির্ধারক হিসেব অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। আকাঙ্খা ও সামর্থ্য উভয়ই বিদ্যমান সামাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

আলেকজাণ্ডার গ্রোথ — এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক আন্দোলনগুলির মূলে নিহিত রাজনৈতিক ভাবাদর্শগুলির সঙ্গে নারীদের পছন্দের জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি লিখেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং একটি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও প্রবণতাই বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে লক্ষ্য করা গেছে। সমরবাদী শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীন জাপান ও নাজী শাসনাধীন জার্মানী এমন সমাজ ব্যবস্থার উদাহরণ যেখানে সমাজের অতি উন্নত স্তরের শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল নারীর নিকৃষ্ট অবস্থানগত মর্যাদা। ঐ দুই দেশেই স্বৈরাচারী একনায়ক সরকার ১৯২০-এর দশকের পার্লামেন্টারী সরকারগুলির আমলের সাবেক প্রবণাতাগুলিকে ধ্বংস করতে পেরেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন, এমনকি, দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রক্রিয়া সত্ত্বেও।”

গ্রোথ উল্লেখ করেছেন, অধিকতর কর্তৃত্ববাদী ও রাজনীতিকভাবে রক্ষণশীল মতাদর্শসমূহ সাধারণত নারীর অধীনতা ও নীচুপদমর্যাদার ওপর জোর দিয়ে এসেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ওয়াইমার প্রজাতন্ত্রের আমলে জার্মান নারীরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছিল নাজীবাদী শাসনামলে তা ব্যাহত হয়, যার ফলে জার্মান নারীসমাজ পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। নাজীবাদ ও 'সন্তান-রান্নাঘর-গীর্জা'-এই দর্শনের আওতায় নারীর ভূমিকা পুরুষদের ভূমিকা থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে ফেলা হয়। ইয়রবুর্গ উল্লেখ করেছেন, “শ্রম শিবির ও যুব সংগঠনগুলিতে মেয়েদের মান্ধাতার আমলের চাষীগৃহের গুণ ও মূল্যবোধ — আনুগত্য, কঠোর পরিশ্রম, পুরুষের সেবা ও ইদানীংকালের নব সংযোজন ঃ রাষ্ট্রের সেবা শিক্ষা দেওয়া হ'ত।”

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কবাদী শাসনামলে কায়েমী ক্যাথলিক চার্চ ও রাজনৈতিক দিক থেকে রক্ষণশীল ফ্যাসিস্ট সরকার নারীর সনাতন মর্যাদাগত অবস্থান পুনর্বহাল করে। এমনকি, ১৯৭৪ সালের আইনেও স্পেনীয় তরুণীর জন্য বিয়ে না করলে কিংবা সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ না করলে পিতৃগৃহ ত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, একজন বিবাহিত মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া চাকরি নিতে, ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে, পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে, চুক্তি স্বাক্ষর করতে কিংবা তার শিশুদের আইনগত জিম্মা নিতে পারত না।

সমাজবাদী আন্দোলনগুলিও নারীগণ পুরুষের সমান এমন একাট প্লেটোবাদী মনোভাব গ্রহণের প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলিতে উল্লিখিত আদর্শের

www.nagorikpathagar.org

ভিত্তিতে নারীর রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সাম্য বিধানের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে। ইয়রবুর্গ বলেন ঃ

> যেসব দেশে সমাজতন্ত্রী সরকার আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলিকে বিলুপ্ত করার জন্য পদ্ধতিসম্মত প্রয়াস চালিয়েছে সেসব দেশে নারী-পুরুষের ভূমিকায় পরিবর্তন ঘটেছে সবচে' দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে, বিশেষ করে, নগরাঞ্চলের তরুণীদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে দ্রুত এবং সেটা ঘটেছে সাবেকী আমলের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার জোরালো প্রভাবের ধারা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও।

অবশ্য এখানে আমাদের উল্লেখ করতেই হয় যে, অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন, সোভিয়েট ইউনিয়নেও নারী-ভূমিকা খর্ব করার মত ঘটনা ঘটেছে। তাই নারী মুক্তির জন্যে কেবল আইনই যেথেষ্ট নয়।

গ্রীক-ইহুদী-খৃষ্টান নারী ভূমিকা সংক্রান্ত আদর্শিক ঐতিহ্য ও নারীর অবস্থানগত মর্যাদার প্রশ্নটি পর্যালোচনার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল নারীর জন্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়মাচারগুলি কেবল তাদের রাজনৈতিক বিকাশের পরিবেশগত নির্ধারকই নয় বরং সেগুলি তাদের জীবন পরিক্রমার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অর্জনেরও উপায়। শিল্পবিপ্লব ছিল নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, শিল্পবিপ্লব ঐ নিয়ন্ত্রণ নাগালে পাবার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-প্রযুক্তি উপকরণ ও বস্তুসম্পদ যুগিয়েছে। তবে নানা সমীক্ষায় দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীর বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে নারীর গৃহ অন্তঃপুর থেকে বাইরে ও সরকারী কর্মক্ষেত্রে পদার্পনের সমর্থনে একটি সংস্কৃতিগত বিশ্বাস ব্যবস্থা অবশ্যই ও একান্ত পূর্বশর্ত হিসেবে থাকতে হবে। মোটকথা, আমরা বলতে পারি, নিজেদের সম্পর্কে, সমাজ-শৃঙ্খলা সম্পর্কে এবং শৃঙ্খলা বিন্যাস পরিবর্তনে নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস, ব্যক্তি-আচরণ, নিরেট বাস্তবতা ও সামাজিক অতিকথায় তার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেসব মূল্যবোধ নারীত্বের নবতর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে সেগুলি হচ্ছে, লোকায়তবাদ (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ), মানবতাবাদ, মানবীয় সাম্যবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মূল্যবোধ মানবীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করেছে। মানবতাবাদ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে মর্যাদা দেয় ; মানব সাম্যবাদ সকলের সমতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ; যুক্তিবাদ ঐতিহ্যমূলক সনাতন ব্যবস্থা ও গতানুগতিক চিন্তাধারাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে আর ব্যক্তিবাদ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পক্ষপাতী। এইসব মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সমাজের নিহিত জড়বাদী ও প্রযুক্তিগত বুনিয়াদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও মানব আচরণের ওপর এগুলির স্পষ্টতই একটা বাঁধন মুক্তির ক্রিয়া আছে।

www.nagorikpathagar.org

নকশা 'ক'-এর চলকগুলি রাজনৈতিক নারী সমীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; কেননা, এই চলকগুলি যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে সেগুলি নারীকে প্রদেয় আইনগত, শিক্ষাগত, ও আর্থ-রাজনৈতিক সুবিধেগুলি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গোটা ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় প্রায় সকল নারীর ওপর সমাজ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলির প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, এমনকি, প্রতিযোগী, স্বাধীন ভূমিকাপালনকারী হিসেবে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অংশীদার হওয়ার কথা কখনও সাত্যিকারভাবে নারীর মনে উদয়ও হয় নি। তবে ইতিহাসে প্লেটোর ধারণার অনুরূপ 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' নারী ভূমিকা আদর্শ সংখ্যালঘু নারীরা ঐতিহ্যাধিকার হিসেবে পায়। এই 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' নারী গোষ্ঠীই রাজনীতিতে অংশীদার হতে চেষ্টা করে। তারাই নারীর রাজনীতিতে জড়িত হবার কারণ। ২০ শতকে এই 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' নারীদের সংখ্যা স্পষ্টতই বেশ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি, সবচে' বোধগম্য জবাব নিহিত রয়েছে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও পরিবারের সম্পর্ক পরম্পরার মাঝে। আসলে এ এক প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এই প্রতিষ্ঠানই নারীর অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

পরিবার ও রাজনৈতিক নারী

আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বুনিয়াদ, অবস্থান, মর্যাদা ও অভিজ্ঞতার সমতার জন্য জনসাধারনের উদ্যোগ ও প্রয়াস শিল্পায়নের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পবিপ্লবের আগে মানুষের 'অভাববোধের' অস্তিত্ব ছিল না। তখন মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পণ্য, পরিসেবা যোগাতে ব্যাপক আকারে উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না। নারী ও পুরুষের জীবনে এই জড়বাদী বুনিয়াদের বহুমুখী গুরুত্ব রয়েছে। আর শিল্পায়নের প্রতিক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় প্রভাব ঐ সময়ে পড়ে নারী জীবনে। টমসন উল্লেখ করেছেন, শিল্পে কাজের পার্থক্যায়ন ও বিশেষায়নের প্রতিটি পর্যায়ও পরিবার অর্থনীতিতে আঘাত হানে। পরিণামে, নারী-পুরুষ ও সন্তানের মধ্যেকার গতানুগতিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়। কাজ ও জীবনের মধ্যেকার পার্থক্য ও ব্যবধান তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার পটভূমিতে পরিবারের এই ক্ষুণ্ন পরিস্থিতি কয়েক ধরনের পরিবারের জন্ম দেয়।

এসব পরিবর্তন সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে মাইকেল ইয়ং ও পিটার উইলমট কৃত 'দ্য সিমেট্রিক্যাল ফ্যামিলি ইন নাইনটিন সেভেনটিথ্রি' শীর্ষক গ্রন্থে। পরিবার ব্যবস্থায় পরিবারের এই আনুপাতিক বৃদ্ধিকে ইয়ং ও উইলমট "স্তর-৩" বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ শতকে রাজনৈতিক নারীর উন্নয়নের বিষয় উপলব্ধিতে এই

www.nagorikpathagar.org

স্তর–৩ পরিবার সহায়ক। প্রাক–শিল্প বিপ্লব যুগে পরিবার ছিল উৎপাদনের এক একটি একক বা ইউনিট। তখন নারী–পুরুষ ও শিশু বাড়ি ও ক্ষেত–খামারে একত্রে কাজ করত। এই ধরনের পরিবারের গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে পুরুষ মূল কর্তৃত্বের আধার। এখানে তাকে চ্যালঞ্জে করার কেউ নেই যদিও কৃষি অর্থনীতির মত গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঐসব পরিবারে এমন এক জীবনধারা গড়ে তোলে যে জীবনধারায় গৃহ ও নারী প্রধান হয়ে ওঠে। স্তর–১ পরিবারে নারী অধঃস্তন, প্রায়ই নিগৃহীত, সাধারণত নিরক্ষর ও আইনত অসম্পূর্ণ। তাই এই পরিবার হচ্ছে প্রাক–শিল্প যুগের পরিবার। এ পরিবারে নারী তার স্বামীর সঙ্গে কাজে করলেও ক্বচিৎ সে স্বামীর সমান সক্ষম বলে গণ্য।

মজুরী অর্থনীতির সঙ্গে স্তর–২ পরিবারের বিকাশ ঘটে। সমাজের জন্য উৎপাদনের একক হিসেব গণ্য এই পরিবারটি স্বামী–স্ত্রী–সন্তান নির্বিশেষে কারখানার ভেঁপুর শব্দে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে যায়। এভাবে অনেক পরিবার ইউনিট ছত্রখান হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী–স্ত্রীর বন্ধন দুর্বল হয়। তবে মা ও মেয়ের সম্পর্ক জোরদার হয়। পরিবার বিষয়ে কোনও কোনও বিদ্বজ্জনের মতে, সম্প্রসারিত পরিবার তথা একান্নবর্তী বৃহৎ যৌথ পরিবারে নারী সম্পর্কের গুরুত্ব সমধিক। নারীরা স্তর–২ পরিবারে তাদের নিম্নতর মর্যাদার বিরদ্ধে পাল্টা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। পুরুষ এরপরেও প্রকাশ্য লোকবিষয় ও অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে, এমনকি, নারীর উপার্জিত অর্থ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তবে স্তর–১ ধরনের পরিবারের বিপরীতক্রমে উপাদনের ইউনিট হিসেবে পরিবার নয় বরং মজুরী উপার্জনকারী ব্যক্তি গুরুত্ব পায়। স্তর–১ পরিবারের তুলনায় পুরুষ ও নারীর জীবন পরিসরের মধ্যেকার পার্থক্য আরও তীব্র হয়ে ওঠে। স্ত্রী, গৃহ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার সাথে সাথে কাজ থেকেও স্বামীর বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। ইয়ং ও উইলমটের মতে, এই সময়কার (সম্প্রসারিত) যৌথ পরিবারকে (বাবা–মা ও ছেলেমেয়ে ছাড়াও বিভিন্ন প্রজন্ম ও পরিবারের সদস্য সহযোগে গঠিত) নারীর এক ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন হিসেব ধরা যেতে পারে। কেননা, এ ধরনের পরিবারে ঘরোয়া কেন্দ্রীয় সদস্য নারীটি যদি কখনো অসুস্থ কিংবা অশক্ত হয়ে পড়েন তাহ'লে ঐ অবস্থায় তিনি দাদী, চাচী, ফুফু প্রভৃতির সাহায্য পেতে পারেন কিংবা ঐ নারী বা স্বামীর উপার্জন খুবই কমে গেলে, বাচ্চাদের সেবাযত্নের প্রয়োজন হলে কিংবা ঐ নারী তথা মায়ের কাজ করা জরুরী হলে সেক্ষেত্রে দরকারী সহায়তাও অনুরূপভাবে পাওয়া সম্ভব। ঐ আমলে পুরুষেরা অবশ্য নারীদের কাজকর্মে সহায়তা করতেন না। স্তর–২ পরিবারে নারী–পুরুষে দ্বন্দ্ব–সংঘাত লেগেই থাকত আর তাই এই পরিবার ছিল কার্যত ভগ্ন পরিবার।

স্তর–৩ পরিবারের বিকাশ মূলত বিশ শতকে। অনেকে এই পরিবারকে 'প্রতিসম পরিবার' বলে আখ্যায়িত করেন। এই থেকে ঐ পরিবারের অর্থনীতিতে এক যৌথ ইউনিট

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে পরিবারে প্রত্যাবর্তন বোঝায়। উৎপাদনের কোনও একক বা ইউনিট না হয়ে, এই পরিবার এখন ভোগের ইউনিট হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্তর-১ পরিবারের মত এই পরিবার বিশেষ করে ছেলেমেয়ে ছোট থাকার সময়য়ে গৃহকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, এই পরিবার স্তর-১ পরিবারের মত যৌথ বৃহৎ পরিবারের চেয়ে বরং ক্ষুদ্র অণুপরিবারের অনুরূপ। এই পরিবারে দাদী বা কন্যারা নয় কেবল স্বামী ও স্ত্রীই সংযোগ সূত্র। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বড় যৌথ পরিবার ট্রেড ইউনিয়নের মত পরিবারের সদস্যদেরকে সাহায্য-সমর্থন যোগায়। কিন্তু স্তর-৩ পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীকে একান্তভাবে শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। নারী-পুরুষের ভূমিকাও এখানে অপেক্ষাকৃত কম বিচ্ছিন্ন। এই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অর্থোপার্জন করে। উভয়েই সন্তান লালন-পালনে শরীক হয়। উভয়েই নিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। উভয়েই নারী-পুরুষের মধ্যে মৌলিক মানবীয় ও ভূমিকাগত সমতার বিষয় স্বীকার করে। অবশ্য তাই বলে এখানে একথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে না যে, স্তর-৩ ভুক্ত পরিবারের নারী-পুরুষের ভূমিকা সম্পূর্ণ অনুরূপ। ভূমিকাগুলি অভিন্ন নয় বরং অনেকটাই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ পরিবার শুধু নারী কিংবা পুরুষের পরিবার নয়. এ পরিবার সাহচর্যজনিত প্রীতি-ভালবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রশংসা, মানুষের চাহিদা, বাসনা ও আকাঙ্খা সমান — এ ধারণাভিত্তিক পরিবার। এ এমন এক ধরনের পরিবার যা দৃষ্টত ইতিহাসে বিরলতম। আমাদের বিশ্বাস, এই পরিবার (ও সমাজসমূহ যা এ ধরনের পরিবার গড়ার অনুকূল ও প্রেরণাদায়ক) মেয়ে শিশুকে তার পরিপূর্ণ মানবীয় সম্ভাবনায় বিকশিত হতে দেয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার ঐতিহাসিক 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ হিসেবে বিদিত ভূমিকা সম্ভবত এধরনের পরিবারেই কায়েমী হবে।

গোটা ইতিহাস পরিক্রমায় উল্লিখিত তিন ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব সুনিশ্চিতভাবেই থেকে থাকবে। অস্তুত নিঃসন্দেহে অন্যান্য ধরনের পরিবারের অস্তিত্বও যে নেই তা নয়। আমরা যে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত স্তরগুলির প্রতিটি স্তরে ঐ পরিবারগুলির সংখ্যা অনুপাতে বড়রকমের তারতম্য বা হেরফের ঘটেছে। ইয়ং ও উইলমট গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন যে, মাত্র বিশ শতকেই কেবল স্তর-৩ পরিবারের অনুপাত গোটা সমাজ প্রভাবিত করার মত পর্যায়ে ব্যপ্তি লাভ করে। আমাদের বিশ্বাস, এই পরিবারের বড় রকমের সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি ২০ শতকে উদীয়মান রাজনৈতিক নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা অনুমান করি, উল্লিখিত ধরনের পরিবারগুলির প্রতিটি পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন নারী-পুরুষ ভূমিকাগত আদর্শ থাকবে ও তাদের মেয়ে শিশুকে একান্ত ভিন্নভাবে সামাজিক করে তুলবে। ঐতিহ্য কিংবা সনাতন ধারা নয় বরং খোদ তারা নিজেরাই শিশুকে সমাজস্থ করবে ; ঐ ছেলে/ মেয়েকে বিশেষ ধর্ম, সমাজ, বিদ্যালয় ও সঙ্গী-সাথীদের গণ্ডিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। একটি মেয়ে শিশু কী জীবন পরিসর পাবে তা প্রধানত পরিবারের নারী-

www.nagorikpathagar.org

পুরুষ ভূমিকা আদর্শ নির্ধারণ করবে এবং বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা তাকে তার ঐ জীবন-পরিসর অতিক্রমের ব্যাপারে সহায়ক হবে। কেন এই মেয়ে না হয়ে সেই মেয়ে রাজনৈতিক ভূমিকায় যাবে তার ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কেন্দ্রীভূত হবে ঐ মেয়ের উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত লিঙ্গ ভূমিকার আদর্শিক ঐতিহ্য ও তার অর্জিত শিক্ষা, অন্যান্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের মিথস্ক্রিয়ায়। এ কারণেই বক্ষ্যমান গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ নিবেদিত হয়েছে রাজনৈতিক নারীর এক মডেল আদলের তাত্ত্বিক কাঠামোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বুনিয়াদ হচ্ছে, লিঙ্গ ভূমিকা উপলব্ধি, ব্যক্তির জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নারীর অভিজ্ঞতায় রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং সেইসঙ্গে সামাজিকীকরণের পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়াগুলি চিহ্নিতকরণ যেগুলি প্রতিটি টাইপের রাজনৈতিক নারীর সচরাচর বৈশিষ্ট্য ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে রাজনৈতিক সামর্থ্য বা কার্যকারিতার বিকাশ, লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ, জীবন পরিসরের ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক নারীর মধ্যকার তাত্ত্বিক সম্পর্কের। ৩য় অধ্যায়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাস্তবের রাজনৈতিক নারীর সঙ্গে। ওদের জীবন সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি যাতে দেখা গেছে ওরা বিভিন্ন টাইপভূক্ত। ৪র্থ অধ্যায়ে সামাজিকীকরণের সমীক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা এবং সামাজিক পরিবর্তন সমীক্ষার উপযোগিতা পর্যালোচিত হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান বা সম্পর্ক ব্যবস্থা মেয়েদেরকে সামাজিক করে তার লিঙ্গ ভূমিকা-আদর্শে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তার কথাও আলোচিত হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে পরিবার কাঠামো, লিঙ্গ ভূমিকা-আদর্শের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক নারীর মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সামজিকীকরণের ধাঁচ ও প্রক্রিয়াগুলি কিভাবে সংশ্লিষ্ট মেয়ের মাঝে ব্যক্তি ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণবোধ গড়ে তোলার ম্ধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে তার বিশদ বিবরণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে রয়েছে কেমন করে, কেন ও কোন্ পরিস্থিতিতে কোনও মহিলা রাজনৈতিক নারী হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি। এই শেষ অধ্যায়ে আরও গবেষণা ও লোকনীতির স্বার্থে এ সমীক্ষার তাৎপর্যগুলিও আলোচিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা

কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষের জন্য হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এমন কোনও রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার আদর্শগত বিকাশ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে ঘটেছে। ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে ও ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সচরাচর ধরে নেওয়া হ'ত, ঐ ধরনের আদর্শগত অঙ্গীকার গড়ে উঠেছে নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে। আরও সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের কারণগুলিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিয়মাচার, প্রতিষ্ঠান ও আদর্শিক বিশ্বাসগুলির ওপরও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জীবনধারায় নারীর ভূমিকা ও অবস্থানের (নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ) ব্যাপারে দেখা গেছে, সনাতন নানা ধারণা ও বিশ্বাসের যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাতে পরিবর্তন ব্যক্তি নারীর রাজনৈতিক তৎপরতা বিকাশের জন্য জরুরী।

নকশা ২-১ সমাজ পরিবর্তনের সামষ্টিক শক্তিগুলির সাথে ব্যক্তির রাজনৈতিক বিকাশ কেমন করে সম্পর্কিত তার এক নকশাকার বর্ণনা। মোদ্দা কথা, লিপসেট তাঁর 'পলিটিক্যাল ম্যান' (অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়ন) গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক আধুনিকায়নের যেসব উৎসের উল্লেখ করেছেন, "আমরা অনুমান করি সেগুলিই এক ব্যাপক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তি তৈরী বা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সূচক তবে, শর্ত এই যে, এ ধরনের রূপান্তর ক্রিয়া সাধিত হওয়ার আগে রাজনৈতিক পর্যায়ে স্বাধীন ব্যক্তি ও আধুনিকায়নের সামষ্টিক আর্থ-সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে অবশ্যই কয়েক দফায় যোগসূত্র বর্তমান থাকতে হবে।

এই মডেলে দুটি বড় চলকের বর্ণনা করা হয়েছে। এই চলকগুলি আধুনিকায়নের শক্তিগুলির মধ্যস্থ বা যোগসূত্র। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সমর্থ এক ব্যক্তির উপগোষ্ঠিক জীবন-পরিসর ও আদর্শিক বুনিয়াদের ওপর ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণই আধুনিকায়নের শক্তি। স্বাধীন রাজনৈতিক সক্রিয়তাবাদী সৃষ্টি করতে পারে এমন

www.nagorikpathagar.org

নিরপেক্ষ চলকগুলিকে আমরা পদ্ধতিসম্মতভাবে চিহ্নিত করতে পারার আগে অবশ্যই আমাদেরকে প্রথমে ঐ জীবন-পরিসরকে চিহ্নিত বা সনাক্ত করতে হবে যে পরিসরে ব্যক্তি বেঁচে থাকে ও তারপর ঐ জীবন-পরিসর ও ব্যক্তি আধুনিকায়নের শক্তিগুলির মধ্যেকার যোগসূত্রগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যক্তির জীবন-পরিসর ও রাজনীতির সংযোগস্থলেই নিহিত আছে রাজনৈতিক সক্ষমতার বিষয়টি উপলব্ধির মূল চাবিকাঠি।

'রাজনৈতিক সক্ষমতা' পরিভাষাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত অনেক ক্ষেত্রেই এর অর্থ পরিস্কার নয়। 'রাজনৈতিক সক্ষমতা' কথাটির তিনটি সাধারণ প্রয়োগ রয়েছে। আর এর ত্রিবিধ প্রয়োগেই 'অংশীদারত্বের' "অবস্থার" ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। রাজনৈতিক সক্ষমতার সংজ্ঞাগুলি এরকম ঃ (১) গণতান্ত্রিক সমাজের একটি নিয়মাচার হচ্ছে যে, নাগরিকদের শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার হওয়া উচিত ও তাঁদের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই অংশগ্রহণের প্রশ্নে সাড়া দেবেন/সংবেদনশীল হবেন ; (২) কতকগুলি প্রাক-প্রত্যয় বা বিশ্বাস। এসব প্রত্যয় বা বিশ্বাসের অন্তর্গত ঃ এই বিশ্বাস যে, একজন ব্যক্তির আচরণের প্রতি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় অন্য ব্যক্তি সাড়া দেবেন, সংবেদনশীল হবেন এবং (৩) বাস্তব আচরণ যা ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করে (নাগরিক কেবল কার্যক্ষমতাকে উপলব্ধিই করে না বরং বাস্তবক্ষেত্রে কার্যদক্ষতা প্রদর্শনও করে)। আমরা যে প্রচলিত ধারাণাকে সর্বাপেক্ষা সঠিক বলে বিশ্বাস করি ও যার ওপর এই সমীক্ষার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণাকে প্রস্তাবনার আকারে উপস্থাপনা করেছেন স্ট্যান্‌লি রেনশন তাঁর "সাইকোলজিক্যাল নীড্‌স অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল বিহেভিয়র ঃ এ থিয়োরী অব পার্সোন্যালিটি অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল এফিক্যাসি' গ্রন্থে। আব্রাহাম মাসলো'র 'প্রেরণা ও মানবীয় বিকাশ তত্ত্ব' অবলম্বনে রেনশন রাজনৈতিক কার্যক্ষমতাকে জীবনের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণের চাহিদা মেটানোর রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির ওপর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ আছে—এই মর্মে একজনের আত্মবিশ্বাস বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অন্যান্য সংজ্ঞার বিপরীতক্রমে রেনশন মনে করেন, যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তারা তা করে একটা মানবীয় চাহিদা মেটানোর জন্য, তাদের নিজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে অধিকতর সক্ষম হবার জন্য। এরা যদি ইতিমধ্যে এই আত্মবিশ্বাসের অধিকারী ও যোগ্য হয়ে থাকে যে, অন্যেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করবে তাহ'লে তারা রাজনীতিতে নিয়োজিত হবে না। কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায়, একজনের জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণের-মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থেকে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা সরাসরি উৎসারিত বলেই রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা ঐ ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণের জন্য এক উদ্বুদ্ধকারক শক্তি। ঐ ব্যক্তির জীবন পরিসরে রাজনীতি মুখ্য হয়ে উঠলে ঐ পুরুষ বা নারী রাজনৈতিক আচরণে নিয়োজিত হতে প্রয়াসী হবে। এছাড়াও, চিত্র ২-১ অনুযায়ী, রেনশন আমাদেরকে এই ধারণা দিচ্ছেন যে, রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের প্রেষণার ভিত্তিতে ব্যক্তিরা নানাধরণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র ২-১
রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বিকাশ

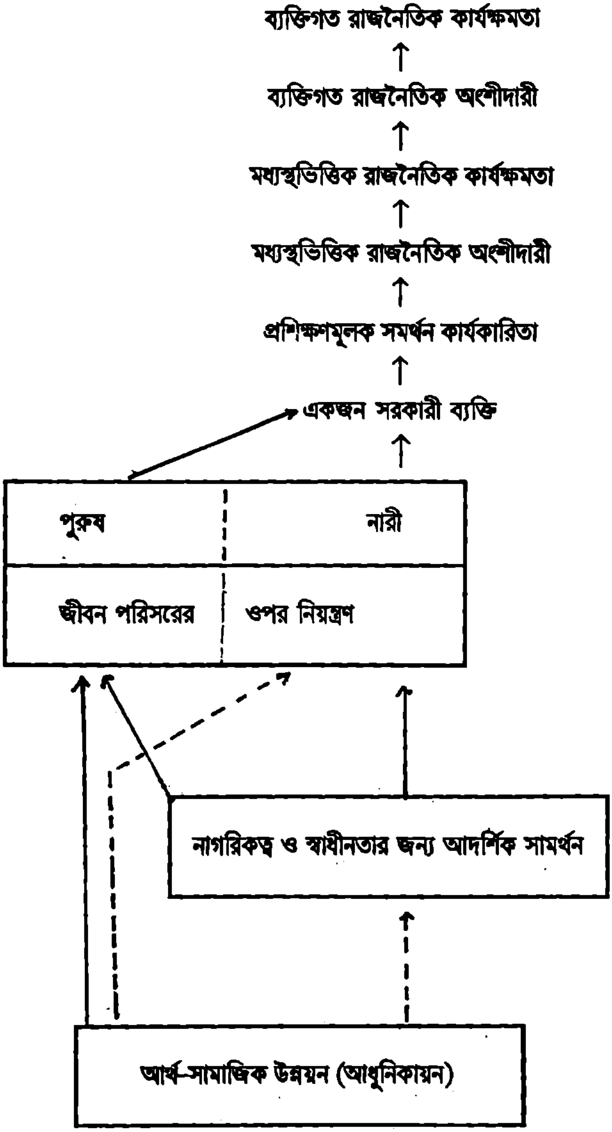

www.nagorikpathagar.org

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদা ও বাস্তবে ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জনের মাঝে এক জটিল মিথস্ক্রিয়া অস্তিত্বশীল। স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা নিঃসন্দেহে সকল মানুষেরই আছে। তবে বিশেষ করে শৈশবের গোড়ার দিকে ঐ চাহিদা অবদমিত থাকতে পারে কিংবা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা ভিন্নমুখী হতে পারে। এ চাহিদার কখনও পরিপূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব না হলেও যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনমূলক প্রশিক্ষণ ও চাহিদা পূরণের সুযোগ-সুবিধে না পাওয়া গেলে চাহিদার পরিপূর্ণ পূরণ বিঘ্নিত হতে পারে। পরিশেষে, রেনশনের মতানুযায়ী, সেই নারী বা পুরুষ রাজনৈতিক পর্যায়ে কার্যক্ষম হন যিনি এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের ওপর তাঁর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে, আছে জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রন লাভের জন্য ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র হিসেবে রাজনীতিকে ব্যবহার করার যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা। চাহিদা এক প্রেরণাদায়ক শক্তি। তবে ব্যক্তিকে বরাবর চাহিদা দ্বারা জোরদারভাবে অনুপ্রেরিত থাকতে হলে যোগ্যতার চর্চা ও সময়ান্তরে ঐ চাহিদার পূরণ (প্রেরণাবৃদ্ধি) একান্ত জরুরী।

জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ

জীবন পরিসরের সহজতম ধারণার সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে.ঃ এ হচ্ছে, বস্তুনিরপেক্ষভাবে ও স্ব ধারণায় একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ ও সামাজিক বাস্তবতা। চিত্র ২-১ এ প্রদর্শিত মডেল ও সেইসঙ্গে পরিবার ও নর-নারীর মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষের ও নারী-পুরুষের উপগোষ্ঠীগুলির সংশ্লিষ্ট জীবন পরিসর এক নয়। ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জীবন পরিসর বিভিন্ন হয় বলে আর্থ-সামাজিক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া উল্লিখিত ব্যক্তি উপগোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধাঁচের রাজনৈতিক আচরণ জন্ম নেবে। রেনশন উল্লেখ করেছেন, 'জীবন-পরিসরের ওপর' চলক নিয়ন্ত্রণের তিনটি মাত্রা আছে। সবগুলির মাত্রাকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রথম মাত্রাটি এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আব্রাহাম মাসলো বলেছেন, 'মানুষের পাঁচটি চাহিদা স্তর রয়েছে। এগুলি স্তরক্রমে ক্রমবিন্যস্ত। এগুলি হচ্ছে ঃ (১) শারীরবৃত্তীয় ; (২) নিরাপত্তামূলক ; (৩) ভালোবাসামূলক ; (৪) আত্মমর্যাদাবোধমূলক ও (৫) আত্মবাস্তবায়নমূলক। রেনশনের মতে, জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের চাহিদাদি মাসলো প্রস্তাবিত চাহিদা স্তরক্রমের দ্বিতীয় স্তরের অঙ্গ হিসেবে বিকশিত হয়। শারীরবৃত্তের চাহিদাগুলি যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনকভাবে মিটে যাবার পরেই (স্তর-১) কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার নিরাপত্তার চাহিদা, ক্ষতির হাত থেকে নিরাপত্তার চাহিদা-একটা সুশৃঙ্খল, নিরাপদ বিশ্ব-সংসারের

www.nagorikpathagar.org

চাহিদা গড়ে তুলতে পারেন এবং ঐ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ চাইতে পারেন (স্তর-২)। অধিকন্তু, জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ লাভের এই চাহিদা মৌলিক চাহিদার সোপানক্রমের অংশ বলে এটি পরবর্তী চাহিদা তৃপ্তির জন্য সংগঠক চাহিদা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ভালবাসা, আত্মশ্লাঘা ও আত্ম-সার্থকায়ন (বাস্তবায়ন) চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভের ওপর নির্ভরশীল (প্রায় সকল ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য)। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ লাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদা স্তরও স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন হবে। এ ছাড়াও, যাদের চাহিদার স্তর নীচু তাঁরা উঁচু চাহিদা স্তরবিশিষ্ট ব্যক্তিদের তুলনায় কম নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে চাইবে। যাঁদের চাহিদার স্তর উঁচু তাঁদের নিজ সামর্থ্য ও ঐ সামর্থ্য সম্পর্কে নিজ বিশ্বাস খুবই নিম্নমাত্রার না হয়ে থাকলে কিংবা তা নস্যাৎ না হয়ে থাকলে এবং তাতে খোদ চাহিদা নস্যাৎ বা প্রশমিত না হয়ে থাকলে তাঁরা অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চাইবেন।

জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় মাত্রা বলতে পুরুষ বা নারীর তার জীবন গড়ার ব্যাপারে নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে বিশ্বাসকে বোঝায়। এই মাত্রা দু'ধরণের সামর্থ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ; প্রথমত, ব্যক্তিগত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিচিত্র ধরনের নৈপুণ্যের পথ নিয়ন্ত্রণে আনার ও সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানোর সামর্থ্য ও দ্বিতীয়ত, সফল সত্যতা যাচাইয়ে নিয়োজিত হবার সামর্থ্য। উল্লিখিত মাত্রার এই দুটি সামর্থ্যের মাঝে যা নিহিত তা' হচ্ছে এই মর্মে ধারণা যে, সুনির্দিষ্ট দক্ষতা লাভ থেকে ব্যক্তি ও সংখ্যালঘিষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে বাধা দেওয়া হ'লে তার দরুণ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ অর্জনের প্রশ্নে নিম্নতর মাত্রার সৃষ্টি হবে ও জীবনের নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদা পর্যুদস্ত হবে। অন্যকথায়, সমাজ কাঠামো ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী বা পুরুষের জীবন পরিসরের ওপর ঐ ব্যক্তির (নারী/ পুরুষ) নিয়ন্ত্রণ আরোপের যেসব প্রত্যাশা থাকে তার মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এর ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি আর না-ও হতে পারে। ব্যক্তির (নারী/ পুরুষ) নিজ দক্ষতায় তার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি বা হ্রাসে ঐ ব্যক্তির আন্তঃব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কসমূহ সম্প্রসারিত কিংবা সীমিত হলে উল্লিখিত ক্রিয়াফল অর্জিত হয়। কাল পরিক্রমায় সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এক ধারণায় সমাজ কাঠামোকে পুরস্কার বিতরণমূলক এক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা যায় যাতে সমাজের প্রধান মূল্যবোধগুলি প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলির নানা সীমাবদ্ধতা ঘটতে পারে ; কেননা, একজন ব্যক্তির গুণাবলী বা নৈপুণ্যসমূহ বিরাজমান মূল্যবোধ বা উপলব্ধি চাহিদার সঙ্গে না-ও খাপ খেতে পারে।

ব্যক্তির জীবন পরিসরের ওপর চলক নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় মাত্রা বলতে জীবন পরিসর এলাকার ব্যপ্তি বা সম্ভাবনা বলা হয়। ব্যক্তি এই এলাকা বা সম্ভাবনাটিকে প্রভাবিত

www.nagorikpathagar.org

করতে চায়। উল্লিখিত সম্ভাবনা পরিসরকে সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত করা যায়। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাস ও প্রকৃত সামর্থ্য দ্বারা স্পষ্টতই এটি অন্তুতপক্ষে আংশিকভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। একটা প্রদত্ত সমাজ কাঠামোর গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্বমান জীবন পরিসর ঐ সম্ভাবনা নির্ধারণে সক্ষম হতে পারে। কিংবা ঐ সম্ভাবনা ঐ ব্যক্তিও নির্ধারণ করতে পারে নিজেকে সে (নারী/ পুরুষ) সম্পর্কিত জনগোষ্ঠীগুলির (Reference groups) সাথে তুলনা করে। এই জনগোষ্ঠীগুলির মানুষ প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধরণের জীবন-পরিসরের অধিবাসী। কিন্তু জীবন-পরিসর নিয়ন্ত্রণে এদের বিশ্বাস ও সামর্থ্য উল্লিখিত মূল ব্যক্তির অনুরূপ। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে, এটা একজনের কাছে প্রত্যাশিত যে, উল্লিখিত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভের ব্যাপারে কিংবা জীবন-পরিসর বা বিরাজমান সমাজ কাঠামোকে আরও নমনীয় করার লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক প্রয়াস চলবে।

মানবীয় জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের এই তিন মাত্রার মধ্যে একটা সুনিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। এই তত্ত্বানুযায়ী মাসলো প্রস্তাবিত চাহিদা স্তর-ক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হ'লে সকল ব্যক্তিরই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও না কোনও ধরণের চাহিদা গড়ে উঠবে। এই তত্ত্বে আরও মনে করা হয় যে, ব্যক্তিরা নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়াতে উদ্যোগী হলে সেখানে পুরস্কারের পরিবর্তে সাজা লাভ ঘটলে কিংবা শক্তি-সমর্থন বৃদ্ধির অভাব ঘটলে ঐ চাহিদা পর্যুদস্ত হতে পারে। আরও ধারণা করা হয় যে, একজন ব্যক্তির জীবন-পরিসরের বাছাই করা কিছু বিষয় যেমন রাজনীতিমূলক বিষয়কে সাংস্কৃতিক মূল্যমানের বিচারে ও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি এমন একটা কিছু হিসেবে জীবন পরিসরের সংজ্ঞায়ন করতে পারে যাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা একটি বিশেষ উপগোষ্ঠী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নেই। অন্য কথায়, এই তত্ত্ব কাঠামোর মধ্যে এমন অনুমান সঙ্গতিপূর্ণ যে, স্বীয় জীবন পরিসরের কোনও কোনও ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপক ও অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার সামর্থ্য নারীদের আছে। তবে তাদের এই সামর্থ্যটি অন্যান্য ক্ষেত্রে নেই। কেন সুপরিকল্পিতভাবে জীবন পরিসরের কিছু বিষয় নারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত রাখা হয়েছে ও কেন প্রায় সব নারীই এভাবে তাদেরকে বাইরে রাখার বিরুদ্ধে বৈরী প্রতিবাদ-আপত্তি জানায় না তা নির্ণয়ের চেষ্টা সমাজবিজ্ঞানীদের একটি বড় কাজ।

নানাভাবে ব্যক্তির জীবন পরিসরের প্রকৃতি, দৈনন্দিন বেঁচে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটতে পারে। এরকম ধরে নেওয়া মনে হয় সঙ্গত যে, মানব জীবন পরিসর ও এর ওপর নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা—উভয়ের সম্প্রসারণের পথটি মাসলোর চাহিদা সোপান স্তর-ক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন আগে তার জীবন পরিসরের শারীরবৃত্তীয় বিষয়গুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তারপর ঐসব নির্দিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

বিষয় বহির্ভূত জীবনের দিকগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভে অগ্রসর হওয়া। মা ও স্ত্রীর ভূমিকার জীবতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতির বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। ক'টি সন্তান কোন্ কোন্ সময়ে নেওয়া হবে এটা যে নারী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার জীবনের শারীরবৃত্তীয় বিষয়সমূহের ওপরও তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এমন নারী তার গৃহের বাইরে কী কর্ম বা জীবনবৃত্তি নেবে তাও স্থির করতে পারে না কেননা, সে তার দৈনন্দিন অস্তিত্ব রক্ষার, তার জীবন পরিসরের প্রকৃতির ওপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সে জানে সময় ও কর্মশক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সে নিতে পারবে না। এই ধরণের সিদ্ধান্তের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকলে জীবন পরিসরের অন্যান্য বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য সম্পর্কে একজনের বিশ্বাস ভয়ানকভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও, নিজ শিশুর পরিচর্যার জন্য নির্ভরযোগ্য পরিচর্যা সুবিধের অভাব থাকলে নারীদের বেলাতেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে ধনী হয়ে না থাকলে, আর্থিক স্বাধীনতার জন্য কোনও না কোনও ধরণের দৈহিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের দরকার হয়। এখন এই শ্রম তথা পেশা/চাকুরিটি নির্ভরযোগ্য, পূর্বানুমানযোগ্য জিনিস না হ'লে জীবন পরিসরের অর্থনৈতিক দিকগুলির ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজ অবস্থা কিংবা শিশুর যত্ন নেওয়ার গুরুভার, যে কারণেই হোক সফল হবে না। নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ অনির্ভরযোগ্য কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে চান না। যে মেয়ে শিশুর বাবা-মা তাকে হতাশ দেখতে চান না সেই মেয়েটিকে কাজ করার জন্যে স্পৃহা সৃষ্টি থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারেন ; কেননা, সেটার কারণে সে সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের মুখোমুখি হতে পারে। এস গোল্ডবার্গ তাঁর 'দ্য ইনএভিটেবিলিটি অব প্যাট্রিয়ার্কি ইন নাইটিন সেভেনটিথ্রি' গ্রন্থে এই মর্মে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাবা-মা দৃষ্টত প্রায়ই তাঁদের সন্তানকে এমনভাবে সমাজস্থ করেন যে পরিবেশে মেয়ে ও ছেলের মৌলিক পার্থক্যগুলি অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। আর তার উদ্দেশ্য থাকে, মেয়ে শিশুদেরকে অনিবার্যভাবেই যেন ব্যর্থতা বরণ করতে ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে হতাশ হতে না হয়। বাবা-মায়েরা মনে হয় তাদের সন্তান ছেলে না মেয়ে—সেই অনুযায়ী চাহিদাগুলির বিভিন্ন সংজ্ঞা স্থির করেন যে চাহিদাগুলি মেটাবার দরকার ও ঐসব চাহিদা মেটানোর জন্যেও তারা বিকল্প নানা পটভূমিকা স্থির করেন।

এ বিতর্কের যৌক্তিকতার পথে আরও এগিয়ে গেলে দেখা যায় যে, নারীর (বা পুরুষের) জীবন পরিসর মানুষের অবস্থার কয়েকটি বাছাই করা ক্ষেত্রে সীমিত করা হলে তাতে মানব পরিস্থিতির আরও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ নারী-পুরুষের জন্য বিধিনিষেধ আরোপিত হবার প্রবণতা জোরদার হয়ে ওঠে। এধরণের ক্ষেত্রের অন্যতম নজীর হিসেবে আমরা রাজনীতির কথা উল্লেখ করতে পারি। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, একজন

www.nagorikpathagar.org

মানুষকে নানাধরণের বাস্তব ও সম্ভাব্য জীবন পরিসরের আধার হিসেবে দেখা চলে যেগুলি স্তর-ক্রমে বিন্যস্ত ও মাসলোর চাহিদা স্তরক্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। কোনও ব্যক্তি যিনি (পুরুষ/ স্ত্রী) কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তি জীবন পরিসরের ওপরই নিয়ন্ত্রণ চাচ্ছেন না বরং অন্যান্যের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এমনসব নীতির ওপরেও নিয়ন্ত্রণ কামনা করেন তাঁর ক্ষেত্রে শর্ত হবে এই যে, তাঁকে জীবন পরিসর স্তরক্রমের বেশ উন্নত স্তরের মানুষ হতে হবে এবং তাঁর বিশ্বাস ও সামর্থ্য সম্ভাবনার সঙ্গে তাল রাখার মত হতে হবে।

একটা নিরক্ষর ভিখারী ক্বচিৎ রাজা বা রাষ্ট্রপতি হতে চায়—এমন কথা বলাটা চারুকথন বলে গণ্য হতে পারে। তবে আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি, এর অর্থ, যখন রাজনৈতিক আচরণ ও সাফল্য সম্পর্কে একটা সার্বজনীন ধারণা স্থির করা হয় তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন পরিসরের মধ্যে কী করে পার্থক্য হয় সে ব্যাপারে আমাদেরকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দিতে হবে। ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণের তারতম্য উপলব্ধি ও রাজনৈতিকপর্যায়ে অংশগ্রহণের উঁচু স্তরগুলির জন্য পর্যাপ্ত ও সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় শর্তাদি চিহ্নিত করার জন্য মানব জীবন পরিসরের সুনির্দিষ্ট দিকগুলি অবশ্য পরীক্ষা করতে হবে।

মানুষের জীবন পরিসরের প্রকৃতি ও ঐ জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের তিনটি বিভিন্ন মাত্রা পালাক্রমে নির্ধারিত। সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে হলে বদলাবার মত কোনও একটা কিছু ঘটতেই হবে। প্রথমত, একটি সমাজের গণ্ডির মধ্যে উপ-গোষ্ঠীগুলির জীবন পরিসর এবং দ্বিতীয়ত, ঐ ব্যক্তির (পুরুষ/ নারী) জীবন পরিসরের ওপর সংশ্লিষ্ট ঐ বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ লাভ সংক্রান্ত মাত্রাগুলির পরিবর্তন ঘটতে হবে। আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে জীবন পরিসরের প্রকৃতি বদলাতেপারে। শারীরবৃত্ত, জন্মশাসন, সুস্বাস্থ্য, শিল্পায়ন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত অগ্রসর জ্ঞানের কারণে নারীর জীবন পরিসরে প্রকৃতি স্পষ্টতই বদলে গেছে। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাগ্রসর জ্ঞান কেবল সনাতন ঘরকন্নার কাজে নয় বরং কর্মক্ষেত্রের ঘরকন্নাবিবর্জিত বহিরাঙ্গনের কর্মক্ষেত্রও নারীদের জন্য উন্মুক্ত করার উপায় হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। তবু এই ধরণের পরিবর্তন পর্যাপ্ত নয়। যে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন পরিসরের গণ্ডির মধ্যে একজন তরুণী বা নারীর তার এই বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বাস করে সে খোদ নিজে তার ব্যক্তিগত জীবন পরিসরের ওপর প্রকৃতপক্ষেই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করে। এমন বিশ্বাস ব্যক্তি নাগরিকত্ব ও স্বাধীনতার জন্য এক আদর্শিক সমর্থন বিশেষ যা আধুনিকায়নের ব্যাপক পরিসরের শক্তিগুলিকে পরিশ্রুত, বিশুদ্ধ করে, সেগুলিকে আদল দেয়।

www.nagorikpathagar.org

নাগরিকতা ও স্বাধীনতার আদর্শিক অবলম্বন

ইতিহাসের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে আদর্শের ভূমিকাটি বহুল বিতর্কিত বিষয়। বিশ শতকের নারী আচরণের সমীক্ষকগণ এই মর্মে সর্বসম্মত অভিমত পোষণ করেন যে, কোনও কোনও আদর্শ অত্যন্ত লক্ষ্যনীয় নির্ভুলতার সঙ্গে নারীর মূল্যবোধ ও আচরণ নিরূপণ করতে সক্ষম। 'জ্যাঁ লিপম্যান — ব্লুমেন উল্লেখ করেছেন, পুরুষ ও শিশুর প্রতি নারীর যথাযথ আচরণ সম্পর্কিত এই বিশ্বাস ব্যবস্থাগুলি নারীর ভবিষ্যৎকে এমনভাবে নির্ধারণ করে যা ফ্রয়েড কখনও কল্পনাও করতে পারেন নি।' এই বিশ্বাসগুলি বাহ্যিক শিক্ষার কারণে জন্মায় না বরং এগুলি প্রচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্খা, ধারণা-অনুমান, পুরস্কার-নিগ্রহজাত।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়কার পাশ্চাত্য দুনিয়ার বিচিত্র নারী-পুরুষ ভূমিকাগত আদর্শগুলি অতীতের আদর্শগুলির তুলনায় যথেষ্ট ব্যাপকতর। সহজে বোঝার স্পষ্টতার জন্য আমরা অবশ্য এখানে অপেক্ষাকৃত বেশী সনাতন লিঙ্গ ভূমিকাগত আদর্শ ও অপেক্ষাকৃত বেশী আধুনিক লিঙ্গ আদর্শের মধ্যেকার চরমতর বৈপরীত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। লিপম্যান-ব্লুমেনের মতে, সরলাকারে সনাতন লিঙ্গ আদর্শটি হচ্ছে এই মর্মে বিশ্বাস যে "সাধারণ পরিবেশে নারীর স্থান গৃহে। সে সেখানে ছেলেমেয়েদের যত্ন নেবে। গৃহস্থালীর কাজ করবে। পক্ষান্তরে, পুরুষ হবে পরিবারের অর্থ সংস্থানের জন্য দায়িত্বশীল"। অপেক্ষাকৃত বেশী আধুনিক আদর্শ (নারীর ধারণায় 'সমসাময়িক আদর্শ') হচ্ছে "নারী-ও পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক তাত্ত্বিক বা আদর্শিকভাবে সমতাভিত্তিক আর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই গার্হস্থ্য, সন্তান পালন ও অর্থ যোগানোর দায়িত্ব পালন করতে পারে।"

এই আদর্শগুলি কীভাবে নারীকে বাইরের লোকজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করবে তার মধ্যেকার তফাৎগুলি সহজ, সরল। আধুনিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ নারীর অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক নারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। আত্মচাহিদা পূরণের ধারণার কারণে আমরা এও বিশ্বাস করি যে, একজন তরুণী ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্যে চাহিদার যে স্তর গড়ে তোলে, যে ধরণের বিশ্বাস ও সামর্থ্য (দক্ষতাসমূহ) গড়ে তোলে ও জীবন পরিসরের যে ব্যপ্তিতে নিয়ন্ত্রণ লাভের ইচ্ছে রাখে তার ওপর নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের একটা প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থাকবে। একজন বিশেষ নারী রাজনীতিতে অংশ নেবে কি নেবে না কিংবা নিলে কিভাবে নেবে তার সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

১৯৫৫ সালে মরিস ডুভার্জার নিম্নবর্ণিত ভাষায় নারীর রাজনৈতিক আচরণের বর্ণনা দেন ঃ 'অনেক ক্ষেত্রেই নারী অপ্রাপ্তবয়স্কসুলভ মানসিকতা পোষণ করে। বিশেষ করে, রাজনীতির বেলায় ওরা পুরুষের পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য মেনে নেয়। তাদের ও রাজনৈতিক দুনিয়ার মাঝে মধ্যস্থের ভূমিকা নেয় পুরুষ-স্বামী, বাগদত্ত পুরুষ, প্রেমিক

www.nagorikpathagar.org

কিংবা অতিকথাসুলভ সংস্কার। ডুভার্জারের সঙ্গে আমরা একমত যে, তাঁর উল্লিখিত বক্তব্য ঐ সব নারীর রাজনৈতিক আচরণকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে যারা নারী-পুরুষের সনাতনী ভূমিকা আদর্শে বিশ্বাসী ও যারা সনাতন নারী জীবন পরিসরের কাঠামোর মধ্যেই তৎপর। এই আদর্শের বিধান হচ্ছে এই যে, নারী একটা সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে লোক ও রাজনীতি বিষয়ে সম্পর্কিত হবে। এ হচ্ছে আচরণের অত্যন্ত সুঅনুমানযোগ্য কাঠামো এবং এই কাঠামোর নমুনার দেখা মেলে আমাদের সক্রিয় ও মধ্যস্থ অবলম্বনে অংশীদারী এবং মধ্যস্থভিত্তিক অংশীদারী এবং সক্রিয় ও মধ্যস্থ ভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণাগুলির মডেলে। প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানী আজকাল একটি সংঘবদ্ধ চক্র দ্বারা সংগঠিত ও ব্যক্তিদের উদ্যোগে সূচিত রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে ভেদরেখা টানার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। নারীদের মত মোট জনসমষ্টির একটি গোটা উপগোষ্ঠীর ভোটাধিকার প্রবর্তনের কাজটি স্পষ্টত একটি শাসকগোষ্ঠীর বা সংঘবদ্ধ চক্রের। কিন্তু ঐ জনউপগোষ্ঠীর তথা মোট জনসমষ্টির সকল নারীর বিপুল বৃহদাংশ খুব কমই এমন রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে একযোগে লিপ্ত হয় যার ফলে তারা সংগঠিত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আরও স্বীকৃত হয়েছে যে, রাজনৈতিক তৎপরতার যারা সূচনা করে তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তারা ঐসব ব্যক্তিদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় যারা শাসকগোষ্ঠীর সংগঠিত তৎপরতায় সাড়া দিয়েই দায় সারে। বলা যায়, স্রোতের টানে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গিয়ে পড়ার জন্য আর যাই হোক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা যাবে না যে সে একজন স্বাধীন কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি।

আমাদের মডেল এর চেয়েও এগিয়ে বলতে চায় যে, একবার কোনও ব্যক্তিকে সংগঠিত বা সক্রিয় করে তোলা হলে পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েক ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে। প্রথম ধরনের কার্যক্ষমতা হবে, যে সংগঠিত চক্র বা শাসকগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সক্রিয় বা সংগঠিত করে তুলেছে সেই গোষ্ঠীকে সক্রিয় সমর্থনে সক্ষম হওয়ার একটা অনুভূতি। রাজনৈতিক সত্তা হয়ে ওঠা একটা নতুন অনুভূতি বলে একজন ব্যক্তি তার (নারী/ পুরুষ) গোষ্ঠী সমর্থনজাত কার্যক্ষমতার অনুভূতি বাস্তবায়িত করতে পারার জন্য বেশ পুলকিত বোধ করতে পারে ও নিজেকে তার গুরুত্বপূর্ণ কেউ বলে মনে হতে পারে। অবশ্য, কালক্রমে পৃষ্ঠপোষক-পৃষ্ঠপোষিত সম্পর্ক ও অন্যান্য কারণে ঐ সংগঠিত ও সক্রিয় ব্যক্তিটি তার জীবন পরিসরের ওপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে ও রাজনৈতিক অংশদারীতে আরও বৃহত্তর অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবে ও তার মধ্যে আরও উচ্চতর পর্যায়ের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা গড়ে ওঠার প্রবণতা তৈরী হবে। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সংগঠিত উপজনগোষ্ঠীর লোকেরা আরও 'বেশী মধ্যস্থ অবলম্বিত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা' গড়ে তোলার সমূহ সম্ভাবনা প্রদর্শন করবে।

www.nagorikpathagar.org

একেই ম্যাথিয়েসন ও পাওয়েল মধ্যস্থভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের ওপর ব্যক্তি পর্যায়ের দাবীর চাপ আরও বাড়াবে। এর উদ্দেশ্য হবে, নিজ নিজ জীবন পরিসরের ওপর তাদের নিজ নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি। কথাটাকে এভাবেও বলা যায় যে, কর্তৃপক্ষ এই জন উপগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও সক্রিয় করে তুললে ঐ উপগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নিজ নিজ জীবন পরিসরের ওপর বাড়তি নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার প্রত্যাশার স্তর সাধারণত বৃদ্ধি পাবে। সংগঠিতকরণ (সক্রিয়করণ) ও চাহিদা স্তর বৃদ্ধির মধ্যে স্পষ্টতই একটা সময় অন্তরায় রয়ে গেছে। এ ছাড়াও, উপজনগোষ্ঠীর মধ্যেকার সকল সদস্যই একই হারে প্রভাবিত হবে না। আর এই কারণেই চাহিদা স্তরে বেশ বড় রকমের তারতম্যের অস্তিত্ব থাকবে, এমনকি, ঐ তারতম্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের যুক্তি হচ্ছে, চাহিদা স্তরে কোনও রকম বৃদ্ধি একবার ঘটলে তার প্রারম্ভিক রাজনৈতিক ফলশ্রুতি হবে আরও তীব্র মধ্যস্থভিত্তিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং এই মধ্যস্থ মাধ্যম অংশীদারীর ভিত্তিতে অধিকতর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা বা অনুভূতি।

পশ্চিম জার্মানীতে কেণ্ডাল বেকার তার সমীক্ষায় এক কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন। এ সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৭ বছর বয়সের তরুণ-তরুণীরা নিজেদেরকে সমান কর্মসক্ষম ভাবলেও ছেলেদের বেলাতে লক্ষ্য করা যায় যে, তারাই বরং তাদের অনুভূতিকে কর্মতৎপরতা দ্বারা বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নেবে–এমন সম্ভাবনাই বেশী। তাই দৃষ্টত রাজনীতিতে একটা সক্রিয় অংশ নেবার ইচ্ছা থাকলেই তা থেকে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বলিষ্ঠ চেতনা গড়ে উঠবেই এমন নয়। বেকারের সমীক্ষার ফলাফল ও এ ব্যাপারে লেখা বিপুল রচনার বক্তব্য এই যে, স্বামী বা পিতার মাধ্যমে নারীরা রাজনীতিতে অংশ নেয় বলে যে ধারণা রয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ব্যক্তিরা কিভাবে, কোন্ উপায়ে রাজনীতিতে অংশ নেয় সে বিষয়টি তাদের অতীত ও বর্তমান জীবন পরিসর দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয়। নারীরা অতীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরাসরি অংশীদার হয় নি বলে জানা গেছে। অধিকাংশ নারী আশা করেন, (আজও কাঙ্খিত বলে প্রতীয়মান) যে তাদের চাহিদাগুলি নগরীর (রাষ্ট্রের) পুরুষদের মধ্যস্থতায় পূরণ হবে। আর তাই যতই তারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে যে, তারা পুরুষদের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের দাবী উপস্থাপন করতে পারবে তারা ঠিক ততটাই রাজনৈতিকভাবে নিজেদেরকে কার্যক্ষম বলে উপলব্ধি করবে। অর্থাৎ, বাস্তবিকপক্ষে স্বাধীন সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়েও জীবনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির ওপর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ আছে বলে তাদের মনে হবে। একটা যৌথ, পরিবার ইউনিটের সদস্য হিসেবে তাদের মধ্যে মধ্যস্থ মাধ্যম কার্যক্ষমতার একটি অনুভূতি জন্মায়। অবশ্য এ

www.nagorikpathagar.org

ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতাকে, কার্যক্ষমতার উন্নততর স্তর–ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়। শেষোক্ত ধরনের কার্যক্ষমতা বলে ব্যক্তিরা রাজনৈতিক অভিজাত মহলের একজন হওয়ার চেষ্টা চালায়।

মধ্যস্থ অবলম্বনে রাজনৈতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের কাঠামোর অবগতি অসঙ্গতি (Cognitive dissonance) সর্বাধিক হ্রাসের সহায়ক–এটি লক্ষ্য করার মত বিষয়। লিঁও ফেষ্টিংগারের মতে, 'কেবলমাত্র দু'টি উপাদানই যদি বিবেচ্য হয় তাহলে এ দুয়ের সম্পর্ক অসঙ্গতিময়। এদের একটি অন্যটির বিপরীত।' এ ধরনের অসঙ্গতি অস্বস্তিকর উত্তেজনা সৃষ্টি করে আর লোকজন এ ধরনের উত্তেজনা প্রশমন কিংবা পরিহারের চেষ্টা করে। মধ্যস্থভিত্তিক অংশীদারী নারীকে ভোটদানের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় আচরণ সম্পাদন করতে ও নতুন নাগরিক দায়িত্ব–কর্তব্য অনুযায়ী তাকে রাজনৈতিক অভিমতও প্রকাশ করতে দেয়। এছাড়া, সনাতন নারী–পুরুষ ভূমিকা আদর্শের শর্তানুযায়ী সনাতনী কায়দায় নারীকে তার স্বামীর বা পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতেও সাহায্য করে।

রাজনীতি নারীর দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সম্ভবত ঐ নারী রাজনৈতিক তৎপরতায় তার জীবন–পরিসর সম্পর্কিত সংজ্ঞা বা ধারণার সম্প্রসারণ করতে শুরু করবে। রাজনৈতিক কার্যকলাপে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগ–অনুভূতিগতভাবে জড়িয়ে পড়াটা যতই বেশী হবে, স্বীয় জীবন পরিসরের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ–অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাস ও সামর্থ্য গড়ে তোলার চাহিদাও তত বেশী করে সে গড়ে তুলবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ নারী কোন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ নিতে চাইবে কিংবা তাকে তা বেছে নিতে দেওয়া হবে? ১৯৭২ সালে কনস্ট্যানটাইন ও ক্রেইক ক্যালিফোর্ণিয়ার রিপাবলিক্যান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতাদের ওপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ঐ সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায়, পরিবার কাঠামোয় স্বামীদের ব্যাপারে নারীরা আচরণের যে ধাঁচ ও স্টাইল অনুসরণ করে রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ তৎপরতাই তার কাম্য হবে।

> বক্ষ্যমান উপাত্তে লোকপদ (সরকারী পদ) ও আন্তঃপার্টি কর্মবৃত্তি এবং আত্মসেবা ও লোকসেবামূলক প্রেষণা ধাঁচগুলির সঙ্গে পরিবারে নারীপুরুষ ভূমিকার প্রায়ই পরিলক্ষিত পার্থক্যগুলির মিল বিশেষ করে লক্ষ্যনীয়। স্বামীর মত পার্টির পুরুষ নেতা সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি বা ব্যবস্থার (সেটা পার্টি হতে পারে, পরিবারও হতে পারে) গুরুত্বপূর্ণ কার্যসম্পাদনমূলক ভূমিকাগুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হবেন–এমন সম্ভাবনাই বেশী। অর্থাৎ তিনি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যভূমিকাগুলি সম্পর্কে বেশী অবগত। স্ত্রীর মত পার্টির নারী নেত্রী সাধারণত প্রকাশমূলক কার্যাবলী কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীর

www.nagorikpathagar.org

> ব্যাপারে, (পরিবার) ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে সংহতি রক্ষামূলক সম্পর্ক রক্ষায় বেশি বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। 'সচরাচরভাবে, নারী তার পরিবার বা পার্টির কর্ম-বেশী নিঃস্বার্থ একটা সহায়ক ভূমিকায় নেমে যায় কিংবা সে নিজেই নিজেকে অবস্থানগত দিক থেকে অবনত করে। অন্য দিকে, তার পুরুষ সহযোগী ও পার্টি সহকর্মী বাইরের দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত হয়।

নারীর রাজনৈতিক আচরণের ওপর নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের প্রভাব স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ ও অত্যন্ত প্রবল। এমনকি, নারীকে রাজনৈতিক নেতৃত্বমূলক কার্যকলাপে ঠেলে দেবার জন্য যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের চাহিদা প্রবল হয়ে ওঠে তখনও নারীরা এমন কাজ বেছে নেয় কিংবা বেছে নিতে তাদের বাধ্য করা হয় যে কাজগুলি পরিবার কাঠামোর মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নারী-পুরুষ লিঙ্গ-ভূমিকাদর্শ ও এ থেকে উদ্ভূত কাঠামোর কর্ম ভূমিকাগত অন্তরায়গুলি এতই প্রবল যে, বস্তুতপক্ষে পুরুষের মত সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মকর্ত্রী- এ ধরনের নারী অত্যন্ত বিরল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, ওয়ার্ণার তাঁর সমীক্ষায় লক্ষ্য করেন যে, ১৯১৭ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে মাত্র ৭০ জন মহিলা মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এদের অর্ধেকেরও বেশী কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছেন কেবলমাত্র তাঁদের পুরুষ আত্মীয়রা কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার পর। আর বাকী অর্ধেক নিযুক্ত কিংবা নির্বাচিত হয়েছেন সাধারণত তাঁদের স্বামী মারা যাওয়ায় কংগ্রেসের শূন্য পদে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইতিহাসের এ মুহূর্ত অবধি অত্যন্ত মুষ্টিমেয় নারী সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার স্তরে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে তারা স্বাধীনভাবে ও স্বকীয় অধিকারে রাজনৈতিক নেতা হিসব দায়িত্ব ধারণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এমনকি, রাজনৈতিক কার্যকলাপে সফল অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা যেসব নারীর রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা সনাতন নারীধর্মী পন্থাতেই ঐ সাফল্যের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের তাত্ত্বিক মডেলের উদ্দেশ্য কেন কোনও কোনও নারী বাস্তবিক অর্থেই রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ ও কার্যক্ষমতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি। নারীদের উল্লিখিত সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। ফলে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই শীর্ষস্তরে উত্তরণ ঘটে সেটিকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর সমীক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আর একারণেই এ ধরনের সমীক্ষার গুরুত্ব আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর রাজনৈতিক আচরণের নানা আদর্শ ধরন

১৯৭০-এর দশকের সমাজবিজ্ঞানগুলিতে রাজনৈতিক আচরণের জনপ্রিয় আচরণগুলির নাম ভার্বা ও নাই-এর ভাষায় আর্থ-সামাজিক মডেল। এই সব মডেলে যে সব প্রধান শ্রেণীর চলকের পরীক্ষা ও বিচার-বিবেচনা করে দেখা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ (ক) সামাজিক পরিস্থিতি, এটি সাধারণত সমীক্ষাধীন পাত্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দ্বারা

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারিত হয় ; (খ) জীবন চক্রে অবস্থান ; (গ) জাতিগোষ্ঠী ; (ঘ) পাত্র যে সব স্বেচ্ছামূলক সমিতির সদস্য ; (ঙ) পাত্রের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ; (চ) পাত্র যে ধরনের জনসমাজে বাস করে ; (ছ) পাত্রের নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি ; (জ) পাত্রের নিজ জাতিগোষ্ঠী বা সমাজগোষ্ঠী সম্পর্কিত চেতনা ও অনুভূতি ; (ঝ) পাত্রের পক্ষপাত প্রবণতার পরিসর ও (ঞ) পাত্রের রাজনৈতিক আদর্শের মৌল বিষয়। এই চলকগুলির সাহায্যে স্পষ্টতই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও আচরণ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যায়। অবশ্য এগুলি নারী ও পুরুষের ব্যক্তি আচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চলকগুলির উপবর্গীয় চলকগুলির বেলায় অনুরূপ সাফল্যলাভ করে বলে দেখা যায়। কেনেডি পরিবারকে এক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এদের মধ্যে পুরুষ — জন, রবার্ট ও এডওয়ার্ড — এরা স্পষ্টত রাজনৈতিক ব্যক্তি ; নারী — ইউনিস, জোয়ান, ইথেল, রোজ, প্যাট, জ্যাকুলিন — এরা কখনও-সখনও লোকমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা কেবলমাত্র তাদের ছেলে, ভাই ও স্বামীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন জানায়। উল্লিখিত চলকগুলির ভিত্তিতে অভিন্ন না হলেও কেনেডি পরিবারের এসব নারী পুরুষের অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এইসব চলকের মধ্যে প্রাপ্ত তারতম্যগুলির ভিত্তিতে পুরুষের আচরণের ব্যাখ্যা যদি পাওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে ঃ কেন তাহলে এসব পুরুষ-নারী উপবর্গের প্রতিটির মধ্যে নারী-পুরুষের পার্থকগুলি বিশ্লেষণে ঐসব তারতম্য সহায়ক হবে না?

দুনিয়ার সকল সমাজ-সংস্কৃতিতেই (সমাজেই) ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ লোকসত্তায় স্বীকৃত। নারীর এই লোকসত্তা নেই। তার অবস্থান গৃহে। পুরুষ ও নারীর জীবন পরিসরের এই আদর্শবাদী সংজ্ঞাটি রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক আচরণ সমীক্ষক সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত অন্য যেসব শ্রেণীর চলকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন সেগুলির তুলনায় অবস্থানের দিক থেকে পুরোভাগে ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যদি দেখা যায়, এক ব্যক্তির যে ভূমিকার কথা ধরে নেওয়া আছে সেই ভূমিকার জন্যে তার রাজনৈতিক অভিজাত মহলের সদস্যভুক্তি ঠিক নয় তাহ'লে তেমন ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাস্তর, রাজনৈতিক আদর্শ, স্বেচ্ছামূলক সমিতি সংগঠনে সদস্যভুক্তি ইত্যাদি ঐ ব্যক্তির রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীভুক্তির সহায়ক হতে পারে না।

আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাস্তরের মত অধিকতর বিচার-বিবেচনামূলক রাজনৈতিক আচরণগুলির অধিকাংশই একজন ব্যক্তির সাফল্য ও লোকবিষয়ে ভূমিকার সূচক। প্রায় সকল নারীরই কোনও অর্জিত আর্থ-সামাজিক মর্যাদা নেই ; তাদের স্বামী বা পিতার অর্জিত আর্থ-সামাজিক মর্যাদা তাদের ওপর আরোপিত হয়। এছাড়াও, তুলনামূলকভাবে খুব কম সংখ্যক নারীই শিক্ষার উন্নত স্তরে পৌছাতে পেরেছে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মার্কিন ব্যুরো অব সেন্সাস-এর উপাত্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের শুধুমাত্র

www.nagorikpathagar.org

২৫ বছর বা তারও বেশী বয়সের মেয়েদের ১০ শতাংশ কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে ; আর মাত্র ৩ শতাংশ কোনও না কোনও ধরনের স্নাতক পর্যায়ের পেশাগত শিক্ষা নিতে শুরু করে। কিন্তু সেই শিক্ষাক্রম যে তারা সকলেই সম্পূর্ণ করে এমন নয় ; স্নাতক পর্যায়ে মেয়েরা সাধারণত আবার দেখা যায় ওরা শিক্ষা, মানবিক বা শিল্পকলা বিষয়েই ডিগ্রী নিয়েছে। এমনকি, ১৯৭০–এর দশকেও তুলনামূলকভাবে সামান্য সংখ্যক মেয়েকে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আইন, ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনা কিংবা অন্যান্য পেশাদারী ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞসুলভ ডিগ্রী নিতে লক্ষ্য করা গেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের বাছবিচারের একটা ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে কাজ বা চাকরি করে দেখা যায় তারা সাধারণত উপদেষ্টা শ্রেণীর কিংবা সহায়তামূলক পদে কাজ করে। মার্কিন শ্রম বিভাগের ১৯৭৫ সালের জন্য প্রণীত 'হ্যাণ্ডবুক অন উইমেন ওয়ার্কার্স' প্রকাশনায় প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের মোট কর্মী নারী জনসমষ্টির কেবল ৫ শতাংশ ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক পর্যায়ের পদের অধিকারী। ১৯৭০–এ যুক্তরাষ্ট্রের মোট আইনজীবীর মধ্যে মহিলার হার ছিল মাত্র ৪·৭ শতাংশ। এটা ১৯৬০ সালের ২·৪ শতাংশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৭৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের সকল নারী কর্মীর দুই পঞ্চমাংশেরও বেশী দশটি পেশায় নিযুক্ত ছিল। সেগুলি হচেছ ঃ সেক্রেটারী (সচিব), খুচরো বিক্রেতা, হিসাব রক্ষক, বেসরকারী বাড়িঘরে গৃহ পরিচারক, প্রাথমিক শিক্ষিকা, মুদ্রাক্ষরিক, ক্যাশিয়ার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী/ সীবন কর্মী, রেজিস্টার্ড নার্স ও হোটেল–রেস্তরাঁয় ওয়েট্রেস ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা বিশেষ বিশেষ পেশায় অতিমাত্রায় নিয়োজিত থাকলেও আর সব পেশায় তাদের কোনই উপস্থিতি নেই।

শিক্ষা অর্জন ও পেশার ধরনের বেলায় নারী–পুরুষের বড় রকমের এই তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আমাদের যে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে বাধ্য করে তা হচেছ, রাজনৈতিকীকরণের আর্থ–সামাজিক আদর্শ মডেলটি নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কি? আর্থ–সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষাস্তরের জন্য পুরুষদের যে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে নারীদের বেলায় সেই মূল্যায়ন কিছুটা ভিন্ন হলে নারীর রাজনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যায় ঐ মডেলটি কিভাবে ও কতটা পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে? সাফল্যের সূচক না হয়ে বরং তা অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত/ একান্ত সম্পর্কের সূচক হয়ে থাকলে ঐ ধরনের চলকগুলির তাত্ত্বিক তাৎপর্য বা প্রায়োগিক গুরুত্ব কতখানি হতে পারে? কিংবা সাধারণভাবে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে একই সম্পর্কের সূচক হলে তার গুরুত্ব কতখানি?

www.nagorikpathagar.org

নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও আচরণ সমীক্ষার জন্য রাজনৈতিক আচরণের আর্থসামাজিক আদর্শ যথার্থ না হলে কোন্ মডেল যথার্থ? কোন মডেলের তাত্ত্বিক তাৎপর্য বেশী? বহু নারী আজও পুরোপুরি লোকসত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তাই জীবনের লোক পরিসরে সাফল্য অর্জনের নিরিখে ইতিমধ্যে কি অর্জিত হতে পারত বা পারত না তা নয় বরং স্বকীয় কারণেই মানবীয় ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত একটা তাত্ত্বিক কাঠামো আমাদেরকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এর আগে, বলা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি, এই তত্ত্বের মৌল বিষয়বস্তু স্ট্যানলি রেনশন পেশ করেছেন। সামাজিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটির ভিত্তি তিনি আব্রাহাম মাসলোর তাত্ত্বিক ধারায় মানবীয় বিকাশের মতবাদের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। এখন এই মানব বিকাশ তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ থেকে থাকলেও সেই একই কারণে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হলে এমন কিছু আদর্শের নমুনা তৈরী করা সম্ভব যেগুলি ঐ তত্ত্বের আদর্শ নমুনার মত তুলনীয়ভাবে নারীদের মাঝে স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। আমরা এবার রাজনীতিতে নিয়োজিত মহিলাদের জন্য আদর্শের নমুনাগুলি নির্ধারণে মনোযোগী হব।

নমুনা বা ধরনের মাত্রাসমূহ

আমাদের আদর্শ নমুনায়ন তিনটি মাত্রাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত। এই মাত্রাগুলি আবার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে (চিত্র ২-২ দ্রঃ) সম্পর্কিত। প্রথম দুটি মাত্রা (ক) সনাতন, অকর্মক, বনাম আধুনিক সকর্মক (সক্রিয়তাবাদী) লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ও (খ) একজনের জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃতি। উপস্থাপনার জন্যে আমরা এই দুই মাত্রাকে নিম্নবর্ণিতভাবে সমন্বিত করব ঃ (১) সনাতন, অকর্মক লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ও সেইসাথে ব্যক্তির জীবন পরিসরের ওপর সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ, (২) ব্যাপক নিয়ন্ত্রণসহ সনাতন নিস্ক্রিয় লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ; (৩) সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণসহ মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী আধুনিক লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ; (৪) একজনের জীবন পরিসরের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণসহ মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী আধুনিক নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ; (৫) সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণসহ প্রবল সক্রিয়তাবাদী আধুনিক আদর্শ ; (৬) বিপুল নিয়ন্ত্রণসহ প্রবল সক্রিয়তাবাদী আধুনিক আদর্শ। তৃতীয় মাত্রা—রাজনৈতিক প্রকৃতির মূল উৎস মাসলোর চাহিদা তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যায় নিহিত।

রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চাহিদা তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, রাজনীতি একজন ব্যক্তির কাছে ঐ পর্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে যাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন পরিসরের জন্য সঙ্গত বলে ধারণা করা হয়। রেনশনের মতে তিন ধরনের প্রাধান্য বা বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টত

www.nagorikpathagar.org

চিত্র ঃ ২-২

নারী রাজনৈতিক আচরণের নমুনাসমূহ

		রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য		
নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ও জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যপ্তি	নারীর নমুনা/ ধরন	পুরস্কার	শাস্তি/নিগ্রহ	নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য
১। নিষ্ক্রিয়/সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ		সরাসরি অপ্রযোজ্য	সরাসরি অপ্রযোজ্য	রাজনৈতিককার্যক্ষমতার কোনও অনুভূতি নেই ; প্রায় সকল রাজনৈতিক আচরণ পুরুষ মধ্যস্থ-নির্ভর ; প্রায় সকলেই ভোট প্রদান করে, তবে পুরুষের নির্দেশ মোতাবেক।
২। নিষ্ক্রিয়/ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ		ঐ	ঐ	শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত কার্য-ক্ষমতা; রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পরিবারে সম্ভবত মধ্যস্থ-ভিত্তিক কার্যক্ষমতা।
৩। মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী/ সামান্য বা কিছু নিয়ন্ত্রণ		শাসক-সমর্থিত বা মধ্যস্থ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্ষমতা ; নাগরিকতা-বোধে স্বতঃক্রিয়	বিচ্ছিন্নতা/ প্রত্যাহার বা অস্থিতাবস্থামূলক কাজে কখনও কখনও সমর্থক	শাসক-সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা

www.nagorikpathagar.org

৪। মোটামুটি সক্রিয়/ ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ	মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ও জাতীয় পর্যায়ে অংশ-গ্রহণ তবে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা ও স্থানীয় অংশগ্রহণ	মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ও বিপ্লবী হিসেবে অংশগ্রহণ	শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা
৫। প্রবল সক্রিয়/ সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ	সাধারণত মধ্যস্থভিত্তিক, তবে পছন্দমাফিক নয়	বিপ্লবী, তবে সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভকারী বা দলীয় সহযোদ্ধা হিসেবে	শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা
৬। প্রবল সক্রিয় ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ	ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সকল স্তরে, বিশেষত জাতীয় স্তরে কার্যক্ষমতার প্রবল অনুভূতি	বিপ্লবী অভিজাত দলভুক্ত ; তাত্ত্বিক, সংগঠক, কৌশলী	মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ; তবে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশীদারী ও কার্যক্ষমতা

সফল

লোক

গৃহিণী

www.nagorikpathagar.org

ভিন্ন করে দেখানো যায় ঃ (১) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বস্তু বা সেবার (রাজনৈতিক পুরস্কার বৈশিষ্ট্য) আকারে কোনও কোনও সুবিধে যোগান দেওয়ার যোগ্য একমাত্র উৎস হিসেবে দেখা চলে, (২) রাজনৈতিক পদ্ধতির সিদ্ধান্তজাত ফলশ্রুতিকে মূল্যবান ও লক্ষ্য অর্জন অভিসারী (রাজনৈতিক-শাস্তি/ বঞ্চনাবৈশিষ্ট্য) ব্যক্তির প্রয়াসে অন্তরায় হিসেবে দেখা যায় ; বা (৩) রাজনৈতিক পদ্ধতিটি বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে কেননা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারেন যে, রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া নাগরিক হিসেবে তার দায়িত্ব (রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা বৈশিষ্ট্য)।

চিত্র ২–২ অনুযায়ী, নারীর মাঝে কোনওরকম স্বাধীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক আচরণ গড়ে তোলার জন্য জরুরী শর্তটি হচ্ছে ঃ একটি মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী আধুনিক লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ। নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাটি আদর্শগত। রাজনীতি কেবল পুরুষের জন্য, এটা নারীর মাথা ঘামাবার কোনও বিষয় নয় — এই সনাতন বিশ্বাসে কোনও রকম ভাঙন না ধরালে কোনও মাত্রার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ কিংবা রাজনীতি প্রবণতা নারীর মাঝে প্রাপ্তবয়স্কসুলভ বিশিষ্ট রাজনৈতিক আচরণের সৃষ্টি করবে না। এছাড়াও, একজন নারীর তার জীবন পরিসরের ওপর কতখানি নিয়ন্ত্রণ আছে ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি কী, তার ওপর কোন্ ধরন ও পরিসরের রাজনৈতিক আচরণ ঘটবে তা নির্ভরশীল। এই মাত্রাগুলির ভিত্তিতে নারীদের বিশ্লেষণ ও তুলনা থেকে নারীদের রাজনৈতিক আচরণের একটা দরকারী নমুনা গড়ে তোলা যায়। এই নমুনা গড়ার ব্যাপারে আমরা তিনটি মৌলিক শ্রেণীর নারীদের নিয়ে আলোচনা করব। এই শ্রেণীগুলি হচ্ছে ঃ একান্ত নারী (গৃহিণী, সনাতন অরাজনৈতিক নারী), লোকনারী (উদীয়মান রাজনৈতিক নারী) ও সাফল্যঅর্জনকারী নারী (জাতীয় রাজনৈতিক বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত নির্বাচিত নারী ও বিখ্যাত নারী বিপ্লবীসহ)।

একান্ত (গৃহিণী) নারী

সনাতন, নিস্ক্রিয় লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ একান্ত (গৃহিণী) নারীর বৈশিষ্ট্য। গৃহিণী নারীর কাছে কেবল নাগরিক দায়দায়িত্ব স্তরেই রাজনীতি মুখ্য। জীবন পরিসরের ওপর এ শ্রেণীর নারীর কি পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আছে তা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। সেটা মূলত এ কারণে যে, তাদের নারী-পুরুষ ভূমিকা সংক্রান্ত আদর্শিক বিশ্বাস তাদেরকে সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে বিরত রাখবে। কেবল একান্তভাবে বাধ্য করা হলেই তারা তা করতে পারে। সাফল্য অর্জনকারী নারীর তুলনায় গৃহিণী নারীর দৃষ্টত সাধারণ অবজ্ঞা, এড়িয়ে চলার প্রবণতা রয়েছে ও সাধারণভাবে তাদের মধ্যে কর্তৃত্বমূলক অবস্থান দখলের ও ক্ষমতা আয়ত্ত করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে জিন কার্কপ্যাট্রিক

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ করেছেন যে, রাজনৈতিক জীবনে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে নারীদের জন্য আইনগত প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হলেও সমাজ-সাংস্কৃতিক নিয়মাচার এখনও পুরুষের কাজ হিসেবে রাজনীতির সংজ্ঞাটি সযত্নে লালন করে চলেছে। রাজনীতি এই ধারণায় একটি পুরুষবাচক শব্দ বলতে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি, সেনেটর, কংগ্রেস সদস্য, মেয়র, বিচারক, কার্যত সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসম্পাদকই পুরুষ। নারী যেমন নার্স আছেন, হবেন বলে আশা করা হয়, তেমনি রাজনীতিতে একান্ত পুরুষ আধিপত্যের ধারণার জাড্যের কারণে একইভাবে পুরুষরাই রাজনীতিতে আসতে থাকবেন এমন প্রত্যাশাই চলতে থাকে, চলছে। সনাতন গৃহিণী নারী নারী-পুরুষ পার্থক্যের ধারণার ব্যাপারে আরও সনাতন। সে কারণে ওরা পুরুষ ও নারীর সংস্কারগত ধারণাগুলিকে সাধারণত প্রায় পুরোপুরিই আত্মস্থ করে নেয়। সংস্কার-ঐতিহ্যে বিন্যস্ত লিঙ্গ ভূমিকাতেই তাই ওরা সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে সামাজিকীকৃত হয়ে যায়। ওদের কাছে রাজনীতি পুরুষের একান্ত এখতিয়ার। আর নারীরা নারী বলেই ওটা তাদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়। পুরুষরা নারীর তুলনায় বেশী করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে—এমন সম্ভাবনার প্রমাণ অনেক দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সকল সরকারী কার্যালয়ের মোট পদের মাত্র চার থেকে সাত শতাংশ নারী নিয়োজিত ছিল যদিও ভোটাধিকার প্রয়োগের উপযুক্ত নারীর মোট সংখ্যা তখন ছিল মোট মার্কিন ভোটারের ৫৩ শতাংশ। এ তথ্য-প্রমাণ থেকে বারংবার এই সত্যটি বিভিন্ন দেশের উপাত্তের তুলনায় আরও জোরালো, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনও পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে শুরু করে অন্যদের সঙ্গে রাজনীতির ব্যাপারে আলাপচারিতা, এমনকি, রাজনৈতিক দলের প্রচারমূলক বোতাম — ব্যাজ পরিধানের মত রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের বিষয় পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সূচকসমূহ থেকেও আভাস পাওয়া যাবে যে, সাধারণত পুরুষদের তুলনায় নারীদের সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কম। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী মনে করে, তাদের প্রধান মনোযোগ এলাকা পরিবারে রাজনীতির প্রভাব ন্যূনতম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাম্প্রতিককালের সমীক্ষাগুলির ফলাফলে দেখা গেছে যে, নারীদের ভোট প্রদানের প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা ও সমাজের ওপর নারী আন্দোলনের প্রভাবের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী আন্দোলনের প্রবক্তাগণ নারী ও পুরুষের ভোট প্রদানের হারের ব্যবধান সঙ্কোচনকে প্রমাণ হিসেবে, রাজনৈতিক আগ্রহের সহজ পরিমাপ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

নারী আন্দোলন ও নারীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকাও নিঃসন্দেহে নারীদের ভোট প্রদানের হার বৃদ্ধি করলেও আমরা এই পরিবর্তনের অন্তত একটা আংশিক কারণের ব্যাখ্যা দিতে চাই। আমরা মনে করি, সনাতন অরাজনৈতিক নারীদের বেশী সংখ্যায় ভোট প্রদানের বিষয়টি কোনও কোনও বহিঃউদ্দীপকের প্রতি প্রচলিত রীতিমাফিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের

www.nagorikpathagar.org

ফলশ্রুতি। এ ধরনের ভোটদানের কারণে কোনও রকমের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা অনুভূত হলে সম্ভবত তা হবে কর্তৃত্বগোষ্ঠীর সমর্থন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যার উদ্ভব ঘটেছে নাগরিক দায়িত্বশীলতা কিংবা স্বামী বা বাবার দায়-দায়িত্বজনিত কারণে। রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার এই অনুভূতি রাজনৈতিক যোগ্যতা থেকে উদ্ভূত নয়। আমাদের মতে, নারীর কাছে তার পরিবারই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। এই পরিবারের ওপর রাজনীতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ন্যূনতম। রাজনীতিকে এভাবেই সাধারণত দেখা হয়ে থাকে। তবু যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রতীচ্য সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নারীদের মাঝে রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে।

এর আগে আমরা রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরের উল্লেখ করেছি ঃ শাসকগোষ্ঠী সংগঠিত কার্যক্ষমতা, মধ্যস্থ ভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার অনুভূতি। সনাতন নারী যারা তাদের জীবনে প্রথমবারের মত ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে তারা, এমনকি, নাগরিক দায়-দায়িত্ববোধেও সেকাজটি করে থাকলে, খোদ ভোটদান ক্রিয়াটি শাসকগোষ্ঠী সংগঠিত মনোভাবের প্রতি সহজ সাড়া বিশেষ। সমাজ ও সরকার শিখিয়েছে যে, নাগরিকের সম্মান ও সুযোগ-সুবিধের শর্ত হচ্ছে, ঐ নাগরিককে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ভোট দিতে হবে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে নারীরা এই রাজনৈতিক আচরণে নিয়োজিত হতে শুরু করে। আসলে অবশ্য তারা সেটা করে নাগরিক কর্তব্যকে দায় হিসেবে গ্রহণ করেছে বলেই। এই শাসকগোষ্ঠী সংগঠিত সমর্থন ও অংশীদারীর ফলশ্রুতিতে সাধারণভাবে পুরুষদের জন্য ক্বচিৎ ক্ষুণ্নকারক ও ক্ষতিসাধক হয়ে থাকে। শাসকগোষ্ঠী সমার্থক রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার যে উপলব্ধি ঘটেছে তা-ও যে এইসব নারীর চেতনায় রাজনৈতিক পুরস্কার ও সাজার সম্ভাবনার আদৌ কোনও অনুভূতি সঞ্চার করতে পারবে এমন মনে হয় না। এই নারীরা ভোট না দিয়ে থাকলে এদের মাঝে অপরাধবোধের অনুভূতি আসতে পারে, কেননা ওরা নাগরিক হিসেব তাদের যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে নি। অবশ্য, এই নারীরা যে অধিকতর রাজনৈতিক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হবে এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কারণ, ভোট দিয়ে নাগরিক দায়মুক্ত হবার সোজা পথ তো রয়েছে। আর এ ব্যাপারে শুধু সেজন্যই তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে, আমাদের তত্ত্বের অনুমান এই যে, সনাতন নারীরা ধরে নেয় যে, তাদের সামাজিক ও দৈহিক জীবন পরিসরের ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যত কোনওই প্রভাব নেই ; থাকলেও তা যৎসামান্য। তারা ঐ অঙ্গণে নিষ্ক্রিয় থাকবে। বরাবরের মত অনাগ্রহী থাকবে রাজনীতিতে। এমনকি, এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পদ্ধতির তেমন বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হবে না তারা নাগরিক দায়-কর্তব্য মডেল অনুসরণ করবে এবং ধরে নেবে যে, তাদের ঐ কাজ (ভোটদান) বড়জোর ন্যূনতম অংশীদারী পর্যায়ের হলেই চলে। প্রধান বৈশিষ্ট্যের মাত্রাটি আসবে বাইরের নিষ্ক্রিয়ভাবে গৃহীত বাহ্যিক উৎস থেকে।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ সেই উৎসটি হবে ঐ নারীদের জীবনের প্রধান পুরুষ কিংবা পুরুষ প্রভাবিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে।

অনেক রাজনীতিকের স্ত্রী 'গৃহিণী' বা 'একান্ত নারী'। প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ 'জীবনের কোনও কোনও সময়ে যেসব নারী আক্ষরিক অর্থে রাজনৈতিক জীবন-যাপন (যেমন, নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সময়) করে থাকেন তাঁদেরকে কীভাবে সনাতন, অরাজনৈতিক নারী বলা যায়? অনেক রাজনীতিকের স্ত্রী একান্তভাবে সনাতন নারী হতে পারেন যারা ঘটনাক্রমে রাজনীতিককে বিয়ে করে কিংবা তারপর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য মডেলের ভিত্তিতে এই নারীর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার একটা আশু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে, তাদের কাছে রাজনীতির উৎস ও বিশেষ আকর্ষণের কারণ হচ্ছে—স্বামী। এ কারণের মধ্যে নারীর বর্ধিত রাজনৈতিক আগ্রহের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। সম্ভবত একজন রাজনীতিকের স্ত্রী সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত কাল্পনিক চরিত্র চিত্রণ আমাদের বক্তব্য বিষয়কে পরিস্কার ফুটিয়ে তুলতে পারবে ঃ

> রক্ষণশীল নারী-পুরুষ ভূমিকার পরিবেশে সমাজে বড় হয়ে ওঠা এক তরুণী জনৈক তরুণ আইনজীবীর সঙ্গে পরিচয়ের পর তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'ল। রাজনীতির পথ ধরে তার স্বামীর পেশায় উন্নতির পথ খোলা। তার পরিবারের অবস্থানগত মর্যাদা তার পেশার কর্মবৃত্তি দ্বারা নির্ধারিত। স্ত্রীর মর্যাদাও স্বামীর মর্যাদা দ্বারা নির্ধারিত। স্বামীর কর্মজীবনের উন্নতির স্বার্থে যথাসাধ্য করার জন্য লালনকারী, সমর্থক ও সহায়তাকারী হিসেবে তার অবস্থানগত মর্যাদা স্ত্রী স্বীকার করে নেয়। রাজনীতি স্বামীর কাছে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিময়। তাই সে রাজনীতির অভিলাষী। স্বামীর এই ইচ্ছাই স্ত্রীর কাছে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। স্বামী রাজনীতিতে উৎসাহী। স্ত্রীকে অন্তত্পক্ষে প্রকাশ্যে (কিন্তু স্ত্রীকে স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে কিংবা প্রতিযোগিতামূলকভাবে রাজনীতিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে চলবে না) তার স্বামীর উৎসাহের অংশীদার হতে হবে। রাজনৈতিক কার্যকলাপে স্বামীর অঙ্গীকার সর্বাত্মক হতে পারে। তবে স্ত্রীর আগ্রহ হতে হবে স্বামী ও স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি। সেটা হতে হবে নিবিড়, তীব্র। স্বামীর পক্ষে যদি প্রকাশ্য প্রচারের প্রয়োজন হয় তাহ'লে তাকে দরকার মত নেতৃত্ব দিতে হবে। স্বামী যে মহিলা ক্লাবে গিয়ে ভাষণ দিতে পারছে না সেক্ষেত্রে কাজটা তার পক্ষে স্ত্রীকে করতে হবে। স্বামীর প্রচারাভিযানের পাশাপাশি স্ত্রীর অভিযানও চলবে। স্ত্রীর কাছে থেকে অত্যন্ত রাজনৈতিক প্রকৃতির সমর্থন প্রত্যাশা করা হতে পারে। তবে এ প্রত্যাশার উদ্ভব স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে। সরাসরি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নয়।

এ কারণে রাজনৈতিক স্ত্রী কেবলমাত্র একজন পুরুষ রাজনীতিকের স্ত্রী—একারণেই রাজনৈতিক। রাজনীতিতে আরও সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হবার সুযোগ-সুবিধেগুলি রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীর প্রধান ভূমিকা থেকে উদ্ভূত। আর সেটা বিশুদ্ধার্থে স্ত্রীর ভূমিকা। এই ভূমিকার নানা জরুরী দিকের ও বৈশিষ্ট্যের কারণে রাজনীতিকের স্ত্রীর কাছে বাইরের প্রত্যাশা হয় ব্যতিক্রমধর্মী। কিন্তু ব্যক্তিগত জগতের আপেক্ষিক বিবেচনায় রাজনীতিকের স্ত্রী মূলত অপরিবর্তিত থাকেন। আবারও বলতে হয়, ঔদাসীন্যমিশ্রিত ভূমিকা গ্রহণই সংশ্লিষ্ট সনাতন নারীর সাড়া দেবার প্রকৃতি। এই গৃহিণী নারী লোকজগতে পরিচিত কিন্তু তিনি কোনও লোকসত্তা নন। তাঁরা তাঁদের একান্ত ঘরোয়া জীবন পরিসরের লোক সম্পত্তিতে রূপান্তর চান না।

সনাতন গৃহিণী নারীর রাজনৈতিক স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে হলে তাতে প্রচণ্ড ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংঘাত দেখা দিতে পারে। লোকজগতের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার নীচে আসার ফলে স্ত্রী ও মাতার ভূমিকার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যে একান্ততা সংশ্লিষ্ট থাকে সেটা না থাকার বিরুদ্ধে নারী প্রতিবাদ জানাতে পারে। প্রায় সকল সময় স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামীকে তার অবস্থান অনুসরণ ও অনুকরণ করবে—এটাই প্রত্যাশিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে অজানা পরিস্থিতিগুলিতেও স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এ ধরনের কিছু কিছু ঘটনার মোকাবেলা করার পর গৃহিণী নারীর এরকম একটা চিন্তা মনে আসাটা অসঙ্গত নয় যে, তার 'সমর্থক স্ত্রী ও রাজনৈতিক মুখপাত্র'—এ দুই ভূমিকার মধ্যে হয়তবা সঙ্গতি নেই।

লোকনারী*

নাগরিক দায়িত্ব-কর্তবের কারণে যে ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় স্পষ্টতই সেগুলি রাজনীতিক পুরুষদের সকল স্ত্রীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। এসব নারীর অনেকের বিকাশ বৃহত্তর জনসমাজের বিপুল সংখ্যক মহিলার পাশাপাশি। রাজনৈতিক বিকাশের এমন একটা স্তরে এরা উন্নীত হয় যাকে আমরা বলি 'লোকনারী' স্তর। এই ধরনের নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে ঃ মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী, আধুনিক লিঙ্গ ভূমিকা

* আমরা বুঝতে পারছি যে, কোনও কোনও পাঠক-পাঠিকার মনে 'লোকনারী' বলতে কোনও অসচ্চরিত্র নারী বা বারনারীর ভাবমূর্তিটি ভেসে উঠবে। আমরা তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তাঁদের এ ধরনের ধারণার মূল নিহিত রয়েছে, একান্ত অগণতান্ত্রিক মান্ধাতার বিশ্বাস-ব্যবস্থাগুলির মধ্যে। দীর্ঘ কয়েক শতক জুড়ে পুরুষদেরকে লোকপুরুষ বা লোকব্যক্তিত্ব হিসেব ইতিবাচক তাৎপর্যসহ উল্লেখ করা হচ্ছে। তাদের বেলায় এর নেতিবাচক অর্থ করা হয় নি। আমাদের ধারণা, অতি সরল ও অত্যন্ত শক্তিশালী এই বাচনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নারী-পুরুষ পক্ষপাত-মূলক প্রয়োগ বন্ধ হওয়ার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। আমরা সকল রাজনৈতিক নারী সম্পর্কে কী ভাবি তার পুনর্ধারণায়নের ব্যাপারে আমাদের আংশিক প্রয়াস হিসেবে আমরা যখন 'লোকনারী' কথাটি শুনি তার অর্থ কী হওয়া উচিত তা নির্দেশ করেছি।

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ সম্পন্ন ; এদের নিজ জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের নিজে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ধরনের নারী বিভিন্ন ধরনের বহু রাজনৈতিক আচরণে নিয়োজিত হয়। লোকনারী রাজনীতি তার জীবন-পরিসরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—এ দৃষ্টিতে দেখে। তবে যে রাজনৈতিক আচরণ সরাসরি তার মাতৃ বা স্ত্রী ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে ঠিক সেখান পর্যন্ত গিয়ে তার ঐ আচরণ থেমে যায়। চিত্র ২-২-এতে অবশ্য দেখা যায়, সক্রিয় লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তি যার নিজ জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণও আছে—তার কাছে রাজনীতির বিষয় বড় হয়ে দাঁড়ায় কেবলমাত্র তার নাগরিক দায়-দায়িত্ববোধের কারণে। আদর্শ বা জীবন পরিসরে পরিবর্তনের কারণেই কেবল রাজনীতি কোনও ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এমন নয়। পরিবর্তনগুলি শুধুমাত্র এই আভাসই দেয় যে, খুব সম্ভবত রাজনীতি ঐ ব্যক্তির কাছে পুরস্কার কিংবা নিগ্রহের বাহনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শাসকগোষ্ঠীর সংগঠিত কার্যক্ষমতা ছাড়াও রয়েছে এমন কার্যক্ষমতা ও রাজনৈতিক অংশীদারী যাকে ম্যাথিয়েসন ও পাওয়েল—আখ্যা দিয়েছেন 'মধ্যস্থ ভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা' ও 'মধ্যস্থভিত্তিক রাজনৈতিক অংশীদারী'। অংশগ্রহণ ও কার্যক্ষমতার এই স্তরে ব্যক্তির অন্তঃস্থ চাহিদা ও প্রেষণাই প্রেরণা। ব্যক্তি এ অবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরস্কার বা নিগ্রহ প্রদানে সক্ষম বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। আর রাজনীতি একবার পুরস্কার-নিগ্রহের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিভাত হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিষয়টি আর দৃশ্যত কেবল সমাজ-সংস্কৃতির চাপিয়ে দেওয়া একটা দায়মূলক কাজ থাকে না। বরং সেটা হয়ে ওঠে কোনও ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনের অবলম্বন। তবে প্রায় সকল লোকনারীর অংশগ্রহণের জন্য অন্তঃস্থ ব্যক্তিগত প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও সত্যিকারের কিংবা অনুমানকৃত বাধা তাদেরকে স্বাধীন ভূমিকায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখে। কাজেই এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবশ্যই হতে হবে অন্য কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি এমন যৌথ ইউনিটের (পরিবারের) প্রতিনিধি ঐ নারী যার অন্যতম সদস্য। ঐ নারীর জন্য যৌথ ইউনিট 'পরিবার' হবার সম্ভাবনাই বেশি এবং এ শ্রেণীর নারীর মধ্যস্থ স্বাভাবিকভাবেই তার স্বামী কিংবা পিতা হবেন — এ সম্ভাবনাও থাকে। জীবন পরিসরের ওপর সামান্য বা কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে, মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী, অপেক্ষাকৃত আধুনিক আদর্শের অধিকারী লোকনারীর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ধরন যা-ই হোক না কেন তাঁদের মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতার অভিজ্ঞতা হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। নাগরিক দায়-দায়িত্বের কারণে রাজনৈতিক পর্যায়ে তৎপর হন এমন লোকনারীর শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত কার্যক্ষমতার স্তরে থাকার সম্ভাবনা বেশী। যেসব লোকনারীর জন্য রাজনীতি নিগ্রহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে তাঁরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রবণতার পথ ধরে রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার

www.nagorikpathagar.org

করেন। এই লোকনারীরা বাহ্যত সকল ক্ষেত্রেই সনাতন অরাজনৈতিক গৃহিণী নারীর একান্ত অনুরূপ আচরণ করে থাকেন।

কোনও কোনও লোকনারী রাজনৈতিক ভবিষৎ গড়তে আগ্রহী পুরুষকে বিয়ে করে পুরুষ আধিপত্যধীন রাজনীতির ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবে জড়িত হবার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়াসী হয়ে থাকতে পারেন। রাজনীতি 'পুরুষোচিত কর্ম' এ ধরনের গতানুগতিকতার বাস্তবতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে না পেরে কিংবা রাজনীতিতে স্বীয় আকর্ষণের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা এমন পুরুষের অনুসন্ধান করেন যার মাধ্যমে তাঁদের এই পরস্পরবিরোধী বাসনা পূরণ হতে পারে। এই ধরনের নারী যদি ঘটনাক্রমে কোনও রাজনীতিকের স্ত্রী হন তাহলে তাদের মধ্যে তেমন ভূমিকা সংঘাত দেখা দেবে না। তাঁর এই অবস্থানগত পরিস্থিতিটি তাঁর ভবিষ্যতের স্বাধীন — স্বকীয় রাজনৈতিক অংশীদারীর ও তৎপরতার জন্য একটা ক্রান্তি পর্যায় হিসেবেও কাজ করতে পারে যদি তাঁর স্বামীটি পরবর্তীকালে মারা যান। এই ধরনের লোকনারী রাজনৈতিক পদ্ধতির পুরস্কার বৈশিষ্ট্যময় মডেলে কাজ করেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা কাজ করেন পুরুষ মধ্যস্থ অবলম্বনে লোকনারী হিসেবে রাজনীতিতে অংশীদার হয়ে ; পরে, তাদের নিজ অংশীদারী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার অনুভূতি গড়ে ওঠে ও তার ফলে তাঁরা সেনেটর ও কংগ্রেস সদস্যের মত স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হয়ে ওঠেন।

সাধারণভাবে আমরা লোকনারী বলি তাঁদের যাঁদেরকে দেখা যাবে তাঁরা ভোটার রেজিস্ট্রেশন অভিযানে সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন, দীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে কাজ করে চলেছেন, রাজনৈতিক দলের মধ্যে, পণ্য ও সেবা ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন, গর্ভপাত আইনের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ও জনকল্যাণ ব্যবস্থার পরিবর্তনমূলক সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ছেন। এই লোকনারীরা হতে পারেন রক্ষণশীল কিংবা উদার, তরুণী কিংবা বৃদ্ধা, বিবাহিত কিংবা কুমারী ; কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটা বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন। নিজেদের প্রধান ও প্রাথমিক ভূমিকাগুলি ছেড়ে, অন্ততপক্ষে স্বল্পকালের জন্য হলেও বাইরে পা বাড়াতে ওদের চেতনা একটা ইস্যু, নীতি, বিতর্ক বা এ ধরনের অন্য কোনও কিছুতে যথেষ্ট আলোড়িত হয়েছে। ওদের মধ্যে পর্যাপ্ত জাগরণ এসেছে। ওরা উপলব্ধি করেছে ওদেরও মতামত আছে। আছে পদ, অবস্থান যেগুলি সম্পর্কে অন্যদেরকে অবহিত করা দরকার।

লোকনারীর সঙ্গে সফল নারীর পার্থক্য নির্বাচিত লোকপরিমণ্ডলের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের প্রকৃতি, তীব্রতায়, নিষ্ঠায়। তাদের জীবন পরিসরের ধরনে ও ঐ জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের পরিমাণেও পার্থক্য রয়েছে। কোনও কোনও লোকনারীর

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাগত পটভূমিকা থাকে সনাতন নারীসুলভ (যেমন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সেবা-শুশ্রূষা ও অন্যান্য মানবিক বিষয়)। তাঁদের জীবন পরিসরও নাগরিক দায়িত্ব পালন ও ঘটকন্নার মধ্যেই মূলত সীমিত। এ ধরনের লোকনারী যখন রাজনীতির জগতে পা দেন তখন তিনি এমনসব বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশকে যৌক্তিকতা দেন যেগুলি আদতেই শিশু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কল্যাণ ও নৈতিক বিষয়ের মত সনাতন নারীর গতানুগতিক চিন্তাভাবনায় ও মনোযোগের বিষয়। ঐতিহাসিক কালপরিক্রমার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, নারীরা বরাবর শিশুশ্রম বিরোধী আন্দোলন, শিশুশ্রম বিরোধী বিধিনিষেধ আরোপ, শিশুশ্রম বিলোপ ও তাদের ইউনিয়ন সংগঠনের বিতর্ক প্রশ্নে পরিচালিত আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ও আছে। এভাবে, মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী আদর্শসম্পন্ন নারীরা নিজ জীবন পরিসরের ওপর যাদের পর্যাপ্ত মাত্রায় ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আছে তারা স্থানীয়ভাবে, এমনকি, রাষ্ট্রপর্যায়ে স্বাধীন কার্যসাধক হিসেবে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। স্ত্রী/ মাতৃভূমিকা নিয়ন্ত্রণাধীন ও নিরাপদ থাকলে রাজনৈতিক পুরস্কার বৈশিষ্ট্যাকৃষ্ট লোকনারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হবে। দূর থেকে গৃহিণীর জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা খুবই কঠিন। সেইসঙ্গে নাগরিক স্বেচ্ছাসক্রিয়তার কারণে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ ঘটে তাও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজে লাগাবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম বলে লোকনারীরা দৌড়ে সাধারণত থেমে যায় সাফল্যলাভ প্রয়াসী, উদ্যোগী নারীর কাছাকাছি গিয়ে। সরকারের স্তর, ছেলেমেয়ের বয়স, তাদের বৈবাহিক মর্যাদা বা ভূমিকা সম্মিলিত করার যে কোনও অভাব নির্বিশেষে এই সফল রাজনৈতিক নারীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার অনুভূতি প্রবল।

জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তির একটা প্রভাব আছে লোকনারীর ওপর। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, রাজনীতি তার কাছে নিগ্রহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে ও তার আদর্শ হবে মোটামুটি (পরিমিত) সক্রিয়তাবাদী নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ। যেসব নারীর এসব বৈশিষ্ট্য আছে ও একইসঙ্গে স্ত্রী/ মাতা হিসেবে প্রবল দায়িত্ববোধ আছে সাধারণত তাঁরা পুরুষদেরকে, বিশেষ করে, স্বামীদেরকে তাঁদের রাজনৈতিক আচরণ নির্ধারণ করতে দেবেন — এমন সম্ভাবনাই বেশী। এ ধরনের অনেক বিপ্লবী নারীও থাকতে পারে যাঁরা যোগ্য, অভিজ্ঞ ও রাজনৈতিকভাবে কার্যক্ষম হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে কাজ করার সময় রাজনৈতিক পর্যায়ে পুরুষ মধ্যস্থ কাঠামোর ভেতরে কাজ করেন। সাধারণত স্বামী বাসস্থান নির্ধারণ করেন বলে স্ত্রীর রাজনৈতিক বিশ্বাস, যোগাযোগ ও তৎপরতা কৃচিৎ স্বামীর বিশ্বাস, যোগাযোগ ও তৎপরতা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের নারী বিপ্লবী আচরণে নিয়োজিত থাকলেও রাজনৈতিক পুরস্কারের বৈশিষ্ট্যাকৃষ্ট অন্য যে কোনও লোকনারী থেকে আরও বেশী স্বাধীন কিংবা ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক পর্যায়ে বেশি কার্যক্ষম হবেন না। উল্লিখিত দুই নমুনার নারীই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে যোগ্য। এই

www.nagorikpathagar.org

দুই ধরনের নারীই এমন কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেবেন না যাতে তাদের বৈবাহিক নারী-পুরুষ ভূমিকার সম্পর্কগুলি বদলে যায়।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠতে পারে অবিবাহিত মেয়েরা লোকনারী শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন কি না। এ প্রশ্নের জবাব কঠিন প্রধানত এ কারণে যে, এমন নারী রাজনীতিকের নজীর খুবই বাস্তবিকপক্ষে কম যাঁরা কখনও বিয়ে করেন নি। যুক্তির দিক থেকে অবশ্য বলতেই হয় যে, বিবাহিত নারীদের যেমন তেমনি অবিবাহিত নারীদের মধ্যে ঠিক সক্রিয়তাবাদী আদর্শসম্পন্ন নারীরা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তেমন সম্ভাবনাই বেশি কিন্তু তারা বিয়ে করতে পারেন নি। এঁরা যদি অবিবাহিত জীবন কাটান তাহলে তাঁদের সেই অবস্থাকে লোকজন ব্যর্থতা হিসেবে দেখে। সেক্ষেত্রে তাঁদের রাজনীতিতে যোগ দেবার সম্ভাবনা কম কেননা, রাজনীতিতে মেয়েদের পুরুষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানমূলক পরিস্থিতি নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান। তাছাড়া, কোনও অবিবাহিতা নারী যদি প্রবল সক্রিয়তাবাদী আদর্শ ও পুরস্কার বৈশিষ্ট্যধারী হন কিন্তু জীবন পরিসরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ সামান্য বা কিছুটা মাত্রার হয়ে থাকে তাহলে কোনও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতিতে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মত যথেষ্ট যোগ্যতা ও আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগ ঐ নারীর না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। প্রায় সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিই বিবাহিত। সমাজ মিথস্ক্রিয়ার প্রায় ক্ষেত্রেই অবিবাহিত ব্যক্তিরা বর্জিত। এ কারণে, যেসব নারী প্রবল সক্রিয়তাবাদী আদর্শসম্পন্ন ও জীবন পরিসরের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী এ ধরনের নারীদের পক্ষেও বিবাহিত নারীর তুলনায় রাজনৈতিক অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার পাওয়ার বিষয়টি অধিকতর কঠিন হতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট অবিবাহিত নারীর আদর্শিক বিশ্বাসে প্রবল পুরুষ ও পরিবার বিরোধী মনোভাব থাকলে বিবাহিত নারীদের তুলনায় এ ধরনের কুমারী নারীর প্রতি বিবাহিত অরাজনৈতিক নারী ও পুরুষ রাজনীতিকদের মনোভাব অপেক্ষাকৃত বেশী বৈরী হতে পারে। এসব সার্বিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিত দেখা যায় যে, বিবাহিত নারীর তুলনায় জাতীয় রাজনৈতিক অভিজাতমহলে পুরস্কার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাফল্যঅর্জনকারী নারী হিসেবে কুমারী নারীর স্থান পাওয়ার সম্ভবনা কম। বিপ্লবী নারীদের মধ্যেও কুমারী নারী লোকনারী হিসেবে থাকতে পারে।

লোকনারী অন্যদের মাধ্যমে, বিশেষ করে, পুরুষের মাধ্যমে কী পরিসরে তার ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নে সম্মতি দেয় ও মেনে নেয় এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে স্বাধীন হতে সমর্থ হয় তার দ্বারাই লোকনারী ও সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর প্রধান পার্থক্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। এসব আদর্শ ধরনের নারীর মধ্যেকার পার্থক্য তাদের ইপ্সিত প্রভাব পরিসর এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাদের নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারের সুসঙ্গতিতে নিহিত। অতঃপর বর্ণিত দু'টি কারণের যে কোনও একটির জন্য লোকনারী স্বকীয় কারণে স্বাধীন কার্যসম্পাদক হিসেবে বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে ঃ

www.nagorikpathagar.org

(১) নিজ জীবন পরিসরের ওপর এসব নারীর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ লাভের চাহিদা ও ঐ ধরনের নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য এবং জীবন পরিসর সম্পর্কিত তাদের ধারণা এত সম্প্রসারিত নয় যাতে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ঐ পরিসরের আওতাভুক্ত হতে পারে, বা (২) নারীর স্বাধীন অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে সমাজ পরিমণ্ডলে কাঠামো ও আদর্শিক অন্তরায় এখনও এত প্রবল যে, ঐ অন্তরায় কাটিয়ে ওঠার উপায় ব্যক্তি নারীর চোখে পড়ে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই লোকনারীর সাফল্যপ্রয়াসী নারীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে এই দু'টি অন্তরায় বর্তমান। রাজনীতিতে সাফল্য অর্জনের চিন্তা-ভাবনা আওতাভুক্ত করার জন্য ব্যক্তির জীবন পরিসরকে সেই অনুপাতে সম্প্রসারিত করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্জন করতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী ভূমিকাগুলির পথের অন্তরায়সমূহ অবশ্যই সরাতে হবে। প্রায় সকল লোকনারীর জন্য এসব শর্তের অর্থ তাদের ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে উঠতে হবে এবং স্বেচ্ছায় নাগরিক কর্তব্যপালনকারী গোষ্ঠীর কাজে অবশ্যই নিরবচ্ছিন্ন ও সফল অংশীদার হতে হবে।

নারী সন্তান ধারণ করে। বিশেষ করে এটাই নারী ও পুরুষের পারিবারিক ভূমিকার পার্থক্য। নারী-পুরুষের সময় কাটানোর পার্থক্য এই পারিবারিক ভূমিকাগত কারণেই হয়ে থাকে। এভাবে পুরুষদের জন্য সংসারের বাইরে কর্মবৃত্তি নির্ধারিত ; আর মেয়েদের বেলায়, অন্তত ছেলেমেয়ে ছোট থাকাকালে ঘর-সংসারই তাদের জন্য নির্ধারিত। কেন নারী সাধারণত তাদের প্রথম রাজনৈতিক পদে যোগ দেবার সময় অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্ক হয়ে থাকে, কেন তাদের রাজনৈতিক জীবন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, কেন তারা খুব বেশী শীর্ষ রাজনৈতিক পদগুলিতে অধিষ্ঠিত হতে পারে না, কেন পুরুষ প্রতিপক্ষের মত তারা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না—এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা এর মাঝেই নিহিত। এর কারণগুলি রাজনৈতিক পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার কোনও কোনও পার্থক্যের ব্যাখ্যা নির্দেশ করতে সক্ষম হলেও এত বেশী লোকনারী কেন কখনও একটা রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি গ্রহণের কল্পনাও করে না-তা ব্যাখ্যায় আদৌ কোনও সাহায্য করে না। এই নারীরা স্বেচ্ছায় তাদের সময় ও শ্রম দেয় ; তবে কোনও লোকপদে (সরকারী/রাষ্ট্রীয় পদে) নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়া কিংবা নিযুক্তি চাওয়ার কথা কখনও বিবেচনা করেন না। এখানেও অঙ্গীকারের তীব্রতা বা নিষ্ঠা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যদিও লোক ও সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী উভয়েই রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে "ভাল" কিছু আসার সম্ভাবনা অনুমান করে, যদিও তারা উভয়েই সনাতন নারীর, নিষ্ক্রিয়, মেনে নেওয়া প্রবণতার বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তবু লোকনারীর কাছে মূল্যবোধের অগ্রাধিকার ও চাহিদার স্তরক্রম—প্রথমে স্বামী, সন্তান ও নিজে এবং পরে, লোক-জীবন বা সংসারের বাইরের কর্মবৃত্তির প্রাধান্য—এভাবেই অপরিবর্তিত থেকে যায়। সনাতন নারী-পুরুষ সামাজিকীকরণের গুরুত্ব লোকনারীর কাছে খুবই অর্থপূর্ণ। লোকনারীদের উল্লিখিত ভূমিকা

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তনের সামর্থ্য সাফল্যপ্রয়াসী নারীর তুলনায় কম। কোনও রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি গ্রহণ করলে লোকনারীর জীবনে গুরুতর আন্তঃভূমিকা সংঘাতের ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ভূমিকা বা কর্মবৃত্তির শর্তানুযায়ী লোকনারীকে সাধারণত তার স্বামী ও সন্তানের জন্য রাখা সময় ও উদ্যম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে। এতে তার নিজের ভিন্নধর্মী সংজ্ঞায়ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকা পালনের একটা ভিন্ন শৈলীরও প্রয়োজন হয়।

স্ত্রী/মাতৃ ভূমিকাটি প্রকৃতিগত দিক থেকে প্রশমিত, আবেগজড়িত, সুনির্দিষ্ট ও সহায়তামূলক। সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টত প্রতিষ্ঠিত ও চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের চেয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর জন্য প্রশমিতকারীর ভূমিকাটিই নির্ধারিত। মা ও স্ত্রী ঐ প্রশমিতকারক ভূমিকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনকি, কর্মস্থলেও (যেমন, প্রাইভেট সেক্রেটারীর বেলায়) নারীকে "অফিস বধূর" ভূমিকায় নামতে হয় যার প্রয়োজন পুরুষদের বেলায় নেই। বস্তুত এমনও শোনা যায়, বিভিন্ন ব্যবসায় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপরওয়ালা কর্মকর্তা মোটা বেতনভুক "নারী সেক্রেটারীদের" কাজের অংশ হিসেবে তাদের কাছ্ থেকে যৌন সংসর্গের সুবিধে পর্যন্ত প্রত্যাশা করে থাকেন। এ ছাড়াও, আশা করা হয়, নারীরা সার্বজনীন নৈতিকতার চেয়ে বিশেষ নৈতিকতার অনুসারী হবেন ; নীতিচালিত হওয়ার চেয়ে তাঁরা পরিচালিত হবেন ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ব্যক্তি আনুগত্য দ্বারা। স্ত্রী ও মায়ের কাছে প্রত্যাশা করা হয়, তাঁরা স্বামী ও সন্তানের আচরণ যা-ই হোক তাদেরকে সহায়তা করবেন ও ভালবাসবেন। একইভাবে আশা করা হয় যে, নারীরা প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত নারীর (কার্যত) স্ব-সত্তা পরিবারের কল্যাণের জন্য নিজ বাসনা বিসর্জন দেবে, নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করবে। এমনকি, পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষুন্ন হবার ঝুঁকির মধ্যেও পুরুষের আত্মস্বার্থ উদ্ধার, উন্নতি ও সাফল্যের প্রবণতাটি সমাজ-সংস্কৃতিতে অধিকতর গ্রাহ্য কেননা এতে পুরুষ পরিমণ্ডলে পুরুষের অবস্থানগত মর্যাদাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্ত্রী/মাতার ভূমিকা প্রশমিতকারক ও আবেগজড়িত। অন্যদিকে, রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির জন্য সনির্দিষ্ট আবশ্যকতা থাকায় নারীর বেলায় পুরুষের তুলনায় ঐ রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির কারণেই সুনিশ্চিতভাবে পরস্পর বিরোধী চাপ বেশী পড়ে। এ ধরনের সমস্যার কথা জানা থাকার দরুণ ঐ সমস্যা এড়ানোর জন্যই বহু লোকনারী ব্যাপক পর্যায়ে রাজনীতিতে জড়িত হতে অস্বীকৃতি জানায়। নারীর স্ব-সত্তার সঙ্গে নারীর একাত্মবোধ, তার সন্তান ও স্বামীর একান্ত আপন পরিমণ্ডল, বাইরের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার স্ব-সত্তার অভিন্নতাবোধ প্রবণতার ওপর জয়ী হয়। এভাবে, স্ব-সত্তার

www.nagorikpathagar.org

অধিকতর, ব্যাপক লোক সংজ্ঞার প্রশ্নে কোনও অনুকূল প্রবণতা থেকে থাকলেও নারী-পুরুষ ভূমিকার সামাজিকীকরণই শেষ অবধি সেটার ওপর জয়ী হয়। নিষ্ঠ হলেও পারিবারিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের মধ্যে কখনও অনিবার্য সংঘাত দেখা দিলে লোকনারী শেষ পর্যন্ত তার সমাজ-সংস্কৃতিগ্রাহ্য ভূমিকাতেই ফিরে যায়। নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতাবোধ জোরদার হয়েছে সত্যি। তবু নারী-পুরুষ ভূমিকায় পরিবারের স্বতন্ত্র পরিচয়ের বাস্তবতাটি আজও প্রচণ্ডভাবে বহাল। একজন নিজেকে 'ভাল না মন্দ' হিসেবে মূল্যায়ন করবে তার মানদণ্ড আজও সমাজ-সংস্কৃতির চিরায়ত নিয়মাচার। সমাজ ভাল স্ত্রী ও সুমাতাকে স্বীকৃতি দেয়। ওরা প্রশংসাও পায়। কিন্তু কোনও নারী তার পরিবার ও সংসারের মূল্যে একজন উত্তম লোক কর্মকর্তা হলে অনুরূপ স্বীকৃতি পায় না। বস্তুত "যে স্ত্রী ও মা নিজ আত্মশ্লাঘা, তৃপ্তি ও সাফল্য লাভের জন্য নিজ স্বামী সন্তান পরিত্যাগ করে" তার জন্য সমাজের ঘৃণা নির্ধারিত। এই ঘৃণার ঝুঁকি নেবার মত অহং বা মনোবল সাফল্যপ্রয়াসী নারীর খুব প্রবল হতে হবে। আপাতদৃষ্টে, সাফল্যপ্রয়াসী নারী এ ধরনের নিন্দামন্দ বা ঘৃণা অগ্রাহ্য করার মত যথেষ্ট মানসিক শক্তি অর্জন করলেও লোকনারীর পক্ষে এখনও তা সম্ভব হয় নি।

লোকনারী ও সাফল্যপ্রয়াসী নারীর মধ্যে, মনে হয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, সাফল্যপ্রয়াসী নারী তার নিজেকে মূল্যায়নের বেলায় আত্মশ্লাঘাবোধ ও আত্ম-বাস্তবায়নের (সার্থকায়নের) লক্ষ্যগুলির ওপর জোর দেয় এবং স্বকীয় মানদণ্ড প্রয়োগ করে। অন্যদিকে, গৃহিণী (একান্ত নারী) ও লোকনারী প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতির একজন হয়ে থাকা ও সেটার অনুসরণ করাকেই বেশী মূল্য দেয়। এই পার্থক্যই সম্ভবত অন্য যে কোনও পার্থক্যের চেয়ে নারী রাজনৈতিক প্রার্থী খুঁজে বের করার সমস্যার মূলে নিহিত। একেই কারণিগ ও ওয়াল্টার তাঁদের সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় রাজনীততে নারী রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সমান করার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। ২৫ হাজারেরও বেশী জনসংখ্যাসম্পন্ন ৭৭৪টি মার্কিন শহরে পৌর নির্বাচনের ওপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় তাঁরা এই মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছান যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মহিলা প্রার্থীর স্বল্পতাই নগর পরিষদে তাদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জনের প্রধান অন্তরায়। সম্প্রতি পরিষদের যেসব আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির প্রায় মাত্র ২০ শতাংশ আসনে মহিলা প্রতিযোগী (প্রার্থী) ছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই সে কারণে নারীরা অবশিষ্ট কমপক্ষে ৮০ শতাংশ আসন পুরুষদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। নারীরা নির্বাচনে প্রার্থী হ'লে, লক্ষ্য করা গেছে, তাঁরা প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় জয়ী হন"। এই পরিসংখ্যান থেকে পরিস্কার যে, সকল স্থানীয় সরকারের পদগুলির ১০ শতাংশেরও কম

www.nagorikpathagar.org

পদে নারীরা অধিষ্ঠিত। এসব পরিসংখ্যান-উপাত্ত থেকে এও স্পষ্ট যে, একজন নারীর রাজনৈতিক আচরণের ওপর তার বিশেষ নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের প্রবল প্রভাব রয়েছে। এই বিশ শতকেও লিঙ্গ ভূমিকা সম্পর্কিত আদর্শিক পক্ষপাত প্রবণতা এবং সামাজিকীকরণের যেসব প্রক্রিয়ার কারণে নারী রাজনৈতিক প্রার্থী হতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে সেগুলি রাজনৈতিক অভিজাত মহলে সংখ্যানুপাতে নারীর অবস্থানের সমতাবিধানের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হতে পারে। তবে নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিষম আচরণ তুলনামূলকভাবে ন্যূনতম বলেই মনে হয়।

স্ব-সত্তা ও সম্পর্কিত জীবন পরিসর সম্পর্কে নারীর স্বীয় ধারণার ওপর আদর্শের প্রভাবের মাঝে ঐ আদর্শের গুরুত্বটি লক্ষ্যণীয়। মাসলো'র ৪র্থ চাহিদা স্তরের স্বকীয় স্ব-তাৎপর্য, আত্মমর্যাদা ও আত্মশ্লাঘা এবং তার ৫ম চাহিদা স্তরের আত্ম-বাস্তবায়ন (সার্থকায়ন) রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত — এ ধারণার আগে একজন নারীকে তার স্ব-সত্তা ও জীবন পরিসর সম্পর্কে অবশ্যই একটা সম্প্রসারিত ধারণার অধিকারী হতে হবে। রাজনীতিকে আওতাভুক্ত করে নেবার লক্ষ্যে কখনও জীবন পরিসর সম্প্রসারিত না করেও নারী আন্দোলনে বহু নারী প্রভাবিত হতে পারে। নারী আন্দোলনের ফলে বহু নারীমুক্তিবাদী নারী তাদের আপন পারিবারিক গণ্ডির বাইরে অন্য কোনও উৎসের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারে। এমনকি, সমাজ-সংস্কৃতি অনুমোদিত নয় এমন কার্যকলাপের জন্য আত্মশ্লাঘাবোধও করতে পারে। তবে এইসব পরিবর্তনে তারা 'রাজনৈতিক নারী' হয়ে উঠবে না। যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা অধিকহারে রাজনৈতিক পদগ্রহণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি—এই বাস্তবতাটি আমাদের এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত করে যে, নারীরা যদি কৈশোরে তাদের জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ না করে এবং আত্মশ্লাঘার একটা উৎস হিসেবে লোক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আওতাভুক্ত করার জন্য তাদের ঐ জীবন পরিসরের সম্প্রসারণ না ঘটে থাকে তাহ'লে আজকে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর যেসব বিকল্প রয়েছে সেগুলির কল্পনাও করা যেত না।

এখন 'লোক' ও সাফল্যপ্রয়াসী 'রাজনৈতিক নারী'র সম্পর্কের ওপর চূড়ান্ত আলোচনায় আশা যায়। ব্যক্তি (নারী) বিশেষের ক্ষেত্রে নারীর এই ধরন (নমুনা)গুলির স্বাতন্ত্র্য শুধু অস্থায়ীরূপে স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হতে পারে। অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিক থেকে নারীর স্বাধীন সক্রিয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উত্তরণের পথ বেশ সংক্ষিপ্তই হতে পারে। আর এই পথপরিক্রমার পর্যায়গুলির প্রথম পর্যায়টি হতে পারে লোকবিষয়মূলক ক্ষেত্রে। বেশীরভাগ নারীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার ব্যাপারটি দৃশ্যত তাদের অহং জোরদার করে তোলার এক ধীর প্রক্রিয়া বিশেষ। স্বামী ও সন্তানের

www.nagorikpathagar.org

সাফল্যের সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতায় প্রাপ্ত আত্মতৃপ্তি হ্রাসের ক্ষতির আশু পূরণ অবশ্য সূচিত হতে হবে নারীর লোকঅঙ্গনে অংশীদার হওয়ার পুরস্কারে। এটি নিশ্চিত করতে হলে নারীকে তার অস্তিত্ব ও স্বকীয় মর্যাদা সৃষ্টির জন্য আরও সর্বাত্মকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সাফল্যপ্রয়াসী নারী

তাত্ত্বিকভাবে, নারীর এই নমুনায় ধরা হয় যে, নিজ জীবনের ওপর সামান্য বা কিছু নিয়ন্ত্রণের অধিকারী নারীরাই সাফল্যপ্রায়াসী নারী হতে পারে। বাস্তবে অবশ্য যেসব নারীর জন্য রাজনীতি শাস্তি/নিগ্রহবৈশিষ্ট্যময় একমাত্র তারা ছাড়া আমরা মনে করি না এই আদর্শ নমুনার বা এ ধরনের কোনও বাস্তব-নারীর নজীর ছিল বা আছে। সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক শ্রেণীর নারীদের অন্তর্ভুক্ত কেবল সেইসব নারী যাদের সফল রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের ইতিহাস আছে — যাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতাবোধ প্রবল। কিন্তু নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ যা-ই হোক না কেন কেবল নিজ জীবন পরিসরের ওপর সামান্য বা কিছু নিয়ন্ত্রণসম্পন্ন একজন নারীর পক্ষে রাজনীতিতে সফল অংশগ্রহণ কীভাবে সম্ভব যাতে তার মাঝে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল চেতনার সৃষ্টি হয়? যে জনসমাজে পুরুষ হবার কারণে রাজনীতিতে সুবিধে বেশী সেখানে নারী সাধারণত জাতীয় রাজনীতির অভিজাত অঙ্গণে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য একান্ত পরিপূর্ণ ভাবে যুগপৎ ভাগ্য ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। প্রবল সক্রিয়তাবাদী নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ উচ্চ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হবার জন্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা অভিজ্ঞতালাভ ব্যর্থতার যেমন বিকল্প হতে পারে না তেমনি ঐ ব্যর্থতা কমাতেও পারে না। এমনও দেখা যায়, অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ নারীর যখন রাজনৈতিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ তখনই হয়ত রাজনৈতিক সুযোগ কোনও রাজনীতি অনভিজ্ঞ পুরুষের দরজায় কড়া নাড়ছে।

প্রবল সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শসম্পন্ন, কিছুটা জীবন পরিসর নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ও রাজনৈতিক নিগ্রহমূলক মনোভাবসম্পন্ন নারীর ক্ষেত্রে এ ধরনের/ নমুনার বাস্তব নজীর পাওয়া যেতে পারে। সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভকারী নারীরা সাধারণত সনাতন লিঙ্গ ভূমিকার আদর্শে বিশ্বাসী নয়। এদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাফল্যের জন্য সমাজের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়দের থেকে ভিন্ন হতে পারে। নিজ নিজ জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য রাজনীতিকে ব্যবহারের স্বার্থে যেসব যোগ্যতা গড়ে তোলা প্রয়োজন ও তার জন্য যে দক্ষতা, শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দরকার তা না থাকায় — সন্ত্রাসবাদী,

www.nagorikpathagar.org

বিক্ষোভকারী নারীরা সহিংসতা ও বিক্ষোভের আশ্রয় গ্রহণ করে। এর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও সনাতন 'গ্রহণযোগ্য' রাজনৈতিক নৈপুণ্যের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম। এ নমুনার/ধরনের নারীর কাতারে সন্ত্রাসবাদী ও বিক্ষোভকারী নারী ছাড়া সত্যিকারের রাজনৈতিক নারীর অনুপস্থিতি থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে, কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিক কার্যক্ষমতাবোধ ও জাতীয় রাজনীতির অভিজাত স্তরের সান্নিধ্যে এলে ঐ ব্যক্তির অর্জিত সামর্থ্যের প্রকৃতি ও প্রয়োগ আরও জটিল হয়ে ওঠে।

প্রবল সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ও নিজ জীবন পরিসরের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণসম্পন্ন নারীর কাছে নাগরিক দায়-দায়িত্ব হিসেবে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হতে পারে। এ সব নারীর অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা বেশী। এদের সাধারণত মধ্যস্থভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাও থাকে। অবশ্য এদের মাঝে একটা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা বোধ সুপ্ত যে অনুভূতি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

আমরা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যেসব ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক আচরণের জন্য জাতীয় খ্যাতি বা কুখ্যাতি কুড়িয়েছে আমরা "সাফল্যপ্রায়সী নারী' বলতে কেবল তাদেরই বুঝিয়েছি। অর্থাৎ, সাফল্যপ্রয়াসী নারীর সংজ্ঞার তাৎপর্য আমরা খ্যাতনামা সন্ত্রাসবাদী/ বিক্ষোভকারী এবং প্রবল সক্রিয়তাবাদী নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ও স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণসম্পন্ন নারীদের ক্ষেত্রেই সীমিত রেখেছি। এরা দু'ধরনের ঃ (১) অস্তিত্বশীল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পুরুষের সঙ্গে সফল প্রতিযোগিতায় লোকপদে নির্বাচিত নারী ও (২) বিরাজমান রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরোধীতাকারী শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবীগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে রাজনীতিতে লিপ্ত নারী। যদিও এ ধরনের বহু নারী ভোট প্রদান, কোনও রাজনৈতিক বা দল প্রার্থীকে অর্থ প্রদান ও নির্বাচনের সময়ে প্রচার অভিযানে শরীক হয় তবু কেবলমাত্র এ ধরনের কার্যকলাপের সুবাদেই এরা লোকনারী থেকে সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীতে উত্তরিত হতে পারে না। আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, সাফল্যপ্রয়াসী নারীদের স্ত্রী/ মাতা ও সেইসঙ্গে রাজনীতিকের যৌথ যুগপৎ ভূমিকায় পেশাগত সামঞ্জস্যের অভাব মোকাবেলার সমান সামর্থ্য আছে। এসব রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ফলশ্রুতিতে কিছু না হলেও ন্যূনপক্ষে পারিবারিক দায়-দায়িত্বের কিছু না কিছু পুনর্বিন্যাস ও রদবদল ঘটে। অথবা তা না হ'লে বহু বিপ্লবীর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, ওরা এ ধরনের দায়-দায়িত্ব অগ্রাহ্য করেছে।

ব্যক্তির রাজনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বের আলোকে সন্ত্রাসবাদী/ বিক্ষোভকারী ছাড়া আদর্শ নমুনা হিসেবে শ্রেণীকৃত সাফল্যপ্রয়াসী নারী বলতে তাদেরকেই বোঝাবে জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবিকপক্ষেই যারা চাহিদা ও সামর্থ্যের উঁচু স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের জীবন পরিসর সম্প্রসারিত হয়ে রাজনীতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আদর্শ টাইপ হিসেবে সাফল্যপ্রয়াসী নারী রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

কার্যক্ষমতা চেতনার সর্বোচ্চ স্তর—ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতায় উত্তরিত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঃ তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাটি আসে কখন—লোক কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার আগে? না পরে?

বক্ষ্যমান অধ্যায়ে প্রদত্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর রূপরেখা অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা লাভের আগে অবশ্যই তাকে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হতে হবে। আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, প্রথমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও তারপর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা—এই বিন্যাসের ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, নির্বাচিত না হওয়া অবধি অনেক নারী ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন না-ও হয়ে উঠতে পারেন। শূন্যপদে (স্বামী বা আত্মীয়ের মৃত্যুর কারণে) নিযুক্ত বা নির্বাচিত বিপুল সংখ্যক নারী কর্মকর্তা যাঁরা পরবর্তীকালে স্বাধীন কার্যসম্পাদক হয়েছেন তাঁরা এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার প্রমাণ। রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হবার আগে এসব নারীকে কংগ্রেস সদস্যের ভূমিকায় কিংবা স্বাধীন কার্যসম্পাদকের যে কোনও ভূমিকায় নিয়োজিত থাকতে হবে। কথাটি ঘুরিয়ে বলা যায়, একজন লোকনারী যার অবস্থান অঙ্গরাজ্য (প্রদেশ) বা স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে কিংবা যিনি লোকপদ চান কিন্তু এখনও অর্জন করেন নি তাঁর তুলনায় জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে নির্বাচিত একজন নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা আরও বেশি হবে কি না সেটি এক প্রয়োগ-যাচাই অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ প্রশ্ন। এর জবাব নির্ভর করছে ঐ নারী কী ধরনের ও ধাঁচের সামাজিকীকরণ ও আচরণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার ওপর। যেসব সমাজ-সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক পদে নারীর দাবী অস্বীকৃত সেখানে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা অন্তরায়গুলি অন্তঃস্থ চাহিদার স্তর ও সামর্থ্যকে নাকচ করে দিতে পারে। কোনও কোনও জনসমাজে ও ইতিহাসের কোনও কোনও যুগে, নির্বাচিত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হওয়ার চেয়ে কোনও জনপ্রিয় পুরুষ রাজনীতিকের সঙ্গে ঐ নারীর বিয়ে হওয়াই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

এসব তাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটা অনুমিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমাদের সমীক্ষাধীন বিপ্লবী নারীদের তুলনায় নির্বাচিত নারীদের মধ্যেই স্বাধীন কার্যসম্পাদক হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে পুনঃসামাজিকীকরণ ঘটবে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। প্রবল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী ও বিপ্লবীদের মধ্যে একটা প্রবল সক্রিয়তাবাদী নারী-পুরুষ ভূমিকার আদর্শ গড়ে উঠবে। শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ ও তার ফলশ্রুতিতে প্রথম শৈশব ও কৈশোর পরিক্রমায় তাদের অর্জিত দক্ষতার কারণে তাদের জীবন পরিসরও হবে সম্প্রসারিত। স্বামীর মৃত্যুর পর যেসব নিযুক্ত ও নির্বাচিত নারী তাদের মাঝবয়সে রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের সনাতন নারী-পুরুষ আদর্শধারী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে অপেক্ষাকৃত বেশী। আমাদের অনুমান, এসব নির্বাচিত নারী যারা এতকালধরে তাদের ধ্যান-ধারণা,

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাস ও আচরণ প্রয়োগের ব্যাপারে স্বামীদের মধ্যস্থ অবলম্বন করেছেন তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধাঁচ হবে খুব অল্প বয়সে ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক কার্যক্ষম হয়ে ওঠা বিপ্লবী ও নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীদের তুলনায় কম সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হতে এদের পুনঃসামাজিকীকরণ আবশ্যক। এজন্য নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর লোক ধরনের রাজনৈতিক নারীদের গড় বয়স তথা স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি শুরুর সময়কার বয়স বিপ্লবী ও নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা অর্জনকারী নারীদের বয়সের চেয়ে বেশী। লারলীন ওয়ালেসের মত কোনও কোনও নারী (১৯৬৬ সালে আলাবামা অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর নিয়োজিত) যাঁরা স্বামীদের প্রতীকী প্রতিভূ কার্যত রাজনৈতিক পদে নির্বাচিত হলেও তাঁরা কখনও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা অর্জন করতে পারেন না। কেননা, তাঁরা কখনও ব্যক্তিগত কার্যসম্পাদক ছিলেন না। স্বামীদের হাতে ব্যবহৃত এসব নারী নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও তাঁরা আমাদের নারীর অন্যতম আদর্শ ধরন (টাইপ) 'সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী'র শর্তাদি পূরণ করেন না।

অতিব্যাপনের ঝুঁকির কারণে, কীভাবে প্রবল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী প্রথমত লোক রাজনৈতিক নারী ও দ্বিতীয়ত বিপ্লবী নারী থেকে ভিন্ন তার অধিকতর তীক্ষ্ণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করাই যথার্থ হবে।

লোক ও সফল্যপ্রয়াসী নারীর মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে। উভয় ধরনের নারীই নিজ অচলায়তনের গণ্ডি ভেঙে পুরুষের চিরায়ত এখতিয়ারে ঢুকে পড়েছে যা সনাতন নারী পারে নি। উল্লিখিত এই দুধরনের নারী অন্য প্রায় সকল নারীর তুলনায় অধিকতর জোরদার, অধিকতর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা প্রদর্শন করেছে। সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর কর্মপরিক্রমা লোকনারীর কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়েও প্রসারিত এই অর্থে যে, সাফল্যপ্রয়াসী নারীদের বাস্তব রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি অধিকতর অন্তর্ভুক্তকারক ও ব্যাপক। লোক ও সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর ভিন্নতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের আকর্ষণের তীব্রতায় নিহিত। সাফল্যপ্রয়াসী নারীর দৃষ্টি অধিকতর প্রসারিত। আর তাই তাদের কর্মতৎপতার ক্ষেত্রও সেই অনুযায়ী বিস্তৃত। দ্বিতীয়ত, সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী প্রায়ক্ষেত্রেই স্ত্রী/মাতার ভূমিকা ও রাজনৈতিক পদাধিকারীর ভূমিকা বা কার্যসম্পাদকের ভূমিকার সংঘাত রাজনৈতিক ভূমিকার অনুকূলে মিটিয়ে ফেলে। ওরা মা/স্ত্রীর ভূমিকার প্রতি প্রত্যাশা কমার (অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে ও স্বামী স্বাবলম্বী হয়ে নিজেকে নিজে মানিয়ে নিতে পারছে) কারণেই হয়ত এটা করতে পারছে। কিন্তু এরপরেও ভূমিকা সংঘাত জীইয়ে রাখার ইচ্ছের মধ্যে লোকনারীর তুলনায় সাফল্যপ্রয়াসী নারীর অধিকতর তীব্র ও সক্রিয়তাবাদী প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচিত সাফল্যপ্রয়াসী নারীর সঙ্গে বিপ্লবী নারীর মূলত প্রভেদ অভিজ্ঞতালব্ধ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রবণতায়। বিপ্লবী নারী কায়েমী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করার প্রয়াসে এই ব্যবস্থার বাইরে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হয়। তাদের দৃষ্টিতে "সরকার খোদ নিজে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের খুব একটা 'উপায় নয়' বরং সরকার নিজেই একটা সমস্যা"। মূল্যবোধের স্তরক্রমে রাজনীতি শুধুমাত্র একটা নতুন অবস্থান নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং তা আধিপত্যশীল হয়ে উঠেছে। এই রাজনীতির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অন্যান্য ভূমিকা নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। খোদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধের মাধ্যমে চরম আকারে রাজনৈতিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিপ্লবী নারী সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীও হয়ে উঠতে পারে।

যেসব বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নারীর মাঝে অপেক্ষাকৃত আগেভাগেই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল চেতনা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে উঁচু রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য, আধুনিক সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ও জীবন পরিসরের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণের একটা সমন্বয়ও বর্তমান। এথেকে অভাস পাওয়া যায় যে, এসব নারীর সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্যটির মাঝে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক তৎপরতায় অধিকতর সংখ্যক নারীকে জড়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ধরনের অভিজ্ঞতার নিখুঁত প্রতিফলন ঘটেছে। রাজনৈতিক অভিজাতবর্গের মধ্যে পরিদৃশ্যমান নারী ভূমিকা মডেলের সংখ্যাবৃদ্ধি না ঘটা পর্যন্ত নারী-পুরুষ ভূমিকার সনাতন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের নানা প্রভেদের আবশ্যকতা থাকবে। বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নারী গড়ে তোলার জন্য সনাতন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বড় রকমের রদবদল ও পরিবর্তনের দরকার হবে। শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক হোক বা না হোক, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের গতিপ্রবণতাটি সামষ্টিক প্রকৃতির ও উদীয়মান রাজনৈতিক নারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত উপাদানসমূহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে আমাদের বিশ্বাস, 'রাজনৈতিক আচরণ' — এ শিরনামের আওতাধীন বেশ কিছু আচরণ আছে। এগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। রাজনৈতিক নমুনা বা টাইপতত্ত্ব কাজে লাগোনোর মাধ্যমে উঁচুতলার রাজনৈতিক নারীর আচরণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-অনুমানের একটা বুনিয়াদ আমরা স্থাপন করেছি। গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ে আমরা ছয়টি শ্রেণীতে বিশ্বের ৩৬ জন নারীর বিবরণ সন্নিবেশিত করেছি। এই নারীরা তাঁদের দেশের জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে অংশ নিয়েছেন। সমীক্ষার অবশিষ্টাংশ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অনুসন্ধানে নিয়োজিত। এই প্রক্রিয়ায় লালিত হয়েছে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আচরণসম্পন্ন নারী। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, আমাদের বিশ্বাস, রাজনৈতিক নারীদের ওপর প্রভাবসৃষ্টিকারী অনেক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সনাতন ঐতিহ্যে স্ত্রীসুলভ বিবেচিত নয় এমনক্ষেত্রে যেমন, ব্যবসায়, ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদেরকে নিয়োজিত হতেও প্রভাবিত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নানা ধরন*

আদর্শ টাইপ বা ধরন নির্ধারণের জন্য টাইপগুলির বৈপরীত্য বা ভিন্নতা অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে ফুটে ওঠে। এতে আরও নিখুঁত ও সঠিকভাবে বাস্তবতা বুঝতে সুবিধে হয়। এখন আমাদের নির্ধারিত বিভিন্ন আদর্শ 'টাইপ' বা ধরনের একান্ত অনুরূপ নারী বাস্তবে আছে কি নেই সেটা প্রয়োগ-যাচাই-অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ প্রশ্ন। এই অধ্যায়ে দেখানো হবে বাস্তবিকপক্ষেই ঐ সব ধরনের নারীর অস্তিত্ব আছে ও বাস্তবিকপক্ষেই তাদের আলাদা করে চিনে নেওয়াও সম্ভব। আদর্শ টাইপ বা ধরনগুলি দেখানোর বেলায় আমরা মূলতঃ আমাদের নির্মাণাধীন মডেলের ৪র্থ স্তরে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে নারীর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের প্রকৃতি ও প্রবণতায় মনোনিবেশ করব। পরের অধ্যায়গুলিতে প্রদর্শনের চেষ্টা চলবে যে, সমীক্ষাভুক্ত প্রতিটি টাইপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক আচরণ মূলতঃ ঐ নারীদের পরিবারে সামজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মূলে প্রোথিত।

নারীরা সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ নারীদের সামাজিকীকরণ সমীক্ষায় হাত দেন নি। আমাদের ধারণা, আমরা যদি এ ধরনের জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি তাহ'লে শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক নির্বিশেষে নারী জনগোষ্ঠীর নির্বিচার নমুনায়ন পরীক্ষার তুলনায় নারীর ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে আরও অনেক কিছুই জানা যাবে। একটা দীর্ঘ কালপরিসরে সুবিন্যস্তভাবে এসব নমুনার বিচার-বিশ্লেষণ না করা হলে কিংবা কয়েকটি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বশীল লোকজন সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত না হলে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আদ্যোপান্ত তথ্য জানা যাবে না। এমনকি, কয়েক প্রজন্মের ওপর সমীক্ষা চললেও (২য় অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বটি সঠিক হলে) সমাজ পরিবর্তনের উৎসমূলগুলি চিহ্নিত হবে — এমন সম্ভাবনা কম। আপাতঃদৃষ্টে মনে হয়, জনসমষ্টির বিভিন্ন বাছা বাছা অংশে

---

* রিটা মে কেলি, মেরি বোতিলিয়ের ও ভিনসেন্ট পি কেলী লিখিত।

www.nagorikpathagar.org

সমাজ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার ঝামেলাসহ নির্বিচার প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনাগুলির অবশেষ থেকে ঐসব ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পারার যৌক্তিকতা বাস্তবিকপক্ষেই কম।

আমাদের সমীক্ষার জন্য আমরা আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের পরিসর এমন পর্যায়ে সীমিত রেখেছি যাকে বলা হয় "বিশিষ্ট নমুনা"। এ সমীক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মর্যাদাঅর্জনকারী নারী, নারী বিপ্লবী, নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যা, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নির্বাহীর স্ত্রী ও রাজনীতিকদের স্ত্রী হচ্ছেন উল্লিখিত 'বিশিষ্ট নমুনা'। এঁরা সবাই রাজনৈতিক অভিজাতবর্গভুক্ত। বিপ্লবী নারী ও নির্বাচিত নারী রাজনীতিকরা নতুন নারী ভূমিকার পরিচায়ক। রাজনীতিকদের স্ত্রীদের জীবনে প্রায় সকল নারীর প্রত্যাশিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের চূড়ান্ত আকারটি প্রতিফলিত। বস্তুতঃ ঐ নারীরা সনাতন পন্থায়ও এরকম রাজনৈতিক অংশীদারীতে সামিল হতে পারতেন।

৩–১ সারণীতে তিন আদর্শ টাইপের বাছাই করা নারীর একটা তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। নির্বাচিত নারীদের প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ের আচরণের সঙ্গে কিছু মহিলার কর্মবৃত্তি শুরুর বয়সের আচরণ এবং তাঁদের স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ধারায় তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। মার্গারেট চেজ স্মিথের মত কিছু নারীর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে যে প্রবল ধারা-ঐতিহ্যটি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে, স্বামীদের মধ্যস্থতায় তাঁরা রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছেন। আমরা এই নারীগোষ্ঠীকে নির্বাচিত/ মধ্যস্থগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছি। এরা দৃশ্যতঃ লোকনারী ধরনের নারী, প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে পুনঃসামাজিকীকৃত। গোল্ডা মেয়ারের মত আরেক নারীগোষ্ঠীর মেয়েরা তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকেই রাজনীতিতে নিজেরা সরাসরি শরীক। আমরা এ ধরনের নারীদেরকে নির্বাচিত/ 'ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারীগোষ্ঠী' (স্পষ্টতঃ সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী টাইপ) নাম দিয়েছি। বিপ্লবী নারীরাও বিভিন্ন ধরনের পরিণত বয়স্ক আচরণের পরিচয় দিয়েছেন। নাদেঝ্দা ক্রুপস্কায়ার (লেনিনের স্ত্রী) মত কিছু নারী রাজনৈতিক নিগ্রহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকনারী। অন্যান্য বিপ্লবী নারী বিখ্যাত সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী তবে নিজ নিজ জীবন পরিসরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বিভিন্ন। এদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হন, কেউবা বিক্ষোভকারী-নৈরাজ্যবাদী হয়ে ওঠেন। অন্যেরা প্রধানতঃ তাত্ত্বিকতাপ্রবণ ; প্রয়োজনের তাগিদে প্রশাসক, সাফল্যপ্রয়াসী। যাদের খ্যাতির উৎস প্রধানতঃ হিংসাত্মক/ নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপ আমরা তাঁদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে পরিচিত লেবেল দিয়েছি। অন্যান্য বিপ্লবী নারী যাঁরা সরকারের সহিংস উৎখাতের সপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু ব্যক্তিগত সহিংসতার কারণে খ্যাতিমান হন নি আমরা তাদেরকে 'বিপ্লবী' বলে উল্লেখ করেছি। এখানে আবারও এই মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায় যে,

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্তবয়স্ক আচরণে উল্লিখিত ভিন্নতাগুলি প্রথমদিকের সামাজিকীকরণের ধাঁচের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

চিত্র ঃ ৩-১

সমীক্ষাকৃত নারী

নাম	জন্মবর্ষ	মৃত্যুবর্ষ	দেশ
গৃহিনী নারী			
১। ইভঁ ভাঁদ্রা দ্য গল	১৯০০	—	ফ্রান্স
২। ম্যামি ডাউড অ্যাইসেনহাওয়ার	১৮৯৬	—	যুক্তরাষ্ট্র
৩। নিনা পেত্রভ্না ক্রুশ্চভ	?	—	সোভিয়েট ইউনিয়ন
৪। থেলমা প্যাট্রিসিয়া রিয়ান নিকসন	১৯১২	—	যুক্তরাষ্ট্র
৫। নাদেঝ্দা আলিলুয়েভা স্তালিন	১৯০৩	১৯৩২	সোভিয়েট ইউনিয়ন
৬। এলিজাবেথ (বেস) ট্রুম্যান	১৮৮৫	১৯৭২	যুক্তরাষ্ট্র
৭। গ্ল্যাডিস মেরি বল্ডউইন উইলসন	১৯১৬	—	গ্রেট বৃটেন
লোকনারী			
১। ক্লেমেন্টাইন হোজিয়ার চার্চিল	১৮৮৫	—	ঐ
২। ক্লডিয়া অল্টা (লেডিবার্ড) টেইলর জনসন	১৯১২	—	যুক্তরাষ্ট্র
৩। জ্যাকুলিন (জ্যাকি) বুভার কেনেডি	১৯২৯	—	ঐ
৪। নাদেঝ্দা কনস্তান্তিনোভা ক্রুপস্কয়া (লেনিনপত্নী)	১৮৬৯	১৯৩৯	সোভিয়েট ইউনিয়ন
৫। আনা এলিনর রুজভেল্ট	১৮৮৪	১৯৬২	যুক্তরাষ্ট্র
নির্বাচিত/মধ্যস্থ অবলম্বনকারী নারী			
১। ন্যান্সি বিচার ল্যাঙ্গহর্ণ অ্যাস্টর	১৮৭৯	১৯৬৪	গ্রেট বৃটেন
২। মার্গারেট চেজ স্মিথ	১৮৯৭	—	যুক্তরাষ্ট্র
৩। লিওনর ফ্রেজার সুলিভ্যান	১৯০৪	—	ঐ
নির্বাচিত/ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারী			
১। শার্লি এস হিল চিশল্ম	১৯২৪	—	ঐ

www.nagorikpathagar.org

২। বার্নাডেট ডেভলিন	১৯৪৭	—	উত্তর আয়ারল্যাণ্ড
৩। ইন্দিরা নেহরু গান্ধী	১৯১৭	—	ভারত
৪। এলা ট্যামবুসি গ্র্যাসো	১৯১৯	—	যুক্তরাষ্ট্র
৫। মার্থা রাইট গ্রিফিথ্‌স	১৯১২	—	ঐ
৬। গোল্ডা মাবোভিচ মেয়ার	১৮৯৮	—	ইসরাইল
৭। মার্গারেট হিল্ডা রবার্টস থ্যাচার	১৯২৫	—	গ্রেট বৃটেন

বিপ্লবী নারী

১। একাতারিণা ব্রেশকো ব্রেশকভ্‌স্কায়া	১৮৪৪	১৯৩৪	রাশিয়া
২। ইভা ব্রয়ডো	১৮৭৬	১৯৪১	ঐ
৩। অ্যাঞ্জেলা ডেভিস	১৯৪৪	—	যুক্তরাষ্ট্র
৪। হ্যালিদা এদিব	১৮৭৮	১৯৬৪	তুরস্ক
৫। মড গোণে	১৮৬৬	১৯৫৩	আয়ারল্যাণ্ড
৬। ডোলোরেস ইবারুরি (লা পাসিওনারিয়া)	১৮৯৫	—	স্পেন
৭। আলেকজান্ড্রা কোলোনতাই	১৮৭২	১৯৫২	রাশিয়া
৮। রোজা লুক্সেমবার্গ	১৯৭১	১৯১৯	ঐ, জার্মানী, পোল্যাণ্ড
৯। কনস্ট্যান্স মার্কিয়েভিজ	১৮৭৬	১৯২৭	আয়ারল্যাণ্ড

সন্ত্রাসবাদী নারী

১। শার্লট কর্ডে	১৭৬৮	১৭৯৩	ফ্রান্স
২। চিঁউ চিন	১৮৭৫	১৯০৮	চীন
৩। এমা গোল্ডম্যান	১৮৬৯	১৯৪০	যুক্তরাষ্ট্র
৪। সোফিয়া পেরভস্কায়া	১৮৫৩	১৮৮১	রাশিয়া
৫। ভেরা আইভানভনা জাসুলিচ	১৮৪৯	১৯১৯	রাশিয়া।

সমীক্ষাকৃত নারীরা নির্বিচার, প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা নয়। এ সত্ত্বেও এদের বাছাইয়ে একতরফা প্রবণতা কমানোর জন্য নানাভাবে আমরা চেষ্টা করেছি। প্রথমতঃ গৃহিনী ও লোকনারী টাইপের প্রতিনিধি হিসেবে একান্তভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন বিশ শতকের বিশ্বের প্রবল রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রধান নির্বাহীদের স্ত্রীরা। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে

www.nagorikpathagar.org

নেওয়া হয়েছে লেনিন, স্তালিন ও ক্রুশ্চভের স্ত্রীকে। ব্রেঝনেভের স্ত্রী সম্পর্কে কার্যতঃ কিছুই জানা না থাকায় তাঁকে বাদ দিতে হয়েছে। ক্রুশ্চভের স্ত্রীকে তালিকাভূক্ত করার পরেও তাঁর সম্পর্কে তথ্য খুবই কম থাকায় তাঁকেও তালিকা থেকে দ্রুত বাদ দিতে হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পত্নীদের মধ্যে আছেন, "এলিনর রুজভেল্ট, এলিজাবেথ (বেস) ট্রুম্যান, ম্যামি আইসেনহাওয়ার, জ্যাকুলিন (জ্যাকি) কেনেডি, লেডিবার্ড জনসন ও প্যাট নিকসন। পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের স্ত্রীদের মধ্যে আছেন ঃ ইভঁ দ্য গল, (৫ম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ১ম প্রেসিডেন্টের স্ত্রী) এবং দুই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ঃ গ্ল্যাডিজ মেরি উইলসন ও ক্লেমেন্টাইন চার্চিল।

নির্বাচিত নারীদের বেছে নেওয়া হয়েছে মূলতঃ তাঁদের নিজ নিজ অর্জিত কীর্তির কারণে। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর কার্যক্ষমতা গোষ্ঠীর নির্বাচিত নারীদের মধ্যে রয়েছেন স্পষ্টতঃই বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ। মার্গারেট চেজ স্মীথ ছিলেন দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ও সেনেটর। একটি বড় রাজনৈতিক দল থেকে তিনিই ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে মার্কিন ইতিহাসে পার্টি মনোনয়নের জন্য আবেদনকারী প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নারী প্রার্থী। লেডি ন্যান্সি অ্যাস্টর বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রথম নির্বাচিত মহিলা। তিনি ঐ আসনে দীর্ঘ ২৫ বছর বহাল ছিলেন। পরিশেষে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি লিওনর সুলিভ্যানকে। ইনি প্রায় ২৫ বছর ধরে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যা ছিলেন। তাঁদের মত রাজনৈতিক পরিচিতসম্পন্ন নারী বিশ্বে খুব কমই আছেন।

নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষম গোষ্ঠীর নারীরাও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের খ্যাতি বা কর্তৃত্বমূলক অবস্থান বা মর্যাদা ছিল কার্যতঃ অদ্বিতীয়। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ; গোল্ডা মেয়ারও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ; তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদ ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫। এলা গ্র্যাসো সাবেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ও ১৯৭৪ সাল থেকে কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর। কোনও মার্কিন অঙ্গরাজ্যে নিজ যোগ্যতা গুণে তিনিই প্রথম নির্বাচিত মহিলা গভর্ণর। মার্থা গ্রিফিথ্‌স প্রায় বিশ বছর ধরে মিশিগানের ১৭শ ডিস্ট্রিক্ট (ডেট্রয়ট) থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য ; শার্লি চিশলম মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে অন্যতম প্রথম নির্বাচিত কৃষ্ণকায় মহিলা সদস্য যিনি মার্গারেট স্মিথের সঙ্গে যুগপৎ যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের দুই প্রার্থী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। বহু বছর ধরে পার্লামেন্ট সদস্য, ১৮৭৫-এর গ্রীষ্ম থেকে বৃটিশ রক্ষণশীল দলের নেত্রী মার্গারেট থ্যাচার এই বই লেখার সময় বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হবার অপেক্ষায় ছিলেন। সবার শেষে বার্ণাডেট ডেভলিন, সম্ভবতঃ বৃটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত সর্বকনিষ্ঠ মহিলা সদস্য ও বিশ্রুত আইরিশ বিপ্লবী।

www.nagorikpathagar.org

বিশিষ্ট, উচুঁদরের নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীর অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা পাওয়ার কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা হয়তবা থেকে যেতেও পারে। তবু আমাদের বিশ্বাস, আমরা যাঁদেরকে বাছাই করেছি তাঁরাও সার্বজনীন নমুনাগুলির মধ্যেই আছেন। এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। সার্বিকভাবে বলা যায়, এসব নারী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কারও অর্জিত চূড়ান্ত ধরনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার। সমীক্ষাভুক্ত গৃহিনী ও লোকনারীর তুলনায় এসব সাফল্যপ্রয়াসী নারীর সামাজিকীকরণের ধাঁচ ও প্রাপ্তবয়স্ক আচরণ বাস্তবিকপক্ষেই যদি ভিন্ন হয়ে থাকে তাহ'লে এ ধরনের নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কী কী ধরনের পরিবর্তন দরকার হতে পারে সে সম্পর্কে আমরা অনেকখানি অবহিত হতে পারব।

সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিপ্লবী নারীদের সম্পর্কেও বলা যায় যে, তাঁরা তাঁদের সমসাময়িককালে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দলের সদস্যা, রুশ বিপ্লবের 'ক্ষুদে দাদী' বলে পরিচিত একাতারিণা ব্রেশকো ব্রেশকোভস্কয়া, রুশ মার্কসবাদী ও মেনশেভিক ইভা ব্রয়ডো, আইরিশ বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য এবং মেয়েরাও পুরুষদের মত মুক্তিযুদ্ধে লড়তে পারে তা দেখানোর জন্য "ডটার্স অব আইরিণ' নামে এক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মড গোণে, মুষ্টিমেয় তুর্কী বিপ্লবী নারীদের প্রথম সারির অন্যতম নেত্রী, 'ইয়ং টার্ক' (তানিনে) নামে সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় তুর্কী সংবাদপত্রের লেখক ও জাতীয়তাবাদ সমর্থক গুপ্ত সংগঠন 'তুর্কী আবাসভূমি' সংগঠনের সাধারণ কংগ্রেসের একমাত্র নারী সদস্য হালিদা এদিব, রুশ মার্কসবাদী, বলশেভিক ও লেনিনের প্রথম সোভিয়েত মন্ত্রিসভার সমাজকল্যাণ দপ্তরের কমিশার (মন্ত্রী) এবং বিদেশে মন্ত্রী মর্যাদায় প্রেরিত বিশ্বের প্রথম নারী অলেকজান্দ্রা কোলোনতাই ; পোল, রুশ ও জার্মান সমাজ-গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, জার্মান বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ও তাত্ত্বিক, জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সমসাময়িককালের বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের (নিকোলাই লেনিন, লিওন ট্রটস্কি, কার্ল কাওত্স্কি, কার্ল লিয়েবনেশ্ট ও জর্জ প্লেখানভ) সমতুল্যগণ্য চিন্তাবিদ রোজা লুকসেমবুর্গ, কৃষ্ণকায় আমেরিকান, বিপ্লবী কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচারের জন্য ১৯৭০-এর দশকে খ্যাত অ্যাঞ্জেলা ডেভিস, আইরিশ বিপ্লবী, বৃটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রথম নারী (নির্বাচিনের সময় তিনি কারাগারে থাকায়, বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা তাঁকে গ্রহণ করতে চাইলেও তিনি পার্লামেন্টে তাঁর আসন গ্রহণ করতে পারেন নি। পরে আইরিশ পার্লামেন্টের প্রথম নির্বাচিত মহিলা সদস্য যিনি পার্লামেন্টের আসনে আসীন হন এবং আইরিশ বিপ্লবের পর শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন), কন্সট্যান্স মার্কিয়েভিজ, এবং পরিশেষে, স্প্যানিশ বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের বীরাঙ্গনা

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থাপক এবং জেনারালাসিমো ফ্রাঙ্কোর ও জাতীয়তাবাদীদের বিরোধী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বলিষ্ঠ কম্যুনিস্ট কণ্ঠস্বর ডোলোরেস ইবারুরি (লা পাসিওনারিয়া)।

আমাদের বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারী বাছাইয়ের ব্যাপারটি বাস্তবিক কারণেই রাজনীতিকদের স্ত্রী ও নির্বাচিত রাজনৈতিক নারী বাছাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যক্তি পর্যায়ের। এ সীমাবদ্ধতার কারণও আছে। আমরা ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলির লোকেরা দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের খুব বেশি বিখ্যাত বিপ্লবী সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। এই প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ, ভাষা। তবে এই গ্রন্থের অন্যতম লেখিকা রিটা মে কেলি নিজে রুশ ভাষা জানেন এবং রুশ সন্ত্রাসবাদী/ বিপ্লবী নারী ভেরা জাসুলিচের ওপর তাঁর ডক্টরেটের এক অভিসন্দর্ভ রচনা করেন বলে বহুসংখ্যক রুশ বিপ্লবী নারীকে এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নারী বিপ্লবীদের মধ্যে থেকে এ সমীক্ষার জন্য নারী বাছাই করা হয়েছে। তুর্কী বিপ্লবী হালিদা এদিব তুর্কী বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নারী ব্যক্তিত্ব না হলেও তাঁদের কাতারেরই একজন। মড গোনে, কাউন্টেস মার্কিয়েভিজ ও লা পাসিওনারিয়াও তাঁদের নিজ নিজ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

পাঁচ নারী এ সমীক্ষায় সন্ত্রাসবাদী/বিক্ষোভকারী নারীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। এঁরা হলেন ঃ 'জেমলিয়া-ই-ভোলিয়া' ও 'নারোদনায়া ভোলিয়ার' অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ও নেত্রী, সন্ত্রাসবাদী, ১৮৮১ সালে রুশ জার ২য় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার পরিকল্পনাকারী ও তাঁর ঘাতক সোফিয়া পেরভস্কায়া। ১৮৭৮ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের গভর্ণর জেনারেল ত্রেপভকে হত্যার জন্য হামলাকারী এবং পরবর্তীকালে রুশ মার্কসবাদ ও মেনশেভিকবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ভেরা আইভানোভনা জাসুলিচ ; ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন, জঁ্যা পল মারাতকে স্নানাগারের টবে ছুরিকাঘাতকারী শার্লট কর্ডে, সুপরিচিত মার্কিন বিক্ষোভকারী ও নৈরাজ্যবাদী এমা গোল্ডম্যান এবং ১৯০৬ সালে চীনের সিকিয়াং-এর প্রধান বিপ্লবী সংগঠন 'দি চাইনিজ রেস্টোরেশন সোসাইটি'র সদস্য, চাইনিজ উইমেন জার্নালের-এর প্রতিষ্ঠাতা ও একজন প্রাদেশিক গভর্ণরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকায় শিরচ্ছেদ দণ্ডে প্রাণদাত্রী চিঁউ চিন। আমরা আবারও এই সন্ত্রাসবাদী/ বিক্ষোভকারী নমুনাগুলিকে প্রতিনিধিত্বশীল এমন দাবী করছি না। আমরা কেবল এদের অস্তিত্বের কথা জেনে এদের জীবন বৃত্তান্তের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের বিশ্বাস, সাধারণতঃ মানুষ যেসব ধরনের রাজনৈতিক আচরণে লিপ্ত হয় সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া নারীরা সেসব রাজনৈতিক আচরণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক নারীদের এসব আদর্শ টাইপ ও উপগোষ্ঠী টাইপগুলির মেয়েদের তথ্যাদির মধ্যে যদি নানা ধাঁচ বা তারতম্যের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহ'লে

www.nagorikpathagar.org

আমরা আমাদের সমাজ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত উভয় তত্ত্বের অনুকূলে যথেষ্ট সমর্থন পেতে সক্ষম হব যা অন্যদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হতে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য/উপাত্ত লাভের সুবিধের জন্য একটা আদর্শ মানের 'ফরম' (পরিশিষ্ট দ্রঃ) তৈরী করা হয়। ফরমটি এসব নারী সম্পর্কে সংগৃহীত বিরাজমান ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক উপাত্তগুলিকে পদ্ধতিসম্মতভাবে তুলনা করে দেখার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। প্রতিটি পাত্রের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য এ গ্রন্থের দু'জন গ্রন্থকার স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রায় সকল পাত্রের ক্ষেত্রেই বাইরের কমপক্ষে একজন 'রীডার' ও 'কোডার'কে উপাত্ত ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার জন্য বলা হয়। ভাষার প্রতিবন্ধকতা ও অর্থাভাবের কারণে মাত্র এক ব্যক্তি রুশ পাত্রদের তথ্য ও সংশ্লিষ্ট বিবরণী পরীক্ষা করে সংশোধন করেছেন। অবশ্য এ গ্রন্থের দুই গ্রন্থকার এসব তথ্য ও সকল পাত্রের জন্য আদর্শ উপাত্ত ফরমের প্রতিটি বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে পর্যালোচনা করেছেন। প্রতিটি কোডিং-এর যাথার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনর্বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। আর উভয় গ্রন্থকার যথার্থ 'কোড' সন্নিবেশিত হয়েছে এই মর্মে একমত না হওয়া পর্যন্ত ঐ পর্যালোচনা-পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া চলেছে। উপাত্তের সূত্র ও উৎসগুলির বিভিন্ন প্রকৃতির বিধায় (জীবনী, আত্মচরিত ও প্রশ্নমালা) একাধিক সূত্র কাজে লাগিয়ে প্রতিটি তথ্য যাচাই করে নেবার জন্য সর্বাত্মক যত্ন নেওয়া হয়েছে। ফরমে সন্নিবেশিত কোনও বিষয় বা আইটেমের জন্য কোডারের পক্ষ থেকে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকার হ'লে (অর্থাৎ পাত্রের মা ক'বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত—এ ধরনের সাদামাটা কোনও তথ্য না হ'লে) সংশ্লিষ্ট ঐ আইটেম বা বিষয়ের শূন্যঘর — সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রশ্নাতীত হলে, একটা বড় ধরনের সূত্র থেকে সরাসরি বরাত দেওয়া গেলে এবং সকল 'রীডার' সর্বসম্মত রায় দিলেই কেবল — পূরণ করা হয়েছে। গ্রন্থকার কার্যপদ্ধতি, রীতি ও প্রাপ্ত তথ্যাদির [illegible]ানের ওপর এক অত্যন্ত রক্ষণশীল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। কোনওক্ষেত্রে, তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে পার্থক্য-ভিন্নতা আছে দেখা গেলে অনুরূপ ক্ষেত্রে 'নন-রিপোর্টিং'-এর জন্য সংশয়জনিত সকল রকমের 'ছাড়' দেওয়া হয়েছে। এভাবে কোডিং বা সঙ্কেতায়ন পদ্ধতিতে 'টাইপ-২ অর্থাৎ 'বিটা এরার'-এর সম্ভাবনা তথা একটা বাতিল অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে যা কার্যতঃ একথা বলারই সামিল যে, কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই যদিও একটা সম্পর্ক অস্তিত্বমান। এ সিদ্ধান্তের কারণে আন্তঃ ও অন্তর্কোডার নির্ভরযোগ্যতার নির্ভুল যাচাই-পরিমাপগুলির দরকার পড়ে নি। বস্তুতঃ এটা অনাবশ্যক বাহুল্যও হত এই কারণে যে, কোনও প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশের জন্য শর্ত ছিলই যে, ঐ বিষয়ে একশতভাগ মতৈক্য থাকতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। (গ্রন্থকার সচেতন যে, নিরীক্ষা ও পথিকৃৎধর্মী' গবেষণায় স্বাভাবিক গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে, 'টাইপ-১' বা 'আলফা এরার'-ভ্রমের ঝুঁকি টাইপ-২ 'বিটা এরার-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি নেওয়া। তবু আমাদের বিবেচনায় আমরা মনে করি, অন্যের তৈরী জীবনচরিতগুলি ব্যবহার করতে হওয়ায় তা 'বিটা এরার'-এর ঝুঁকি গ্রহণকেই অধিকতর শ্রেয় করে তুলেছে।

আমাদের সমীক্ষা অনুসন্ধানমূলক। নিরীক্ষাধর্মী। আর তাই এই সমীক্ষা, এমনকি, প্রমাণের পরিবর্তে যদি অনুমিত নানা সিদ্ধান্তের বা প্রকল্পের জন্ম দিতেও সক্ষম হয়, তাহলেও এর উদ্দেশ্য সার্থক হবে। এত বিচিত্র উপায়ে সংগৃহীত জীবনীমূলক উপাত্ত, তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক ঘটনা (বা কেস), পূর্বাপর তুলনামূলক ডিজাইনের ব্যবহার-প্রয়োগ থেকে স্পটতঃই বোঝা যায় যে, আমরা ঘোষিত হাইপোথিসিস সমূহের (প্রকল্পের) যাচাই-পরীক্ষা করছি না। গ্রন্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মাঝে মাঝে পরিসংখ্যানগত কিছু যাচাই-পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলির প্রযোজ্যতা, নমুনা ও ডিজাইনের স্বল্পতার নিরিখে বিচার করতে হবে। মাঝে মাঝে আমরা স্কেল, শতকরা হার ও তাৎপর্যের পরখ-যাচাই পদ্ধতিও কাজে লাগিয়েছি। স্বল্পসংখ্যক কেস বা পাত্রসংশ্লিষ্ট ঘটনার ভিত্তিতে প্রবণতাগুলির ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ স্থির করায় পাঠককে একটা পরামর্শমূলক নির্দেশনাদান ও আমাদের পাত্রদের মধ্যে যেসব প্রবণতা ও ধাঁচ আলোচিত হয়েছে সেগুলিকে পরিস্কার, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তুলে ধরতে সাহায্য করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা যেসব অনুমিত সিদ্ধান্ত/প্রকল্প বা হাইপোথিসিস গড়ে তুলেছি সেগুলির সংশ্লিষ্ট সত্যিকারের উন্নত অবস্থানগত মর্যাদার নারীদের বিরাজমান জীবনীমূলক তথ্য/উপাত্তের 'দরকারী গুণ বা উৎকর্ষ' নির্ণয় করতে চাই। আমরা মনে করি, ডিজাইনের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা কলেজ ছাত্র, এমনকি, সাধারণভাবে মহিলাদের কৃত নির্বিচার নমুনায়ন, প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সমীক্ষায় আমাদের প্রয়াস সত্যিকারের রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণের জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি উদঘাটিত করতে সক্ষম হবে- এমন সম্ভাবনাই সমধিক। আর তা হলে এ ধরনের সমীক্ষার জন্যে যেসব কঠোর বিজ্ঞানিক শর্ত রয়েছে ঐসব শর্তই অনেকখানি ভালভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে।

গৃহিণী (একান্ত) নারী/পুরবাসিনী নারী

সনাতন ঐতিহ্যের নিগড়ে বাঁধা রাজনীতিকের স্ত্রী

উইন্সটন চার্চিল একবার লিখেছিলেন, "পরিবার ও গৃহের পরিবেশেই মানব সমাজের মহত্তম প্রভাবশীল উৎকর্ষ ও গুণাবলী বিকশিত, বলিষ্ঠতাপ্রাপ্ত ও লালিত হয়"। কাজেই

www.nagorikpathagar.org

নারী যদি সনাতন ঐতিহ্যমাফিক ধারায় সেই পরিবার ও গৃহের চৌহদ্দিতে নিজ জীবনের মৌল অর্থকে বাঁধা রেখে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিমন্ডলে সম্ভাব্য মর্যাদা ছেড়ে এই দুনিয়ায় তাদের সত্যিকারের মর্যাদাকে হালকাভাবে হলেও ক্ষুণ্ন করে থাকে তাহ'লে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। বক্ষ্যমান গ্রন্থের পরিসরে এমন শ্রেণীর কিছু নারী সম্পর্কে আলোচনা হবে যাঁরা রাজনীতির তুলনায় পরিবারের গুরুত্বের বিষয়টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা সচেতনভাবে রাজনীতিকে এতখানি বিশাল তাৎপর্যমণ্ডিত করতে চান না যা তাঁদের পরিবারের স্থিতিকে বিপদাপন্ন করতে পারে। কিন্তু এসত্ত্বেও দেখা যায়, রাজনীতি এসব নারীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত ; তাঁদের পরিবারের মধ্যে এই রাজনীতি অতর্কিতে অনধিকার ঢুকে পড়েছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ পরিবারের খোদ অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এরাই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য "রাজনীতিকদের সনাতন ঐতিহ্যের নিগড়ে বাঁধা স্ত্রীগণ'।

প্রথমে এমনটা মনে হতে পারে যে, রাজনীতিকদের স্ত্রীকে গৃহিণী বলাটা পরস্পর বিরোধী। গ্রীক ধারণার সংজ্ঞায় সম্ভবত লোক ও পারিবারিক (গৃহ) অঙ্গনের মধ্যে যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে সম্ভবত রাজনৈতিক জীবন ও সনাতন গৃহিণী নারীজীবনে সেরকম পার্থক্যই চরম সুস্পষ্ট। রাজনীতিকের স্ত্রী তথা গৃহিণী নারী শ্রেণীর অর্ধাংশ অর্থাৎ (গৃহিণী) রাজনৈতিক নারীরা নিজেরা নিজেদেরকে লোকঅঙ্গনে নিয়ে যায়। তার ওপর দাবী আসে গৃহের বাইরের বৃহত্তর সমাজকে নিজ বিবেচনায় আনার। সে এই অনুশাসনের চাপে পড়ে যে, একজন ব্যক্তির চূড়ান্ত সার্থকতাবোধ আসে নগর-রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও বিকাশে তার অবদান থেকে। পক্ষান্তরে, এই শ্রেণীর নিখাদ গৃহিণী স্ত্রী অংশটি এর ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করে। তার কাছে পরিবার, বিশেষত আণব পরিবারই (স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের ক্ষুদ্র পরিবার) একান্ত মৌলিক ও জরুরী বৈশিষ্ট্যময়। আণব পরিবারের একান্তকরণের ফলশ্রুতিতে এই পরিবার সনাতন বৃহদায়তন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সনাতন পরিবার একদা আপন ঐতিহ্যে ছিল, কওম, গোত্র, উপজাতি ও গোষ্ঠীর মত অপেক্ষাকৃত বড় সমাজ (মানব) সংগঠনের জটিল নেটওয়ার্কের অন্যতম অঙ্গ। চূড়ান্ত পর্যায়ে, আণব পরিবারের বধূটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয় যে তার বিয়ের পর স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা হারায়। এই মর্যাদা হারানোর প্রমাণ পাওয়া যায় বিয়ের (খৃষ্টীয়) আইনে ঃ "বিয়ের বদৌলতে আইনের চোখে স্বামী ও স্ত্রী অভিন্ন ব্যক্তিসত্তা।" অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নারীর স্বকীয় বা আইনগত অস্তিত্ব বিয়ে না ভাঙ্গা পর্যন্ত স্থগিত থাকে কিংবা অন্ততঃপক্ষে তার স্বামীর অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সংহৃত করা হয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, প্রধান ও প্রাথমিক বিষয় হিসেবে পরিবারের দায়িত্ব বিবাহিত নারীর ওপর অর্পণ করা হয়। আর এ ভাবে সে লোকজগত থেকে এত

www.nagorikpathagar.org

দূরে চলে যায় যে, সম্ভাবনাময় লোক-রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে ঐ নারীর স্বাধীনতার বিষয়টিও সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ে।

এখানে সাতজন নারী আমাদের আলোচনার পাত্রী। এরা সনাতন গৃহিণী নারীটাইপের নারীর ধারায় রাজনীতিকের স্ত্রীর ভূমিকায় চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছেন। এ সাতজন নারী ওদের নিজ নিজ দেশের সরকারের প্রধান নির্বাহীর স্ত্রী। নিশ্চিতভাবেই আশা করা যায়, 'রাজনীতিকের স্ত্রী' যেসব পরস্পর বিরোধী সংঘাতময় শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয় এই নির্বাচিত সাতজনের ক্ষেত্রে সেগুলি তুঙ্গে উঠেছে। দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে সর্বাধিক চাপের মুখে থাকতে হয় বলে লোককার্যকলাপে তাদের সর্বশক্তি, সময় ও উদ্যোগ নিয়োগ করতে হয়। একইভাবে একই অনিবার্য কারণে তাদের স্ত্রীরাও এমন নানা বিচিত্র চাপের মোকাবেলা করেন যেগুলির মুখোমুখি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরকে আদৌ করতে হয় না। আমাদের গবেষণার 'গৃহিণী (একান্ত)' স্ত্রীরা হচ্ছেন ঃ গ্ল্যাডিস মেরি উইলসন, সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী, ন্যান্সি আইজেনহাওয়ার, বেজ ট্রুম্যান ও প্যাট নিকসন—তিনজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, ইভঁ দ্য গল, ফ্রান্সের ৫ম প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, নাদেঝদা অ্যালিলুয়েভা ও নিনা ক্রুশ্চভ—যথাক্রমে স্তালিন ও ক্রুশ্চভের স্ত্রী, স্তালিন ও ক্রুশ্চভ উভয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের ও ঐ দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধান ছিলেন।

এই সাত নারীর ব্যাপারে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ঃ দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্ত্রীর হয়ে কারও পক্ষে রাজনীতি পছন্দ না করা কিংবা তাতে আগ্রহী না হওয়া সম্ভব কি না? 'রাজনীতি' শব্দটির ব্যাপারে সংজ্ঞা নিরূপণগত সমস্যা নিশ্চিতভাবেই আছে। যে কেউ আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কোনও নীতির প্রশ্নে নানা ধরনের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের শাখা-প্রশাখায়ন ইত্যাদির ব্যাপারে সহজবোধ্য কারণে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেও নির্বাচনী রাজনীতিতে তার আগ্রহ না-ও থাকতে পারে। বস্তুতপক্ষে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য হলেও প্রয়োগ-যাচাইমূলক ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যমূলক ভিন্নতাটি নিরূপণ করা বা সেই অনুযায়ী আলোচনা সহজসাধ্য নয়। যেমন, নারীদের কেউ একজন যখন বলেন যে, তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী বা আগ্রহী নন কিংবা তাঁর কাছে রাজনীতি প্রধান (বৈশিষ্ট্যময়) বা প্রধান নয় (বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যহীন) সেক্ষেত্রে রাজনীতি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যটি কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। মনে হয় তাঁর, রাজনীতি কথাটির সাধারণ অর্থ-তাৎপর্য সম্পর্কে সার্বজনীন উপলব্ধি আছে। কোনও না কোনও বিন্দুতে পৌঁছে বারংবার মূল ধারণায় ফিরে আসা বন্ধ হওয়া উচিৎ বলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে আমরা এখন ধরে নিচ্ছি যে, গবেষকগণ নারীদের জন্য 'রাজনীতি' সম্পর্কে যে ধারণা অনুমান করেন সেগুলি রাজনীতি সম্পর্কে উল্লিখিত ধারণার অভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

কিংবা অনেকটা অনুরূপ। এ সত্ত্বেও যেখানে যতটা সম্ভব রাজনীতির অর্থের সূক্ষ্মতর স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরা হবে।

রাজনীতিকদের স্ত্রীরা কখনই রাজনীতি সম্পর্কে পুরোপুরি অসচেতন বা অনবহিত থাকতে পারেন না, কেননা, সারাটা জীবনই তাঁদেরকে এমন একটা মানুষের সঙ্গে কাটাতে হয় যাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত। অনেকেই অবশ্য বলতে পারেন যে, রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও এর বিরুদ্ধে দারুণ অপছন্দ বজায় রাখা পুরোপুরি সম্ভব। যেসব নারী পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের একান্ত জগতে নিজেকে নিবেদিত রাখতে চান তাঁদের পক্ষে বস্তুতঃ এটা সম্ভব। গতি, সময়ক্ষেপন, উদ্যম নিয়োগসহ বিয়ের ওপর স্বামীর কর্মবৃত্তির যেসব মানসিক ও অন্যান্য অসংখ্য চাপ পড়ে তা প্রচণ্ড গুরুভার হয়ে উঠতে পারে। বিষয়টি এতই রূঢ় বাস্তবতা যে, ভিন্ন ভিন্ন বহিরাঙ্গন কর্মবৃত্তিধারী পুরুষ-নারী-দুই ব্যক্তির বিয়ের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। এ ধরনের বিয়ের ঘটনা কদাচিত হওয়ার কারণ যদি কাঠামোগত না-ও হয়ে থাকে এ ধরনের বিয়ে দৃশ্যতঃ ভঙ্গুর বটে। সমাজ অবশ্য দুই স্বতন্ত্র কর্মবৃত্তিসম্পন্ন নর-নারীর বিয়ের কাঠামগোত বাধা বৃদ্ধি কিংবা প্রশমিত করতে পারে। নর-নারীর ভূমিকার প্রভেদ যত বেশি কঠোর হয়, এ ধরনের বিয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক অন্তরায় বা নিয়ন্ত্রণ ততই বেড়ে যায়। অবশ্য এটাও সত্যি যে, কোনও কোনও বিশেষ পেশা অন্যান্য পেশার তুলনায় বিয়ের ওপর তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করে।

রাজনীতি পেশা বা কর্মবৃত্তির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, যেসব অসুবিধে ও বাধার কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলিই এতে আছে। তাছাড়া, লোকদৃষ্টি ও মনোযোগ রাজনীতিকের ওপর এসে পড়ায় ঐসব সমস্যার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর কার্যকলাপ তথা মিথস্ক্রিয়া একান্ততার পরিবর্তে জনসমক্ষে সম্পাদিত হওয়ার ফলে তা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। রাজনৈতিক ব্যক্তি কার্যতঃ জনগণের ভৃত্য বা 'সেবক' কথাটি কোনও স্থবির ছবি মাত্র নয়। এ ছাড়া, বিয়ের সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধেও আমাদের কিছু ধারণা-অনুমান আছে। আমরা মনে করি, এটির সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক ধারণাও জড়িত। আর সে জন্যই একজন রাজনীতিকের স্ত্রীও ঐ রাজনীতিকের মত লোকসম্পত্তিতে পরিণত হন। নিজের খেয়ালখুশির কারণে নয় বরং স্বামীর কর্মবৃত্তির কারণেই একরম একটা পরিস্থিতিতে পড়ার জন্য রাজনীতিকের স্ত্রীরা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার বেলায় বাস্তবিকপক্ষেই বেশ অসুবিধেয় পড়তে পারেন। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর সংখ্যার 'টাইম' সাময়িকীতে একটা বড়সড় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধের বিষয়বস্তু ঃ 'রাজনীতিকের স্ত্রীর ঝামেলা'। নিবন্ধের আখ্যান অনুযায়ী ওয়াশিংটনের জাঁদরেল, ডাকসাইটে রাজনীতিকদের স্ত্রীদের কয়েকজনের চিকিৎসক হবার সুবাদে নিজের পরিচয় গোপন রেখে এক ব্যক্তি তাঁর ধারণার উল্লেখ করে বলেন, রাজনীতিকদের

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীদের ৩/৪ শতাংশের বেশি কেউই সত্যিকার অর্থে তাঁরা যা করছেন, উপভোগ করেন না।

> তলে তলে সেখানে প্রচুর অসন্তোষ চাপা পড়ে আছে। ওরা তোতাপাখির যান্ত্রিক বোলে সব সময়ই এভাবে শুরু করে ঃ 'আমার প্রিয় প্রাণাধিক স্বামী অমুক কাউন্টির জন্য প্রাণপাত করছেন' কিংবা 'কোথায় না তাকে জাহান্নামের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।' কিন্তু আপনি যদি আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি ঐ সময় আরও সজাগ রাখতে পারেন তাহ'লে সেটার আসল মর্মবাণী আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে। আপনি বুঝতে পারবেন, রাজনীতিকের স্ত্রী ভদ্রমহিলাটি 'অমুক কাউন্টি'র খোড়াই কেয়ার করেন। বরং এধরনের মহিলাদের সাথে যদি আরও একটু ভাব জমাতে পারেন দেখবেন, বাইরে 'যতই চিকণ-চাকণ হোক, ভেতরে আসলে খ্যাঁড়' । তিনি গড় গড় করে কবুল যাবেন, 'ছোঃ, এটা আবার একটা জীবন নাকি। ভয়ঙ্কর, উহ্' ।

ইভঁ দ্য গল এমন এক স্ত্রীর চমৎকার নমুনা যিনি তাঁর রাজনৈতিক স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই একজন রাজনৈতিক স্ত্রী। এই গবেষণার এই পর্যায়ের জন্য বেছে নেওয়া সকল স্ত্রীর মধ্যে তিনি লোক পরিমণ্ডলের বাইরে থাকার জন্য সবচে' সর্বাত্মকভাবে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি আপন পরিচয় গোপন রাখাকে এতখানি বেশি অগ্রাধিকার দিতেন যে, তিনি কাউকে সাক্ষাতকার দিতেন না, এমনকি, ছবি তোলাতেও ছিল তাঁর ঘোর আপত্তি। তাঁর ব্যাপারে এমন দাবীও করা হয় যে, তিনি প্যারিসের দোকানগুলিতে সারাদিন কাটালেও তাঁকে চেনার সাধ্য কারও ছিল না। এজন্য অবশ্য তাঁর ওপর আমাদের গবেষণা চালাতে খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এমনকি, "হু'জ হু ইন ফ্রান্স"—শিরনামের বিশিষ্ট লোক প্রকাশনা সূত্রে এমন কোনও স্বাভাবিক ধরনের সাধারণ লোকতথ্য পাওয়া যায় নি যা যে কেউ তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই আশা করে। ফলতঃ ইভঁ দ্য গল সম্পর্কে আমাদের হাতের তথ্যে নানা ফাঁক রয়ে গেছে। স্বামীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তাঁর কোনওকালেও কোনও মাথাব্যথা ছিল না। মনে হ'ত তিনি সবসময় তাঁর স্বামীকে তাঁর নিজের সকল সময় নিবেদন করতে চাইতেন তাঁর একান্ত মানুষটি ও স্বামী হিসেবে। চাইতেন তাঁর সন্তানদের সেভাবেই সঙ্গ দিতে। "ইভঁ একান্ত জরুরী না হ'লে স্বামীর লোকজীবনে বাড়তি শরীক হওয়ার প্রয়োজন কখনও অনুভব করেন নি"। এমনকি, তিনি অন্তত একবার স্বামীকে তাঁর রাজনীতি ছেড়ে দেবার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। ক্লার্ক-এর বর্ণনা অনুযায়ী, ইভঁ ছিলেন লাজুক ও একান্তচারিণী মহিলা যিনি সর্বদাই রাজনীতির অঙ্গণ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর নিজের ঘোষণা অনুযায়ী "স্বামীর জন্য সুখের নীড় রচনাই" ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি লোকজীবনের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার নীচে

www.nagorikpathagar.org

আসতে চাননি। এর সহজ কারণ, তাঁর লাজুক স্বভাব নয় বরং এর সত্যিকারের উৎস নিহিত এই বিশ্বাসে যে, "এমন কিছু করব না যাতে যেখানে একান্ত লোক মনোযোগ লাভের এখতিয়ার জেনারেল দ্য গলের একার, সেখান থেকে মনোযোগ অন্যত্র গিয়ে পড়ে।" বাস্তবিকপক্ষে, স্বামীর রাজনীতি চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর নিজের দ্বিধার যে কারণ ও অনুভূতির কথা একদিন দ্য গলকে জানিয়েছিলেন তা হচ্ছে, এমনিতে ফরাসী ইতিহাসে দ্য গল যে গৌরবান্বিত মর্যাদা লাভ করবেন, রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলে তাঁর সেই প্রাপ্য মর্যাদা কোনও না কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তিনি তাঁর নিজের একান্ত স্বস্তিদায়ক গৃহকোণ ছেড়ে নৈর্ব্যক্তিক সরকারী প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে গিয়ে বাস করতে চান নি। এর অন্যতম কারণ, তিনি তাঁর স্বামীর চূড়ান্ত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী ছিলেন।

লোকবিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সরিয়ে রেখে পরিবারের একান্ত জগতের চৌহদ্দিতে থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, তাঁকে ন্যূনতম ধরনের হলেও কিছু লোক তৎপরতায় নিয়োজিত হতে হয়েছে। তাঁর এই তৎপরতার সঙ্গেও অবশ্য পরিবারের জন্য তাঁর প্রাথমিক উদ্বেগের বিষয়টি নিবিড় সংশ্লিষ্ট। অ্যানি দ্য গল ফাউণ্ডেশন নামে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে মাদাম দ্য গল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই ফাউণ্ডেশনটি তাঁর কন্যা অ্যানির নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। কন্যা অ্যানি ছোটবেলা থেকেই দৈহিক বিকলাঙ্গ ছিল ও ছোটবেলাতেই সে মারা যায়। এখানেও মাদামের লোককর্তব্য ও একান্ত পারিবারিক জীবনের দায়িত্বাবলীর মধ্যেকার যোগাযোগ অত্যন্ত পরিস্কার। এখানে সন্তানের জন্য, বিশেষ করে রুগ্ন সন্তানের জন্য নারীর চিরন্তন উদ্বেগটি লক্ষ্যণীয়। এই জনকল্যাণ ফাউণ্ডেশন তথা লোক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও এর কর্ম পরিচালনায় তাঁর আগ্রহের কারণটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

নিজ আশু পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নৈতিক পরিস্থিতির ওপর ইভঁ দ্য গলের কড়া নজর ছিল। তিনি ছিলেন নৈতিকতার প্রশ্নে শুদ্ধাচারী। এ ছিল তাঁর বিরল লোক কৌতুহল। নিজে প্রেসিণ্টের স্ত্রী হিসেবে সরকারের অঙ্গনটিতেও নৈতিকতা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সজাগ ছিলেন। দ্য গলের শাসনামলে তিনি জনগণের নৈতিকতার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলেন। ঐসময় সহিংসতা কিংবা যৌনতামূলক নোংরো ছায়াছবি ও মেয়েদের নগ্নতামূলক বেশভূষার ফ্যাশনের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় ফুটে উঠেছিল। এ অবস্থায় মাদাম দ্য গলের কড়া নজরের কারণে ফরাসী মন্ত্রিসভার কোনও কোনও সদস্যের স্ত্রী পর্যন্ত পোষাকের অশালীনতার জন্য শাসিত হন ফলে তাঁরা 'চমকে দেবার মত' পোষাক–পরিচ্ছদ পরার ব্যাপারে রীতিমত ভয় পেতেন। তালাকের বিরুদ্ধে মাদাম দ্য গলের তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি তালাকী লোকজনকে, বিশেষ করে, ওরা সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা হলে তাদের আদৌ সুনজরে দেখতেন না।

www.nagorikpathagar.org

সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড্ উইলসনের স্ত্রী গ্ল্যাডিজ মেরি উইলসনও রাজনীতির প্রতি মনোভাব ও আচরণে ছিলেন মাদাম দ্য গলের খুবই কাছাকাছি। হ্যারল্ড্ উইলসনের সঙ্গে বিয়ের সময় রাজনীতি সম্পর্কে মেরি বল্ডউইন খুবই সামান্য জানতেন। বিয়ের পরও এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ খুব একটা বাড়ে বলেও মনে হয় না। পরিশ্রমী স্বামীর জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় গৃহ রচনাই স্ত্রীর প্রধান কাজ ছিল বলে তাঁর ধারণা। উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির পেশাদারী দায়িত্বাবলীর আওতায় নিত্যদিনের নানা ঘটনাপ্রবাহে নাক গলানোর চেয়ে তিনি সবসময়েই এটাকেই তাঁর সত্যিকারের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। মেরী উইলসন, এমনকি, এও চাইতেন তাঁর স্বামী রাজনীতি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে অক্সফোর্ডের পুরনো শিক্ষকতায় পেশায় ফিরে যাক। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকের গৃহিণীর কাঙ্খিত শান্ত জীবন আর ফিরে না এলেও, মিসেস উইলসন ব্যক্তিগতভাবে অনেক অবাঞ্ছিত প্রচার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। হ্যারল্ড উইলসনও তাঁর স্ত্রীর সামান্য লোক ভূমিকামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "শত হোক এ ধরনের জীবন সে বেছে নেয় নি। আমাকে বিয়ে করার কারণেই কেবল তাকে যেসব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে তা থেকে আমি সবসময়ই ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করি"। মেরি উইলসন একদিকে প্রচার এড়ানোর চেষ্টা করেন ও অন্যদিকে, শুধুমাত্র রাজনীতিকের স্ত্রী হিসেবে তাঁকে দেখার বিরুদ্ধেও তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। ১৯৬৪ সালে শেষাবধি তিনি যখন হ্যারল্ড উইলসনের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে তাঁর সঙ্গী হতে শুরু করেন তখন তিনি শ্রমিক দলের ঐতিহ্যানুযায়ী লাল প্রতীক ব্যাজ নির্বাচনের দিন পরতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, "লাল রং আমাকে মানায় না। আমি তো প্রথমে নারী। পরে রাজনীতিক।"

জোসেফ স্তালিনের দ্বিতীয় স্ত্রী নাদেঝ্দা আলিলুয়েভাকে কোনও শ্রেণীতে ফেলা শক্ত। তিনি লোকনেতা হিসেবে স্তালিনের ভূমিকায় আপত্তি জানান নি। বস্তুতঃ বরং সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসক একজন বলশেভিকের স্ত্রী হবার কারণে কোনও কোনও সময় সময় তাঁকে উত্তেজনা, উচ্ছ্বাসে পেয়ে বসতেও লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু তবু তাঁর কোনও নিজস্ব, একান্ত রাজনৈতিক বা লোকজীবন ছিল না। তিনি কিছুকালের জন্য লেনিনের সচিবালয়ে করণিক-মুদ্রাক্ষরিকের কাজ করলেও তাঁর স্বতন্ত্র কর্মবৃত্তি বা পেশা বলতে কিছু ছিল না। তার জীবনের সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক কাজটি ছিল ১৯৩২ সালে আত্মহত্যা যদিও ঐ আত্মহত্যার কারণ একান্তই ব্যক্তিগত।

আলিলুয়েভা এমন এক নারীর দৃষ্টান্ত যাঁকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লোকনারী হিসেবে আবির্ভূত হতে হয়। কিন্তু নিজের বিয়ে ও জীবনের বিশেষ অবস্থিতির কারণে তাঁকে যে কাঠামোগত অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয় তা কাটিয়ে তিনি ওপরে উঠতে পারেন নি। ষোল বছর বয়সে তাঁর চেয়েও ২২ বছরের বড় এক পুরুষকে বিয়ে করে আলিলুয়েভা

www.nagorikpathagar.org

তাঁর মেয়ের ভাষায় কার্যতঃ হয়ে গিয়েছিলেন "যেন এক ছোট পালতোলা নৌকা, এক বিশাল সমুদ্রগামী বাষ্পীয় জাহাজের গায়ে গিয়ে ভিড়েছে"। তিনি কখনও ঠিক স্তালিনের কাছাকাছি কিংবা স্তালিন যখন দেশ ও পার্টির প্রধান নির্বাহী তাঁকে ঘিরে থাকা লোকজনের কাছাকাছিও পৌছুতে পারেন নি। তিনি ছিলেন এক যন্ত্রমিস্ত্রির কন্যা। তাই স্বভাবতই তিনি স্তালিন বা স্তালিনের কাছের লোকগুলির মত সংস্কৃত, পরিশীলিত বা শিক্ষিত ছিলেন না। নিজের জীবনের ওপর স্বকীয় নিয়ন্ত্রণ তার বড় বেশি দরকার ছিল। তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন সনাতন নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের পরিবেশে। তবু তাঁর সেই সনাতন ঐতিহ্যিক আদর্শ তাকে না স্তালিনের স্ত্রী হিসেবে নিজ অবস্থানে না তার নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ সুযোগ দিয়েছে স্বীয় ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্ববান হয়ে ওঠার। তিনি চাইতেন নিজ সত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার জন্য কাজ করতে, ঘৃণা করতেন দেশের 'ফার্স্ট লেডি' হওয়াকে।

কোনও কোনও ভাষ্যকার সুনির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করে বলেছেন, তিনি কখনও সত্যিকার অর্থে স্তালিনকে ভালবাসেন নি। বরং তাঁরাই প্রশ্ন করেছেন, স্তালিনকে অ্যালিলুয়েভার ভালোবাসা আদৌ কী করে সম্ভব? তিনি ছিলেন নাদেঝ্‌দার বাবার বয়সী, পোড়া চেহারার লোক। মুখ দাগে ভরা। অথচ আলিলুয়েভা পরমাসুন্দরী। তবে আলিলুয়েভার মেয়ের বিশ্বাস, তার মা স্তালিনকে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল সচেতন গৃহিণী নারী। মেয়ে একথা কখন বিশ্বাস করত না, মা কখনও ওর বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাঁর দায়িত্ব ছিল তাঁর স্ত্রী হওয়া। স্বামীর সাথে থাকার জন্যে প্রায়ই তিনি সন্তানদের ছেড়ে চলে আসতেন। তিনি গৃহকর্ত্রীর দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী স্তালিনই ছিলেন তাঁর কাছে সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর মেয়ের বক্তব্য, ব্যক্তি হিসেবে স্তালিন আলিলুয়েভার প্রতি যে আচরণ করতেন তাতে তাঁর মা ক্ষুব্ধ ও হতাশ ছিলেন। মুলত তাঁর এই ক্ষোভ ও হতাশাই তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। অক্টোবর বিপ্লবের ১৫শ বার্ষিকী দিবসের আগের রাতে এক ভোজসভায় 'আমার বাবা তাকে শুধু এই কথাটিই বলেছিলেন, 'এই, এইযে, একটু সুরা পান কর'। কন্যা সভেৎলানা জানান, আর এতেই মা অগ্নিশর্মা হয়ে চিল্লে ওঠেন। বলেন, "খবরদার, আর আমাকে 'এই' বলবে না"। তারপরই তিনি সবার সামনে টেবিল থেকে উঠে দৌড়ে প্রায় চলে যান'। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। কোনও কোনও লোক বলেন, তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। আর আমাদের ধারণা, তিনি হচ্ছেন এই পৃথিবীর সেইসব লাখো নারীর একজন যাদের নিজ জীবনের ওপর স্বকীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে নিজেরাই নিজেদেরকে মানসিক যন্ত্রণার শিকার করেন, শরীরের ওপর নির্যাতন চালান ও কোনও কোনও সময়

www.nagorikpathagar.org

অবস্থা চরমে উঠলে মারা যান। তিনি ছিলেন একান্ত, গৃহিণী নারী। তিনি বেপরোয়া একটা কিছু হতে চেয়েছিলেন। পারেন নি।

ইভঁ দ্য গল, গ্ল্যাডিজ উইলসনের মত গৃহিণী নারী শ্রেণীর সদস্যদের সাথে আরেক যে রুশ রাজনৈতিক স্ত্রীর দৃশ্যত মিল রয়েছে তিনি হচ্ছেন, নিনা পেত্রভ্না ক্রুশ্চভ। তিনি এত লাজুক ও অন্তঃপুরচারিণী/ নেপথ্যচারিণী যে তাঁর সম্বন্ধে প্রাপ্ত অতি মৌলিক তথ্যগুলি পর্যন্ত অপর্যাপ্ত। ডব্লিউ র‍্যাণ্ডল্ফ পাবলিকেশানের প্রকাশনা 'আস্‌ক মি এনিথিং' শীর্ষক গ্রন্থের জন্য অতি সাদামাটা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একদল গবেষক নিনা ক্রুশ্চভ ও তাঁর পরিবারের লোকজন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা ভাবলেশশূন্য দৃষ্টি বা অতি সাদামাটা উত্তর ছাড়া আর কিছুই পান নি। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর শেষে ঐ গবেষক দল উল্লেখ করে যে, কোনও রুশ সাময়িকীতে নিনা ক্রুশ্চভের ছবি এখনও ছাপা হয় নি। তাঁকে নিয়ে গোপনীয়তার বাড়াবাড়ি এতদূর গড়ায় যে গবেষক দল নিনার প্রথম নামটি পর্যন্ত জানতে পারেন নি। নিকিতা ক্রুশ্চভের ওপর আমাদের একটি সূত্রে জানা যায়, তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে তথ্যগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। নিম্নে এ ধরনের কতগুলি তথ্য পরিবেশন করা হ'ল। এগুলি ক্রুশ্চভ পত্নীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বা কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে ঃ

১। স্বামীর অত্যন্ত বেশি মাত্রায় সুরাপানের অভ্যাস কমানোর কৃতিত্ব নিনা ক্রুশ্চভের।

২। তিনি তাঁকে সামরিক উর্দি পরা বন্ধ করিয়েছিলেন।

৩। তিনি উত্তম গৃহিণী ও মাতা ছিলেন।

৪। বলা হয়ে থাকে, তিনি মস্কোর বাইরে একটি পল্লীগৃহের ডিজাইন তৈরী করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর একবার সফরের সময় দেখা একটি বাড়ির মডেলের ভিত্তিতে তিনি তাঁর ঐ পল্লীগৃহের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন।

৫। ১৯৫৯ সালে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের সোভিয়েট সফরের সময় তিনি একবেলার খাবার রান্না করেছিলেন।

৬। তিনি ছিলেন গড় রুশীদের উচ্চতা থেকেও লম্বা।

৭। তাঁর পোষাক–পরিচ্ছদ সাদাসিধে।

৮। একবার তিনি উল্লেখ করেন, 'রক্তক্ষয়ী শুদ্ধি অভিযান অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত'।

উল্লিখিত প্রথম বৈশিষ্ট্যটি স্বামীর ব্যক্তিগত অভ্যাস, ২য় ও ৭মটি পোষাক বা ফ্যাশন, ৩য়, ৪র্থ ও ৫মটি সনাতন নারীর স্ত্রী, মা ও গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা, ৬ষ্ঠটি দৈহিক বৈশিষ্ট্য

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কিত। কেবল ৮ম বা শেষ বৈশিষ্ট্যটি সরাসরি লোক/রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণ বলতে হয়, সমাজ-রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাঁর অনুপস্থিতির কারণেই তাঁর সম্পর্কে লোকপর্যায়ে তেমন কিছুই জানা নেই। এ কারণেই আমরা নিনা ক্রুশ্চভকে একজন সনাতন, গৃহিণী নারী হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছি।

আমাদের গবেষণার বেস ট্রুম্যানই হচ্ছেন প্রথম মার্কিন গৃহিণী নারী যিনি একজন রাজনীতিকের স্ত্রী। যেসব নারী লোক-পুরুষকে বিয়ে করেছেন ও যাদেরকে আমরা সনাতন গৃহিণী নারীর শ্রেণীতে ফেলেছি এদের ব্যাপারে যেসব বিষয়ের বা বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি করতে হয় সেগুলি তাদের সারাটা জীবনের সঙ্গে জড়িত। হ্যারি এস ট্রুম্যান তাঁর নিজের গৃহে একজন স্ত্রৈণ স্বামী হলেও, বেস ট্রুম্যানের কর্তৃত্ব ও প্রভাব দৃষ্টতঃ ঘর-সংসারের একান্ত জগতেই সীমিত ছিল। তিনি তাঁর ঘরোয়া ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরে আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি, হ্যারি ট্রুম্যানের ওপর তিনি যে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাতেন ও খবরদারি করতেন বলে শোনা যায় সেগুলি সাধারণত সনাতন নারী এখতিয়ারেই সীমিত ছিল বলেই মনে হয়। হ্যারির লাগাম ছাড়া রসনার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর স্ত্রী অনেকবার তাঁর এ বদস্বভাব বদলানোর জন্য চেষ্টা করেন। একবার এ ধরনের ঘটনায় কিছু ভোটারকে তিনি লোকজনের সামনে বলে ফেলেন, 'গোল্লায় যাও তোমরা'। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জানিয়ে দেন, 'যদি লোকজনের সামনে ভদ্রলোকের মত কথা বলতে না পারো, বাড়ি ফিরে এসো"। এ ধরনের আচরণের লোক ও রাজনৈতিক ফলাফল কার্যত তেমন নেই। এতে তাঁর মত নারী যে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হতে পারতেন তা আর বাস্তবায়িত হয় নি। তাঁর দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসের কাছাকাছি থাকলেই যে ঐ ক্ষমতার অনুশীলনে অংশগ্রহণ ঘটবেই এমন নয়।

বৃহত্তর জগতের ক্ষেত্রে বেস ট্রুম্যান —

> "তাঁর লোক কর্তব্যগুলি যথাযথ ও সঠিকভাবে, নিটোল নিরাসক্তি সহকারে আগ্রহ, প্রবণতা কিংবা পুলক প্রকাশ না করেই পালন করেন। আসলে এই ভূমিকাগুলি তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তাঁর যদি পথ খোলা থাকত তাহ'লে তিনি হয়ত হোয়াইট হাউসেই পা মাড়াতেন না। তিনি চাইতেন না, তাঁর কন্যা যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি হোক। তাঁর ছেলেকেও (যদি থাকত) তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হবার জন্য বড় করতেন না।"

স্বামীর লোকজগতকে তিনি তাদের ঘরোয়া একান্ততার ওপর হস্তক্ষেপ মনে করতেন। বরং তিনি প্রেসিডেন্ট পদে ফ্রাংকলিন ডিল্যানো রুজভেল্টের অসমাপ্ত মেয়াদের

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্বটি শেষ করে লোকজীবন থেকে বিদায় নিয়ে মিসৌরির ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-এর জীবনে ফিরে যাবার জন্য তাঁকে তাগিদ দিতেন।

তিনি এমন এক নারী যাঁর কাছে রাজনীতি ছিল একান্তই অরুচিকর। বিত্ত ও সম্পদের স্বস্তিকর পরিবেশের মেয়ে বেসের কাছে রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক গুণাবলীই পছন্দনীয় ছিল না। "তিনি ছিলেন জবরদস্ত, স্বাস্থ্যবতী, দৃঢ়চেতা, প্রাঞ্জল চিন্তাশক্তি ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মহিলা"। তিনি ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মহলের লোকজনের চেয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেস জনপদের পরিচিতজন ও বন্ধুবান্ধবদেরকেই বেশি পছন্দ করতেন। স্বামীর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির অগ্রগতিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বরং তাঁর প্রায় সকল সময় ও উদ্যম সনাতন নারীর বিষয়াবলীতে নিয়োজিত রাখতেন। ব্রিজ খেলায় তাঁর প্রবল নেশা ছিল। শোনা যায়, কেবল ব্রিজ খেলা চালিয়ে যাবার জন্যেই গোটা মিসৌরি ব্রিজ ক্লাবটিই তিনি সঙ্গে করে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসেন।

ম্যামি আইজেনহাওয়ারের ব্যাপার প্রায় সকল আমেরিকানের কাছেই সুপরিচিত। তাঁর মাঝেও বোঝা যায়, আদর্শ ধরনের গৃহিণী নারীর অস্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রে রয়ে গেছে। বর্জম্যানের বর্ণনায়, 'ম্যামি তাঁর স্বামীকে প্রভাবিত করার কোনও চেষ্টাই করেন নি। তাঁর বিশ্বাস, ওটা তাঁর ক্ষেত্র নয়, আর তাই তাঁর পক্ষে সরকারী ঘটনাবলীতে অংশ নেওয়া উচিত নয়। ডুইট আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরেও সাক্ষাতকার প্রত্যাখ্যান করে, বিবৃতি না দিয়ে ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি না দিয়ে তিনি তাঁকে লোকচক্ষুর উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের নীচে নিয়ে আসার একাধিক প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। তিনি আড়ালে থাকবেন। আইকের প্রভায় ভাস্বর হবেন না— এ ছিল তাঁর দৃঢ় সংকল্প।

১৯৪৮ সালের আগে ম্যামি কোন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেন নি। এ থেকে দুটি জিনিস পরিস্কার ঃ (১) তিনি আদতেই রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না, (২) সামরিক বাহিনীতে স্বামীর মর্যাদা, স্বামী ও তাঁকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পরে, আকস্মিকভাবে, আইকের কর্মবৃত্তিগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও ম্যামির মনোভাব ও আচরণে তেমণ কোনও বড়রকমের পরিবর্তন ঘটে নি। মেরি উইলসন ও ইভঁ দ্য গলের মতই ম্যামি আইজেনহাওয়ারের কাছেও বড় ধরনের পার্টি ও আনুষ্ঠানিক আতিথেয়তা-বিনোদন ভাল লাগত না। এমনকি, বেশি লোকজনের আনাগোনাতেও তিনি ঘাবড়ে যেতেন। তিনি ১৯৫২ সালে স্বামীকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন লাভের চেষ্টায় স্বামীকে উৎসাহিত করেন নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সময় দায়ে পড়ে তাঁকে যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে হ'ত তিনি রাজনীতিকদের ব্যাপারে কথাবার্তা এড়িয়ে যেতেন।

www.nagorikpathagar.org

থেলমা প্যাট্রিসিয়া নিকসন এ যাবত আলোচিত রাজনৈতিক স্ত্রীদেরই দলভুক্ত বলা যায়। কারণ, তাঁদের সাথে তাঁর মোটামুটি মিল রয়েছে। তিনি লোকচক্ষু থেকে একান্তে থাকার ব্যাপারে নিষ্ঠা রক্ষা করার ফলে অধিকাংশ আমেরিকানের কাছে আসলে তিনি কেমন? — এটা ছিল জল্পনা-কল্পনার বিষয় । প্যাট নিকসন সম্পর্কে লেভিন লিখেছেন ঃ

> তিনি ছিলেন আত্মপরিচয় কার্যত ঃ পুরোপুরি বিলুপ্ত করার মত বিরল এক নারী, নিজের সম্পর্কে বলতে দারুণ কুন্ঠা আর উত্তম পুরুষ, সর্বনাম ব্যবহার যার কাছে যথেচ্ছাচার । অত্যন্ত মিতবাক। অন্যেরা যখন দীর্ঘ অনুচ্ছেদেও তাঁদের কথার খৈ ফোটানো শেষ করতে পারে না, অস্বস্তি, অতৃপ্তি থেকে যায় সেখানে মাত্র একটি বাক্যেই তিনি মনের ভাবকে সুতীক্ষ্ণ, শাণিত করতে পারেন।"

বহু রাজনীতিকের তারকার জৌলুষ তাঁর নেই। সে তুলনায় প্যাট এক সহযোগী পার্শ্ব চরিত্র । আর এই সহায়ক ভূমিকার মধ্যেই তিনি তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

প্যাট নিকসন একান্তভাবেই গৃহিণী নারী। তাঁকে এমন এক পাদপ্রদীপের নীচে ঠেলে দেওয়া হয় যার জন্য আদৌ কোন লোভ কোনদিনই তাঁর ছিল না। তাঁর নির্লিপ্ত মৌণতার ব্যাপ্তি, এমনকি, তাঁর নিজ আভ্যন্তরীণ পারিবারিক সম্পর্কের অন্দরমহল অবধি প্রসারিত। তাঁর জামাতা ডেভিড আইসেনহাওয়ার "তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে কথা বলাটাও ঠিক নয়। কারণ, তিনি নিজে কখনও নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন না। আমি তো বরং উদ্বিগ্ন থাকি এজন্য যে, তিনি কখনও আমাদের কাউকে জানতে দেন না তাঁর কোনও অসুবিধে আছে কি না।" এ সত্ত্বেও রিচার্ড নিকসনের প্রথম কংগ্রেসে নির্বাচন অভিযানের সময় এই সর্বাত্মকভাবে একান্ত গৃহিণী মহিলাটি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেন। ১৯৬০ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন আদর্শ প্রার্থীর স্ত্রী। কারণ তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীর সফরসঙ্গী হয়েছেন এবং সবরকম রাজনৈতিক বিষয় এড়িয়েছেন।"

স্বামীর কর্মবৃত্তির ব্যাপারে প্যাট নিকসনকে বহুবার নিদারুণ ব্যক্তিগত বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসবের সূচনাও বলতে গেলে তখন থেকে যখন নিকসন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ঐ সময় তাঁকে এক বিশ্রী ঘটনার কারণে 'চেকার্স ভাষণ' দিতে হয়। এরপরও এধরনের বিপর্যয় একটানা চলতে থাকে। তিনি ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিক্তকর পরাজয় বরণ করেন। এই

www.nagorikpathagar.org

পরাজয় সম্পর্কে প্যাট নিকসন বলেন, 'বিজয় আমাদেরই প্রাপ্য ছিল। ১৯৬০– এ আমরাই জিতেছি। আমাদের কাছ থেকে নির্বাচন চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" এধরনের আরও এক মহা অগ্নিপরীক্ষা ছিল ১৯৬২ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার গভর্ণর নির্বাচনে নিকসনের পরাজয়। প্যাট চান নি ঐ নির্বাচনে নিকসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশেষে আসে নিকসনের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার মত চরম অবমাননা। তাঁর শাসনামলে স্বীয় কীর্তিকলাপের জন্য তাঁর নিজের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হয়। লোকজীবনের সঙ্গে যেসব দুঃখ-বেদনা জড়িত সেগুলির সঙ্গে প্যাট নিকসনের তিক্ত পরিচয় ঘটেছিল। এসব যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর নেপথ্য ঘরোয়া জীবনে আশ্রয় নেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান।

প্রেসিডেন্ট পদ সম্পর্কে একজন সাংবাদিকের জবানীতে প্যাট নিকসনের মনোভাব এরকম ঃ "প্যাট অবশ্য কখনই তাঁর স্বামীর পথের বাধা হয়ে দাঁড়ান নি। তিনি হাউজ ও সেনেট নির্বাচনী অভিযানের সময় বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বার্থে কাজ করলেও মিঃ নিকসন জানতেন যে, রাজনীতি তাঁর নেশা হলেও প্যাট তাঁর অংশীদার ছিলেন না"। প্যাট নিকসন এ ব্যাপারে তাঁর নিজের অবস্থা পরিস্কার করে জানিয়েছেন,"লোক-ব্যক্তিত্ব নয়, আমি স্ত্রী ও মা হতে চাই"।

এই সাতজন রাজনৈতিক স্ত্রীর জন্য রাজনীতিতে এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে কোনও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না। আর যদিও দৃশ্যত তেমন কিছু থাকে তাহ'লে কেবল স্বামীরা রাজনীতিতে জড়িত সেজন্যই। এঁরা কেউই একান্ত রাজনৈতিক আচরণ থেকে তৃপ্তি পান নি বরং স্বামী ও পরিবারের প্রতি নিষ্ঠার কারণেই রাজনীতির ঐ তাগিদ বা অনিবার্য ঝামেলাগুলি মেনে নেন। এঁরা রাজনৈতিক জীবনের বাধ্যবাধকতাগুলিকে তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করতে দিয়েছেন এবং এরপরেও, রাজনীতির হস্তক্ষেপ যখন ঠেকানো সম্ভব হয় নি বরং গৃহিণীদের নতি স্বীকার করতে হয়েছে তখন সেইসব ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মতি ছিল অসন্তোষ, দায় ও হতাশার অনুভূতিমিশ্রিত। রাজনীতিতে তাদের আগ্রহের ব্যপ্তি, সুসঙ্গতি ও অস্তিত্ব, আগ্রহের পরিসর ও স্তর — সব কিছুই ছিল স্বামীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ক্রিয়াকলাপের (মিথক্রিয়ার) ফলশ্রুতি। রাজনীতিতে তাঁদের ন্যূনতম আগ্রহের মূল কারণটি তাঁদের বিয়েতেই নিহিত কেননা, স্বামীদের সাফল্য–ব্যর্থতার ব্যারোমিটার অনুসরণ করেই ওঠানামা করে স্ত্রীদের রাজনৈতিক আচরণের সাফল্য–ব্যর্থতা। আর সম্ভবতঃ নারী–পুরুষের এই যোগসূত্রটি ছাড়া স্ত্রীদের কাছে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য আকর্ষণহীন। গৃহিণী নারীর জন্য আমরা যে আদর্শ 'ধরন' (টাইপ) স্থির করেছি এই সাত নারী বাস্তবে তারই রক্তমাংসের প্রতিনিধি।

www.nagorikpathagar.org

লোকনারী

মধ্যম সক্রিয়তাবাদী, নারী-পুরুষ ভূমিকা-আদর্শ সম্পন্ন রাজনৈতিক স্ত্রী

লোকনারীর জন্য আমরা যে আদর্শ টাইপ নির্ধারণ করেছি তার বাস্তব প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক স্ত্রীরা হচ্ছেন ঃ জ্যাকুলিন কেনেডি, লেডিবার্ড জনসন, ক্লেমেন্টাইন চার্চিল, নাদেঝ্‌দা ক্রুপস্কায়া ও এলিনর রুজভেল্ট। স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে এসব নারীর সম্পর্ক সনাতন। তাঁদের জীবনে স্পষ্টতঃ তাঁরা স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। অবশ্য তাঁরা স্বাধীনভাবে লোকতৎপরতায়ও জড়িত হন।

সনাতন গৃহিণী নারীকে যেখানে বাধ্য হয়ে স্বামীর সঙ্গে বিয়ের কারণে একান্ত জীবন লোকজীবনে পর্যবসিত হওয়ায় লোক পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নীচেয় এসে দাঁড়াতে হয় সেখানে এই লোকনারীরা নিজেরাই একান্ত, ঘরোয়া পরিবারের সীমা ডিঙ্গিয়ে নিজেদের জন্য কোনও কোনও লোকভূমিকার অবকাশ রচনা করেন। সে ভূমিকা পালনও করেন। এ শ্রেণীর কোনও কোনও নারী, এমনকি, আত্ম অভিব্যক্তির উপায় হিসেবে কোনও কোনও ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন।

এই শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত পাঁচ নারীর মধ্যে জ্যাকুলিন বুভিয়ের কেনেডির আচার-আচরণ আমাদের 'গৃহিণী নারী' টাইপের সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর পক্ষে গৃহিণী নারীর স্বাভাবিক পরিচয় প্রকাশে কুন্ঠা বা গোপনীয়তা রক্ষা কখনও সম্ভব হয় নি। সংবাদপত্র ও অন্যান্য তথ্য মাধ্যমের লোকজন ও ক্যামেরার অনুক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণের কারণে জ্যাকি কেনেডির সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় ও পরে সর্বত্র প্রতিটি লোক তাকে প্রায় তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলত। লোকপরিমণ্ডলের এই আপদ বা প্রেস (সংবাদপত্র, বেতার, টিভি) এর হামলাটি যে সর্বদাই শিকারের কাছে একান্ত অনাকাঙ্খিত ছিল তা-ও নয়। বিশেষ করে, হোয়াইট হাউসের বছরগুলিতে টিভিতে জ্যাকি কেনেডির ব্যক্তিগত প্রায় নিয়মিত উপস্থিতি তাঁর স্বামীর কর্মবৃত্তির আরও উন্নতির জন্য একান্ত জরুরী ছিল না। এরপরেও অবশ্য, একথা ঠিক যে, জ্যাকি সাধারণতঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না। তাঁর একান্ত সচিব মেরি গ্যালাঘার উল্লেখ করেছেন যে, "১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় প্রচারণা যখন তুঙ্গে এমনকি তখনও জ্যাকুলিনের জীবন রাজনীতির গ্লানিমুক্ত এবং পবিত্র পরিচ্ছন্নতার ভাব-গাম্ভীর্যে সমাহিত, আপন মহিমায় উজ্জ্বল"।

অনেক ব্যাপারেই জ্যাকি কেনেডির মনোভাব ও আচরণ কেনেডি পরিবারের অন্যান্য বৌ ও কন্যাদের তুলনায় একান্ত বিপরীত। গ্যালাঘারের চোখে, "রাজনীতি জ্যাকির জন্য আনন্দদায়ক ছিল না। জানালার নীচে জমায়েত সমর্থক জনতার

www.nagorikpathagar.org

হর্ষধ্বনিতে সেনেটর কেনেডি রীতিমত রোমাঞ্চিত হলেও জ্যাকি তা উপভোগ করতেন না। জ্যাকি অনিচ্ছায় তার স্বামীর নির্বাচনী অভিযানের প্রচারণার শরীক হতেন ; কেনেডি পরিবারের অন্যান্য মহিলা যেমন, জন এফ কেনেডির মা, বোন, বৌদের বোনেরা যেভাবে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলেন, তিনি হন নি।

আরও একজন লেখিকা ব্যক্তি হিসেবে জ্যাকির এই ভাবমূর্তির বাস্তবতাকে সমর্থন করেছেন। জ্যাকি তাঁর জীবনের অন্ততঃ একাংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেন। ঐ লেখিকার বর্ণনা এরূপ ঃ

> 'জনসাধারণের আগ্রহ জ্যাকির প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করলেও 'ফার্স্ট লেডি' এমন এক একান্ততা বজায় রেখে চলতেন যার জন্য স্বয়ং প্রেসিডেন্ট-এর স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া সম্ভব হ'ত। তিনি উদ্যম ফিরে পেতেন। এখানে, একান্ততার এই ছত্রছায়ায় আপন তৃপ্তিতে স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা পরিপূর্ণ ভরাট করে তুলতেন জ্যাকি। মিসেস কেনেডির বিশেষ গুণাবলী আগামী বছরগুলিতে অভিজ্ঞতায় আরও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠবে ও তা তাঁর স্বামী, সন্তান ও জাতিকে উপকৃত করবে নিরন্তর।'

এখানে আবারও একবার লোকমনোযোগের প্রখর আলোয় নিয়ে আসা পরিবারকেন্দ্রিক গৃহিণী নারীর ছবিটি আপন প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হোয়াইট হাউসে জ্যাকি কেনেডি প্রধানতঃ প্রচার পেয়েছেন নারীসুলভ গতানুগতিক নারী ভূমিকাশ্রিত তৎপরতার কারণে। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনাটি ছিল হোয়াইট হাউসের নব সাজসজ্জার ব্যাপারটি। জ্যাকি নিজে গৃহের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। এই উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণায় জ্যাকি হোয়াইট হাউস — মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসবভনকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠায় দীর্ঘ সময় ধরে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে সৌন্দর্যময় বিভা দান করেন তা যে কারও কল্পনার বস্তু। জ্যাকি তাঁর একান্ত আন্তরিকতায় এটি সম্ভব করেছিলেন। কেউ তাঁকে এ কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করলে নির্ঘাৎ তার কপালে খারাবী ছিল। তিনি আবাসকে এভাবে পরমাকাঙ্খিত গৃহকোণ করে তুললেন — এর চেয়ে আর কী বেশি কর্তব্যপরায়না মাতা ও প্রেমময়ী স্ত্রীর কাছ থেকে আশা করা যায়? এমনকি, তিনি যে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পুনর্নবায়নের কাজটি করলেন জাতীয় জীবনে যা অনন্য অবদান বলে জাতি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল সেই কাজটি চিরন্তর ঐতিহ্যে লালিত নারীর কাছ থেকেই ঐকান্তিকভাবে প্রত্যাশিত ও সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনীতি নয় — ক্ষমতা নয়, নির্বাচনী অভিযানের ক্লেদক্লিন্নতাও নয় — লোকজীবনের সংস্কৃত, পরিশীলিত, বিতর্কাতীত বিষয়গুলিই ছিল 'ফার্স্ট লেডি'র ঐকান্তিক নিষ্ঠার ক্ষেত্র।

www.nagorikpathagar.org

আরেকভাবেও জ্যাকি কেনেডি দারুণ প্রচার পেয়েছিলেন। সেটারও যোগসূত্র নারীর একান্ত একটি বিষয়ের সাথে। সেটা ফ্যাশন। পোষাক-আশাকের, সৌন্দর্যচর্চার ফ্যাশন। একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, জ্যাকি কেনেডি গোটা দেশের না হ'লেও কিছুকাল ধরে ওয়াশিংটনের ফ্যাশন জগতের মধ্যমণি ছিলেন। তিনি কী পরেন, তাঁর গাউন বা পরিচ্ছদের বহর কত? কীভাবে তিনি কেশবিন্যাস করেন, কী ধরনের হ্যাট তিনি পরেন—এসবের প্রতি মানুষের তীব্র কৌতূহল লেগেই থাকত। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এসব ব্যাপারে তিনি নিজেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন না। আর আসলেও তো এ এমন এক এলাকা যেখানে জাতির মাননীয় প্রধান মহিলার আগ্রহ ও তৎপরতা যথার্থই প্রত্যাশিত।

এলিনর রুজভেল্ট সামাজিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-রীতিকে ঘৃণা করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত কাজকর্ম ব্যক্তিগত ও সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার পথে 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবে তাঁর মর্যাদা হয়তবা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সেদিক থেকে জ্যাকির ধ্যান-ধারণা ছিল ভিন্ন। হোয়াইট হাউসের জীবনযাত্রার এই দিকটি ছিল তাঁর কাঙ্খিত। এ জীবন তিনি উপভোগ করতেন। হোয়াইট হাউসের আতিথেয়তার ও বিনোদনের এতদিনের গুরু-গম্ভীর ধারার দাস না হয়ে তিনি সেখানে অভূতপূর্ব প্রাচুর্য ও পরিশীলিত আভিজাত্য নিয়ে আসেন।

আমরা যদিও বলেছি, জ্যাকি কেনেডি এলিনর রুজভেল্টের চেয়েও রাজনৈতিক স্ত্রীর আদলে বেশি করেই খাপ খান তবু একথাও ভুললে চলবে না যে, জ্যাকির সাথে ইভঁ দ্য গল, মেরি উইলসন ও ম্যামি আইজেনহাওয়ারের মত আত্মপরিচয় বিলোপকারী স্ত্রীদের পার্থক্যকেও খাটো করে দেখা যায় না। প্রচার ও জৌলুষে শেষোক্ত স্ত্রীদের কঠোর আপত্তি ছিল। খ্যাতিমান স্বামীদের সাহায্য করার সরল নিষ্ঠা ও তাঁদের নিজেদের অতি সাধারণ বাসনাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বামীদের খ্যাতিকে টপকে যাবার বা পেছনে ফেলার কোনও ইচ্ছে তাঁদের কখনও ছিল না। জ্যাকি কেনেডি ছিলেন এ থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যে পরিবেশে জ্যাকি আরাম অনুভব করতেন বিশেষ করে সেরকম পরিবেশের বেলায় কথাটি প্রযোজ্য। ঠিক এই ব্যাপারটা মনে রেখেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টে জন এফ কেনেডি স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিস সফর করতে গিয়ে রঙ্গরসিকতা করে মন্তব্য করতে পেরেছিলেন, "মনে হয়, আমার নিজের পরিচয় নিজে এই বলে তুলে ধরা অসঙ্গত হবে না যে, 'আমি সেই পুরুষ যে নাকি জ্যাকুলিন কেনেডির সঙ্গী হয়ে ফ্রান্সে এসেছে'।" এ মন্তব্য আর যা-ই হোক ইভঁ দ্য গলের কাছে উপাদেয় হত না। কারণ, তিনি এমন কিছু করতে রাজী ছিলেন না যাতে তাঁর স্বামীর প্রতি নিবিষ্ট মনোযোগ অন্যত্র সরে যায়।

www.nagorikpathagar.org

লেডি বার্ড জনসন স্পষ্টতঃ একজন অধিকতর লোকনারী। রাজনীতি ও লোকজীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জ্যাকি কেনেডির চেয়েও দ্বিধাগ্রস্ত। স্বামীর নানা রাজনৈতিক অবস্থান ও পদে থাকার গোটা পরিক্রমায় তাঁর সাথে থাকার সুযোগ হয়েছিল। প্রতিটি অবস্থান ও পরিস্থিতির সঙ্গে এই মহিলার সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্বয়ং এক বিকাশ প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। এই দম্পত্তির বিয়ে হয় ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের একটি আসন খালি হলে, লিণ্ডন বেইনেস জনসন ঐ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মনস্থির করার আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। অবশ্য লেডি বার্ড তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের জন্য প্রায় গোটা কৃতিত্বই তাঁর প্রাপ্য'। নির্বাচনে প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত লিণ্ডন জনসনের হ'লেও এজন্যে অর্থসংস্থানের দায়িত্ব ছিল লেডি জনসনের। নির্বাচনী অভিযানের জন্য খরচের বাজেট ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১০ হাজার ডলার। সিদ্ধান্তের পরের দিন লেডিবার্ড তাঁর বাবাকে জানালে টাকাটা এলবিজে'র হাতে অচিরেই পৌঁছে যায়।

কংগ্রেস সদস্যের স্ত্রী হিসেবে লেডিবার্ড জনসনের কাছে সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল উপভোগ্য। তিনি, এমনকি নির্বাচকদেরকে ক্যাপিটল ভবনের চারদিক ঘুরে দেখানোর কাজটাকেও আনন্দদায়ক মনে করতেন। কারণ, ঐ সময় স্বামী কংগ্রেসে দীর্ঘ সময় ধরে কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ইতিমধ্যে এ কাজের মধ্য দিয়ে লেডি বার্ডের একাকীত্ব কাটত। গোড়ার দিকে লেডি বার্ডও একাধিকবার রাজনীতির অঙ্গনে পা দেন। এটা তাঁকে করতে হয়েছিল স্বামীর পেশাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে, রাজনীতিতে তাঁর কোনও সুগভীর ও ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার কারণে নয়। স্বামী নৌ-বাহিনীতে নিয়োজিত থাকাকালে লেডিবার্ড কংগ্রেসে স্বামীর অফিস পরিচালনা করেন। এতে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ের উন্নতিও সাধিত হয়। তিনি স্মৃতিরোমন্থন করে জানান, 'স্বামীর অফিস পরিচালনার সময়টাই তাঁর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় কেননা, তিন-চার মাসের মত অফিসের কাজ চালানোর পর প্রথমবারের মত বুঝতে পারি, দরকার হ'লে নিজেকেই নিজে চালিয়ে নিতে পারব।' বাস্তবিকপক্ষেই এ এক সুখকর অনুভূতি। সবচেয়ে বড় কথা, এতে অভিজ্ঞতার সর্বোত্তম অংশটি রাজনীতি কী ভাবে হয়, কেমন করে হয় তার রহস্যোন্মচন নয় বরং তাঁর ধারণায়, তাঁর যে দায়িত্ব-কর্তব্য সবার আগে — সেই স্বামীকে আরও ভাল করে বোঝার সুযোগ। এই সময় নাগাদ লেডি বার্ড একটা ব্যবসায়ে নামতে মনস্থির করেন যাতে করে সেটা স্বামীর অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। তাঁর ব্যবসায়ের উদ্যোগ ছিল প্রধানতঃ গণযোগাযোগ ও গবাদিপশু উৎপাদনখামার সংক্রান্ত ক্ষেত্রে। ব্যবসায় শুরু করার জন্য লেডি বার্ড জনসনের হাতে পর্যাপ্ত সময় ও স্বাধীনতা থাকলেও, রাজনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্র তাঁর মনোযোগ কাড়তে

www.nagorikpathagar.org

পারে নি। ১৯৪৮ সনে সেনেট নির্বাচনের সময় পর্যন্ত তিনি এলবিজে'র পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা বা বক্তৃতাভাষণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি।

লিণ্ডন জনসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার পর লেডি বার্ড জনসনকে একনাগাড়ে সাক্ষাৎকার দিতে হয় এবং স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যাপক কৌতূহলের উৎস হয়ে ওঠে। তিনি সর্বদাই একান্ত সহধর্মিণীর মত করেই সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন যেমন, 'ভোগ' সাময়িকীতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বরাত দিয়ে বলা হয়, 'লিণ্ডনের কারণেই আজ আমি আমার মত'। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের রিপোর্টার যখন প্রশ্ন করেন, হোয়াইট হাউস তাঁর ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন এনেছে কি না। তাঁর জবাবে তিনি বলেন ঃ 'আমি শেখার চেষ্টা করেছি, কেমন করে আরও ভালভাবে বেশভূষা করা যায়, কিভাবে নিজের চেহারাকে আরও দর্শনীয় করে তোলা যায়। আমার স্বামী এতে খুশি হন। আর তিনি যাতে খুশি হন সেটা আমার জন্যেও সুখের।' নিউ ইয়র্ক টইমসের সঙ্গে আরেক সাক্ষাতকারে মিঃ জনসন জানান, প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হিসেবে লেডিবার্ড চেষ্টা করেন একটা ছোট্ট আনন্দময় দ্বীপ রচনা করতে যেখানে তার স্বামী কাজ করতে পারেন, শান্তিতে জুড়োতে পারেন, কারও প্রশ্নবাণে যেখানে তাঁকে জর্জরিত হতে হয় না।

লিণ্ডন জনসন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন লেডি বার্ড জনসনকে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হ'ত তা ছিল সৌন্দর্যচর্চা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারীদের জন্য, বিশেষ করে, রাজনৈতিক স্ত্রীদের জন্য এ এমন এক ব্যাপার যা নিয়ে তাদের সময় ব্যয় করাটাই স্বাভাবিক। এরজন্য বিরাজমান সমাজ-সাংস্কৃতিক আদর্শিক কাঠামোটি তাদের অনুকূলে। আসলে ব্যক্তিগত ফ্যাশন ও সৌন্দর্যের ধারণার এটাই সামাজিক পরিপোষক ব্যবস্থা। সামাজিক মেয়েরাই সচরাচর এ ধরনের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত। সৌন্দর্যচর্চার কার্যক্রমে তাঁর আগ্রহের ওপর এক আলোচনাকালে মিঃ জনসন একবার মন্তব্য করেন যে, 'সবকিছুর মত সৌন্দর্যচর্চার সূচনাও গৃহেই হওয়া উচিত'। লেডি বার্ড অন্যান্য রাজনৈতিক স্ত্রীদের তুলনায় একটু ভিন্ন ছিলেন এ কারণে যে, তিনি আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন ছিলেন আর তাঁর স্বামীর তেমন অর্থ-বিত্ত ছিল না। লেডি বার্ড তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক পেশায় ব্যতিক্রমী পন্থায় অবদান রাখেন। তবু তাঁর ঐ কাজের নেপথ্যে যে মূল্যবোধ ও প্রেরণা কাজ করে সেগুলিকে মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী বলা যায়। তিনি স্বামীর সহকারিণী ও সাহায্যকারী হিসেবেই কাজ করেন।

ইভঁ দ্য গল, মেরি উইলসন, ম্যামি আইজেনহাওয়ার ও প্যাট নিকসনের বর্ণনার জন্য বহুলব্যবহৃত 'শান্ত, লাজুক, আত্মপরিচয়লোপী, নেপথ্যচারিণী, একান্ত আত্মনিবেদিত স্ত্রী ও মা এসব বিশ্লেষণ এলিনর রুজভেল্টের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই খাটে না। লোকপরিমণ্ডলে এলিনরের আদি পদক্ষেপ সম্পর্কে ল্যাশ বলেছেন, "এলিনরের

www.nagorikpathagar.org

কর্মস্পৃহা কখনও থেমে থাকে নি। তবে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর সার্বক্ষণিক দায়িত্বশীলতার চেতনার সঙ্গে সংমিশ্রিত পর্যাপ্ত নির্বাহী সামর্থ্য কাজে লাগাবার সুযোগ তৈরী হয়, যেসব সামাজিক কর্তব্য এলিনর ঘৃণা করতেন যুদ্ধ তাঁকে ঐসব কর্তব্য পালনের বিবেকবোধের দায় থেকে মুক্ত হবার একটা গ্রহণযোগ্য যৌক্তিকতা দেয় ; ফলে তিনি ঘর-সংসারের কাজে মনোনিবেশ কমিয়ে তাঁর মন-মানসিকতার উপযোগী কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হন। অতঃপর আনন্দময় কাজই তাঁর কর্তব্য হয়ে ওঠে।"

রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে এলিনর রুজভেল্টের সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, তাঁর এই রাজনীতি যেমন ফ্রাঙ্কলিন ডিল্যানো রুজভেল্টের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার খুব একটা সম্পূরক কিছু হয় নি তেমনি সহায়কও হয় নি। তিনি লুসি মার্সারের সঙ্গে স্বামীর গোপন সম্পর্কে খুবই মর্মাহত হন। ফ্রাঙ্কলিন ডিল্যানো রুজভেল্ট মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে যখন কক্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিলেন সেইসময় এলিনর এক সাক্ষাতকারে প্রদান করেন। ঐ সাক্ষাতকারে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর স্বামীর রাজনীতির পার্থক্যটি অত্যন্ত পরিস্কার করে তুলে ধরেন। তিনি রাজনীতিতে উৎসাহী কি না জিজ্ঞেস করা হলে বলেন ঃ

> "হ্যাঁ, রাজনীতিতে আমি গভীরভাবে আগ্রহী। কিন্তু তবু আমি মনে করি না, আমি এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক নারীর চেয়ে আলাদা। তাদের সাথে আমার একটা তফাৎ শুধু এখানে যে, আমি আমার স্বামীর কর্মবৃত্তির, পেশার ভবিষ্যতের ব্যাপারে একনিষ্ঠ আগ্রহী, কারণ বিষয়টি ব্যক্তিগত। কিন্তু আমি কখনও স্বামীর জন্য প্রচারণায় নামি নি। আমি কোনওভাবেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম না। কাজেই দেখুন, আপনারা আমার কাছ থেকে খবরের খোরাক তেমন কিছুই পাবেন না"।

অবশ্য তারপর অল্পকালের মধ্যেই ১৯২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এফডিআর-এর জন্য তাঁকে স্বামীর সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে নামতে দেখা যায়। এতে বড়রকমের স্বার্থত্যাগ করতে হলেও এলিনর স্বামীর ইচ্ছায় সায় দেন। একাজ করার জন্য তাঁকে ১২ বছরের ছেলে জেম্‌সকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে হয়। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুত্রের রোগশয্যার পাশে থাকার জন্যে মায়ের স্বাভাবিক উদ্বেগ সত্ত্বেও, তিনি আবারও এফডিআর-এর অনুরোধ রক্ষা করে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে তাঁর পাশে থাকতে সম্মত হন। তিনি এ ব্যাপারে এক বান্ধবীকে লেখেন, "আনন্দের সাথেই যাচ্ছি।"

প্রচারাভিযান শেষে এলিনর রুজভেল্ট ছেলের স্কুলে চলে যান ও পরে 'লীগ অব ওম্যান ভোটার্স'-এর সংগঠনের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এফডিআর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর এলিনর প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও

www.nagorikpathagar.org

ক্রিয়াকর্মে তিনি স্বামীকে সহায়তা করার জন্য তাঁর পাশে থাকতেন। এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ল্যাশ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন ঃ

> "যখন পরিস্কার বোঝা গেল অনেক দিনের জন্যই ফ্রাঙ্কলিন আর 'লোক' কাজকর্মে ফিরে আসতে পারবেন না- - - পার্টিতে (রাজনৈতিক দল) ফ্রাঙ্কলিনের আগ্রহ ও ফ্রাঙ্কলিনের মাঝে পার্টির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে এলিনরকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। - - - এক্ষেত্রে বিবেকের নেপথ্য অকাট্য অনুশাসন তো ছিলই, উচ্চাভিলাষের একটা প্রেরণাও এলিনরকে দোলা দেয়- - - ইচ্ছে জাগে এটা দেখিয়ে দেবার জন্য যে, সে নারী হয়েও সে তার পুরুষ মানুষটির রাজনীতি জগতের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম। শুধু তাই নয়,— অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা সুগভীর, চাপা অথচ মধুর তৃপ্তিদায়ক চেতনাও ছিল যে, যে লোকটি তাকে এত মর্মঘাতী আঘাত দিয়েছে সে আজ তার (এলিনরের) কাজের সাফল্যের ওপর কত একান্ত নির্ভরশীল।"

লোক-রাজনীতি বিষয়ে এলিনর রুজভেল্টের আগ্রহের মেয়াদ ও পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি নানা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রতিষ্ঠান যেমন, 'উইমেন্স ট্রেড ইউনিয়ন লীগ', বিশ্ব আদালতে যুক্তরাষ্ট্রকে আসীন করার জন্য আমেরিকা ফাউণ্ডেশন ও শিশুশ্রম আইন সংশোধনের জন্য আন্দোলন ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট হন। তিনি কারা সংস্কার, নিগ্রোদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সংগঠনে সক্রিয় নারী ভূমিকার পক্ষে সংগ্রাম করেন। তিনি অপরাধপ্রবণ কৃষ্ণকায় মেয়েদের সহায়তার জন্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুনর্গঠন রোধের ব্যাপারে আন্দোলন সমর্থন করেন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংগঠনমূলক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি যে কাজ করেন তার বর্ণনা করতে গেলে বিরাট কলেবরের গ্রন্থ তৈরি হবে। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে, রাজনীতিকে কতখানি স্বামীর প্রভাববর্জিত স্বাধীন দৃষ্টিতে এলিনর দেখতেন সেটা। একবার এফডিআর যখন নিউইয়র্কের গভর্ণর পদে নির্বাচনে জয়ী হন ঐ সময়—স্মিথ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে পরাজিত হন। এতে এলিনর আঘাত পান। তিনি বলেন, "প্রার্থীদের সবাই না জিতলে আর হ'লটা কি? আমার স্বামীর নির্বাচন জেতা নিয়ে আমি উল্লসিত নই। এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। কেননা, শুধু এতেই তুষ্ট হবার কিছু নেই।"

১৯৩২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে স্বামীকে পার্টির মনোনয়ন দেওয়া হ'লে এলিনর রুজভেল্টের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পরে ম্যামি আইজেনহাওয়ারও তাই করেছিলেন। তবে দু'জনের ঠিক একই ধরনের প্রতিক্রিয়ার নেপথ্য প্রেষণা ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এলিনর রুজভেল্টের ভয় ছিল, স্বামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লে 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবে যে মর্যাদা তার ওপর বর্তাবে ও সেইসঙ্গে ঐ মর্যাদার যে বাহ্যড়ম্বর ও দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপবে যার ফলে তিনি আর তার নিজস্ব লোক ও রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

কার্যকলাপ বজায় রাখতে পারবেন না। তিনি চাইতেন না বাইরের জগত থেকে আড়ালে চলে যেতে। তিনি চাইতেন এই পৃথিবীর একজন হয়ে পৃথিবীটাকে বদলে ফেলতে – – – তাঁর আশঙ্কা ছিল, একবার ফার্স্ট লেডি হলে এসবই তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি রাষ্ট্রীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতা ও ধারা-ঐতিহ্যের সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে পড়বেন। কাজেই এফডিআর-এর বিজয় ও প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়াটাকে এজন্য ভয় তিনি পেতেন না যে, সেটা তাঁকে লোকসমক্ষে নিয়ে আসবে অথচ ঠিক এটাই ম্যামি আইজেনহাওয়ার চাইতেন না; আর সে কারণেই তিনি এফডিআর-এর বিজয়ের বিরোধী ছিলেন। এভাবে দেখা যায়, এলিনর রাজনৈতিক স্ত্রী হিসেবে সনাতন মডেলের ছাঁচে আদৌ খাপ খান না। বস্তুতঃ মনে হয়, উপযুক্ত পরিস্থিতি, উপযুক্ত সময় ও স্থানে এলিনর রুজভেল্টের আবির্ভাব ঘলে তিনি হয়ত নিজেই কোনও নির্বাচিত রাজনীতিকের পদ অধিকার করতে পারতেন।

বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পত্নী ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের সঙ্গে এলিনর রুজভেল্টের কয়েকটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। এলিনর রুজভেল্টের সঙ্গে মিসেস চার্চিলর বন্ধুত্বের কারণে এই দুই বিখ্যাত নারীর মধ্যে বহু আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা যৌথ প্রকল্পের ব্যাপারেও উদ্যোগী ছিলেন। লেডি রুজভেল্টের মত লেডি চার্চিলও তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির ভবিষ্যত প্রশ্নে সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন ও তাঁর নির্বাচনী অভিযানে জোর প্রচার চালান। এজন্য তাঁকে, এমনকি, "উইন্সটনের প্রধান নির্বাচনী উপদেষ্টা (সহায়)" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর প্রচারণা অভিযানের তৎপরতা সম্পর্কে একবার তিনি বলেন, কাউকে না কাউকে তো তাঁর পক্ষে কথা বলতেই হবে। আর সেই ব্যক্তি স্ত্রী ছাড়া আর কে-ই বা হবে? তিনি যেমন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তেমনি সামাজিক আলাপচারিতামূলক কাজটিও অতি মনোমুগ্ধকর নৈপুণ্যে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপরেও অবশ্য, এলিনর রুজভেল্টের মত ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের কর্মতৎপরতার সীমা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর স্ত্রীর সচরাচর দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

২য় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সমাজের সকল স্তরে নারীর সহায়তাকে কাজে লাগানোর বিষয় জরুরী করে তোলে। এলিনর ও ক্লেমেন্টাইন উভয়েই সমরপ্রয়াসে, বিশেষ করে, ঐ প্রয়াসে নারী সমাজের বাঞ্ছিত ভূমিকাটি পালনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বিপদের সম্ভাবনা ও স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কয়েকবারই বিশেষ বিশেষ এলাকা সফরে যাওয়ার ব্যাপারে নিজস্ব ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় হাসপাতাল ও হোস্টেলে যেসব তরুণী সেবাকর্মে ও অন্যান্য উপলক্ষ্যে বসবাস করছিল সেগুলি পরিদর্শনের ব্যাপারে ক্লেমেন্টাইন চার্চিল বিশেষ আগ্রহ দেখান। এছাড়াও, জাতীয় বিষয়াবলী নিয়ে উইন্সটন চার্চিল ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে ক্লেমেন্টাইন চার্চিল অনেক

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রেই স্বামীর নিজ এলাকায় তাঁর পক্ষে কাজ করেন ; তিনি এজন্যে নিজের বক্তৃতা ভাষণগুলিও নিজ হাতে লেখেন।

মিসেস চার্চিল নিজের জন্য যে বেশ একটা তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি গড়ে তুলতে পারতেন—এবিষয়ে তেমন সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্লেমেন্টাইন ইচ্ছে করলে নিজেই সরাসরি পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারতেন। সে যোগ্যতা ও সামর্থ্য তাঁর ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে টোরি দলের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং 'উডফোর্ড কনজার্ভেটিভ অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভানেত্রী ছিলেন। উইন্সটন গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর ১৯৫২ সালে এমন কথাও ওঠে যে, ক্লেমেন্টাইন উইন্সটনের আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের দৃঢ় ব্যক্তি চরিত্র ও যোগ্যতা থাকলেও রাজনীতিতে তাঁর জড়িত হওয়ার কারণ ঐসব রাজনৈতিক স্ত্রীদেরই একান্ত অনুরূপ যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ভূমিকাকে স্বামী থেকে স্বতন্ত্র করে না দেখে বরং স্বামীদের ভূমিকার পরিপূরক হিসেবে দেখতেন। চার্চিল দম্পতির এক পুরনো বন্ধু ক্লেমেন্টাইনের জীবনের প্রধান কার্যকলাপের প্রেরণা সম্পর্কে এই বলে আভাস দিয়েছেন যে, "আমি সত্যিকার অর্থেই মনে করি, ক্লেমেন্টাইন ছিলেন একজন আদর্শ স্ত্রী। স্বামীর স্বার্থে, স্বামীর কাছে, স্বামীর আগ্রহে, তাঁর মাধ্যমেই একমাত্র নিজের উন্নতি ছাড়া অন্য বিকল্প উপেক্ষা করে কোনও স্ত্রী যদি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে স্বামীর মাঝে নিমগ্ন করে সেটাই হয় স্বামী-স্ত্রীর নিখুঁত, নিটোল সম্পর্ক।" স্বামী ছিলেন ক্লেমেন্টাইনের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষাকৃত বহু স্ত্রীর তুলনায় একজন স্বাধীন কার্যসাধক হয়ে ওঠার পক্ষে ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের অনেক বেশি ব্যক্তিগত গুণ ও আগ্রহ থেকে থাকলেও তিনি স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। "ক্লেমেন্টাইনের স্বকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও তিনি কখনও এমন কোনও আচরণ করতেন না যা ঘরে অশান্তির সৃষ্টি করতে ও পরিশেষে স্বামীর একান্ত ও লোকজীবনেও গড়াতে পারে।

নাদেঝ্দা ক্রুপস্কায়া রুশ বিপ্লবের জনক ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান লেনিনের স্ত্রী হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। তবু ক্রুপস্কায়া কোনও সাধারণ 'ফার্স্ট লেডি' ছিলেন না। কারণ, আদি রুশ মার্কসবাদীদের বিচার-বিবেচনায় 'ফার্স্ট লেডি' কথাটি বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। জ্যাক নীলের বর্ণনায় "নারীগণ এখন আর কোনও অলঙ্কার মাত্র নয়। ওরা কমরেড। ক্রুপস্কায়ার মত অভিজ্ঞ পার্টি সদস্য অভ্যাগত অতিথিদের সারিতে করকম্পনের প্রদর্শনীমূলক কাজ সারার চেয়ে নিজ অধিকারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে আরও ভালভাবে স্বার্থরক্ষা করতে পারেন। রুশ বিপ্লব আন্দোলনে ক্রুপস্কায়ার অবদান অনেক। তিনি পরবর্তীকালে গঠিত সোভিয়েট সরকারের একজন প্রশাসক হিসেবে ঐ সরকারে শরীক হন।"

www.nagorikpathagar.org

ক্রুপস্কায়ার বাবা ছিলেন তাঁর সমসাময়িককালের এক উগ্র বামপন্থী। তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিষয় ও শিক্ষায় কন্যাকে আগ্রহী করে তোলেন। বিশোত্তর বয়সের গোড়ার দিকে তিনি বয়স্ক কারখানা শ্রমিকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ঐ সময়ের মেয়ে হিসেবে কাজটি ক্রুপস্কায়ার জন্য ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। ঐ সময়ে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট শ্রমিকদের পঙ্কিল ও দারিদ্র্য-দুর্দশাময় জীবনযাত্রার ব্যাপারে তাঁর প্রত্যক্ষ মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা হয়। ১৮৯৪ সনে লেনিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আগেই তিনি বিপ্লবী তৎপরতায় জড়িত হন ও ১৮৯৬ সনে লেনিনের সঙ্গে বিয়ের পর তাঁর বিপ্লবী কার্য কলাপের তীব্রতা ক্রমেই জোরদার হয়।

লেনিনের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে থাকাকালে তিনি লেনিনের সহকারী, সচিব ও গুপ্ত রুশ সমাজ গণতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির সংগঠনের জন্য নির্বাহী ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। তবে কে নেতা, চিন্তাবিদ, ওপরওয়ালা আর কে অনুসারী, সচিব ও অধঃস্তন সে বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। তিনি স্পষ্টতঃই লেনিনের নির্দেশে কাজ করতেন। বলশেভিক বিপ্লবের পর তিনি একজন বিশিষ্ট রুশ শিক্ষাবিদে পরিণত হন। তিনি শিক্ষা কমিশারিয়েটের অন্যতম সদস্য হন ও সেই সময়কার কার্যতঃ নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য পার্টি গণশিক্ষা পরিকল্পনায় বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯২১ সালে তিনি রাজনৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত মূল কমিটি, 'গ্লাভপলিটপ্রোভেস্ট'-এর প্রধান পদে আসীন হন। এই সংস্থার জন্য ১০ মিলিয়ন রুবল (এক কোটি) বাজেট নির্ধারিত ছিল ও এ সংগঠনের আওতায় সংগঠিত জনসমষ্টির সংখ্যা ছিল ৪,৭৫,০০। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর, তাঁর নৈতিক নেত্রীত্ব, কর্তৃত্ব প্রশংসিত হলেও তার সত্যিকার প্রভাবে ভাটা পড়তে শুরু করে। ১৯২৭ সালে ১৫শ পার্টি কংগ্রেসে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য হন। ১৯২৯ সালে ৬০ বছর বয়সে তাঁকে 'রেড ব্যানার অব লেবার' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। ১৯৩১ সালে তাঁকে একাডেমী অব সায়েন্সের সম্মানসূচক সদস্যপদ দান করা হয়। ১৯৩৩ সনে তাঁকে 'অর্ডার অব দি ইউএসএসআর' ও 'অর্ডার অব লেনিন' খেতাবের সম্মানে সম্মানিত করা হয়। ১৯৩৬ সনে শিক্ষাশাস্ত্রে তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৩৫ সনে ৬৬ বছর বয়সে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐ সময়কার আইন পরিষদ — নিখিল সোভিয়েট কংগ্রেসে নির্বাচিত হন। এটা ছিল তাঁর জন্য সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক নিয়োগ। ১৯৩৭ সনে তিনি নিখিল সোভিয়েটের পরবর্তী বিকল্প সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচিত হন। পরে তিনি সুপ্রীম সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। ম্যাকনীল অবশ্য উল্লেখ করেছেন, এসব সম্মান মর্যাদা ছিল আসলে 'নাম-কা-ওয়াস্তে'। এর একটি মাত্র উদ্দেশ্য : লোকের কাছে দেখানো যে, লেনিনের বিধবা পত্নী স্তালিনের শাসনকে অনুমোদন জানাচ্ছেন। এসবই নেপথ্য থেকে আয়োজন করেন খোদ স্তালিন। ম্যাকনীল আরও উল্লেখ করেছেন, সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় তাঁর স্থান ঠিক

www.nagorikpathagar.org

লেনিনের পরেই কায়েমী, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্রুপস্কায়া মুক্ত নারী, নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রী, স্নেহময়ী জননী—এককথায় বিপ্লবের ক'নের মূর্তিমান প্রতীক। 'মুক্তিপ্রাপ্ত নারী'-এই কথাগুলি সত্ত্বেও এই বরাত ও ক্রুপস্কায়ার জীবন সম্মিলিতভাবে তাঁকে নিম্নবর্ণিত অন্যান্য বিপ্লবী নারীর চেয়েও আরও পরিস্কারভাবে লোকনারীর শ্রেণীভূক্তি করেছে যদিও তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। জীবনের বেশির ভাগ তিনি লেনিনের সাহায্যকারিণী ছিলেন। স্বাধীন কার্যসম্পাদক ছিলেন না। ইতিহাস — সাংস্কৃতিক পটভূমি ভিন্ন হলেও, রাজনৈতিক তৎপরতা ও স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিক থেকে তাঁর স্থান এলিনর রুজভেল্টের সমতুল্য। তাঁদের স্বামী তাঁদের রাজনৈতিক তৎপরতায় সহায়তা করেছেন। তাঁদের দু'জনের স্বামীরা অন্য নারীর সাথে প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। এতে উভয় স্ত্রীই যথেষ্ট আঘাত পান। তাঁরা উভয়েই তাঁদের নিজ নিজ দেশের জন্য ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও তাঁরা তা করেছেন একজন বিখ্যাত পুরুষ রাজনীতিকের সনাতন স্ত্রী হিসেবে। লেনিনকে বিয়ে না করলেও ক্রুপস্কায়া নিজ অধিকারে একজন বিখ্যাত বিপ্লবী হতে পারতেন—এরকম ধারণা নেহাৎ ভিত্তিহীন না হলেও, এ ব্যাপারে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। লেনিনের বেলায় ক্রুপস্কায়া যে প্রাপ্তবয়স্কের ভূমিকা পালন করেন তা তাঁর মা ও ক্রুপস্কায়ার বাবার বেলায় করেছিলেন বলা যায়। ক্রুপস্কায়ার. মাকে তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের অন্ততঃ আংশিক কারণে বহু বছর ধরে গোটা রাশিয়ার যত্রতত্র ঘুরে কাটাতে হয়েছিল। ক্রুপস্কায়া লেনিনকে বিয়ে না করলে হয়ত তিনি এমন কাউকে বিয়ে করতেন যার জন্য তিনি তাঁর প্রতিভা ও উদ্যমের সিংহভাগ ব্যয় করতেন। রুশ অর্থোডক্স চার্চের একজন যাজক লেনিন ও ক্রুপস্কায়ার বিয়ে পড়ান। পরে ক্রুপস্কায়া যে কোনও রকমের ধর্মের বিরোধিতা করলেও তিনি বরাবরই সনাতন পরিবার কাঠামোর ও মৌলিক দিক থেকে সনাতন নারীপুরুষ সামাজিক সম্পর্কের প্রবক্তা থেকে যান। সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর সমসাময়িককালের বহু বিপ্লবী নারীর বাঞ্ছিত সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে আদৌ কোনও মিলই ছিল না। আলেকজাণ্ড্রা কোলোনতাই বিপ্লবী নারীর (নিঃ দ্রঃ) দৃষ্টান্ত।

পরিবারের গণ্ডিবহির্ভূত কার্যকলাপ ও রাজনীতির প্রতি মনোভাবের ব্যাপারে আমাদের বর্ণিত লোকনারী গৃহিনী নারীদের তুলনায় স্পষ্টতঃ ভিন্ন। যে স্ত্রীদের লোকনারী আখ্যায়িত করা হয়েছে তাঁরা তাঁদের লোকভূমিকাগুলি থেকে অধিকতর আনন্দ ও সুখানুভব করে থাকেন। লোক ও রাজনৈতিক কার্যভূমিকাগুলি তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণতঃ কাঙ্খিত মাত্রা যোগ করে। গৃহিনী নারীরূপে বর্ণিত রাজনৈতিক স্ত্রীদের সঙ্গে এগুলির বৈপরীত্য অত্যন্ত পরিস্কার। লোকনারী টাইপের রাজনৈতিক স্ত্রীরা হয়ত তাদের রাজনৈতিক স্বামী ও স্বামীদের নানাবিধ তাগিদে তাঁদের রাজনৈতিক জীবন শুরু

www.nagorikpathagar.org

করেন। তবে অচিরেই তাঁদের কাছে এ জীবন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শুরুতে একজন পুরুষ মধ্যস্থের সহায়তায় এই মহিলারা রাজনীতিতে এলেও একবার জনসমক্ষে উপস্থিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি, সংগঠন তৎপরতা, প্রচার ও এসবে যথাসাধ্য অবদানের মধ্যে দিয়ে শুরু করার পর ক্রমেই নিজেদের আগ্রহ ও আস্থা গড়ে তোলেন। এভাবে মধ্যস্থ অবলম্বন ভিত্তিক কার্যক্ষমতা থেকে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাও তাদের গড়ে ওঠে। প্রাপ্তবয়স্কের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা পেলে একদিন হয়ত এরাও নিজ নিজ যোগ্যতায় এক একজন নির্বাচিত রাজনৈতিক নারী হয়ে উঠত।

মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী

এ সমীক্ষার জন্য সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর ধারণাটি কোনও নির্বাচনভিত্তিক প্রধান, কোনও লোকপদে নির্বাচিত নারী কিংবা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল চেতনাসম্পন্ন নারী বা বিপ্লবী রাজনৈতিক আচরণে লিপ্ত নারীদের বেলায় সীমিত রাখা হয়েছে। আমাদের নির্ধারিত আদর্শ টাইপগুলির আওতাভুক্ত মেয়েরা তাদের জীবনের খুব গোড়ার দিকেই তাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার একটা প্রবল চেতনা গড়ে তোলার কারণে সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীতে পরিণত হয়। তবে এমন কিছু নারী আছেন যাঁদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি লোকনারীর হলেও তাঁরা জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদ অর্জন করেন। মনে হয়, বিয়ের কয়েক বছর পর কিংবা তাদের স্বামীর মৃত্যুর পর পুনঃসামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় এদের মাঝে কার্যক্ষমতার একটা প্রবল চেতনা গড়ে ওঠে। লোকনারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এসব নির্বাচিত নারীর বেশিরভাগই বিয়ে করেছিলেন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাসম্পন্ন পুরুষকে। রাজনীতিতে স্বামীদের অংশগ্রহণের ফলে দৃষ্টতঃ এই স্ত্রীদের মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতার চেতনা তীব্রতর হয়ে ওঠে ও ওরা ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ এমন পরিসরে বৃদ্ধি করে যার ফলে রাজনীতি কেবল ওদের জন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্নই হয়ে ওঠে না, ওদের মাঝে রাজনীতির ক্যারিয়ার গড়ার আকাঙ্খাও জাগ্রত হয়। আমাদের সমীক্ষার এই পর্যায়ের নারীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ঃ ন্যান্সি ল্যাঙ্গহর্ণ অ্যাস্টর, লিওনর সুলিভ্যান ও মার্গারেট চেজ স্মিথ। এরা পুনঃসামাজিকীকৃত। এদেরকে আমরা নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারী বলে অভিহিত করেছি। বিয়ের পর তাদের মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতার চেতনা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনায় পরিবর্তিত হয়। এই নারীরা আমাদের আদর্শ লোকনারী টাইপের অংশ বিশেষ হলেও উল্লেখের সুবিধার্থে ও নির্বাচিত লোকনারীদেরকে রাজনৈতিক স্ত্রী/লোকনীরদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য এদেরকে নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারী বলে আমরা অভিহিত করব। এভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্য আরোপের ফলে রাজনৈতিক আচরণের তারতম্যটি বোঝা যাবে

www.nagorikpathagar.org

ও আমরা রাজনীতিতে সাফল্যপ্রয়াসী হওয়ার জন্য এ ধরণের নারীর পুনঃসামাজিকীকরণের গুরুত্বটিকে আরও তীক্ষ্ণ, শাণিত, প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারব।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্মগ্রহণকারী ন্যান্সি বিচার ল্যাঙ্গহর্ণ অ্যাস্টর বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রথম নির্বাচিত মহিলা যিনি বাস্তবিকপক্ষে পার্লামেন্টে তার আসনে অধিষ্ঠিতও হয়েছিলেন। তাঁর দর্জাল প্রকৃতির বাবা তাঁর অনুগত স্ত্রীর ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপে আধিপত্য চালাতেন। কিন্তু তাঁর ফুফুও ছিলেন বাবার পাল্টা দৃঢ়চেতা নারী। তাঁকে বলা যায়, তিনি নারীর ইতিবাচক ভূমিকা মডেলের এক আদর্শ। এহেন ফুফু লুইস তৎকালের কোনও তরুণীর কাছে তৎকালীন সমাজের প্রত্যাশাকে চুরমার করে দেন। অর্থাৎ তিনি সনাতন পথে না গিয়ে রঞ্জিত বর্ণের (প্রধানতঃ কৃষ্ণকায়) ছেলেমেয়েদের জন্য জন্য ভার্জিনিয়াতে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ও শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন। ন্যান্সি অ্যাস্টরও দৃঢ় মনোবল ও স্বাধীন চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। তিনি নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের গোড়ার দিকে একজন নিষ্ঠাবতী অগ্রণী নেত্রী ছিলেন। তবে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী, বৃটিশ নাগরিক ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টারের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরই কেবল তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হন।

ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টর এক প্রভাবশালী বিত্তবান পরিবারের লোক। পরিবারের মালিকানাধীন 'অবজার্ভার' পত্রিকার পরিচালনা ছাড়াও বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হ'ত। তাঁর পরামর্শ ও তাগিদে ন্যান্সি রাজনীতিতে পদার্পন করেন। বস্তুতঃপক্ষে এমনও হওয়াটা বিচিত্র নয় যে, মিঃ অ্যাস্টর কমন্সসভার একটি আসন ধরে রাখার জন্যই তিনি স্ত্রীকে ব্যবহার করেছিলেন। অ্যাস্টরের বাবার মৃত্যুর পর প্লাইমাউথের আসনটি শূন্য ছিল। পারিবারিক ব্যবসায় ও 'অবজার্ভার' পরিচালনায় অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরলোকগত শ্বশুরের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উৎসাহিত করেন। এভাবে ১৯১৯ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর লেডি অ্যাস্টর দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে হাউস অব কমন্স-এর সদস্য ছিলেন। এতে তার স্বামীর পক্ষে বৃটিশ পার্লামেন্টে কিছু প্রভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল।

ন্যান্সি অ্যাস্টরের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে তেমন একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগের রেকর্ড নেই। একবার তিনি সুরা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ব্যর্থ উদ্যোগ নেন। আর একবার স্বল্পকালীন সফরে মস্কো যান। এর বাইরে প্রধানতঃ তিনি পার্লামেন্টে মহিলাসুলভ দায়িত্ব পালন করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি সরকারী চাকুরী ও পেশায় নবাগত মহিলাদের অভ্যর্থনাকারী হিসেবে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন এবং আরও বেশি মহিলা যাতে বিভিন্ন পদের জন্য প্রতিযোগিতা করে সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করেন। একমাত্র উল্লিখিত সুরা নিষিদ্ধকরণ আইন পাশের ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া ন্যান্সি কোনও

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক বিষয়ে এককভাবে আন্দোলন সমর্থন করেন নি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর একটানা তাঁর হাউস অব কমন্স-এ অবস্থান যতটা না ছিল রাজনৈতিক পদলাভে তাঁর স্বাধীন ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন তারও চেয়ে বেশি ছিল তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক স্বামী ও তাঁর পরিবারের প্রত্যাশা পূরণ।

রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরিবারে তাঁর দায়-দায়িত্ব পালনে তেমন বড়রকমের কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং বলা যায়, তিনি যদি তাঁর স্বামীর ইচ্ছ মেনে না নিতেন তাহ'লেই বরং পারিবারিক সংঘাতের সম্ভাবনাটি আরও ঢের বেশি বেড়ে যেত। পার্লামেন্টের সদস্য থাকাকালে ন্যান্সি ছয় সন্তানের জন্ম দেন। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। স্বামীর বিত্তের কল্যাণে তাঁকে ঘরকন্না, রান্নাবান্না ও শিশু পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে হয় নি।

অ্যাস্টর পরিবারের পারিবারিক জীবনে রাজনীতিই ছিল দৃশ্যতঃ প্রধান আকর্ষণ। কেননা, লেডি অ্যাষ্টরের পাঁচ ছেলের চারজনই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের মত করে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বামীর চাপে লেডি অ্যাস্টর রাজনীতি থেকে অবসর নেন। কিন্তু ছেলেরা বড় হয়ে ওঠায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন ও তাঁর নিজেকে অবরুদ্ধ মনে হতে থাকে। ব্যাপক লোক পরিচিতি ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক তৎপরতায় অভ্যস্থ ন্যান্সির জন্য ঘরের চার দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থাকা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এতে তিনি নিজেকে ছেলেদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনধারা বজায় রাখার চেষ্টা করলে ছেলেরা তাঁকে এ থেকে বিরত হতে বলে। তাঁর এক পুত্র জ্যাক, এমনকি, তাঁর নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতেও মাকে নিষেধ করে।

ন্যান্সির স্বামীও তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দেবার জন্য চাপ দেন। এক ছেলের সমকামিতামূলক ঝামেলায় অশান্তি দেখা দিলে ও ঐ ছেলেটি আত্মহত্যার চেষ্টা করলে কয়েকবার ন্যান্সির স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে, এমনকি, এতকালের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলে, অবশেষে ন্যান্সি ও তাঁর স্বামীও ছেলেদের ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ তাঁর মায়ের অনুরূপ ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি একবার বলেন ঃ 'শৈশব থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার মা শক্ত চরিত্রের মানুষ হলেও বাবাই ছিলেন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। কারণ তিনিই টাকা যোগাতেন। এমনিভাবে রাজনীতিতে ন্যান্সি অ্যাস্টরের আগমন ও প্রস্থান উভয় ঘটনাই তাঁর জীবনের পুরুষ মানুষগুলির মধ্যস্থতায় ঘটেছিল।'

মার্কিন রাজনীতির অঙ্গনে লিওনর সুলিভ্যানের হাতেখড়ি হয়েছিল রাজনীতিতে ইতিমধ্যে সক্রিয় এক পুরুষের মাধ্যমে যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি কোন্ বয়সে প্রথম রাজনীতিতে আসেন এই প্রশ্নের সরল জবাবে লিওনর বলেছিলেন, 'যখন আমার বিয়ে

www.nagorikpathagar.org

হয়'। তিনি জানান, সুলিভানের সাথে বিয়েই তাকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। কারণ, আগে থেকেই তাঁর স্বামী রাজনীতিতে সক্রিয়। তাছাড়া, কাজটাও যথার্থ বলে মনে হয়েছিল।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল, তুলনামূলকভাবে দেরীতে, ৩৭ বছর বয়সে। তাঁর কোনও ছেলে-মেয়ে হয় নি। সেজন্যে তাঁর স্বামীর কংগ্রেসের অফিসের কাজে তাঁর পক্ষে অনেকটা সময় ব্যয় করা সম্ভব হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর একজন কংগ্রেস সদস্যের জন্য কাজ করেন। এরপর তিনি নিজেই কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিনিধি পরিষদের দীর্ঘ ২৩টি বছরের মেয়াদে লিওনর কংগ্রেসে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সওদাগরী নৌ-চলাচল ও মৎস্য শিকার কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন কোনও স্থায়ী কমিটি প্রধানের পদে সপ্তম মহিলা। অনেকের মতে, ১৯৭৪ সালে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলা সদস্য।

লিওনর সুলিভ্যান নিজেই এ বিষয়ে ব্যক্তিগাভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর জীবনে রাজনীতি মুখ্য হয়ে ওঠার ব্যাপারটি মুলতঃ তাঁর স্বামীর মাধ্যমে ঘটেছে। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনে তিনি কতটা তাঁকে কেমন করে সাহায্য করেছেন সে বিষয়ে লিখতে গিয়ে লিওনর উল্লেখ করেছেন ঃ

> "আমার মনে হয়েছিল, আমি তাকে যেভাবে জানি তা মানুষকে জানানো আমার দায়িত্ব। আমি মনে করি, আমি সফল হয়েছি। পরবর্তীকালে রাজনীতির সাথে আমার এই সংশ্রব খুবই সহায়ক হয় যখন আমি নিজে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রার্থী হই। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি এটাকে আমার জীবনকর্ম হিসেবে গ্রহণ করি, সম্ভবতঃ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। তবে তাহ'লেও এ যাবত গত ২৩ বছর আমি এ সুবাদেই কংগ্রেসে থাকতে পেরেছি।

লিওনর যে ব্যঞ্জনায় তাঁর উল্লিখিত ভাব প্রকাশ করেছেন সেই ব্যঞ্জনাতেই রাজনৈতিক স্ত্রীদেরও অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করতে লক্ষ্য করা যায়। স্বামীর কর্মবৃত্তির ভবিষ্যত গড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে আগ্রহী স্ত্রী হিসেবে লিওনর তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন মিসৌরীর থার্ড ডিষ্টিক্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে। প্রতিনিধি পরিষদে ২৩ বছর কাটার পরও লিওনর নিজেকে লিওনর কে (মিসেস জন বি) সুলিভান হিসেবে পরিচয় দেন ও সেভাবে নাম সই করেন। তাঁর রাজনৈতিক পদের প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিতে কখনও নারীবাদী প্রবণতা প্রদর্শন করেণ নি। বস্তুত তিনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা কংগ্রেস

www.nagorikpathagar.org

সদস্য যিনি সম অধিকার সংশোধনী বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। নম্র, দয়ার্দ্র ও নারীস্বভাবে লিওনর সুলিভ্যান এমন এক লোকনারীর আদর্শ যিনি পরিস্থিতির পাকচক্রে একজন নির্বাচিত কর্মকর্তায় পরিণত হয়েছিলেন।

মার্গারেট চেজ স্মিথ 'স্টেট ফেডারেশন অব বিজনেস অ্যাণ্ড প্রফেশনাল উইমেনস' ক্লাবের সদস্য ও সভাপতি এবং মেইন অঙ্গরাজ্যের সমারসেট কাউন্টি থেকে নির্বাচিত রিপাবলিক্যান দলের কমিটির নারী সদস্য হিসেবে লোকজগতে পদার্পন করলেও প্রকৃতপক্ষে ক্লাইড স্মিথের সঙ্গে তাঁর বিয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯৩০ সালে তাঁদের বিয়ের অনেক আগে থেকেই স্বামী ক্লাইড রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই দম্পতির বিয়ের আগের পরিচয় থেকে বাগদান পর্বের ব্যাপারটাও বাস্তবিকপক্ষেই ব্যতিক্রমধর্মী। এ ব্যাপারে মার্গারেট বলেছেন, "আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচার অভিযান উপলক্ষ্যেই পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছি। আসলে যে কেউ ক্লাইডের কাছে যাক না কেন তা শেষাবধি কোনও না কোনও রাজনৈতিক অভিযানে যাওয়ায় গড়াতো।" বিয়ের সময় ক্লাইড স্মিথের বয়স ছিল ৫৪ বছর, আর পাত্রীর ৩৩। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে তাঁদের কোনও ছেলেমেয়ে হয় নি। আর এর ফলে অন্যদিকে তাঁরা রাজনীতিতে একটা টিম হিসেবে আরও বেশি করে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মাতৃত্ব ও লোক-জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে মুক্ত থাকার ফলে মার্গারেট ও তাঁর স্বামী আক্ষরিক অর্থে তাঁদের গোটা জীবনকে রাজনীতিময় করে তুলতে পেরেছিলেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে ক্লাইড প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হন। ১৯৪০ সালের এপ্রিলে ক্লাইড স্মিথ দ্বিতীয়বারের মত হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তিনি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত টিকে থাকবেন কি না সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। এ অবস্থায় চিকিৎসক তাঁকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন তাঁর নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে ভোটারদের কাছে তাঁর এ অসুখের কথা তুলে জানিয়ে দেন, যদি তিনি এ রোগের কারণে অক্ষম হয়ে পড়েন তাহ'লে তাঁর জায়গায় তাঁর স্ত্রী প্রার্থী হবেন। যেদিন ক্লাইড স্মিথ সাংবাদিকদের কাছে প্রথম তাঁর এই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন সেইদিনই তিনি প্রাণঘাতী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মার্গারেট চেজ স্মিথ এর আগে কখনও কোনও নির্বাচনভিত্তিক লোকপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও, স্বামীর মৃত্যু ও তাঁর অন্তিম ইচ্ছার বিষয়টি মার্গারেটকে সাতমাসে চারটি নির্বাচনী প্রচার অভিযানে তৎপর হওয়ার প্রেরণা দেয়। তবে তিনি পার্টির সমর্থন পেয়েছিলেন—একথা ঠিক নয়। আসলে ব্যাপার ছিল তার উল্টো। প্রথমে তাকে পার্টি প্রাইমারীতে (দলীয় প্রাথমিক মনোনয়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গ), এরপর স্বামীর আসনে তাঁর অসমাপ্ত মেয়াদ পূরণের নির্বাচনে জিততে হয়। এরপর ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মনোনয়ন পেয়ে আপন যোগ্যতায় কংগ্রেস নির্বাচনে বিজয়ী হতে হয়। তিনি

www.nagorikpathagar.org

তাঁর এই চার বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, "আমার স্বামী আমাকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে জিততে হয়। একটি নির্বাচনেও কেউ আমার কাছে-পিঠে ছিলেন না।"

প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেট মিলিয়ে মার্গারেট স্মিথ দীর্ঘ ২৫ বছর কংগ্রেসে ছিলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংশয়াতীতভাবে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা বৃদ্ধি করেছে। তিনি রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হয়ে ওঠার পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির বর্ণনা করতে হলে তাতে 'অসাধারণ' এই পরিচিতির লেবেল অবশ্যই সেঁটে দিতে হয়। রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে তাঁকে সাদামাটা কংগ্রেস কমিটিগুলিতে রাখা হয়। অথচ তিনি যখন অবসর নিচ্ছেন সেই সময় নাগাদ দেখা যায়, তিনি সেনেট সশস্ত্র বাহিনীর কমিটির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী রিপাবলিক্যান। বলাই বাহুল্য, সশস্ত্র বাহিনী কমিটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে সনাতন নারী বিষয় বলতে গেলে কার্যতঃ অনুপস্থিত। এছাড়াও মার্গারেট স্মিথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় মনোনয়ন চাইছেন আর ন্যূনপক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আগেকার দিনের কিছু নারী ভোটাধিকার সমর্থক অপ্রধান রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নারী প্রার্থী দিয়ে প্রচারের ঘটনা তৈরী করা ছাড়া এর আগে আর কখনও কোনও নারী একটি বড় দল থেকে এত শীর্ষ পদের জন্য অভিলাষী হন নি।

বাস্তববাদী হিসেবে মার্গারেট চেজ জানতেন, প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর ঐ প্রয়াস সম্ভবতঃ সফল হত না। কিন্তু তবু তিনি সাধারণ মার্কিন নারীসমাজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে দেখিয়ে দেন যে, চাইলে যেমন তিনি পারেন, তাঁর সে যোগ্যতাও আছে তেমনি প্রতিটি নারীরই ঐ ধরণের উঁচু পদে অভিলাষী হবার অধিকার আছে। যখন মেয়েরা বুঝবে রাজনীতিতে নারীর সাফল্যের ব্যাপারটি আসলেই অবাস্তব নয় তখন তারা আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে।

সেনেটের প্রায় প্রতিটি ভোটে তাঁর উপস্থিতির রেকর্ড অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এ থেকে বোঝা যায়, স্বীয় নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের পক্ষ থেকে প্রতিটি ইস্যুর ভোটে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ কতখানি। আর এটি সম্ভব করতে গিয়ে তাঁর নিজস্ব রুটিন ও কার্যতালিকায় যে বিভ্রাট ঘটত সেসব সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন কমিটিতে অন্যান্য রাজনৈতিক ইস্যুর প্রশ্নে উপস্থিত থাকার অসুবিধে সত্ত্বেও তিনি ঐ কর্তব্য পালনে ত্রুটি করতেন না। তাঁর এই আচরণ তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে ছিল একান্তই বিরল। ঘটনাচক্রে তাঁর সকল সহকর্মীই ছিলেন পুরুষ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্গারেটের আলাদা হয়ে চলার ও কেবল বিবেকতাড়িত ও চালিত হওয়ার মধ্যে সাহস পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্বে কম্যুনিস্টবিরোধী যে তল্লাসী অভিযান শুরু হয় তার পাল্টা জবাব হিসেবে মার্গারেট তাঁর 'বিবেকের ঘোষণা' নামে বিখ্যাত বিবৃতি প্রদান করেন। কম্যুনিস্ট বিরোধী এই অভিযানটি অত্যন্ত কঠোর ধরণের ব্যবস্থা ছিল। আর তাই মার্গারেট এজন্য তাঁর নিজের দলের একজন সদস্যকে তিরস্কার করেছিলেন। যে চক্রটি কম্যুনিস্ট খোঁজার নামে ভীতি সৃষ্টির কৌশল প্রয়োগ করছিল খোদ সেই মহল থেকে নিজের ওপর হামলার ঝুঁকি নিয়েছিলেন মার্গারেট স্মিথ। তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় সেনেটের মহিমামণ্ডিত কক্ষগুলির 'ভদ্রোচিত' বিধি, দস্তুর ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা সেনেটের চাতাল থেকে বাইরের লোককে কলঙ্কিত করি ও তারপর কংগ্রেসের নিরাপত্তা তথা সাংবিধানিক সুবিধের ব্যূহের আলখেল্লার নীচে গা-ঢাকা দিই এবং তারপরেও আমরা সেনেট সমাবেশের নিন্দামন্দ থেকে চামড়া বাঁচানোর জন্য ঐ সমালোচনাকে নিরাপদ দূরত্বে রাখি।"

মার্গারেট চেজ স্মিথের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য-আকর্ষণগুলির বিষয়ে কারও কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। তবে সেগুলির আদত, দিক-নির্দেশনা-প্রবণতা ও তীব্রতা বা নিষ্ঠা এসব কিছুই গোড়াতে স্বামীর সংশ্লিষ্টতা-নির্ভর ছিল। অন্য পরিস্থিতিতে তাঁর রাজনৈতিক আচরণ কতখানি ভিন্ন হ'ত সে সম্পর্কে কোনও অনুমান করা অসম্ভব। তবে একথা নিরেট সত্যি যে, এই সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক তাঁর স্বামীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মবৃত্তিতে অবতীর্ণ হন নি। তাঁকে আমরা এক পুনঃসামাজিকীকৃত লোকনারী আখ্যায়িত করতে পারি যিনি এক অদম্য, সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী হয়ে উঠেছিলেন।

সাফল্যঅর্জনকারী নারী ঃ
নির্বাচিত/ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন গোষ্ঠী

সমীক্ষার পরের গোষ্ঠী হচ্ছে শৈশবে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সক্ষমতার প্রবল চেতনাসম্পন্ন নারীরা। এরা স্বামীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাদের কর্মবৃত্তি শুরু করে। রাজনীতিতে প্রবল অংশগ্রহণের ব্যাপারে এদের প্রেষণা ও প্রেরণা এসেছে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস থেকে। এদের রাজনৈতিক তৎপরতায় পুরুষের মধ্যস্থতা মূলতঃ অনুপস্থিত। আর নেহাৎ কিছু থেকে থাকলেও একজন নারীকে কোনও পুরুষ মানুষের সহায়তা ও উৎসাহদানের সাথে একজন পুরুষকে আরেকজন পুরুষের অনুরূপ উৎসাহ-সহায়তার মধ্যে কোনও দারুণ রকমের তফাৎ নেই। বলা যায়, নারী-পুরুষ সমান হিসেবে সৃষ্ট এরকম একটা ধারণা নিয়েই এই নারীদের যাত্রা শুরু। পরিবার এদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও তাদের রাজনৈতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের বেলায় তা

www.nagorikpathagar.org

কোনও অনতিক্রম্য বাধা ছিল না। এমনকি, তাদের স্বামীরাও নয়। সমীক্ষাধীন এধরণের (টাইপের) নারীদের মধ্যে রয়েছেন ঃ মার্থা গ্রিফিথস্, এলা গ্র্যাসো, শার্লি চিশল্ম, মার্গারেট থ্যাচার, ইন্দিরা গান্ধী, গোল্ডা মেয়ার ও বার্ণাডেট ডেভলিন।

মার্থা রাইট গ্রিফিথ্স দীর্ঘ আঠার বছর ধরে মিশিগানের সপ্তদশ জেলা ডেট্রয়টের প্রতিনিধি ছিলেন প্রতিনিধি পরিষদে। বহু লোকবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্য থেকে তিনি ছিলেন ভিন্নতার বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। মার্থা গ্রিফিথ্সের স্বকীয় যোগ্যতার কারণে তিনি সাধারণতঃ বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রতিনিধি পরিষদের উপায় ও ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং নগরবিষয়ক কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে স্বীয় নির্বাচনী এলাকা তথা গোটা জাতির জন্যে হিতকর গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন ও সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

স্মিথ ও সুলিভানের মত গ্রিফিথস্ স্বামীর মৃত্যুর ফলে শূন্য রাজনৈতিক পদের স্থলাভিষিক্ত হন নি কিংবা নিযুক্ত হন নি। রাজনৈতিক পদে তাঁর অধিষ্ঠানের আনুপূর্বিক ঘটনা অবশ্য নিশ্চিতভাবেই পুরুষদের সনাতন ঘটনাপ্রবাহেরই বেশ কাছাকাছি। ১৯৪০ সালে মিশিগান ল' স্কুল থেকে তিনি ও তাঁর স্বামী একত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁরা উভয়েই 'আমেরিকান অটোমোবাইল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী'র আইন বিভাগে যোগ দেন। পরে মার্থা গ্রিফিথ্স নিজেই একটি আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালে পরে তাঁর স্বামীও এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের বেশিরভাগ আইন পেশা থেকে আগত। আর সে কারণেই আইন শাস্ত্রে মার্থা গ্রিফিথ্স-এর আগ্রহ যে রাজনীতিকে ব্যক্তিগতভাবে আকর্ষণীয়, বৈশিষ্ট্যময় করে তুলবে তাতে আর আশ্চর্য কি! অবশ্য এর মানে এই নয় যে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিকাশে তাঁর স্বামীর কোনও প্রভাব ছিল না। ১৯৪৬ সালে ফিবি মানিবিন নামে ডেট্রয়টের এক আইনজ্ঞ গ্রিফিথ্সকে টেলিফোন করে জানান, তাঁর অবশ্যই অঙ্গরাজ্য আইন পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। মার্গারেট সে প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। কিন্তু টেলিফোনের বিষয়টি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করলে স্বামী তাঁকে অবিলম্বে ঐ মহিলাকে টেলিফোনে বলতে বলেন, 'আমি এখনই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেছি'। মার্থা স্বামীর কথামত কাজ করলেন। স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির ধারণা মার্থা গ্রিফিথ্স-এর জন্য অবাঞ্ছনীয় কিছু ছিল না। কিন্তু একইসঙ্গে স্ত্রী ও রাজনীতিক হিসেব যে ভূমিকা সংঘাতের সম্ভাবনাটি দেখা দেয় রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি শুরু করার ব্যাপারে সম্মত হওয়ার আগে তার একটা সুরাহা তাঁকেই করে নিতে হয়। স্বামীর উৎসাহ ও সমর্থন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা যোগায়। এরপর মার্থা গ্রিফিথ্স যখন অঙ্গরাজ্য পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখনও একই ব্যাপার ঘটে। এখানেও তিনি স্বামীর সহযোগিতা

www.nagorikpathagar.org

লাভ করেন। মার্থা জানান, 'হিক্সই আমাকে কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্যে রাজী করে।'

মার্থা গ্রিফিথ্স-এর গোটা লোকজীবনে নারীর সনাতন পরিবার প্রবণতা ও নারী রাজনীতিকের সনাতন ঐতিহ্য বহির্ভূত রাজনীতি প্রবণতার সংঘাতের মাত্রা-এ উভয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ বরাবর একটা অত্যন্ত নাজুক রকমের ভারসাম্য বজায় থাকে। গ্রিফিথ্স তাঁর একান্ত ও ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রভাব সীমিত করে ঐ সম্ভাব্য সংঘাতকে আয়ত্তে রাখেন। ঠিক যেখানটায় পর্যন্ত পৌঁছে গেলে রাজনৈতিক বিষয় নারী হিসেবে তার সনাতন নারীর ভূমিকাটি গুরুতর ব্যাহত করে ঠিক সেই পর্যায়ে মার্থা গ্রিফিথ্স ঐ দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দূর করার জন্য প্রয়াস চালান। ঠিক এ ধরনের বিচার-বিবেচনাতেই তিনি মার্কিন সেনেটে নির্বাচনে দাঁড়াবার একটা সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, তিনি সেনেটর হলে গোটা মিশিগান অঙ্গরাজ্য ঘুরে বেড়াতে হবে। আর সেটা করতে গেলে তাঁর স্বামী-সংসারের জীবন বলতে আর কিছুই থাকবে না। কংগ্রেস সদস্য থাকাকালে মার্থা নিজ সংসার ও স্বামীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে পারতেন। তিনি ঐ সময় কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালে প্রতি সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাতে নিয়মিতভাবে মিশিগানে স্বগৃহে চলে আসতেন।

সম-অধিকার আইন সংশোধনী বিলের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মার্থা গ্রিফিথ্স। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা ঐতিহ্যবহির্ভূত ক্ষেত্র ও পেশায় নিয়োজিত হতে গিয়ে যেসব সমস্যায় পড়েন তার প্রতি মার্থা নিজে কতখানি সচেতন ছিলেন। সাধারণত পুরুষের একান্ত এখতিয়ার হিসাবে গণ্য কর্মবৃত্তি গ্রহণ করে মার্থা গ্রিফিথ্স নারী হিসেবে যেসব বাইরের ও আভ্যন্তরীণ সমাজ-সংস্কৃতিগত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন তা অনেক নারীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদৌ উপলব্ধি করেন না। মার্থা গ্রিফিথ্স একটা সময় ও স্থানে তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও অন্য সময় ও স্থানে স্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়দায়িত্ব সীমিত রেখে তাঁর কর্মবৃত্তি ও স্ত্রীর ভূমিকার সংঘাতজনিত উত্তেজনা-টানাপড়েন মোকাবেলা করেন। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে তিনি, 'সীজারকে তার প্রাপ্য' বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মার্কিন নারী রাজনৈতিক নেতৃদের মধ্যে এলা গ্র্যাসো এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর সময়ে মোট চারজন মহিলা অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর থাকলেও তাঁদের তিনজন সাবেক পুরুষ গভর্ণরের সঙ্গে বিয়ের সুবাদেই ঐ পদে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এলা গ্র্যাসো ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনিই একমাত্র তৎকালীন মহিলা যিনি স্বামীর পদমর্যাদার সুবিধে ছাড়াই নিজ যোগ্যতায় অঙ্গরাজ্য গভর্ণর পদে নির্বাচিত হন।

কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর পদে আসতে তাঁকে সরকারের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন নির্বাচনের দীর্ঘ ২২ বছরের পথ অতিক্রম করতে হয়। তিনি সৌভাগ্যক্রমে জন বেইলী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান থাকাকালে ঐ পার্টির সদস্য ছিলেন। মিঃ জন বেইলী

www.nagorikpathagar.org

তাঁর দলে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তারপরেও এলা গ্র্যাসো রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে একাই নিয়েছিলেন। তিনি সফরের দীর্ঘ সময় ও দূরত্বের বিষয়টি সম্পর্কে উৎকন্ঠিত ছিলেন বরাবর। আর এজন্যই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিসর তেমন ব্যাপক হতে পারে নি। যেসব রাজনৈতিক পদে নিজ বাড়ি হতে দীর্ঘ সময় ধরে কিংবা একনাগাড়ে অনুপস্থিত থাকতে হয় না সেইধরণের পদ নিয়েই তিনি সুখী ছিলেন। বস্তুতঃ বাড়ি ও পরিবার থেকে দূরে থাকতে হবে–এ আংশিক কারণেও তিনি প্রতিনিধি পরিষদে কানেকটিকাটের ৬ষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিত্ব করতে তেমন রাজী ছিলেন না। কারণ তিনিই উল্লেখ করেছেন, "আমার নিজের ছাড়া অন্য বিছানায় ঘুমোতে আদৌ ভাললাগে না। কাজেই এখানে আমরা তাঁর মাঝেও আরেকজন মার্কিন নারীচরিত্র লাভ করছি পরিবারের জন্য চিন্তা-ভাবনা যাঁর রাজনৈতিক জীবন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কানেকটিকাট অঙ্গারাজ্য আইন পরিষদের সদস্যপদে প্রথমবারের মত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালে এলা গ্র্যাসোর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির শুরু। তিনি ঐ সময়ে বিবাহিতা এবং দুই সন্তানের জননী। তাঁর বড়ো মেয়ের বয়স তখন তিন ও পুত্র সন্তানের এক। বড় সম্প্রসারিত যৌথ পরিবারের মেয়ে। এরফলে রাজনীতিতে আসার সময় তাঁর এমন কোনও অনুভূতি হওয়ার কারণ ঘটে নি যে তিনি স্বামী ও সন্তানদের ফেলে এসেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, যৌথ পরিবারের সুযোগ-সহায়তা ছাড়া তিনি এত ব্যাপকভাবে নিজেকে কখনও জড়াতেন না। 'আমার স্বামী সবসময়ই আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেছেন এবং আমার এমন অনেক কাজে অংশীদার হয়েছেন যেগুলি অন্যথায় আমাকে একাই করতে হ'ত। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী এ কারণে যে, আমার বাবা-মা খুব কাছেই বাস করতেন। আর চাচা-চাচীরা আশে-পাশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। আমার ছেলেমেয়েরা একটা পরিচিত, আপন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল যেখানে জন্ম আমারও। ফলে জায়গাটা একটা ক্ষুদে পরিবার-উপনিবেশ ছিল। আমার তাই কোনও দুর্ভাবনাই ছিলনা।'

রাজনীতির প্রতি স্বামী টমাস গ্র্যাসোর বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। নিজে সক্রিয় রাজনীতিতেও অংশ নেন নি। এমনকি, রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি শুরু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে স্ত্রীকে উৎসাহিতও করেন নি। তবে তিনি স্ত্রীর রাজনীতিক কার্যকলাপে আপত্তি জানান নি। বিরোধিতাও করেন নি। সেদিক থেকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন বলতে হয়। এলা গ্র্যাসোর পরিবারের সদস্যরা তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে সমর্থন করেছিলেন। সেটা তাঁর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির একটা অনুকূল দিক নিঃসন্দেহে। অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে তিনি তাঁর স্ত্রী ও মাতার ভূমিকার সঙ্গে লোকজীবনের সম্পর্কটি ভালভাবে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তিনি ১৯৭০

www.nagorikpathagar.org

সাল অবধি, রাজনীতিতে প্রবেশের পর দীর্ঘ দেড়যুগকাল পর্যন্ত কংগ্রেসে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হন নি। এ ধরনের বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকে হয়ত ভাববেন, তাঁর পেছনে আসলে দলের সমর্থন ছিল না, কিংবা তিনি বড় স্বাধীনচেতা লোক, কিংবা বিজাতীয় ধরনের কেউ যে তাঁর গোঁয়ার স্বভাবের জন্যে কারও সাথে চলতে পারে না। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা নয়। একজন ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রী হিসেবে এলা অনেক আগেই কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভের আশা করতে পারতেন। কিন্তু পরিবারের কথা ভেবেই তিনি তাঁর বয়স প্রায় ৫০ না হওয়া অবধি কংগ্রেসের সদস্য হওয়া চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। শিশু বয়সের সন্তান ফেলে রেখে, এমনকি বাড়িতে রেখেও তিনি ওয়াশিংটনে যাওয়ার চিন্তাও করতেন না। সন্তান বড় হয়েছে ও তাঁর স্বামী অবসর নিয়েছেন–এমন একটা অবস্থাই তাঁকে কংগ্রেসে সদস্য হওয়ার সুযোগ হয়ত করে দিয়েছে। তবে কংগ্রেসে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সম্ভাবনাও যে সীমিত–এটাও তাতে প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেসে প্রভাব–প্রতিপত্তিশালী হতে হলে যে দীর্ঘকালের নবীশী সেখানে করতে হয় তিনি যখন ও যে বয়সে কংগ্রেসে প্রবেশ করেন তখন সে সুযোগ আর ছিল না।

গ্র্যাসো ঘোষণা করেন যে, তাঁর জীবনে ও কর্মে তাঁর পরিবারই তাঁর কাছে অগ্রাধিকারের দাবীদার। 'আমার পরিবার তখন কি করছিল আমি সেই নিরিখেই আমার জীবনের এই সব ঘটনাকে বিচার করি। কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর পদটিও তিনি লাভ করেন অনুরূপ প্রেক্ষাপটে। নিজ গৃহে ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তিনি এতখানি অসুখী ছিলেন যে, কংগ্রেসে দু'দুবার সদস্য থাকার মেয়াদকালে তিনি খুব উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। গভর্ণর পদে সংঘাতের মাত্রা কম। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম আট বছর অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে কাজ করার সময়ের মত আবার নিজ গৃহ ও পরিবারের আরও কাছাকাছি থাকতে পারবেন — সম্ভবতঃ এসব ধারণার কারণেই কংগ্রেসে তাঁর সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এতকিছুর পরেও গ্র্যাসো একজন সফল রাজনৈতিক নারী যিনি যুগপৎ প্রেমময়ী স্ত্রী ও মাতাও বটেন। প্রথম জীবনে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল চেতনার অধিকারী আরেক মহিলা হচ্ছেন শার্লি চিশল্ম। একজন নারী, তায় কৃষ্ণকায়, কংগ্রেসে বেশ ব্যতিক্রম ঘটনাই বটে। তার ওপর দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন প্রার্থী হওয়ার জন্য ঘোষণা দেওয়ার কাজটি ঐ মহিলাকে বাস্তবিকপক্ষেই আরও অনন্যসাধারণ করে তোলে।

কলেজে পড়ার সময়ে শার্লি চিশলম নিউইয়র্কের সেভনটীনথ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্টের রাজনৈতিক ক্লাবগুলির কোনও কোনও সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকতেন। এইসব ক্লাবের সভায় যেদিন তাঁর পছন্দসই বক্তা থাকতেন সেদিন সাধারণতঃ শার্লি তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁকে একনাগাড়ে অবাঞ্ছিত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন।

www.nagorikpathagar.org

ঐসব প্রশ্নের মাঝে চ্যালেঞ্জ জানাতেন কর্মকর্তাদের প্রতি। বর্ণপৃথকীকরণের যে প্রচ্ছন্ন আচার-রীতি কার্যত বহাল তিনি সেগুলি তো বটেই, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রচলিত রীতনীতিও অগ্রাহ্য করতেন। চিশল্‌ম এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'একদিন রাতে আমি আরেকটা চ্যালেঞ্জের অবতারণা করি। আমি ক্লাবের সভাকক্ষে ঢুকে যাই। তারপর একপাশে সাদা লোকের এক সারি ও অন্যপাশে কালো লোকের আরেক সারি অপেক্ষমান লোক পেরিয়ে সরাসরি মঞ্চে উঠে পড়ি। স্থানীয় রাজনীতিতে এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন। ঐ সময়ে এর সরাসরি ফলাফল এমন কিছু না হলেও এতে একটা জিনিস পরিস্কার যে, রাজনৈতিক জীবনের অত্যন্ত গোড়ারদিকেই তাঁর মাঝে এক অসাধারণ স্বাধীন চেতনা ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল অনুভূতি সঞ্চারিত হয়।

স্বাধীনচেতা মনোভাব ও সমাজ ব্যবস্থার উর্ধস্তরকে আলোড়িত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর স্বআরোপিত নিজ ভূমিকাটি শ্বেতকায়দের ক্ষমতা কাঠামোর বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি যাঁকে তাঁর নিজের রাজনীতিতে হাতেখড়ির দীক্ষাগুরু বলে স্বীকার করেন, এমনকি, সেই পুরুষ ব্যক্তিরও একইভাবে বিরুদ্ধাচরণ করতেও ছাড়েন নি। লোকপদগুলিতে কৃষ্ণকায়দের নির্বাচিত হতে সাহায্য করার জন্য এক রাজনৈতিক ক্লাব হিসেবে গঠিত 'বেডফোর্ড স্টুইভেস্যান্ট পলিটিক্যাল লীগ' (বিএসপিএল) নামে এক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়েজলি ম্যাকডি হোল্ডার শার্লি চিশল্‌ম ম্যাকডি হোল্ডারের রাজনৈতিক ভাবশিষ্য হওয়ার পর তাঁর এতদসংক্রান্ত চিন্তাধারা ও ভূমিকা আরও সুসংহত, ইতিবাচক হয়ে ওঠে।

হোল্ডারের অধীনে নবীশীর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় চিশল্‌ম বলেন ঃ

> 'আমি তাঁর কাছে রাজনীতি শিখেছি। রাজনীতিতে কী সব ঘটে চলেছে, শ্বেতকায় রাজনীতিকরা কী সব চাল্ চালছে বা পাঁয়তারা কষছে — এগুলি বলতেইবা কী বোঝায় ও কীভাবে রাজনৈতিক লেন-দেনের কারবার হচ্ছে — এসব তিনি আমায় ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। কীভাবে গোটা পদ্ধতি (রাজনৈতিক) কাজ করছে, কীভাবে কিছু লোককে এই পদ্ধতির বাইরে, আবার কিছু লোককে এর অন্তর্ভূক্ত রাখা হচ্ছে — এসবের ব্যাপারে তাঁর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমি একান্ত একাগ্রতায় আত্মস্থ করতাম।'

দেখা গেল, তিনি তাঁর এত ভালো ছাত্রী ছিলেন যে, খোদ গুরু হোল্ডারকেই 'বিএসপিএল' -এর সভাপতি পদে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন শার্লি। অবশ্য তিনি এ লড়াইয়ে হোল্ডারের কাছে হেরে যান। কিন্তু এথেকে পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন শক্তি হিসেবে চিশলম্ সহজ পাত্রী নন, তাঁকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। কোনও পুরুষ

www.nagorikpathagar.org

মধ্যস্থের পক্ষে সম্ভব হবে না চিশলমের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে চিশল্‌মের (নারী) উদ্দেশ্যের বাহন ও বশ্য না করে, ঐ পুরুষের উদ্দেশ্যে বাহক ও অনুবর্তী করা।

তিনি কখনও তাঁর নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে খাটো করে দেখতে রাজী ছিলেন না। ১৯৬৪ সালে অঙ্গরাজ্য আইন পরিষদের সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে তিনি মনোনয়নের ব্যাপারে সমর্থনের জন্য 'ইউনিটি ডেমোক্রেটিক ক্লাব'কে আহ্বান জানান। তিনি লিখেছেন ঃ

> 'এটা আমার বাঞ্ছিত ছিল। আমি ক্লাবকে বললাম, আমি মনে করি, এ পদের যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু কাউন্টির ঐ ক্লাবটির কাছে বিষয়টি মনঃপূত হ'ল না। ফলে আমার নিজ ক্লাবের কিছু লোকের সাড়া তেমন পাওয়া গেল না। কেননা, কিছু পুরুষ লোক নিজেরাই এ পদে মনোনয়ন লাভের অভিলাষী ছিল। আর অন্যেরা আমার কাজ-কারবারের ধরণের সঙ্গে যারা পরিচিত ছিল তারা চায় নি ইতিমধ্যে আমি গুরুত্বের দিক থেকে যে অবস্থানে ছিলাম তার চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উত্তীর্ণ হই। ওদের দৃষ্টিতে আমি ছিলাম এক 'ক্ষুদে মেয়ে মানুষ' যার কাজ কারবার স্থূল, সরাসরি, ভব্যতাজ্ঞানবর্জিত। ওদিকে, আমি কিন্তু নির্বাচনে না দাঁড়াবার যুক্তিতে কান দিতে রাজী ছিলাম না। কারণ, ঐ সময় নাগাদ রাজনীতিতে দশ-দশটি বছর কেটে গেছে। করেছি সবকিছুই। কেবল এ ধরণের লোকপদের জন্য খোদ নিজে প্রার্থী হই নি। শুরু করেছিলাম চুরুটের বাক্স অলংকরণ দিয়ে। পরে আমি ভোটার তালিকা তৈরী, আবেদনপত্র নিয়ে ছোটা, দরজায় দরজায় কড়া নাড়া, টেলিফোন ধরা, খামে চিঠিপত্র ভর্তি ও ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে যেতে সাহায্য করা — অন্যলোকদের নির্বাচিত হতে সাহায্য করার জন্য আমি এসবই করেছি। অবশ্য, এই অন্যেরা বলতে যাঁরা নির্বাচিত হন, বলাই বাহুল্য, তাঁরা সকলেই পুরুষ। তখনকার জমানার রাজনীতির রীতি-ঐতিহ্যই ছিল এরকম। একদিন এসবের পরিবর্তন হতেই হবে। আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, ঠিক তখন থেকেই আমাকে এই পরিবর্তনের কাজ শুরু করতে হবে। আর আমিই সেজন্য যোগ্যতম মনোনয়নযোগ্য প্রার্থী। আমি নারী — একারণে আমার অধিকার অস্বীকার করা হবে -এ আমি হতে দেব না।'

চিশলমের এ ধরণের মহল্লাকেন্দ্রিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা ঐসময় অনেক মহিলারই ছিল। ঐ সময় মেয়েরা রাজনৈতিক দল ও ক্লাবগুলির জন্য এ ধরনের গেরস্থালীমূলক কাজ করতেও মানসিকভাবে তৈরী ছিল। আর ঐ রাজনৈতিক দল ও ক্লাবগুলিও এসব কাজকে অনেকখানি মূল্য ও গুরুত্ব দিত। তবে এক্ষেত্রে শার্লি চিশলম এসব মেয়েদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে এক শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব একারণে যে, তিনি সচেতনভাবেই ঐ ধরনের কাজের গতানুগতিক গণ্ডি মাড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মজীবন গড়ার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে পা বাড়িয়ে দেবার সাহস দেখিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন রাজনৈতিক শ্রম বিভাজনের পরিমণ্ডলে নারী-পুরুষের কাজের গৎবাঁধা ঐতিহ্যকে। অঙ্গারাজ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে অসাধারণ সাফল্যের সুবাদে তিনি অচিরেই মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বিপুল যশ ও প্রতিপত্তির অধিকারী জাঁদরেল সহকর্মীদের মোকাবেলায় দমে যাবার মত পাত্রী ছিলেন না শার্লি চিশলম। বরং তিনি তাঁর সপ্রতিভ, দৃপ্ত ঘোষণায় জানান, 'চুপচাপ বসে দেখার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমি জাতির সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করার জন্য অনতিবিলম্বে মুখ খুলতে চাই'। তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে (শিক্ষা ও শ্রম, ডাক বিভাগ ও বেসামরিক চাকরি এবং পররাষ্ট্র বিষয়) অন্তর্ভূক্ত হতে চেয়েছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত কেবল কৃষি কমিটিতে নিযুক্ত হতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে প্রকাশ্য বাদপ্রতিবাদের মুখে শার্লি চিশলমকে প্রাক্তন সৈনিক বিষয়ক কমিটিতে নেওয়া হ'লেও তিনি তাঁর পছন্দসই কমিটিগুলির দায়িত্ব পেতে সক্ষম হন নি।

জাতীয় খ্যাতির শীর্ষ পর্যায়ে শার্লি চিশল্মের উত্থান উল্কার মত। সাধারণভাবে রাজনৈতিক কর্মজীবন ও বিশেষ করে, নারীর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির সঙ্গে যা কিছু প্রত্যাশিত তার অনকেগুলিই তাঁর ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। যেমন, তাঁর মত নারীর পক্ষেই শুধু সম্ভব হয়েছে, কংগ্রেসে দু'টি পূর্ণ মেয়াদেরও কম মেয়াদে কাজ করেও দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও দায়িত্বের সঙ্গে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা। তাছাড়া, দলীয় কনভেনশনের ভোটে এই ধরনের মনোনয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয় ১৯৭২ সনের সেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় কনভেনশনে। মোট ৩,০১৬ জন ডেলিগেটের ১৫১.৯৫ টি ভোট পান চিশল্ম যা কার্যত অবিশ্বাস্য। তবু চিশলম সত্যিই সেটা ঘটিয়েছিলেন।

চিশলমের রাজনৈতিক কর্মজীবন ব্যতিক্রমধর্মী ও ঐতিহ্যবর্জিত। চিশলমের পূর্ণ বয়সের জীবনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁর সাফল্যকে সাবলীল, সহজ করে তোলে। প্রথমত ঃ তিনি তাঁর শিক্ষা জীবন শেষ না হওয়া অবধি বিয়ে করেন নি। অথচ বিয়ের আগেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি শুরু করে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয়ত ঃ, তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল না। তৃতীয়ত ঃ তাঁর স্বামী ছিলেন তাঁর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, তিনি তাঁর পেশাকে নিজের পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। যখন তাঁর স্ত্রী কংগ্রেসের সদস্যপদে নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন ও প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তখন তিনি নিউইয়র্ক সিটি ব্যুরো অব মেডিক্যাল সার্ভিসের চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছেন স্ত্রীর অভিযানে তাঁর গাড়ীর চালক হিসেবে কাজ করার জন্য। আর শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর ভাষণ তৈরী করে দেওয়ার

www.nagorikpathagar.org

কাজ করেছেন, সময়মত তাঁর খাওয়াদাওয়ার দিকে খেয়াল রেখেছেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে স্বামী বা স্ত্রীকে আন্তরিক সহযোগীরূপে পাওয়া সকল সাফল্যপ্রয়াসী রাজনীতিকের জন্যই এক পরম সম্পদ।

বৃটিশ রক্ষণশীল দল ১৯৭৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে যখন জয়ী হয় তখনই মার্গারেট হিল্ডা রবার্টস থ্যাচার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। ১৯৭৫-এর গ্রীষ্মে মিসেস থ্যাচার পার্টি প্রধান হওয়া অবধি কোনও নারীর পক্ষেই বিরোধী দলীয় প্রধান হওয়া সম্ভব হয় নি। একটা অনন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যাবলীর ফলশ্রুতি হিসেবেই মার্গারেট থ্যাচারের এ ধরনের সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়। এ কথা সত্যি যে, তিনি এর আগে একবার বলেছিলেন যে, তাঁর মনে হয় না যে রক্ষণশীল দল একজন নারীকে দলীয় প্রধান হিসেবে নিতে প্রস্তুত, এমনকি, তাঁর জীবদ্দশায় কোনও নারী এ পদে বাঞ্ছিত হবে তেমন সম্ভাবনাও, তাঁর মতে কম। তবু কয়েকটি বিষয়ের একত্র সন্নিবেশের কারণে তিনি ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে উপনীত হয়।

রক্ষণশীল দলপ্রধান হিসেবে এডওয়ার্ড হীথের কর্মকীর্তি আদৌ তেমন উল্লেখযোগ্য বা ফলদায়ক ছিল না। তাই পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। ঐ সময়ে যে দুই পুরুষের ঐ পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি তাঁরাই তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, তাঁর এ দায়িত্ব তুলে নিয়ে তাঁদের পরিবার ও স্ত্রীদের ওপর গুরুভার চাপিয়ে দিতে চান না। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁরা তাদের রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি এবং স্বামী ও পিতা হিসেবে তাঁদের দায়-দায়িত্বের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় থ্যাচার হীথকে চ্যালেঞ্জ করার মত একটা চমৎকার সুবিধে পেয়ে যান। এর আগেও মিসেস থ্যাচার একবার হীথ ও আরও অন্য তিনজন প্রার্থীদের সঙ্গে লড়েছিলেন। ঐ প্রতিযোগিতার ফলাফলে বোঝা যায়, তিনি ভবিষ্যতের জন্য একজন জবরদস্ত ও সক্ষম প্রতিযোগী হয়ে উঠছেন। পরবর্তীকালে তাঁর সাফল্যের পথ সুগম করে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা ও দৃঢ় সংকল্প।

টোরি দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্পেক্টেটর'-এর রাজনৈতিক সম্পাদক প্যাট্রিক কসগ্রেভ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রক্ষণশীল দলের নেতা হতে গেলে আর সব কিছুর চেয়ে নেতৃত্বটাই সবচেয়ে বড় হতে হবে। মার্গারেট থ্যাচার অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের অগ্রগতিকে স্থান দিয়েছিলেন সর্বাগ্রে। তাঁকে ইস্পাত সদৃশ, দৃঢ় মনের অধিকারিণী এক রমনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে যার উচ্চাভিলাষেও একটা শৃঙ্খলা আছে আর সেই সাথে আছে মনে দাগ কাটার মত বুদ্ধিমত্তা। আর নারী হিসেবে তাঁর রয়েছে প্রয়োজনীয় সংকল্প ও রূঢ় অনমনীয়তা। বস্তুতঃ এই ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলিই বলে দেয়, মিসেস থ্যাচার আজ যেখানে কেমন করে তিনি সেখানে।

www.nagorikpathagar.org

মার্গারেট থ্যাচারের কীর্তি ও সাফল্য তাঁর একার। কোনও পুরুষের প্রভাব বা পরামর্শের ফল নয়। তিনি অক্সফোর্ড থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রি নেবার পর প্রথমে একজন বিজ্ঞানের গবেষক হলেও অচিরেই তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করেন ও পরে কর ও পেটেন্ট আইনে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। পরের দিকে রাজনীতির প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। অবশেষে হবু স্বামীর সঙ্গে তাঁর যখন দেখা হয় তখন ইতিমধ্যেই তিনি ঘরের বাইরের রাজনীতি আকীর্ণ বৃহত্তর জগতে পা দিয়ে ফেলেছেন এবং সর্বকনিষ্ঠ নারী প্রার্থী হিসেবে ১৯৫০-এর নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের নিম্নপরিষদ — কমন্স সভার সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কার্যতঃ অপরাজেয় এক শ্রমিকদলীয় প্রার্থীর কাছে নির্বাচনে পরাজিত হলেও অভিজ্ঞতায় মার্গারেট থ্যাচার বুঝতে পারেন যে, প্রধান আগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে রাজনীতি বেছে নেওয়াটা তাঁর জন্যে ঠিকই আছে। তবুও তিনি এই নির্বাচনের পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। ১৯৫৩ সালে তিনি যমজ সন্তানের জননী হন। এ ব্যাপারে একজন সমালোচকের সকৌতুক মন্তব্য হচ্ছে, যমজ সন্তান হওয়ায় সুবিধের ব্যাপার এই যে, একবারেই সবকিছু খতম। এরপর রাজনীতিতে ফেরার জন্যে মিসেস থ্যাচারকে ছ'টি বছর অপেক্ষা করতে হয়। তিনি এরপর কমন্স সভার সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য আবার প্রার্থী হন ও তাতে জয়ী নন। ততদিনে তাঁর সন্তানেরা স্কুলে যাওয়ার মত উপযুক্ত ও বড় হয়ে উঠেছে, তিনিও তাঁর স্বাধীন কর্মবৃত্তির জন্যে আবার তৈরি হয়েছেন। ফলে তাঁর নিজ ভূমিকায় যে সংঘাত দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল তা-ও অনেকখানি তিরোহিত হয়।

রাজনীতিতে মার্গারেট থ্যাচারের আগমন ও সাফল্যের সঙ্গে তাঁর স্বামী বা পরিবারের স্বার্থের সম্পর্ক নেই। তিনি বিয়ের আগেই শুরু করেছিলেন। বিয়ে করে, সন্তানের মা হয়ে তাদের যত্ন-পরিচর্যায় মার্গারেট থ্যাচারের রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রায় নয় বছরের ছেদ পড়ে। তবু রাজনৈতিক কর্মবৃত্তিতে আবার ফেরার পর রক্ষণশীল দলের মধ্যে নিজ নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিতে মার্গারেটের পারিবারিক সম্পর্ক কোনওভাবে অন্তরায় হয় নি।

পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে মার্গারেট থ্যাচারের ভূমিকা ও কার্যকলাপে 'নারীবাদী' বলে অভিহিত করা যাবে না। একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন যে, থ্যাচারের বিজয় কোনওভাবে নারী স্বাধীনতার বিজয় নয়, কারণ, এ ধরনের মূঢ়তাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি দলের গৃহীত ভূমিকাকে কৃচিৎ চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর এ আচরণ শার্লি চিশলম-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। উল্লেখযোগ্যরকমের নিরাসক্ত বক্তৃতা-ভাষণের কোনও মহতী রেকর্ড যেমন তাঁর নেই তেমনি বিতর্কিত বক্তব্যও তিনি দেন নি। তিনি সচরাচর অন্য দশজন রক্ষণশীল ভোটদাতার মতই ভোটে অংশ গ্রহণ করেন। আর তাঁর এই

www.nagorikpathagar.org

ভোটপ্রদান বা মতপ্রকাশ বিশেষ কোনও ইস্যুর সঙ্গে চিহ্নিত করা যায় না। ফলে, তিনি তুলনামূলকভাবে কমই সংবাদ মাধ্যমের মনোযোগ লাভ করেছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে তখন যখন তিনি হীথ সরকারের শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রী ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ যোগানোর কার্যক্রমটি বিলুপ্ত করার পক্ষে বক্তব্য দেন। ঐ সময় তাঁর নিজ সন্তানেরা স্কুলের বয়সী হলেও তিনি তাঁর ঐ ভূমিকার জন্য অনেক নিম্নবিত্তশ্রেণীর মায়েদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। কেননা, এদের সন্তানেরা বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য সরকারের দুধ যোগানের কার্যক্রম থেকে উপকৃত হচ্ছিল।

আমাদের রাজনৈতিক নারীদের মধ্যে ইন্দিরা রান্ধী ও গোল্ডা মেয়ারের অবস্থান অনেকখানি উঁচুতে। এটা শুধু তাঁদের আন্তর্জাতিক মর্যাদার কারণে নয়, রাজনীতির প্রতি এদের অত্যন্ত নিষ্ঠার জন্যেও। যুগপৎ রাজনৈতিক দলপ্রধান ও রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হওয়ার উচ্চাশা, এমনকি, অধিকাংশ পুরুষ রাজনীতিকদের মধ্যেও বিরল। কাজেই ঠিক এমনি ধরনের দুই নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া কেবল অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মীই নয় বরং যে দুই জাতি বা দেশের তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দেশ দু'টির মধ্যে তখন চলেছে বিপুল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন। আর সে কারণেই তাঁদের ভূমিকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আরও উচ্চতর তাৎপর্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

শৈশবের পারিবারিক পরিবেশের কারণে ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হয়ে উঠবেন তা প্রায় অবধারিত ছিল। গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত এমন এক পরিবারের তিনি সদস্যা যে পরিবার থেকে ঐ সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী যদি সর্বাপেক্ষা একক ব্যক্তি তিনি না-ও হন সেই জহরলাল নেহরুর মত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রভাব ইন্দিরার ওপর না থেকে পারে না।

> তাঁর শৈশব থেকে দেশে যে পরিবেশে বিরাজ করছিল, বিশেষ করে, রাজনীতিতে নেহরু পরিবার জড়িত হওয়ার কারণে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে, তাতে জহরলালের কোনও সন্তানের পক্ষেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে এতটা মুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না যাতে সে রাজনীতিক না হয়ে একজন নৃত্যশিল্পী, আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জাকার কিংবা গতানুগতিক ধারার একজন ইতিহাসবিদ হয়ে উঠতে পারে (স্বয়ং ইন্দিরার বেলায় বলা হয়ে থাকে যে, তিনি রাজনীতির চেয়ে উল্লিখিত পেশাগুলিকে পছন্দ করতেন)। অবশ্য একই সময়ে, পরিবারের কন্যা,

www.nagorikpathagar.org

জায়া ও জননী হিসেবে পরিবারের প্রতি অঙ্গীকারের চেতনার কারণে পিতা জহরলাল নেহরু যেমন তাঁর যৌবনে প্রায় সবকিছু ছেড়েছুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ঠিক সেভাবে কন্যা ইন্দিরার পক্ষে রাজনীতিতে আত্মনিবেদন করা সম্ভব হয় নি।

এখানে উল্লেখ করার মত বিষয় এই যে, নেহরুও একাধারে পুত্র, স্বামী ও পিতা ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ ভূমিকাগুলি রাজনীতিতে সর্বাত্মকভাবে নিমগ্ন হওয়ার পথে বাধা হতে পারে নি। আর সেজন্যই তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখতে পেরেছেন, "পরিবারের সঙ্গে আমার বন্ধন দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পরিবার, স্ত্রী ও কন্যার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম"।

ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে ইন্দিরার বিয়েতে কেবল পারিবারিক ঘরোয়া সমস্যারই সৃষ্টি হয় নি বরং তাঁর বাগদানের কথা ঘোষিত হলে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। কাশ্মীরী এক অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা তাঁর স্বজাতির, স্বধর্মের ও সমান সামাজিক মর্যাদার কোনও পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করবেন—সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। তাই নেহরুকে এই মর্মে এক প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে হয় যে, তাঁর কন্যার স্বামী নির্বাচিনের যথার্থতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। এমনকি, মহাত্মা গান্ধীও ঐ প্রস্তাবে তাঁর আশির্বাদ জ্ঞাপন করেছেন। "এই বিয়ের ব্যাপারে ইন্দিরা তাঁর গোটা পরিবারের সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে তাঁর পছন্দ করা পুরুষকে বিয়ে করার ব্যাপারে অনমনীয় সংকল্পের অনড় পর্বতের মত দাঁড়ান।"

যে নারী এ ধরণের পারিবারিক বিরোধিতা ও জনসাধারণের চাপের মোকাবেলা করতে পারেন তাঁর পক্ষে স্ত্রী/মা ও রাজনীতিকের ভূমিকা সংঘাত মোকাবেলা করাও যে সম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফিরোজ গান্ধীরও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ছিল। তিনি শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের বিয়ে পুরোপুরি সুখের হয় নি। এর আংশিক কারণ, তাঁরা ছিলেন দু'টি পৃথক ব্যক্তিসত্তা, সমান একরোখা, দৃঢ়চেতা, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বকীয় ধারণাসম্পন্ন মানুষ। "ফিরোজ গান্ধী যখন কংগ্রেস দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ও পার্লামেন্ট সদস্য, এমনকি তখনও তাঁকে বিভিন্নভাবে তাঁর অধঃস্তন মর্যাদাগত অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। হয় তিনি অখ্যাতনামা ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন নয়ত বড়জোর করুণা করে তাঁকে একটা পরিচয়মূলক স্বীকৃতি দেওয়া হ'ত। একজন হবু প্রধানমন্ত্রীর স্বামী হওয়া ফিরোজের মত গর্বিত ব্যক্তির পক্ষে সহজ ছিল না। অথচ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, ঐ অবস্থার পাল্টা অবস্থা অর্থাৎ রাজনৈতিক স্ত্রীর অবস্থানটিকে কিন্তু ঐ একই আলোকে দেখা হয়

www.nagorikpathagar.org

না। পরিণামে, তাঁদের দু'জনের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণীপার্থক্য ও রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির ভিন্নতা তাঁদের দু'জনকে পৃথক বাসে বাধ্য করে।

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ছেলেদের সম্পর্ক দৃশ্যতঃ অত্যন্ত উষ্ণ, আন্তরিক, সজীবতামুখর। সন্তানধারণকালেই ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ক্ষমতা নাজুক ও ভঙ্গুর থাকা সত্ত্বেও সুপরিকল্পিতভাবে ঐ ক্ষমতাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি দুই সন্তানের জননী হন। সন্তানেরা বেশিরভাগ সময়ই তাঁর কাছে থাকতে পারে নি। এ ব্যাপারে ইন্দিরার বক্তব্য ছিল, "সন্তানের সঙ্গে কতক্ষণ কাটে সেটা বড় নয় বরং কেমন করে কাটে সেটাই সবচে' গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি এ প্রসঙ্গে এক উপভোগ্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সঞ্জয় যখন খুব ছোট্ট আর নার্সারীতে পড়ে তখন তার এক সহপাঠীর মা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। মহিলাটি সমাজে বেশ গণ্যমান্য কেউকেটা ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন। ধনীও ছিলেন। তিনি আমার লোক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন যে, আমার পক্ষে নাকি আমার ছেলেদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানো সম্ভব নয়। সে সুযোগ আমার নেই। এতে আমার ছেলে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জবাবে আমি কিছু বলার জন্যে চিন্তাভাবনা করে ওঠার আগেই সে আমার পক্ষে বলে ফেলে, 'আমার মাকে তো অনেক দরকারী কাজ করতে হয়। তবু আপনি আপনার ছোট ছেলেটার সঙ্গে যতক্ষণ খেলাধুলোয় সঙ্গ দেন তারচেয়েও আমার মা আমার সাথে অনেক বেশি সময় থাকেন।' 'কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল সঞ্জয়ের ছোট্ট বন্ধুটা ওর মায়ের সব সময় ব্রিজ খেলা নিয়ে ওর কাছে অনুযোগ করেছিল'।

যৌবনের গোড়া থেকে ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠেন। এমনকি, তাঁর ছোটবেলাতেও এর আভাস পাওয়া যায়। তিনি তাঁর স্মৃতি রোমন্থন প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আদালতে প্রিয় দাদুর কোলে বসে দেখেছেন কেমন করে বাবার বিচার হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও ১৯৪৬ সালে যখন তাঁকে প্রথমবারের মত জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্যে বলা হ'ল, যখন ঐ আসনে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রায় নিশ্চিত ও স্বাধীনতার পরপরই মন্ত্রিসভায় একজন মন্ত্রীর পদ পাওয়ারও সম্ভাবনা তাঁর জন্য প্রবল "তখনও কিন্তু তিনি প্রলুব্ধ হন নি। উত্তরপ্রদেশ আইনসভার সদস্য পদ অপেক্ষা ছেলেদের সান্নিধ্যই তাঁর বেশি কাম্য ছিল।" স্বাধীনতার আনুমানিক চার বছর পর যখন ইন্দিরার ছেলেরা অনেকখানি বড় হয়ে উঠেছে ও ভাল স্কুলে পড়াশুনা করছে তখনও তিনি রাজনীতিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তিনি এবারও জনপ্রতিনিধি পদে নির্বাচনে দাঁড়াতে ও ঐ পদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এই যুক্তিতে যে, তাঁর বাবার বয়স ৬০ বছর পেরিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের মত বিশাল ও সমস্যাবহুল দেশের যে গুরুভার তাঁর কাঁধে চেপেছে ও তাঁকে যে একাকীত্বের মধ্যে কাটাতে হয় তাতে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

কন্যার সাহচর্য ও পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন আর সেজন্যেই ইন্দিরার সকল উচ্চাকাঙ্খার চেয়ে তাঁর পিতার দাবীই অগ্রগণ্য"। আর তাই গৃহপরিচারিকা ও গৃহস্থালীর কাজ ইন্দিরার কাছে খুব অপছন্দের হ'লেও তিনি নেহরুর গৃহস্থালী দেখাশোনা, তাঁর সচিবের কাজ ও তাঁকে সাহচর্য দেবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জহরলাল নেহরুর সান্নিধ্যে থাকার সুবাদে ইন্দিরা যতখানি তাঁর কাছাকাছি পৌছুতে পেরেছিলেন, বাবার ওপর যতখানি প্রভাবের অধিকারী হয়েছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর এই যে বিশেষ কর্ম ভূমিকাটি বেছে নিয়েছিলেন তাতে তাঁর নারীর স্নেহ-যত্নময় চিরন্তন লালন-পালনকারিণী ভূমিকার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবণতার একটা মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল বলেই অনেকের বিশ্বাস।

বাবার সেবিকা ও সর্বক্ষণের সঙ্গী থাকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিপুল রাজনৈতিক বিষয়-আশয় ও ফলাফল এক হয়ে যাওয়ায় লাভবান হয়েছিলেন ইন্দিরাই। এ কাজটা তাঁকে কেবল বাবার শিক্ষানবিশ হবারই সুযোগ করে দেয় নি বরং ভারতের রাজনীতি ভেতরে ভেতরে কীভাবে কাজ করে চলেছে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল করে তোলে তাঁকে। আর সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বনেতাদের সম্পর্কেও বিশদ জানতে পারেন তাঁদের সংস্পর্শে এসে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে নিযুক্তিই ইন্দিরার প্রথমবারের মত কোনও নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠান। এই কমিটিতে তাঁর কাজ ছিল সাংগঠনিক। কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্মতৎপরতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কমিটির ঐ পদে নির্বাচনে না দাঁড়িয়েও ইন্দিরা তাঁর নিযুক্তির ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে পারতেন (কমিটির মোট ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জনকে পার্টির সভাপতি মনোনীত করতে পারতেন। আর তখন দলের সভাপতি ছিলেন ইউ এন ডেবর যিনি ইন্দিরা গান্ধীকে মনোনীত করতে তৈরী ছিলেন) কিন্তু তবু তিনি নির্বাচনী রাজনীতির চড়াই-উৎরাইবহুল বন্ধুর পথই বেছে নেন। এই পদে ইন্দিরার অস্তিত্বটি কখনও সরাসরি অনুভূত হয় নি। ফলে সংবাদ মাধ্যমে ও জনগণের মনোযোগ তিনি প্রায় সম্পূর্ণ এড়িয়েছিলেন। তিনি দলের মহিলা বিভাগের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সামগ্রিক দলীয় আলোচনা-বিতর্কে অংশ গ্রহণ এড়িয়ে ও তাঁর উপস্থিতিকে লক্ষ্যনীয়ভাবে নীচুমাত্রায় রেখে দেবার ফলে সংবাদ-মাধ্যম ও পার্টির লোকেরা তাঁকে তখনও কেবল নেহরু কন্যা হিসেবেই দেখতেন, তার বেশি কিছু নয়। আর তাই তাঁরা নিজ গুণে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর নতুন ভূমিকাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি।"

১৯৫৯ সনে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। দলের নেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, এতে করে স্বয়ং জহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁদের আরও সরাসরি

www.nagorikpathagar.org

যোগাযোগ স্থাপিত হবে ও ইন্দিরা গান্ধী সেই যোগাযোগে রাজনৈতিক আদান-প্রদানের বাহক হিসেবে কাজ করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর পদকে যেভাবে কাজে লাগান তাতে সকলে চমৎকৃত হন।

> "এমনকি, যেসব সংশয়বাদী মনে করতেন যে জন্মসূত্রেই তিনি ঐ পদ পেয়েছেন তাঁরাও পরে স্বীকার করেন যে, পুরনো হয়ে ওঠা কংগ্রেস সংগঠনের জন্য তিনি নিজেকে একজন গতিশীল নেতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস কতকগুলি কঠিন ও বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কোনও কোনও সময়ে মনে হতে থাকে, দল আগের মত সরকারের হাতের পুতুল হবার পরিবর্তে খোদ সরকারকেই নেতৃত্ব দিচ্ছে।"

ইন্দিরা গান্ধী আরও একটি মেয়াদের জন্য কংগ্রেস দলের সভাপতি হতে অস্বীকৃতি জানান। এর দু'টি কারণ নির্দেশ করা যায় ঃ এক, তাঁর স্বামী ও বাবা-দু'জনেই পীড়িত থাকায় তিনি তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে সেবাযত্ন করার জন্য মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। দুই, কংগ্রেস দলের আনুষ্ঠানিক নেতা হিসেবে তাঁকে পার্টির মধ্যেকার বিঘ্নসৃষ্টিকারী ও অবাধ্য অংশটিকে আয়ত্তে রাখার জন্যে তাঁর বাবার ক্ষমতা ও মর্যাদার ওপর নির্ভর করতে হবে—এটা তিনি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁকে লাগাতার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতে থাকে যে, তাঁর যা কিছু রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তা কেবল তাঁর বাবার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার জন্যই। ইন্দিরার মত গর্বিত, আত্ম-প্রত্যয়ী ব্যক্তির পক্ষে বিষয়টি ছিল সুনিশ্চিতভাবেই গ্লানিকর।"

১৯৬৪ সালের মে মাসে জহরলাল নেহরু পরলোক গমন করেন। এর আশু প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইন্দিরা নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেবার কথা ভাবেন। কিন্তু তাঁর নিজের মাঝে সক্রিয় ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল চেতনা এ থেকে তাঁকে শেষাবধি বিরত রাখে। তাঁর দুই ছেলে তখন লণ্ডনে পড়াশোনা করছিল। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁদের সাথে বসবাস করার ব্যাপারে একটা প্রবল টানও হয়ত তাঁর ছিল। তবু এ থেকে তাঁর মত ঘোরানোর জন্যে খুব বেশি একটা বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে নি। হয়ত তিনি রাজনৈতিক কারণে দেশ ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। কেননা, তিনি তাঁর কোনও কোনও বন্ধুকে একথা বলেছিলেন যে, ভারত থেকে বেশ কিছু দিন দূরে থাকার পর রাজনীতিতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের হয়ত এরকম একটা ধারণা হতে পারে যে, তিনি নামজাদা পিতার কন্যা হিসেবেই ঐ ভূমিকায় এলেন। "ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁকে তাঁর মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রণ জানান। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হতে পারতেন। সে যোগ্যতা তাঁর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তথ্য ও বেতার সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বেছে নেন। এরকম বাছাইয়ের ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা ছিল তিনি তাঁর প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন। ঐ পদে তাঁর সাদামাটা দক্ষতা থেকে তাঁর এ সরল স্বীকৃতির সদর্থ পাওয়া যায়। এ পদে তাঁর অবদান একান্তভাবেই অনাকর্ষণীয় এবং 'মন্ত্রিসভার আলাপ-আলোচনায় তাঁর ভূমিকাটি ছিল সার্বিক বিচারেই নগণ্য ও তাৎপর্যহীন।'

১৯৬৬ সালে পরপর কতকগুলি ঘটনা ও পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে ইন্দিরা সামান্য এক কেবিনেট মন্ত্রীর পদ থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে সমাসীন হন। শাস্ত্রী আকস্মিকভাবে দেহত্যাগ করেন। তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, মোরারজি দেশাই ও গুলজারীলাল নন্দ অনতিবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ইন্দিরা গান্ধী অবশ্য এ অবস্থায় এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন যাতে আপাতঃদৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি সক্রিয়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদটি চাইছেন না তবে, ঐ পদ যদি তাঁকে চায় তাহ'লে অগত্যা তিনি তা গ্রহণে অরাজী হবেন না। "তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা এরকম ঃ কংগ্রেস সভাপতি তাঁকে এ পদ গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন আর তিনি তাঁতে সম্মতি দিয়েছেন মাত্র, কেননা, তাঁর বিবেচনায় এটা ছিল তাঁর কর্তব্য।"

এই শীর্ষ রাজনৈতিক পদের দায়িত্ব নেবার পর অবশেষে ইন্দিরা গান্ধীর মাঝে লোক ও গৃহিনী নারীসত্তার মিলন ঘটে। রাজনৈতিক পদে যাবার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম নেতার কন্যা মাত্র—জনমনে এ ধরণের যে ধারণা বা আদল গড়ে উঠেছিল সেই ভাবমূর্তি মুছে ফেলার একটা পথের সন্ধান পান। ১৯৭১ সনে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সুবাদে চূড়ান্ত ও সম্ভবতঃ অপরিবর্তনীয়ভাবে পিতার থেকে কন্যার কার্যধারা ও শৈলীর পার্থক্যটি অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল। অনেকেই মনে করেন, নেহরু ১৯৭১ সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকলে তিনি হয়ত সামরিক হুমকির মুখে দ্বিধান্বিত থাকতেন ও সমস্যাকে দীর্ঘায়িত করতেন।

নেহরু ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত সংযম পালন করতেন। এ ছিল তাঁর বরাবরের অম্লান ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী অল্পদিনের মধ্যেই এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাঁর পিতার আরও একটি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ছায়া অপসারিত করেন। নেহরুর ক্ষমতা তাঁর কন্যার মতই ব্যাপক থাকলেও ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে যেসব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার মদমত্ততাপ্রসূত দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট ছিল নেহরু তার অনেকগুলিরই কখনও প্রয়োগ করেন নি, করার কল্পনাও করেন নি। তাঁর সমালোচকরা বলেছেন, 'তাঁর শাসনমলে রাজনৈতিক মূল্যবোধের দুর্ভাগ্যজনক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়—শীর্ষ থেকে শুরু করে সকল স্তরে দুর্নীতি দারুণ রকমে বৃদ্ধি পায়, ক্ষমতার নগ্ন অপব্যবহার চলতে থাকে ও প্রশাসনিক দক্ষতার চরম অবনতি ঘটে।" ১৯৭৫ সনে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের কারারুদ্ধ করার ঘটনায় উল্লিখিত ধারণাগুলি আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

নারী সমাজের এক বিশাল অংশের কাছে রাজনীতির তেমন উপযোগিতাবোধ ছিল না। এক্ষেত্রে ইন্দিরা ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে কখনও এমন সনাতন উপলব্ধি ঘটে নি। জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই তাঁর একান্ত পারিবারিক জীবনের ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর (কার্যব্যবস্থার) প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে থাকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষানবিশী তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের সুদীর্ঘ ৪৯ বছরের দীর্ঘ কালপরিক্রমায় বিস্তৃত। রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ও নিষ্ঠা অনস্বীকার্য। ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের ব্যাপারে তাঁর বাবার প্রভাব হয়ত ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন এক স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক ; তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা ছিল প্রবল। বাবার রাজনৈতিক শিক্ষানবিশ হওয়ার তুলনায় স্বামীর অবর্তমানে তাঁর রাজনৈতিক স্থলবর্তী হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ১৯৭০–এর দশকে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর ও রাজনৈতিক দিক থেকে তীক্ষ্ণধী নারী।

গোল্ডা মেয়ার তাঁর সাম্প্রতিক আত্মচরিতে প্রতিটি কর্মজীবী স্ত্রী/মা যে উভয় সঙ্কটের মোকাবেলা করেন তা অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক নারীর জন্যে এই উভয় সঙ্কটের তীব্রতা আরও প্রকট এই কারণে যে, যেসব নারী পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন তাঁদের তা বেঁচে থাকার তাগিদেই করতে হয়। এর কোনও বিকল্প নেই। মেয়ার লিখেছেন ঃ

> "আমি সারা জীবন পুরুষদের মাঝে বাস করেছি। তাদের সাথে কাজে করেছি। কিন্তু এসত্ত্বেও নারী হওয়ার কারণে আমার জীবনপথ কখনও আদৌ বিঘ্নিত হয় নি। নারী হওয়ার কারণে আমি কখনও অস্বস্তি বোধ করি নি। হীনমন্যতায় ভুগি নি কিংবা কখনও এমন চিন্তা–ভাবনার উদয় হয় নি যে, মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা ভাল অবস্থায় আছে কিংবা সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারটা রীতিমত বিপর্যয়কর। এসব কোনও কিছুই মনে করি নি। পুরুষ মানুষও যে কখনও আমাকে অতিরিক্ত সুবিধে দিয়েছে বা ঐ ধরণের আচরণ করেছে — এমনও নয়। তবে যা আমার কাছে সত্যি বলে মনে হয় তা হচ্ছে, নারীরা যাঁরা ঘরের ভেতরে ও বাইরে জীবন চান তাদের অবস্থা পুরুষের তুলনায় অনেক কঠিন কেননা, সেক্ষেত্রে তাঁদের দ্বিগুণ গুরুভার বইতে হয়। আসলে আমি আজও নিশ্চিত নই, আমি আমার সন্তানদের ক্ষতি কিংবা ওদের অবহেলা করেছি কি না যদিও আমি সবসময়ই চেষ্টা করেছি একান্ত দরকার না পড়লে, এমনকি, একঘণ্টাও ওদেরকে ছেড়ে না থাকতে। ওরা স্বাস্থ্যবান, কর্মক্ষম, মেধাবী ও ভাল হয়ে বড় হয়েছে। ওরা (দুজন) তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে হয়ে উঠেছে চমৎকার মা–বাবা। আমার জন্যেও ওরা হয়েছে চমৎকার সঙ্গী। কিন্তু ওরা যখন

www.nagorikpathagar.org

বড় হয়ে উঠছিল, আমি জানতাম, বুঝতে পারতাম, বাড়ির বাইরে আমার কাজকর্ম ওরা পছন্দ করে না।

গোল্ডা মেয়ার তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকায় সংঘাতের যে মূল্যায়ন করেছেন তা থেকে দেখা যায়, সংঘাতটি স্ত্রীর ভূমিকায় হবার চেয়ে মায়ের ভূমিকাতেই বেশি। আর এই ভূমিকা সংঘাতই লোকভূমিকার সঙ্গে সমন্বয়ের বেলায় সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে। বিয়ে সম্পর্কে মেয়ার বলেছেন, "আমার বড় আক্ষেপ এই, মরিস ও আমি আমার বাড়িতে ১৯৫১ সালে মৃত্যুর আগে অবধি পরস্পর বিবাহিত থাকা ও দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসা সত্ত্বেও (প্রতীকী অর্থে অবশ্য স্বামী থেকে দূরে) মোটামুটি বলতেই হয়, আমাদের বিয়ে খুব একটা সুখের হয়নি।" এখানে একথা বলার প্রচ্ছন্ন সুর অবশ্য ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে গোল্ডার আক্ষেপ থেকে স্পষ্টতঃই ভিন্ন। স্বামী-সন্তান উভয় ক্ষেত্রেই গোল্ডার আক্ষেপ থাকলেও একথা পরিস্কার, মরিস নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই গোল্ডার মত রাজনৈতিক নারী-(ব্যক্তি)কে বিয়ে করেছিলেন। গোল্ডা কী বস্তু তা মরিসের অজানা ছিল না। মরিস মেয়ারের সকল চাহিদার পূরণ হয়তবা হয় নি, কিন্তু স্ত্রীর দাবী তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারতেন। 'আমি যা আমাকে তা-ই হতে হয়েছিল আর আমার পক্ষে তারজন্যে যা হওয়া সম্ভব হয় নি সেই বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত মরিসের স্ত্রী আমি হতে পারি নি। ছেলেমেয়েরা এসব বুঝত না। ওরা শুধু জানত ওদের মা বাড়িতে নেই। তাদের মা কোনও একান্ত গৃহিনী নয়, একজন লোক-ব্যক্তিত্ব।'

গোল্ডা মেয়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যক্তিগত যে অপরাধবোধে ভুগেছিলেন কোনও পরিমাণ লোকপ্রশংসা ও স্তুতিবাদই সে জ্বালা জুড়োতে পারে নি। নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর অখণ্ড সময় দিচ্ছেন না—এ অভিযোগ ছিল তাঁর মা ও বোনের। সেই অভিযোগ থেকেই তাঁর এই অপরাধবোধের জন্ম। বিশেষত যখন তিনি বাইরে যেতেন অর্থাৎ যেতে হ'ত, তখনই সন্তানদের বিচ্ছেদ ব্যথা নিরন্তর অনুভব করতেন। মিসেস মেয়ার লিখেছেন, 'আমার অপরাধবোধের সীমা ছিল না।'

আত্মচরিতের গোটা আলোচনার পরিসরে গোল্ডা মেয়ার মায়েদের সম্পর্কে অন্যদের প্রত্যাশার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, তাঁর স্বামীর আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় নি ; হয় নি কেননা তিনিই বাড়িতে গৃহিনী হয়ে ঘরকন্না করতে পারেন নি। নিজের লোকব্যক্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তবে একই সঙ্গে তিনি এও জানতেন যে, শিশুদের সঙ্গ না দেওয়ার অপরাধবোধ থেকেও তাঁর কোনও পরিত্রাণ নেই। তাঁর সময়ের ওপর তাঁর ছেলেমেয়েদের দাবীর কাছে তিনি যদিও তাঁর নিজের লোকসত্তা হওয়ার নিজস্ব চাহিদাটি বলি দিতেন না, লোকব্যক্তি হবার অপেক্ষাকৃত কম চাহিদা অনুভূতিসম্পন্ন ক'জন মহিলাই বা এ ধরনের সামাজিক

www.nagorikpathagar.org

বাধ্যবাধকতার কাছে আবশ্যিকভাবে নতি স্বীকার করেন? বিশেষত বাড়ির বাইরের জগতে কাজ করার ব্যাপারটা অর্থনৈতিক চাপে না হয়ে পছন্দের কারণে হয়ে থাকলে গৃহে ও বাইরের ভূমিকার সংঘাতের ক্ষেত্রে সমস্যার নিষ্পত্তি গৃহাঙ্গনের অনুকূলেই হয়ে থাকে। ইসরাইলে 'কিবুজ' মতবাদের বিকাশের সপক্ষে যেসব গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে তা এই সংঘাতের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হওয়া বিচিত্র নয়। মেয়ারের মনেও নিশ্চিতভাবে এ ব্যাপারটা উদয় হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'ওখানে এমন একটা পরিবেশ পাওয়া যায় যেখানে মেয়েদের জীবন যুগপৎ কাজ করা ও ছেলেমেয়ের লালন-পালনের উপযোগী করে সংগঠিত করা হয়।

গোল্ডা মেয়ার খুব ছোটবেলাতেই বয়সেই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর তারুণ্যেই রাজনীতিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর কিছু ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য লোককার্যও সম্পাদন করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর বেলায় রাজনীতি তাঁর ছেলেবেলার পারিবারিক জীবনের একটা নিবিড় অংশ ছিল। এখানেই তাঁর সাথে গোল্ডার পার্থক্য। গোল্ডা মেয়ারের নিজ পরিবারের ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উপাদানের সমাবেশ ছিল না। তাঁর পরিবারের রাশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল বলা গেলেও তাঁরা রাশিয়ায় যে নিগ্রহ-নিপীড়ন ভোগ করেছেন তার সাথে তাঁদের ধর্মেরই বরং নিবিড় যোগাযোগ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর পর তাঁর পরিবারের আশু দুর্দশার কারণ আর দৃশ্যতঃ ধর্ম রইল না। তাঁর মা-বাবা দু'জনের কেউই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না। এছাড়া, তাঁদের পরিবারের অবস্থার জন্যে ঘরোয়া কারণের চেয়ে লোককারণ কতটা মাত্রায় দায়ী সে বিষয়েও তাঁদের আদৌ তেমন মাথাব্যথা ছিল না।

গোল্ডা মেয়ারের নিজের ভাষায় 'আমার প্রথম লোককাজ' সম্পর্কিত বিবরণ থেকে বোঝা যায়, তাঁর লোক বা রাষ্ট্রনৈতিক উদ্যোগের উৎস কতখানি তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বপ্রসূত। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় গোল্ডা মেয়ার ও রেজিনা হ্যামবার্জার (পরবর্তীকালে মেজিনি) একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁরা এ সংগঠনের নাম দেন ঃ 'অ্যামেরিকান ইয়ং সিস্টার্স সোসাইটি'। এ সংগঠনের কাজ ছিল, গোল্ডার ক্লাসের গরীব ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। মাত্র ১১ বছর বয়সে গোল্ডা এই সংগঠনের সভাপতি হন। এ সংগঠনের জন্য একটি হলঘর ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। গোল্ডা, তার বোন ক্লারা ও রেজিনা মিলে একটা সভা করে ঐ বই কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বাবা-মা এ কাজের জন্য সুখ্যাতি করলেও একাজের উদ্যোগ এসেছিল ১১ বছরের এক বালিকার কাছ থেকে। এমনি করে, ১১ বছরের এক বালিকা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনার এমন এক স্তরে পৌছে যায় যেখানে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারীই কখনও পৌছাতে পারেন না।

www.nagorikpathagar.org

মেয়ার অতি অল্প বয়সে কাজ বা চাকরিতে যোগ দিয়ে একই ধরণের স্বাধীনচেতা মনোভাবের স্বাক্ষর রাখেন। বাবা-মায়ের কাছে আর কখনও টাকা-পয়সা না চাইতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। সনাতনী ঐতিহ্যের বাইরে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা গ্রহণে মা গোল্ডাকে বাধা দেন। বাবাও এই মত প্রকাশ করেন, "আরে এত চালাক-চতুর হয়ে আর কী হবে। পুরুষ লোক চৌকশ মেয়েদের পছন্দ করে না।" পরিশেষে মা গোল্ডা মেয়ারের জন্য পাত্র খোঁজার চেষ্টা করলে গোল্ডার ভবিষ্যতের চেহারা নির্ধারিত হয়ে যায়। গোল্ডার মতো মেয়ে এ ধরণের পারিবারিক পরিবেশে থাকার পাত্রী নয়। ১৪ বছর বয়েসে গোল্ডা বাড়ি থেকে পালিয়ে ডেনভারে বোন শেইনা'র বাড়িতে চলে যান। তিনি তাঁর এই ঘটনাকে তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে লিখেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'এ ঘটনায় আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কারণ, এই ডেনভারেই আমার সত্যিকারের শিক্ষা শুরু হয়। আমি বড় হতে শুরু করি।"

ডেনভারে শেইনার জায়নবাদী বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে গোল্ডা। এতে তাঁর বোন বেশ ক্ষুব্ধ হন ও মায়ের মত বোনের ওপর প্রবল খবরদারী করার চেষ্টা করেন। গোল্ডা মেয়ার অবশ্য ঐসব আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপ থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখার সকল প্রয়াসে ঘোর আপত্তি জানান। এরপরও কড়াকড়ি তাঁর কাছে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছলে তিনি সোজা তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে বোনের বাড়ি থেকে কেটে পড়েন। এভাবে বারংবার তিনি তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ দেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়কে ব্যাপকতর লোকবিষয়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করতেন। এমনকি, তাঁর হবু স্বামী বা ফিলিস্তিনে যাওয়া- যে কোনও একটিকে বেছে নেবার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লে সেই অবস্থাতেও তিনি তাঁর আদর্শ ও লোকস্বার্থের কারণে ভালবাসার পুরুষটিকে ছেড়ে যাবার মত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন ঃ 'আমাকে হয় মরিসকে ছাড়তে হবে কিংবা ফিলিস্তিনকে বেছে নিতে হবে — এই ভাবনাটা আমার জন্য ছিল দুঃসহ ব্যাপার। এটা আমি আমার অন্তরে রেখেই আমি আমার বাড়তি সময়ে শ্রমিক-জায়নবাদী আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছি। ভাষণ-বক্তৃতা দিয়েছি, সভা-সমিতির আয়োজন করেছি, চাঁদা তুলেছি। আমার ব্যক্তিগত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ছিল না তা নয় ; তবে উল্লিখিত কাজগুলি আমার জন্যে এমনই সব বিষয় যেগুলি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার পেত আমার কাছে। আর তাই ব্যক্তিগত বিষয়, উদ্বেগ এগুলি থেকে আগে উল্লিখিত বিষয়গুলিই আমার মনোযোগ সরিয়ে রাখত। পরবর্তী ছয়টি দশকেও আমার মানসিক প্রবণতার এই গতিপথটি খুব বেশি একটা বদলায় নি।

মেয়ার দম্পতির দাম্পত্যের এহেন শুরুর কথাটি মনে রাখলে ভাবতে আর অবাব লাগবে না যে, বিয়ের অল্পকাল পরেই মেয়ার শ্রমিক জায়নবাদী দলের তহবিল সংগ্রহে

www.nagorikpathagar.org

জন্য গোটা দেশ চষে বেড়াতে থাকেন স্বামীকে ফেলে। শুধু তাই নয়, তাঁর গতিতৎপরতা চলতে থাকে নানা ক্ষেত্রে, নানা দিকে। ফিলিস্তিনে যাওয়া, কিবুজ থেকে নির্বাচিত হয়ে ১৯২২ সালের ইহুদী মহাসম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে মারহাভিয়া কিবুজবাদে যোগ দেওয়া ইত্যাদি কাজ চলতে থাকে। বস্তুতঃ এগুলি সবই ছিল তাঁর জীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতি। লোকজীবনের এই চক্রে তাঁর একবার চার বছরের যতি পড়ে। ঐ সময় তিনি জেরুজালেমে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে ঘরকন্নার চেষ্টা করেন। এ জীবন ছিল তাঁর জন্যে "সর্বকালের সবচেয়ে দুর্দশাকর"। তাঁর ঐ দুর্দশা বা দুর্ভোগ অর্থাভাব কিংবা জঘন্য অভাব-অনটনময় জীবনযাত্রার জন্য নয় বরং তাঁর ভাষায় ঃ

> "সর্বক্ষণ সর্বাগ্রে একটি অনুভূতি আমার চেতনা গ্রাস করত, আমি ফিলিস্তিনে যেজন্যে এসেছি ঠিক সেইসব জিনিস থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি। ইহুদীদের জন্য জাতীয় আবাসভূমি গড়ায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার ও সেজন্যে ফলপ্রসূভাবে দ্রুত কঠোর পরিশ্রম করার পরিবের্ত, আমি দেখলাম, আমি জেরুজালেমের একটা ক্ষুদে প্রকোষ্ঠে আটকে গেছি। আমার সকল চিন্তা-ভাবনা, উদ্যম মরিসের আয়ে সংসার চালানোতেই সীমিত হয়ে পড়েছে।"

গোল্ডা চেষ্টা করেছিলেন ফিলিস্তিনের একান্ত গৃহবধুর জীবনে মানিয়ে নিতে, পারেন নি। ইহুদী শ্রমিক ফেডারেশন—হিস্তাদ্রুত্-এ একটি কর্মকর্তার পদ তাঁকে এই সময়ে দেওয়া হয়। ঐ পদের শর্ত হিসেবে তাঁকে গোটা ফিলিস্তিনে, এমনকি, বিদেশেও প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়। এ ব্যাপারে তিনি প্রথম দ্বিধাজড়িত থাকলেও পরে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর মাঝে লোককর্মের যে প্রবণতাটি রয়েছে তা তিনি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও এর আগে যেমন অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তাঁর গোটা লোককর্মজীবন ধরে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকা ও মরিসকে মনে কষ্ট দেবার জন্য অপারধবোধে দগ্ধ হবেন তবুও এই সুযোগ আসামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ লুফে নেন। হিস্তাদ্রুত্-এর কর্মকর্তা পদে একের পর এক তিনি ইসরাইল রাষ্ট্রের শ্রমমন্ত্রী, সোভিয়েত ইউনিয়নে দূত, যুক্তরাষ্ট্রে নবজাত ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্য তহবিল সংগ্রাহক এমন বহু পদের দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ইসরাইলের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ৫ কোটি ডলার চাঁদা সংগ্রহ করেন। তিনি লিখেছেন যে, ডেভিড বেন গুরিয়ন ঐ সময় তাঁকে একবার বলেছিলেন যে, ইতিহাস যখন লেখা হবে সে ইতিহাসে উল্লেখ করা হবে, "একজন ইহুদী নারী টাকা যোগাড় করেছিলেন বলেই ইসরাইল রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল।" পরিশেষে, ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসে তিনি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর কর্মবৃত্তির এই যেসব পর্যায়ের বা স্তরের কথা বলা হ'ল সেগুলির কোনওটিই খুব বিস্ময়কর বা অপ্রত্যাশিত নয় এই কারণে যে, গোল্ডা মেয়ার অতি অল্প বয়সেই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনার অধিকারিণী হয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বার্ণাডেট ডেভলিনের জন্ম উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে। তিনি একজন নাগরিক অধিকারবাদী, সক্রিয়তাবাদী, মিছিল ও বিক্ষোভকারী, সংগঠক, প্রচারক এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক খৃস্টানদের পক্ষে লোকবক্তা। ১৯৬৯ সনে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। এই পর্যায়ে ডেভলিন স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর নিজ চেতনার ফলশ্রুতিতেই ঐ পদ অর্জন করেছেন। তাঁর পিতার যৌবনদীপ্ত স্মৃতির সাথে তাঁর রাজনীতিতে আগ্রহের উৎসের যোগসূত্র থাকলেও এমনকি, তাঁর বাবা তাঁকে ছোটবেলায় নানা কাহিনী শুনিয়ে উদ্দীপ্ত করে থাকলেও রাজনৈতিক পদে তাঁর নির্বাচনের সঙ্গে তাঁর বাবার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। ডেভলিনের নয় বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। আইনসভার সদস্য ডেভলিন স্বামীর মাধ্যমে, তাঁর আগ্রহে পার্লামেন্টের ঐ পদে আসীন হন নি। আমাদের নির্বাচিত সকল নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীর মধ্যে একমাত্র ডেভলিনই ছিলেন কুমারী। আমাদের সচরাচর দেখা 'স্বাভাবিক রাজনৈতিক নারী' বিবাহিতা, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, বড় হয়ে ওঠা সন্তানের মা। তাঁর বিপ্লবী প্রকৃতির জীবন ছিল স্বাভাবিক রাজনৈতিক নারীর জীবনধারার ব্যতিক্রম। তাঁর ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমধর্মিতা আরও বড় হয়ে দেখা দেয় যখন ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে অবিবাহিত অবস্থায়ই এক শিশুর জন্ম দেন। তিনি অবশ্য ঐ সন্তানের পিতাকে বিয়ে করতে সম্মত ছিলেন না, যে কারণে তাঁর পরিচয়ও গোপন রাখতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। লোক ও একান্ত ঘরোয়া উভয় জীবনে যথার্থ নারীসুলভ আচরণের নিয়মাচারের এত নগ্ন ও প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের এই দৃষ্টান্তটি কল্পনা করাও কঠিন। ডেভলিন ১৯৭০-এর দশকের মাঝের দিকে মাইকেল ম্যাকঅ্যালিস্‌কি নামে এক স্কুল শিক্ষককে বিয়ে করেন।

কোনওপ্রকার ঘরোয়া লোকভূমিকাগত সংঘাতই ডেভলিনকে, এমনকি, সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধরণের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। বিক্ষোভ প্রদর্শন, দাঙ্গাহাঙ্গামা, জনতাকে উত্তেজিত করে তোলা ও প্রকাশ্য ধর্ণা এসব কিছুই ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের অঙ্গ। এজন্যে তাঁকে জেলে পর্যন্ত পাঠানো হয়। ছোটবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর বাবা তাঁকে বৃটিশ ও আইরিশদের মধ্যে যুদ্ধের নানা কাহিনী শোনাতেন। মূলত ঐসব কাহিনীই তাঁর অল্প বয়স থেকেই রাজনীতিতে আগ্রহের উৎস। শিশুর ঘুম-পাড়ানি গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে তাঁর মনের অবচেতনায় এক রাজনৈতিক উপলব্ধি জন্মায়। "কুইন্‌স ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রী থাকাকালে তাঁর মাঝে ঐ চেতনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। তিনি ঐ সময়ে 'আইরিশ ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব', 'গেলিক সোসাইটি' ও রিপাবলিকান ক্লাব' ইত্যাদির মত সংগঠনে যোগ দেন। উল্লিখিত বিবরণ থেকে মনে হতে পারে যে, বার্ণাডেটের রাজনৈতিক চেতনা ও সংশ্রবে কোনও না কোনও ফাঁক বা শূন্যতা তখনও ছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। ২২ বছর বয়সে বার্ণাডেট পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ঐ সময় নাগাদ বলতে গেলে আক্ষরিক অর্থে বার্ণাডেটের ২২

www.nagorikpathagar.org

বছরের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবন কেটে গেছে। গৃহের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকায় তাঁর ঐ লোককার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি, কখনও পেরেছে বলেও মনে হয় না। ১৯৭৪ সালে তিনি পার্লামেন্টের আসন হারালেও তখনও 'আইরিশ কমিটি ফর সোস্যালিস্ট প্রগ্রেস'-এর একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন এবং ক্রমাগতভাবে বৃটেনের বিরুদ্ধে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম' চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিপ্লবী নারী

বিপ্লবী নারী শ্রেণীর নারীদের মধ্যে আছেন দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিছু মহিলা। তাঁরা অসাধারণ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন। উচ্চতর শিক্ষাগত প্রশিক্ষণেরও অধিকারী তাঁরা। ছেলেবেলায় বাবা-মা তাঁদের এসব মেয়েদেরকে কার্যতঃ বেয়াড়া, বিদ্রোহী হিসেবেই গণ্য করতেন। এঁরা সকলেই অল্প বয়সে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তখন থেকে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার একটা প্রবল চেতনার আভাস পাওয়া যেতে থাকে। প্রথম স্বামী বা প্রেমিকের তুলনায় এরা সবাই অনেক বেশি রাজনীতিপ্রবণ। এদের আদি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিসর একজন কয়লা খনি শ্রমিকের কন্যা থেকে রুশ জার বা সম্রাটের বংশধর অবধি বিস্তৃত। আমাদের বক্ষ্যমান সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন : আলেকজান্ড্রা কোলোনতাই, ইভা ব্রয়ডো, একাতারিণা ব্রেশকো-ব্রেশকোভস্কায়া, লা পাসিওনারিয়া (ডোলোরেস ইবারুরি), হালিদা এদিব, অ্যাঞ্জেলা ডেভিস, মড গোণে, কাউন্টেস কনস্ট্যান্স মার্কিয়েভিজ ও রোজা লুক্সেমবার্গ।

আলেকজাণ্ড্রা কোলোনতাই ১৮৯৬ সনে একজন রুশ মার্কসবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন মুষ্টিমেয় রুশ বিপ্লবী নারীর অন্যতম যিনি একাধারে বিপ্লবী ও নারী মুক্তিবাদী। ১৯০৩ সালে রুশ সমাজ-গণতান্ত্রিক শ্রমিক দলের বিভক্তির পর তিনি একজন তুখোড় বলশেভিক হিসেব লেনিনের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গে নানা ধরণের নারী মুক্তিবাদী সংগঠনের কাজ শুরু করেন এবং নারীসমাজের আন্তর্জাতিক সমাজবাদী আন্দোলনের সাথে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর কোলোনতাই লেনিনের নতুন মন্ত্রিসভায় সমাজকল্যাণ কমিশার নিযুক্ত হন। তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন কাউন্টেস পানিনা। বলশেভিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠালে সমাজকল্যাণ কমিশারের পদটি খালি হয়। ১৯১৮ সালে কোলোনতাইকে কমিশারিয়েটের ঐ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ অবধি তিনি কেন্দ্রীয় নারীশিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি ১৯২২ সালে পররাষ্ট্রবিষয় সংক্রান্ত গণ কমিশারিয়েটে যোগ দেন এবং আমাদের বিশ্বাস, তিনিই বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে বিদেশে দায়িত্বশীল কূটনৈতিক পদে নিয়োগ লাভ করেন (মন্ত্রী মর্যাদায়)। সোভিয়েট

www.nagorikpathagar.org

কূটনীতিক হিসেবে তিনি নরওয়ে ও সুইডেনে 'মিনিস্টার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি সুইডেনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় উন্নীত হন এবং ১৯৪৪ সনে ফিন-সোভিয়েট অস্ত্রবিরতি আলোচনা পরিচালনা করেন। ১৯৫২ সনের ৯ই মার্চ মস্কোয় তাঁর মৃত্যু হয়।

ষোল বছর বয়সে, বাবা-মার অমতে কোলোনতাই তাঁর সুদর্শন, চৌকশ মেজো চাচাতো ভাইকে বিয়ে করেন। তিনি তাঁকে খুবই ভালবাসতেন কিন্তু কোলোনতাই কিছুদিনের মধ্যে টের পেলেন তাঁর প্রেমাস্পদের পীড়ন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি কোলোনতাইয়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপে ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় আপত্তি না করলেও তাঁর ঐসব কাজে সহযোগী হবার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাঁদের দু'জনের মিল ছিল খুবই কম। এরপর ১৮৯৮ সালে বিয়ের মাত্র কয়েক বছর পর কোলোনতাই ও তাঁর শৈশবের এক বান্ধবীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নেন। কোলোনতাই তাঁর স্বামীকে তালাক দিয়ে, ছোট বাচ্চাটাকে বাবা-মায়ের কাছে রেখে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চলে যান। এরপরেও কোলোনতাই বিশ্বাস করতেন যে, মা ও বিপ্লবীর ভূমিকার মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্য নেই। তাঁর মনে হ'ল, তাঁর পুত্র সন্তান তাঁর নিজের দায়িত্ব, সেটা স্বামীর কিংবা পরিবারের নয় যদিও তিনি ছেলেকে তাঁর বাবা-মায়ের কাছেই রেখে এসেছিলেন। ঐ সময় ছেলে স্কুলে পড়াশোনা করছিল। অবশ্য নিজ বাবা-মায়ের কাছে ছেলেকে রাখাটা ছেলের জন্যেই সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হয়েছিল। তবে যখনই সম্ভব তিনি তাঁর ছেলেকে নিজের বাড়িতে, কাছে রেখে দিতেন। মা ও সন্তানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে কোলোনতাই ঘোর, নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী ও বিপ্লবী হয়ে ওঠেন।পরে 'ভালবাসা ও বন্ধুত্ব' শীর্ষক এক রচনায় কোলোনতাই নিজে কীভাবে নিজের বিপ্লবী মিশনের ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে তোলেন তাঁর বর্ণনা দেন। যৌবনের গোড়া থেকেই তাঁর মনে হতে থাকে, তাঁর জীবনের একটা লক্ষ্য, একটা মহৎ মিশন আছে কিন্তু সেই মিশনটা সুনির্দিষ্টভাবে কী সে বিষয়টি তাঁর কাছে পরিস্কার ছিল না। বিয়ের পরেই কেবল সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

> "নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে আমার মিশন—আমার কাজ হবে মেয়েদের শেখানো যে, তারা যেন একজন পুরুষের ভালবাসায় তাদের সবকিছুই উৎসর্গ না করে, বরং কিছু মৌলিক বিষয়ে, সৃষ্টিধর্মী কাজে নিয়োগ করে—পুরুষের ভালবাসা নারীর ব্যক্তিত্বকে চূর্ণ করবে এটি হতে দেওয়া যাবে না, তার গতিকে রুদ্ধ হতে দেওয়া যাবে না। ভালবাসা যদি তাকে দাস করে তোলে তাহ'লে নারীকে তার ঐ দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে নিজেকে অবশ্যই মুক্ত

www.nagorikpathagar.org

করে নিতে হবে। ভালবাসার সকল বিয়োগ-ব্যথাকে উপেক্ষা করে তাকে তার নিজের পথে এগিয়ে যেতে হবে।"

তিনি অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখ করেন, তিনি ঢালাও প্রেমের ওকালতি করছেন না বরং তিনি বলতে চান ভালবাসার বাঁধন থেকে স্বাধীনতা থাকতে হবে। তাঁর ধারণায়, যৌন ভালবাসার চেয়ে বন্ধুত্ব অনেকখানি বেশি সামাজিক আবেগ।

তিনি নির্বিচার যৌনসম্ভোগকে বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করলেও, পরপুরুষের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু সম্পর্ক ছিল। এমনকি, তিনি আবার বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। বলশেভিক বিপ্লবের আগে ১৯১৭ সালে লেনিন তাঁকে নাবিকদের মাঝে বিদ্রোহের চেতনা ছড়ানোর জন্য হেলসিংফোরস-এ পাঠান। সেখানে থাকাকালে তিনি তাঁর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট চৌকশ নাবিক ফেদোর ডুবেঙ্কোর প্রেমে পড়েন। তিনি বিয়ের নানা বন্ধনময় জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হলেও, নিজের ছেলে ও তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুর আপত্তি উপেক্ষা করে ডুবেঙ্কোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে আইনসম্মত করতে অর্থাৎ বিয়ের বৈধ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে রাজী হয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আর ডুবেঙ্কো ছিলেন বল্টিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি। বিয়ে করতে অসম্মতিকে ডুবেঙ্কো কোলোনতাইয়ের কৌলিন্য মনে করতে পারে এটা ভেবেই কোলোনতাই ডুবেঙ্কোকে বিয়ে করতে সম্মত হন। ডুবেঙ্কোকে স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্যেই কোলোনতাই বিয়েতে সম্মতি দেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জাড্যের কারণে তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক আর শেষাবধি বৈধতার স্তরে উন্নীত হতে পারে নি।

তাঁদের বিয়ের উদ্যোগ নেবার অল্পকিছুদিনের মধ্যেই ডুবেঙ্কো গ্রেপ্তার হ'ন। ডুবেঙ্কো তাঁর নৌবহরের জাহাজগুলির দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন বিপ্লব-পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠির অনুগত অফিসারদের হাতে। ঐ কর্মকর্তারা জাহাজগুলি জার্মানদের হাতে তুলে দেয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে কোলোনতাই খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। এমনকি, তিনি তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে প্রতিবাদও জানান। অনেকের কাছে এই ব্যাপারটা তাঁর নারীসুলভ দুর্বলতা বলে মনে হয়। অনেকে তাঁকে গ্রেপ্তারও করতে চেয়েছিল। এসব কারণে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েট সরকারে তিনি আর কখনও এত শীর্ষপদে নিয়োজিত হন নি। বরং তার পরিবর্তে ১১টি ভাষায় তাঁর দক্ষতার কারণে, তাঁকে বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতায় নিয়োজিত রাখা হয়।

ইভা ব্রয়ডো ১৮৯৯ সালে রুশ সমাজ-গণতান্ত্রিক শ্রমিক দলে যোগ দেন। প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি পেশাদার বিপ্লবীর বিপজ্জনক, গুপ্তকার্যকলাপে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এর বেশিরভাগ সময় তাঁর কাটে হয় জেলে নয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। তিনি

www.nagorikpathagar.org

১৯১৭ সনের বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। বলশেভিকদের হাতে মেনশেভিকদের পরাজয়ের পর তিনি ১৯২০ সালে রাশিয়া ছেড়ে স্বামী ও সন্তানসহ বার্লিনে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি মেনশেভিক জর্ণাল 'দি সোস্যালিস্ট কুরিয়ার' প্রকাশনায় সহায়তা করেন। ১৯২৭ সানে তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন। অনুমান করা হয়, স্তালিন ১৯৪১ সালে হয় তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন অথবা কারারুদ্ধ করেন।

ব্রয়ডো দুবার ভালবেসে বিয়ে করেন। প্রথম বিয়েটা মস্ত ভুল বলে বিবেচিত হয়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এভাবে তাঁর প্রথম বিয়ের বিবরণ দিয়েছেন ঃ "আমাদের বিয়ের তিন বছর আমার জীবনের সবচেয়ে অসুখী, দুঃসহ সময় – – – ওর ছিল বংশসূত্রে পাওয়া স্নায়বিক বিকার। ফলে অসুস্থ সুপ্ত ঈর্ষা-দ্বেষের দহনে ও আমার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই তিন বছরে ওর ঐরসে আমার দুটি সন্তান হয়। আমরা ওর মায়ের পাঠানো যৎসামান্য টাকায় কোনওমতে দিন গুজরাণ করতাম। আর এভাবে আমরা অত্যন্ত নৈরাশজনকভাবে দেনায় আকণ্ঠ.ডুবে গিয়েছিলাম।" এসময় রাজনীতির অঙ্গনে তিনি তাঁর এই দাম্পত্য দুঃখ-যাতনা থেকে পরিত্রাণ খুঁজতেন। এভাবে একদিন তিনি ইহুদী সমাজ–গণতন্ত্রীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৬ সনে তাঁর স্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। আর ইত্যবসরে ইভা সমাজতন্ত্রী ধ্যান-ধারণা আরও গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান। বেবেল-এর 'ওম্যান অ্যাণ্ড সোস্যালিজম' গ্রন্থটি পড়ার পর তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে, স্বামীকে ছেড়ে বিপ্লবী কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে তাঁর সাথে মিঃ মার্ক ব্রয়ডোর দেখা হয়। তিনিই অবশিষ্ট জীবনের তার জন্য কার্যত স্বামী ও বিপ্লবী সহকর্মী হয়ে থাকেন।

ব্রয়েডোর সন্তান বেশ কয়েকটি। তিনি তাঁর সন্তানদের খুব ভালবাসতেন। এই সন্তানেরা সর্বত্রই তাঁর সঙ্গী থাকত। এমনকি, সাইবেরিয়ায় কঠোর খাটুনির শ্রম শিবিরেও ওরা তাঁদের মায়ের সঙ্গে ছিল। খুব বিরল ক্ষেত্রে ইভা তার মায়ের কাছে সন্তানদের রেখে যেতেন। তা-ও সেটা অল্প সময়ের জন্যে। কিন্তু তিনি কখনও ওদের পরিত্যাগ করার কথা আদৌ ভাবেন নি। ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল অবধি তিনি ওদের দেখাশোনা করার জন্য বিপ্লবী তৎপরতা ছেড়ে দেন। ঐ সময়ে তাঁর স্বামী কারাগারে। অবশ্য কেবলমাত্র এই সময়টুকুর জন্যেই তিনি দৃশ্যতঃ মনে করেছিলেন বিপ্লবী কার্যকলাপের চেয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনই বড়।

একাতারিণা ব্রেশকো ব্রেশকোভ্স্কায়া একজন আজন্ম বিদ্রোহী নারী। ১৮৪৪ সনে রাশিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর কপাল ভাল একারণে যে, চাষীদেরকে তিনি সাহায্য করতে

www.nagorikpathagar.org

চাইতেন আর সেই কাজে তাঁর বাবা-মাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁরা তাঁকে একজন শিক্ষিকা হিসেবে গড়ে উঠতেও সাহায্য করেন। ফলে, তাঁর মাঝে বিদ্রোহের যে প্রবণতাটি সুপ্ত ছিল তাতে বিপ্লবী তৎপরতায় পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি প্রায় তিরিশ বছর বিলম্বিত হয়।

২৫ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সানন্দ অনুমতিক্রমে তিনি একজন উদারপন্থী, মহৎ হৃদয়, তরুণ অভিজাত ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। স্বামী ও বাবা স্বতঃপ্রণোদিভাবে ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে ব্রেশকো ব্রেশকোভস্কায়ার চাষীদেরকে সাহায্য করার প্রয়াসে সহায়তা করেন। তাঁরা সকলে মিলে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক ও চাষীদের জন্য একটি কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁদের এসব কার্যকলাপের কারণে তাঁরা অচিরেই অধিকতর রক্ষণশীল অভিজাতমহলের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাথে তাঁদের সমমনা বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিন্দামন্দ সহকারে এই অভিযোগও তোলা হয় যে, তাঁরা হচ্ছেন, চক্রান্তকারী একটি চক্র ; এই চক্রটি সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করছে। একজন বিপজ্জনক বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত তাঁর বাবার চাকরিটি খতম করা হয়। তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য বিনা বিচারে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে পুলিশ চোখে চোখে রাখতে থাকে। তাঁদের কৃষি বিদ্যালয় ও ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই অবিচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করে ; স্বভাবতঃই এই নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর এতদিনের কর্মপ্রয়াসের সৃষ্টির এ ধরনের ধ্বংস দেখতে অনভ্যস্থ ব্রেশকো-ব্রেশকোভস্কায়া ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন, তিনি বিপ্লবী হবেন। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটল। আমরা যতদূর জানি, একাতারিণা আর কারও সাথে এ ধরণের সম্পর্কে জড়িত হন নি। কিন্তু তাঁর গোটা জীবন তিনি একান্তভাবে বিপ্লবের কাজে নিয়োগ করেন।

ত্রিশ বছর বয়সে একজন রুশ 'পপুলিষ্ট' হিসেবে 'জনগণের জন্যে' নামক এক আন্দোলন জড়িত হন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৩ জনের বিচারের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে বিচারে তাঁকে সাইবেরিয়ায় কঠোর সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২২ বছরের দীর্ঘ বন্দী জীবন কাটানোর পর তিনি কোনওরকম পাসপোর্ট (ছাড়পত্র) ছাড়াই গোপনে ইউরোপীয় রাশিয়ায় ফিরে এসে সেখানকার গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। এখানে তিনি সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী পার্টি গঠনে সাহায্য করেন। ১৯০৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তাঁর আন্দোলনের পক্ষে সাফল্যজনকভাবে অর্থ ও সমর্থন সংগ্রহ করেন। ১৯০৭ সালে রাশিয়ায় ফেরার পর আবার তাঁকে গেপ্তার করা হয়। কিন্তু ১৯১০ সাল অবধি সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর বিচারানুষ্ঠান স্থগিত থাকে। ৬৬ বছর বয়সে তাঁকে আরও একবার জেলে যেতে হয়। প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৯১৭ সালে দেশের অস্থায়ী সরকারের বিচারমন্ত্রী

www.nagorikpathagar.org

আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কি তাঁকে মুক্তি দিয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গে নিয়ে এলে তিনি সেখানে নতুন সরকারের সদস্য হিসেবে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁকে আদর করে রুশ বিপ্লবের 'ক্ষুদে দাদীমা' হিসেবে সম্বোধন করতেন।

আমাদের বক্ষ্যমান সমীক্ষায় একাতারিণা একমাত্র বিপ্লবী নারী যিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হবার জন্যে সচেতনভাবে নিজ সন্তানদেরকে চিরকালের মত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তের জন্য তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি নিপীড়নের শিকারদের মাতা হবার চেয়ে সুবিচারের জন্য যোদ্ধার ভূমিকাটিই বেছে নেন। শৈশব ও তারুণ্যে ব্রেশকোভস্কায়াকে বলা হয়েছিল, 'প্রেম, বিয়ে ও সন্তান হবার পর সনাতন জীবন এড়িয়ে বিদ্রোহী হওয়ার যে বাসনা তার রয়েছে তাতে পরিবর্তন আসবে।' এখন তাঁরা যুক্তি দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, স্বামী, ঘর-সংসারও তোমাকে বদলাতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু অমোঘ প্রকৃতির কাছে তোমাকে নতিস্বীকার করতেই হবে। তোমার গর্ভে একটি শিশুর জন্মের পর মৃত্যু নেমে আসবে তোমার সব বিপ্লবী আদর্শে। যে ডানা মেলে তুমি এতদিন মেঘের ওপরে, আরও ওপরে উঠতে চেষ্টা করেছে, এখন সেই পক্ষপুটই তুমি ব্যবহার করবে তোমার সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় দেবার জন্যে।' "আমার সেই আদরের ছোট্ট শিশুটি এল। আমার তো মনে হল ঐ ছেলেটার ছোট শরীরে আমার যৌবন যেন সমাহিত হল। শিশুটি যখন আমার জঠর থেকে বের করে নেওয়া হল তার সাথে সাথে যেন আমার প্রেরণার শিখাটিও চলে গেল। কিন্তু না, তা যায় নি। আমার শিশুর জন্য আমার ভালবাসা ও রাশিয়ার মুক্তি –এ দুয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমার চোখের ঘুম অনেক রাতের জন্য কেড়ে নিলেও জানতাম আমি মা না হতে পারলেও, ঠিকই বিপ্লবী রয়ে যাব।"

লা পাসিওনারিয়া (ডোলোরেস ইবারুরি) স্পেনের এক কয়লাখনি শ্রমিকের কন্যা। তিনি দৈহিক দিক থেকে এতই দুর্বল ছিলেন যে, বাবা-মা, ভাই-বোনের মত তাঁর পক্ষে খনিতে কাজ করা সম্ভব হয় নি। তাঁকে এদের বদলে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁকে ঐ স্কুলে ছেড়ে বিত্তবানের বাড়িতে দাসীর চাকরি নিতে হয়। এই দাসীবৃত্তির ঘানি টানার গ্লানি এড়ানোর জন্য তিনি একজন গরীব ও তরুণ কয়লাখনি শ্রমিককে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রী। যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে এই দম্পত্তি বাস করতেন তা এককথায় হৃদয়বিদারক। যখন ইবারুরির প্রথম সন্তান জন্ম নেয় তখন তিনি এতখানি রুগ্ন আর অপুষ্টিতে ভুগছিলেন যে, বাচ্চাকে খাওয়ানোর মত পর্যন্ত দুধ তাঁর বুকে হত না। তিনি জানিয়েছেন, 'এক পর্যায়ে তো বলতে গেলে বাচ্চাটির জন্যে ভালবাসাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।' খোরাকী ও ওষুধপত্র কিনতে অসহায় ইবারুরিকে বেপরোয়া হয়ে ধার করতে হয়। কিন্তু তাতেও যখন শেষরক্ষা হল না, মৃত শিশুটির জন্য কফিন কিনতে আবারও একবার সেই ধারকর্জেরই আশ্রয় নিতে হল। এই

www.nagorikpathagar.org

মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা পরে লিখতে গিয়ে ইবারুরি উল্লেখ করেছেন, 'যখন বাচ্চাদের খাওয়াতে পারি না, তাদের অসুখ নিরাময় করতে পারি না, যখন চোখের সামনে নাড়িছেঁড়া ধন মারা যায়, ডাক্তার-ওষুধের জন্য টাকা থাকে না তখন আমাদের মায়েদের যে কী যাতনা, কী তিক্ততা, কী মর্মান্তিক জ্বালা, অসহ্যযন্ত্র, বেদনা তা কি তোমরা বুঝতে পার?'

সন্তানের মৃত্যুর পরপরই আবাল্য-লালিত ক্যাথলিক খৃস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে কট্টর মার্কসবাদীরূপে আবির্ভূত হন ডোলোরেস ইবারুরি। স্বামীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস এখন তাঁর কাছে অপর্যাপ্ত মনে হতে থাকে। তিনি চেয়েছিলেন বিচার, প্রতিশোধকামী হয়ে উঠেছিলেন সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যার জন্য তিনি ও তাঁর পড়শীরা এতকাল এত দুঃখ-যাতনা-অভাব ভোগ করেছেন। একদিন যখন স্বামীকে ইবারুরির সরকারবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার করতে স্পেনীয় পুলিশ বাহিনী গার্ডিয়া সিভিল-এর লোক এল সেনর ইবারুরি সুবোধ বালকের মত আত্মসমর্পন করলেন। এতে স্ত্রী ডোলোরেস তাঁর ওপর ক্ষেপে গেলেন। তাঁর কথা হচ্ছে, একজন সত্যিকার বিপ্লবী হয় লড়বে না হয় আত্মগোপন করবে। কিন্তু তা না করে আত্মসমর্পন? কক্ষনো না। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে যে মহা হৈচৈ তুললে ওরা এই ভেবে শঙ্কিত হল যে, মহিলা হয়তো সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তাড়াতাড়ি তার স্বামীকে তাই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ডোলোরেস কেবল তাঁর নিজের সমস্যার ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি অন্যান্য অসহায় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য আত্মোৎসর্গ করলেন ও ক্রমেই আরও বেশি করে রাজনীতিতে জড়িত হলেন। তিনি হলেন স্পেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ২২ বছর বয়সে ১৯১৬ সালে বোমা বানিয়ে, শ্রমিকদেরকে অস্ত্র যোগান দিয়ে, হরতালকে আরও উত্তপ্ত, আরও কার্যকর করতে তিনি সাহায্য করেন। তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার করা হয়। যতবারই এই গ্রেপ্তার চলে ততবারই তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তরতর করে বাড়তে থাকে। বিপর্যস্ত রাজতন্ত্রী সরকার সঠিকভাবেই বুঝতে পারে, তাঁকে জেলে পাঠালে জনক্রোধ সরকারের বিরুদ্ধে বাড়বে বৈ কমবে না। এভাবে লা 'পাসিওনারিয়া' বা 'একনিষ্ঠ যে জন' সেই ডোলোরেসের মর্যাদা এতই মহীয়ান হয়ে ওঠে যে তিনি এক সরকারী কারাগার অভিমুখে সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে ৩০,০০০ নারী ও শিশুর এক বিরাট মিছিল পরিচালনা করেন। জেলের গেটের বাইরে সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অকুতোভয় ডোলোরেস কোনও অস্ত্র সঙ্গে না নিয়ে একা সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন কারাগারের একজন কর্মকর্তার সামনে। তিনি রুক্ষ্ম কণ্ঠে তাঁকে আদেশ করলেন তাঁকে ভেতরে যাবার জন্যে গেট খুলে দিতে ও তাঁর হাতে বন্দীশালা খোলার চাবিগুলি সমর্পন করতে। হতবাক ঐ কর্মকর্তা তাঁর

www.nagorikpathagar.org

সে আদেশ তামিল করলে তিনি চললেন চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠা কারারক্ষীদের সম্মুখ দিয়ে ও জনতার হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিতে।

ইবারুরি দম্পতির আরও একটি সন্তান জন্মেছিল। এটি ছিল পুত্র সন্তান। কিন্তু বিপ্লবী কার্যকলাপে ডোলোরেসের দায়িত্ব ও অঙ্গীকার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিয়ের বাঁধন শিথিল হয়ে এল। পরিশেষে, চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এল দু'জনের মধ্যে। স্পেনরাজের ক্ষমতাত্যাগ ও সরকারের পতনের পর লা পাসিওনারিয়া মাদ্রিদে যান নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকারে যোগ দিতে। এজন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর পুত্রকে তার নানীর কাছে রেখে যেতে হয়। অবশ্য যখনই সম্ভব হ'ত তিনি সন্তানকে নিজের কাছেই রাখতেন। তিনি, এমনকি, বাস্ক্ অঞ্চলে নিজের দেশে ফিরে সন্তানের কাছে থাকার বাসনা নিয়ে মাদ্রিদে সরকারী পদটি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন এবং ঐ সময়ে নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকারে যেসব ত্রুটি দেখা দিয়েছিল সেগুলি দূর করার জন্যে তাঁর মাদ্রিদে থেকে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের মুখে স্পেনে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এই অবস্থায় জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লা পাসিওনারিয়া এক প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নিজের একমাত্র সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিষণ্নচিত্তে তিনি তাকে সোভিয়েট ইউনিয়নে পাঠিয়ে দেন ও সর্বাত্মকভাবে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রায় সকল প্রয়াস ও উদ্যম নিয়োজিত হয় সংবাদপত্রের জন্য নিবন্ধ লেখায়, গোটা দেশ ঘুরে সামরিক বাহিনী ও জনগণের উদ্দেশে তেজোদীপ্ত বক্তৃতা-ভাষণে। তাঁর উদ্দীপ্ত বাণী হয়ে ওঠে রিপাবলিকান সেনাদের রণধ্বনি ঃ 'নো পাসারাণ' (ওদেরকে রেহাই দেওয়া চলবে না, চলবে না)। তবে তিনি কেবল বাকসর্বস্ব ছিলেন না। একবার তিনি নিজেই রণক্ষেত্রে মেশিনগান চালিয়েছিলেন। ঐ সময় এক আজব গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি নাকি জাতীয়তাবাদী পক্ষের এক সৈনিকের গলা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে তাকে হত্যা করেন। গুজবটা সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক, এ কাহিনীর জন্যে নির্ভিক নারী হিসেবে তাঁর সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়ে।

জার্মান বিমান ও ইতালীয় সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ফ্র্যাঙ্কো প্রজাতন্ত্রী বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হলে লা পাসিওনারিয়া দেশত্যাগে বাধ্য হন। তিন সোভিয়েট ইউনিয়নে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা ও কম্যুনিজমের পক্ষে লেখনী চালনা অব্যাহত রাখেন। ফ্র্যাঙ্কোর মৃত্যুর পর ১৯৭৭ সালে কয়েকবার অনুকম্পার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্পেনে ফিরে আসেন। তিনি পরে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন।

হালিদা এদিব ছিলেন তুর্কী বিপ্লবী নারী। স্বামী ও বাবার সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে হালিদা ছিলেন অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে একজন সনাতন মুসলিম নারী। এই শতকের গোড়ার দিকে তিনি তাঁর পিতার বয়সী এক পুরুষকে বিয়ে করেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধিবৃত্তিক গুরু। তাঁর নাম আবদুল হক আদনান-আদওয়ার। তিনি ছিলেন একজন সুখ্যাত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী। আব্দুল হক আদনান স্ত্রীকে তাঁর বিশেষ বিশেষ বিপ্লবী রচনায় সহায়তা করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগান। তাঁরা উভয়ে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই মুস্তাফা কামালই পরে হন তুর্কী জাতির জনক, 'আতাতুর্ক'। হালিদা তাঁর স্বামীকে তাঁর সুবিশাল কাজ 'গাণিতিক অভিধান' প্রণয়নে সাহায্য করেন। তাঁর জীবন ছিল চিরন্তন তুর্কী নারীর। কৃচিৎ তাঁকে জনসমক্ষে দেখা গেছে, এমনকি, অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ বলতে গেলে ছিল না। বিয়ের কিছুকালের মধ্যে তাঁর স্নায়বিক অক্ষমতা দেখা দেয়। তিনি তাঁর ভূমিকায় বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করে সমস্যায় পড়েন। ব্যাপারটা তাঁর জন্যে বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। ১৯১০ সালে স্বামী আরেকজন অপেক্ষাকৃত তরুণী স্ত্রী গ্রহণ করলে তিনি তাঁকে তালাক দেন। ঐ সময় বিত্তশালী মুসলমানদের বহুবিবাহ অনেকটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হালিদা এই বহুবিবাহ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর মর্যাদাবোধের কাছে এ ছিল চরম অবমাননাকর। তালাকের পর তাঁর নবার্জিত স্বাধীনতা তাঁকে নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্যম দেয়। তিনি নিজের মত করে স্বাধীনভাবে বসবাসের প্রেরণা লাভ করেন। তিনি বিপ্লবে ও বিপ্লবের কারণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। স্বামীকে ছেড়ে আসার সময় তিনি তাঁর সন্তানদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

১৯০১ সালে হালিদা এদিব তুর্কী নারীদের মধ্যে প্রথম বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ সালের দিকে তুরস্কে মূলতঃ জাতীয়তাবাদী, উদারনৈতিক ধরনের এক শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবের কারণে হালিদা এদিব তখনকার নেতৃস্থানীয় নব্যতুর্কী সংবাদপত্র তানিনে লিখতে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর নিবন্ধগুলি তুর্কী নারীর মুক্তি ও সার্বিক বিপ্লবী চেতনার পক্ষে সোচ্চার। তাঁর লেখা ছিল বিপ্লবী সৈনিকদের কাছে প্রেরণার আধার। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নিজে ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের একজন সৈনিক, প্রথমে সেনাবাহিনীর একজন কর্পোরাল ও পরে একজন সার্জেন্ট। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপের ব্যাপারে সুলতানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে ১৯০৯ সালে তাঁকে তুরস্ক ছেড়ে পালাতে হয়। ১৯১২ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন তুর্কী আবাসভূমি নামে এক গুপ্ত সংগঠনের সাধারণ কংগ্রেসের একমাত্র নারী সদস্য। ১৯২২ সনে তিনি ইজমীর যুদ্ধবিজয়ীর বেশে প্রবেশকারী তুর্কী বাহিনীর পুনঃপ্রবেশকালে আতাতুর্কের পাশাপাশি অশ্বারূঢ় হয়ে নব্য তুরস্কের মাটিতে পদার্পন করেন। বিপ্লবের পর তিনি একাকী থাকতেন। এটি তুর্কী রমনীদের জন্য ছিল খুবই বিসদৃশ ব্যাপার। তিনি নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ঐ সময়ে তুর্কী নারীসমাজের মুক্তির জন্য তাঁর সহায়তাও অব্যাহত রাখেন। হালিদাই প্রথম তুর্কী নারী যিনি খোলা গণসমাবেশে ভাষণ দেন। তুর্কী মহিলাদের মুখমণ্ডলের নেকাব বর্জনের আন্দোলনে

www.nagorikpathagar.org

আতাতুর্কের প্রয়াসে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া, বহুবিবাহ অবৈধ ঘোষণা ও আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সম-অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও তাঁর অনুরূপ অবদান ছিল।

তারুণ্যের অন্যতম সুবিধে এই যে, তখন যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেই জিনিসটার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার সব কিছু উজাড় করে মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। কি করা যাবে না -এ ব্যাপারে ঐতিহ্যমূলক প্রত্যাশার কোনও ভাণ্ডার গড়ে ওঠে না আর প্রাপ্তবয়স্কের বিধিনিষেধ থাকে না বলেই তরুণ দায়িত্বহীন হতে পারে, সেটা তার জন্যে মানায়। তাছাড়া, যা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষের মূল্যায়নের বিচারে দায়িত্বহীন মনে হয় তা তারুণ্যের বিচারে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ মনে হলে অবাক হবার কিছু নেই। বিপ্লবীদের বেলায় এগুলিই সত্যি বলে মনে হয়। আর বিশেষ করে অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের পক্ষে তো বটেই। কৃষ্ণকায় এই আমেরিকানের জন্ম আলাবামা অঙ্গরাজ্যের বার্মিংহামে, ১৯৪৪ সালে। তাঁর মতে, কৃষ্ণকায়দের সদাদাসত্বে চির অপরিবর্তনীয়ভাবে শৃঙ্খলিত রাখতে চায় বা ধ্বংস করে দিতে পারে এমন এক সমাজ ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে যাওয়াটাই অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের মতে, মার্কিন কৃষ্ণকায়দের বড় দায়িত্বহীনতা।

অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের বয়স তখন চল্লিশের কোঠা পেরিয়েছে মাত্র। তবু তাঁর কার্যকলাপ, রাজনৈতিক সফর, ও রাজনৈতিক অবদানের হিসেব নিলে মনে হয়, তিনি ঢের প্রবীণ, অভিজ্ঞ এক পোড়খাওয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি কমপক্ষে পাঁচ পাঁচটি দেশের সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সাবেক দুই জার্মানী ও কিউবা) ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নানা সময়ে স্টুডেন্টস ফর এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, ব্ল্যাক প্যান্থার পলিটিক্যাল পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির মত বহু অতিবাম রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থক বা সদস্য ছিলেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষ্ণকায় ছাত্র উইনিয়ন, 'র‍্যাপ-ব্রাউন অ্যাণ্ড হয়ে নিউটন ডিফেন্স ফাণ্ড' সংগঠন করেন। তিনি প্যান্থার সদস্য ও ছাত্রদের জন্য 'লিবারেশন স্কুল' ও 'অহিংস ছাত্র সমন্বয় কমিটি'রও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কৃষ্ণকায় মহাসম্মেলন এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজিত এক সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'সোলেদাদ ব্রাদার্স' ও ববি সীল-এরিকা হাগিন্স ডিফেন্স কমিটির জন্য প্রধান তহবিল সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেন এবং নানা ধরনের অতিবাম কৃষ্ণকায় তৎপরতার সাধারণ সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। এসব কার্যকলাপের ফলে তাঁর বহু শত্রুর সৃষ্টি হয় যারা তাঁর ধ্বংসে কামনায় পিছপা ছিল না। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বারংবার নিজের অচিরেই সহিংসতাজনিত কারণে মৃত্যুর আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিপদের আশঙ্কা ছিল দৃশ্যতঃ চারদিকে থেকে। এমনকি, কৃষ্ণকায় আন্দোলানগুলির ভেতরের অনেকে তাঁর রাজনীতি, বিশেষ করে, কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সখ্যতাকে সুনজরে দেখত না। এছাড়া, বলাবাহুল্য,

www.nagorikpathagar.org

যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কর্মচারীরাও তাঁর প্রতি খুব একটা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা একবার তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনে। অভিযোগে বলা হয়, স্যান-রাফায়েলের গোলাগুলির ঘটনায় জোনাথন জ্যাকসন যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন সেটি নাকি অ্যাঞ্জেলা ডেভিস দিয়েছিলেন। তিনি ঐ অভিযোগ থেকে পরে বেকসুর খালাস পান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ওপর সরকারী হয়রানি ও নির্যাতনের আশঙ্কা তেমন একটা কমে নি।

অ্যাঞ্জেলা ডেভিস নিজেকে একজন বিপ্লবী ভাবতেন। এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই। বস্তুতঃ ১৯৬৮ সালের জুলাইয়ে তাঁর কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ঃ আমার একটা একনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির অংশীদার হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণকায়দের মুক্তি আন্দোলন ও সাধারণ বামপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁর অঙ্গীকার দীর্ঘদিনের। এক্ষেত্রে তাঁর নিরন্তর একাগ্রতায় কখনও ব্যত্যয় ঘটে নি। তাঁর এই অঙ্গীকারে তাঁর কোনও প্রাপ্তবয়স্কসুলভ ভূমিকা বাধার সৃষ্টি করে নি। আদর্শগত মিল থাকার কারণে অনেকের সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রোম্যান্টিক প্রেমে ভেসে যাবার পাত্রী ছিলেন না অ্যাঞ্জেলা। এমনকি, গৃহবধু/ মায়ের ঘরোয়া জীবনের নাগাল পাবার জন্যে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা বিসর্জন দেবার সম্ভাবনাও দেখা যায় নি।

অ্যাঞ্জেলা বিবাহিত নন। তাঁর কোনও সন্তানও নেই। দু'জন পুরুষের সঙ্গে তার রোম্যান্টিক সম্পর্ক ছিল। এ দু'জনের একজন জার্মান ছাত্র। নাম ক্লেমেঞ্জ। একবার অ্যাঞ্জেলা এই ক্লেমেঞ্জকে বিয়ে করার কথা ভেবেছিলেন। আরেকজন হচ্ছেন, কৃষ্ণকায় মার্কিন সক্রিয়তাবাদী জর্জ জ্যাকসন। অ্যাঞ্জেলা ক্লেমেঞ্জের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে তেমন কিছুই লেখেন নি। তবে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি জার্মানীতে ক্লেমেঞ্জের বাবা-মায়ের সাথে একবার দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর আলাপ-আলোচনায় বর্ণগত সমস্যা নিয়ে একটা বিড়ম্বনার আভাস লক্ষ্য করা যায়। তবে তা স্পষ্ট নয় বরং প্রচ্ছন্ন। জার্মান সমাজের বর্ণবিদ্বেষের ঐ বিড়ম্বনাময় অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। জার্মান ও জার্মানীর জনসমাজ ও ঐ জনসমাজের বর্ণবাদ সম্পর্কিত অ্যাঞ্জেলার সমালোচনা সবিশেষ গুরুত্ববহ এ কারণে যে, ক্লেমেঞ্জের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে বিষয়টি প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের এই এক ব্যক্তিগত, একান্ত বিষয়টিকে তাই রাজনৈতিক আলোকেই দেখা হয়ে থাকে। ডেভিসের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে লোকজীবন বড়। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও তাঁর মুক্ত থাকার ব্যাপারটার লোক উৎসই মুখ্য কারণ, ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতা নয়।

www.nagorikpathagar.org

অ্যাঞ্জেলার একান্ত ব্যক্তিগত ভুবনে লোকবিষয়ের ঢুকে পড়ার ব্যাপারটি জ্যাকসনের ঘটনায় আরও স্পষ্ট, পরিস্কার বোঝা যায়। যে পরিবেশে অ্যাঞ্জেলা ডেভিস জর্জ জ্যাকসনের সংস্পর্শে আসেন তা লোকপরিসরের এখতিয়ার। জ্যাকসন ছিলেন একজন কারাবন্দী। জ্যাকসন তাঁর জেলের কৃষ্ণকায় বন্দীদেরকে তাদের ওপর অবিচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্যে তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আর অ্যাঞ্জেলা ডেভিস যখন নিউইয়র্ক সিটি আটক কেন্দ্রে ও মার্টিন জেলে ছিলেন তখন তিনি সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করে জ্যাকসনের 'সোলেদাদ ব্রাদার্স' শীর্ষক গ্রন্থটি কারাবন্দীদের মধ্যে বিলি করেন।

সরকার পক্ষের মামলার তাৎপর্য ছিল অ্যাঞ্জেলার জীবনে সুদূরপ্রসারী। জ্যাকসনের মৃত্যুতে তাঁর প্রেমাস্পদ নারী হিসেবে অ্যাঞ্জেলা খুবই আঘাত পান এবং তিনি তাঁর এ অনুভূতি প্রকাশে কোনও রাখঢাক করেন নি। ঐ সময়ে সরকার পক্ষও দাবী করেন যে, জর্জ জ্যাকসনকে অ্যাঞ্জেলা খুব ভালবাসতেন বলেই তিনি জ্যাকসনকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে দিয়েছিলেন – – – জ্যাকসনের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অগাধ, সীমাহীন, ঐ প্রেমের বেলায় মানুষের প্রাণ ছিল তাঁর কাছে মূল্যহীন। কিন্তু অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের মতে, জ্যাকসনের মৃত্যু ছিল এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ছিল সোলেদাদ জেলের বন্দী ও অতিবাম কৃষ্ণকায় জনসমষ্টির বিরুদ্ধে লোকপর্যায়ে উস্কানি দেওয়া ধারাবাহিক বৈরিতার অন্যতম পরিণতি। আমাদের সুচিন্তিত বিশ্বাস, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা-অনুভূতিকে, তিনি কোনও লোকবিষয়ে আরোপ করেন নি। তার কারণ, ঐ সময়ে তাঁর রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে আসলে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ভুবন মিলিমিশে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুই ভুবন একে অপর থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। বস্তুতঃ অ্যাঞ্জেলা এমনই নারী যাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রবল।

পোল্যাণ্ডের এক ইহুদী পরিবারে রোজা লুক্সেমবুর্গের জন্ম। ঐ সময় পোল্যাণ্ড ছিল রুশ জার সাম্রাজ্যের অধীন। তিনি পোল, রুশ, জার্মান সমাজ-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনগুলির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন এক খ্যাতিমান বাগ্মী ও জনপ্রিয় নেত্রী। এ ছাড়াও, সামষ্টিক অর্থনীতি ও দলীয় সংগঠনে একজন সুপরিচিত তাত্ত্বিক। ঐতিহাসিকরা তাঁকে জার্মান বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা, তাত্ত্বিক এবং জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করেন। বলশেভিক আমলাতান্ত্রিক শাসনবিরোধী তাঁর লেখা ও গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বলশেভিক মতবাদ বিরোধী মার্কস ও সমাজবাদীদের সংহতির মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আর এর ফলে আবার বলশেভিকরা তাঁর ধ্যান-ধারণাকে 'ইজম' বা মতবাদ হিসেবে গণ্য ক'রে ঐ মতবাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর বৈরিতায় লিপ্ত হয়। জার্মান গুপ্ত বাহিনীর লোকেরা রোজা লুক্সেমবুর্গকে হত্যা করলে তিনি বামপন্থী শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

www.nagorikpathagar.org

রোজা লুক্সেমবুর্গ একবারই বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একজন জার্মান তরুণকে। নাম-কা ওয়াস্তে। জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়ার সুবিধের জন্য। তাঁর এই আইনসম্মত স্বামীর সঙ্গে কৃচিৎ কোনও সংসর্গ ছিল। তাঁর বিপ্লবী সহযোগী লিও য়োগিশের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাই ছিল তাঁর জীবনের বড়রকমের প্রণয়টিতে ব্যাপার। লিও য়োগিশেই তাঁর রীতিসিদ্ধ স্বামী। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সংগঠক, বুদ্ধিদীপ্ত, বলিষ্ঠ তার্কিক এবং সমাজতন্ত্রের জন্য একজন আত্মনিবেদিত, একনিষ্ঠ কর্মী। যদিও রোজা য়োগিশেকে তাঁর তাত্ত্বিক বা বিপ্লবী অন্য কোনও বিষয়ে তাঁর ওপর খবরদারী করতে দেন নি, ব্যক্তিগত আর্থিক বিষয়ে অবশ্য তিনি ছিলেন স্বামীর একান্ত অনুগত। বলা যায়, একদিকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত থাকলেও, অন্যদিকে, সেই তিনিই ছিলেন একান্ত স্বামীনির্ভর ও স্ত্রীসুলভ। ক্লারা জেটকিন রোজা ও য়োগিশে-উভয়কেই ভাল করে চিনতেন। তিনি য়োগিশে সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব ; তিনি তাঁর পাশে এক বিশাল নারী ব্যক্তিত্বকে মেনে নিতে পারতেন, সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। তেমন কোনও নারী অনুগত ও সুখকর সহযোগীর মত তাঁর সাথে কাজ করলে তো কথাই ছিল না। তিনি তেমন নারীর বিকাশ ও উন্নতিকে মনে করতেন না যে তা তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে সীমা আরোপ করে। তবে তাঁদের উভয়ের এই সম্পর্কে এক পর্যায়ে রোমান্টিক আমেজ উবে যাবার পরেও তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট রয়ে যায় আর সব ক্ষেত্রে। লুক্সেমবুর্গের নিতম্বের রোগের কারণেই সম্ভবতঃ তাঁর কোনও সন্তান হয় নি।

মড গোণের মা ছিলেন ইংরেজ। বাবা ইঙ্গ-আইরিশ। ১৮৬৬ সালে লণ্ডনে তাঁর জন্ম। বাবা-মা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। মডের মা ছিলেন এক সুন্দরী ও ভদ্র মহিলা। তিনি মডের মাত্র চার বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু অত অল্প বয়সে মায়ের মৃত্যু সত্ত্বেও মায়ের মধুর স্মৃতি মডের মনের মণিকোঠায় ভাস্বর ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। যেখানেই সম্ভব বাবা তাঁকে তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে কাছে রাখতেন। তাই তাঁকে যখন আয়ারল্যাণ্ডে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় তিনি তাঁর কন্যাদেরকে সেখানে নিয়ে যান ও তাঁর পরিবারের মালিকানার এক সুন্দর প্রাসাদোপম ভবনে তাঁদের নিয়ে বাস করতে থাকেন। স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি তাঁর সৈনিকদেরকে স্থানীয় লোকজনকে হয়রান করা থেকে বিরত রাখতেন। তাঁর এই সহানুভূতিসূচক মনোভাব তাঁর দুই কন্যার মনেও সঞ্চারিত হয়। ওরা গরীব আইরিশদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে ইংরেজ জমিদাররা তাদের জমাজমির বড় বড় তালুকগুলির চাষাবাদ অল্প কিছু চাষীর হাতেই বেশি লাভজনক বলে লক্ষ্য করে। ঐ সময় অবধি অনুপস্থিত জমিদাররা তাদের চিরাচরিত প্রথামাফিক তাঁদের জমির প্রজাবিলির জন্য এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। এই এজেন্টরা এক পর্যায়ে প্রজাবিলির প্রজা বা রায়তের ওপর এত বেশি করে খাজনা ধার্য করতে থাকে যে, মূল

www.nagorikpathagar.org

খাজনার স্বত্বাধিকারীরা তাদের ঐ জমি তৃতীয় পক্ষকে খাজনা হিসাবে দিত। ফলে ঐ জমি আরও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ত। এভাবে দেখা যেত, অতিক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডগুলির ওপর শত শত বছর ধরে বিপুল সংখ্যক পরিবার বসবাস করছে। কিন্তু কখনও তারা বিত্তের অধিকারী হতে পারছে না। কোনওক্রমে খাজনা পরিশোধের টাকা তুলে ও কোনওক্রমে কায়ক্লেশে দিনগুজরাণ করতেই তাদের ত্রাহি দশা। এই পর্যায়ে এসে এধরনের বহু চাষী প্রজাকে বলপূর্বক উৎখাত করা হয়। কোথাও যাবার ঠাঁই না পেয়ে এই গরীব প্রজাবিলির চাষীরা উৎখাতের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু হলে হবে কি। তাদের কুঁড়েয় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে ওদের গুলি করে হত্যা করা হয় কিংবা জমি ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালে ওদের গ্রেপ্তার করা হয়। মড গোণে আর তার বোন এরকম মর্মান্তিক শোষণের ও গরীবদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অনেক ঘটনার সাক্ষী। তবে বড় বোন হিসেবে এসব ঘটনা সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে মড গোণের মনে। গরীব বেচারা আইরিশ ক্যাথলিক চাষীদের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি নিজেকে তাঁদেরই একজন ভাবতে থাকেন। আর তাই তিনি ধনবান প্রোটেস্ট্যান্ট ইঙ্গ আইরিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে, যে সরকার এহেন অবিচার লালন করে সেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁদের বাবা শেষাবধি সরকারী নীতির প্রতি চরম বিতৃষ্ণায় সেনাবাহিনীর পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং নির্বাচনভিত্তিক লোকপদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হন। তাঁর সে প্রয়াস অবশ্য সফল হয় নি।

বিশেষ করে, বাবার অনুপস্থিতির সময়গুলিতে বড়বোন মড ছোটবোনের প্রতি অনেকটাই বাবা-মায়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতেন। মড গোণে বাবাকে খুব ভালবাসতেন আর তাঁর সাথে বহুক্ষণ ধরে দায়িত্বপূর্ণ আলাপ – আলোচনা করতেন। এ আলোচনায় বাবা তাঁর কন্যাকে সমান প্রতিপক্ষ হিসেবে গুরুত্ব দিতেন। আর তাই অত্যন্ত তুষ্ট চিত্তে কন্যা মড আনুষ্ঠানিক ভোজ বা নাচের মত সামাজিকতায় বাবার সঙ্গে যেতেন। বেশ অনেক দিনের জন্য কোথাও যেতে হলে বাবা তাঁর কন্যাদের জন্য গৃহশিক্ষিকা ও সঙ্গিণী নিয়োগ করে যেতেন। এধরণের এক গৃহশিক্ষিকার সাথে ফ্রান্সে বেশ অনেক দিন কাটানোর সুযোগ হয়েছিল মড গোনের। তিনি তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু উদারনৈতিকতার শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর কাছ থেকে ফরাসী ভাষাও তিনি বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করেন।

আয়ারল্যাণ্ডের আর্দ্র আবহাওয়ায় থাকাকালে মত গোণের ফুসফুস আক্রান্ত হলে তা থেকে সেরে ওঠার জন্যে তিনি কয়েক বছর পর আবার দক্ষিণ ফ্রান্সে যান। এখানে তাঁর সঙ্গে এক দেশপ্রেমিক ফরাসী তরুণের পরিচয় হয়। এই তরুণের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই তরুণও তাঁর মত ইংরেজ সরকারকে ঘৃণা করতেন। তাঁরা এই মর্মে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হন যে, যে উপায়েই পারেন তাঁরা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ঐ ফরাসী তরুণ তাঁকে একটি বন্দুকও দেন। ঐ বন্দুকটি মড

www.nagorikpathagar.org

গোণে রাখতে সম্মত হন। তিনি শেষাবধি শক্তি প্রয়োগ তথা সহিংস পন্থায় সরকার উৎখাতের একজন প্রবক্তা হয়ে উঠলেও, কখনও তিনি কারও বিরুদ্ধে নিজে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন নি। এর পরিবর্তে তিনি একটি সাময়িকী সম্পাদনা করে এবং ইউরোপীয় ও অবশিষ্ট বিশ্বসমাজের কাছে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশদের অভিযোগের সারবত্তা ব্যাখ্যা করে, ঐ সাময়িকীতে নিবন্ধাদি লিখে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তির সপক্ষে কাজ করেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়তার জন্যে তহবিল সংগ্রহেও সমর্থ হন।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ প্রতিরোধের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব আর্থার গ্রিফিথের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকে স্বেচ্ছায় সহযোগিতায় প্রস্তাব দেন। কিন্তু মিঃ গ্রিফিথ মড গোণেকে বৃটিশ গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছিলেন। আর্থার গ্রিফিথ এ সিদ্ধান্তেও পৌছান যে, যেহেতু মড একজন ভদ্রপ্রকৃতির সুন্দরী মহিলা সেহেতু তাঁর পার্টিতে তাঁর তেমন কোনও মূল্য নেই। সবচেয়ে বড় কথা, তখনকার কোনও রাজনৈতিক দলই মহিলাদেরকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করত না। গ্রিফিথের প্রত্যাখ্যানে হতাশ হলেও মড আইরিশ মুক্তি আন্দোলনের জন্য কাজ করে যেতে সংকল্পে স্থির থাকেন। গোণে নারীদের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আইরিশ সমস্যা তুলে ধরার জন্য, এ বিষয়ে বক্তব্য পেশের জন্য, তিনি ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড সফর করেন। গোণে ছিলেন অত্যন্ত সফল বক্তা। ছোট্ট বালিকা হিসেবে জমি থেকে গরীব প্রজা চাষীর যে দুঃখ-দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার যে মর্মস্পর্শী বর্ণনা তিনি তুলে ধরেন তা অনেক ইংরেজ শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি এদের অনেকেরই সহানুভূতি অর্জন করেন। আইরিশ প্রজারা যারা গ্রেট বৃটেনের নাগরিকত্বের দাবীদার তাদের ওপর বৃটিশের এই অন্যায়-জুলুমের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। উচ্ছেদ নীতির বিরোধিতা, ও জমি সংস্কার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর একনিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে তিনি নির্যাতীতের বন্ধু ও প্রবক্তা হিসেবে ব্যাপক সুখ্যাতির অধিকারিনী হন। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসমূহ কিছু কিছু বিশেষ সভা-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেবার মাধ্যমে জনসমাবেশে বক্তৃতা দেওয়া থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি ঐ সব নিষেধাজ্ঞা মানতে অস্বীকৃতি জানান ও যখনই সুবিধে পান তিনি তার জনসমক্ষে ভাষণদান চালিয়ে যেতে থাকেন। এর পরিণতিতে কয়েক দফা লঘু অভিযোগ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কয়েকবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

বুদ্ধিদীপ্ত, সংস্কৃতিবান মেয়ে হিসেবে মড গোণের সঙ্গে আইরিশ সাহিত্যের রেনেসাঁর কিছু দিকপাল লেখকের সখ্যতা গড়ে ওঠে। উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স তাঁকে কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু গোণে কেবলমাত্র তাঁর কোনও কোনও নাটকের চরিত্রে অভিনয়ে সম্মত হন। 'ক্যাথলীন নী হাউলিহান' শীর্ষক নাটকে গোণে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। ক্যাথলীন খোদ আয়ারল্যাণ্ডের এক প্রতীকী নাম। এই নাটকে গোণের অভিনয়

www.nagorikpathagar.org

অভিনয় দারুণ মঞ্চ সাফল্য অর্জন করে। ইয়েটস্ ও আরও কয়েকজনসহ গোণে গুপ্তবিদ্যাচর্চার জন্য একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ও বেশ কয়েকটি আত্মা-আহবানমূলক যোগ বৈঠকেও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এমনকি, একথাও বলা হয়, তিনি এ ধরণের কোনও ধ্যান বৈঠকের সময় কয়েকবার স্বপ্নাবিষ্ট হন এবং ঐসব স্বপ্নাবেশকালে মনে হতে থাকে কোনও এক পলিতকেশ ছায়ামূর্তিবৎ বৃদ্ধা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। গোণে বিশ্বাস করতেন যে, ঐ রহস্যময় ছায়ামূর্তিটি আসলে আয়ারল্যাণ্ডের এক প্রাচীন রাণীর প্রেতাত্মা যে নাকি গোণেকে এভাবে বলার চেষ্টা করেছে যে, গোণেকে একটি ভাগ্যনির্ধারক মিশন বা উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। কাজটা তাকে করতেই হবে। গোণে প্রায়ই তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে 'রাণীর সেবিকা' হিসেবে উল্লেখ করতেন। ঐ রাণী অবশ্যই ইংল্যাণ্ডের রাণী নন বরং তিনি আয়ারল্যাণ্ডের রাণী খোদ 'ক্যাথলীন নী হাউলিহান'।

একধরণের ঈশ্বরভিত্তিক অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী থাকা সত্ত্বেও, গোণে অ্যাঙলিকান খৃস্টীয় মতবাদ থেকে তাঁর দেশ আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের রোমান ক্যাথলিক খৃস্টীয় মতবাদে দীক্ষান্তর গ্রহণ করেন। এই দুই খৃস্টীয় মতবাদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য কী তিনি যেমন খুব একটা বুঝতেন না, এ ব্যাপারে আগ্রহও খুব কমই ছিল। তাঁর এই ক্যাথলিক মতবাদ বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ ছিল, আয়ারল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও প্রবণতা। সেখানে ক্যাথলিক মতবাদই ছিল প্রধান। আর তাই কোনও না কোনওভাবে তাঁর কাছে আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক হওয়াই 'স্বাভাবিক' মনে হয়েছিল।

৩৬ বছর বয়সে গোণে জন ম্যাকব্রাইড নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে গোণের বাবার অনেক ভাসা ভাসা মিল ছিল যেমন, ম্যাকব্রাইড ছিলেন একজন সুদর্শন তরুণ। বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন আইরিশ অফিসার। আইরিশদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিপ্লবী কার্যকলাপের কারণে তিনিও সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনগুলির বড় বড় নেতারা তাঁকে পছন্দ বা বিশ্বাস কোনওটিই করতেন না। দাম্ভিক, মদ্যপ ও হৈহল্লাকারী হিসেবে তাঁর বদনাম ছিল। যাহোক এই ম্যাকব্রাইড দম্পতি আইরিশ মুক্তি আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ঐ আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য একত্রে যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে বক্তৃতা সফরে যান। তাঁরা অত্যন্ত সফল বক্তা ছিলেন। তাঁদের ঐ সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু তাঁদের বিয়ে সুখের হয় নি। তাঁরা ক্যাথলিক নিয়ম অনুযায়ী পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁদের কেউ আর কখনও দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। ম্যাকব্রাইড কয়েক বছর ধরে ইউরোপ সফরে যান। ঐ সময় তাঁর নিত্যনতুন অ্যাডভেঞ্চারে কাটতে থাকে। পরে একান্তই কাকতালীয়ভাবে ও তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে জন ম্যাকব্রাইড ১৯১৬ সালে ঈস্টার বিদ্রোহের কয়েকদিন আগে ডাবলিনে ফিরে আসেন।তিনি ঐ বিদ্রোহের

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তুতিতে কোনওরকম অংশ নেন নি, এমনকি, লড়াই শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বিদ্রোহের চক্রান্ত বা প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। যাহোক, তিনি নিজে একজন পাকা, অভিজ্ঞ সৈনিক হওয়ার কারণে অনতিবিলম্বে বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। পরে স্বল্পস্থায়ী এই বিদ্রোহের অবসান ঘটলে, ম্যাকব্রাইড গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পর বিদ্রোহের নেতা প্যাট্রিক পিয়ার্স ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করা হয়। ম্যাকব্রাইড এতে শহীদ হিসেবে রাতারাতি অমরত্বের মর্যাদা পান। আর নিয়তির পরিহাস এই যে, এই আইরিশ বীরের বিধবা স্ত্রী হিসেবে মড গোণেরও সর্বত্র ধন্য ধন্য পড়ে যায় আইরিশ নারী সমাজে। তিনি প্রশংসার আসনে আসীন হন। তিনি যেখানেই যান অজস্র নারী-পুরুষ ভীড় করতে থাকে তাঁকে এক নজরে দেখার জন্যে, তাঁর কথা শোনার জন্যে। এতদিন বহু নারী যাঁরা পুরুষের কাজ ভেবে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন তাঁরা বিপুল সংখ্যায় গোণের রাজনৈতিক সংগঠনগুলিতে যোগ দিতে থাকেন। এভাবে অবশেষে আইরিশ মহিলা সমাজের সাধারণ নারীদের মধ্যেও জাগরণ ঘটে, তাঁদের মাঝে এই চেতনায় জন্ম হয় যে, তাঁদের মত নারীরাও 'আইরিশম্যান' এবং আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতায় স্বামী, পুত্রসন্তান ও বাবার সাথে তাঁদেরও স্বার্থ আছে।

কাউন্টেস কন্সস্ট্যান্স গোরে-বুথ মার্কিয়েভিজ হচ্ছেন আইরিশ বিপ্লবের আরও একজন সমর্থক, বুদ্ধিদীপ্ত, সংস্কৃতিমনা নারী। এক অভিজাত ইঙ্গ-আইরিশ বাবা-মায়ের ঘরে লণ্ডনে তাঁর জন্ম। ইংরেজ রাজকীয় অমাত্যমহলের পরিবেশে কাটানোর জন্য তাঁর পরিবার মাঝে মাঝেই লণ্ডন যেতেন। তবে কাউন্টেসের বেশিরভাগ সময় কাটে তাঁর পরিবারের বিরাট জমিদারী তালুকে। আয়ারল্যাণ্ডের প্রায় সকল বিত্তবান জমিদারদের মধ্যে তাঁর বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। ঐ সময় বিত্তবান জমিদারেরাই আয়ারল্যাণ্ডের সকল আবাদী জমির মালিক ছিলেন ও সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর পিতা জমিদার ছিলেন। কিন্তু তিনি তার জমিদারী তালুক বা মহল থেকে অন্য জমিদারদের মত অনুপস্থিত থাকতেন না, তাঁর প্রজাবিলির চাষীদের ওপর চক্ষুলজ্জাহীনভাবে শোষণও চালাতেন না। কয়েকপুরুষ ধরে তাঁদের এই জমিদার পরিবার তাঁদের প্রজাদের আন্তরিকভাবে কল্যাণ চাইতেন বলে তাঁদের সুনাম ছিল। এই পরিবারটি কখনও তাঁদের জমিদারী থেকে গরীবদেরকে ঢালাওভাবে উচ্ছেদ করেন নি বরং তাঁরা এ বিষয়টিকে কখনও অনুমোদনের দৃষ্টিতেই দেখেন নি। অন্যদিকে আবার, কাউন্টেসের বাবা-মা রাজনীতি বা কল্যাণমূলক সামাজিক কার্যকলাপেও বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন নি। বস্তুতঃপক্ষে লর্ড গোরে-বুথের বিশাল জমিদারীর দেখাশোনাতে তেমন আগ্রহ ছিল না। বরং তিনি কুমেরুর মত অঞ্চলে লম্বা সমুদ্র অভিযানে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আবিস্কারের কাজে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করতেন বেশি। এদিকে, লেডি গোরে-বুথ দেশে তাঁর এলাকার নম্র ইঙ্গ-আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার

www.nagorikpathagar.org

আয়ারল্যাণ্ড সফরের ব্যাপারেও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। আঠারো বছর বয়সে কনস্ট্যান্স গোরে বুথকে বাকিংহাম প্রাসাদে রাণীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু খেলোয়াড়, বহির্মুখী ও প্রাণবন্ত এই মেয়েটি লণ্ডনের সমাজ জীবনের দরবারী চালচলন থেকে আয়ারল্যাণ্ডের অনাড়ম্বর, সরল জীবনই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের জমিদারী তালুকের গরীব ক্যাথলিক রায়ত প্রজাদের সঙ্গে কাটাতে ভালবাসতেন। ঐ গরীব প্রজারা এই মেয়েটিকে আদর করে "গেছো মেয়ে, লক্ষ্মী দয়ালু মেয়ে" বলে ডাকত। একবার কনস্ট্যান্স তাঁদের প্রজা ও আশু সন্তানসম্ভবা এক মহিলার কুঁড়েঘরে থেকে যান ও ঐ মহিলার শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বাড়ির গৃহস্থালীর সব কাজ করে দেন। আরেকবার এক পুরুষ প্রজার অসুখ হলে তিনি তার অত্যন্ত গুরুতর অবস্থা কাটিয়ে ওঠা অবধি কয়েকদিন ও রাত ব্যক্তিগতভাবে সেবা করেন। ঐ গরীব প্রজাটি অভিভূত হয়ে কনস্ট্যান্সকে তাঁরই অন্যতম কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন। আর ওদিকে তাঁর বাবা-মা বিষয়টিকে মহানুভবতার চরম বাড়াবাড়ি মনে করলেও কোনওক্রমে ব্যাপারটা মেনে নেন এই ভেবে যে, ওকে ঐ পথ থেকে আর যা-ই হোক টলানো যাবে না।

সমসাময়িককালের অভিজাত তরুণী মেয়েদের মত করে সনাতন খানদানী পন্থার শিক্ষিতা কনস্ট্যান্স ও তাঁর বোন শিল্প-কলা ও মানবিক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তরুণী কন্যাদের গুণবতী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁদেরকে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে দুই কন্যাই প্রিয়দর্শিনী, গুণান্বিতা হয়ে গড়ে ওঠে। এই দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কনস্ট্যান্স গোরে-বুথ ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি অভিযান ও ভ্রমণপ্রিয়। (দিকপাল চিত্রকরদের কাজ দেখার জন্যে ফ্রান্স ও ইতালী ভ্রমণ করার পর) কনস্ট্যান্স চিত্রকলায় তাঁর আগ্রহ ও অসাধারণ মেধা বিকাশের জন্য লণ্ডনে যান। তিনি সেখানে একজন চিত্রকলার ছাত্রের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর প্রেমে পড়েন। এই ছাত্রের নাম কাউন্ট মার্কিয়েভিজ। তিনি একজন সুদর্শন, রসিক, ও প্রবাসী পোল অভিজাত বংশের সন্তান। তাঁরা অচিরেই বিয়ে করেন ও একত্রে চিত্রকলা ও অভিনয় শিল্পচর্চায় নিয়োজিত হন। ডাবলিনে বসতি স্থাপন করার পর তারা অ্যাবি নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে কাজ করতে থাকন। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন সীন ওক্যাসি ও ডব্লিউ বি ইয়েট্স-এর মত নামজাদা নাট্যকারগণ। কাউন্ট নিজে কতকগুলি নাটক রচনা করেন ও সেগুলি সমঝদার মহলে বেশ সমাদৃত হয়। অবশ্য এর আংশিক কৃতিত্ব তাঁর স্ত্রী কনস্ট্যান্সের অভিনয় প্রতিভা। কাউন্টেস ইয়েট্স রচিত কোনও কোনও নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এমনকি, নিজেও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকগুলির বিষয়বস্তুতে কোনও প্রকার বিপ্লবী উপাদান না থাকলেও, সেগুলিতে সমসাময়িককালের কিছু গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা এসে পড়ে। অবশেষে এক পর্যায়ে

www.nagorikpathagar.org

কাউন্টেসের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, আইরিশদের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। আর এ স্বাধীনতা একমাত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

আইরিশ আন্দোলনের প্রতি কাউন্টের সহানুভূতি থাকলেও তাঁর চিত্ত জুড়ে ছিল স্বদেশ চিন্তা। তিনি পোল জাতীয়তাবাদ নিয়ে বেশি নিমগ্ন ছিলেন। কারণ, তাঁর স্বদেশ পোল্যাণ্ড রাশিয়া কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। তিনি পোল্যাণ্ডের পক্ষে কাজ করার জন্যে প্রায়ই মহাদেশীয় ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমেই এভাবে তিনি ও তাঁর স্ত্রী একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতে থাকেন। অবশ্য তাতে তাঁদের পারস্পরিক অনুভূতি ও ভালবাসায় ভাটা পড়ে নি। এদিকে, কাউন্টেস আইরিশ মুক্তি সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলে ঐ আন্দোলনের নেতারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবেই তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মড গোণেকে। তিনি অভিজাত জমিদারকন্যা ছিলেন বলে তাঁকেও আইরিশ নয়, বরং ইংরেজ গণ্য করা হয়। অবশ্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার প্রধান ও সরল কারণ ছিল তিনি নারী। এর পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিয়েভিজ সিদ্ধান্ত নেন, তিনি শিক্ষকতা গ্রহণ করে এই আন্দোলনের সেবা করবেন এবং তরুণদের মধ্যে বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে দেবেন। সনাতন নিয়মে আইরিশ মেয়েরা রাজনীতি ও যুদ্ধের ব্যাপার পুরুষদের এখতিয়ার হিসেবে তাদের হাতেই একান্তভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাউন্টেস এটাই পাল্টে দেবার প্রয়াস পান। কিন্তু ক্রমবর্ধমান হতাশার মধ্যে লক্ষ্য করেন, তিনি তরুণীদের মধ্যে যে নতুন আদর্শ প্রচার করছেন তাতে আদৌ তেমন সাফল্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েরা ওতে তেমন আগ্রহী হচ্ছে না। তাঁর এ ধরণের তৎপরতার খবর সরকারের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি বিদ্রোহের বীজ ছড়াচ্ছেন এই অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাঁর স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরে তিনি তাঁর উদ্যমের মোড় ঘুরিয়ে তরুণ ছেলেদের মধ্যে বিপ্লবী ধারণা ও অনুভূতি ছড়িয়ে দেবার কাজে ব্রতী হন। তিনি অনেকটা বয়স্কাউট মডেলে ছেলেদের জন্য একটা ক্লাব গঠন করেন। তিনি ক্লাবটিকে সাধারণ বয়স্কাউট সংগঠনের চেয়ে জঙ্গী বৈশিষ্ট্য দান করেন। এ কাজে তিনি প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও জাতিতাত্ত্বিক গৌরববোধ জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছেলেদেরকে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন ছেলেদের খেলাধুলোর ছদ্মাবরণে। কনস্ট্যান্স মার্কিয়েভিজ অবশেষে প্যাট্রিক পিয়ার্সের মত বিদ্রোহী নেতার আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন। এই প্যাট্রিক পিয়ার্সও ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি সাফল্যবঞ্চিত, ব্যর্থ ১৯১৬ সালের ঈস্টার বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রণয়নে আমন্ত্রিত হন। আগ্নেয়াস্ত্র ও রাইফেল চালনায় দক্ষ মার্কিয়েভিজকে ডাবলিনের প্রাণকেন্দ্রে একটি সরকারী ভবন দখলের অভিযানে সহকারী দলনেত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। একটানা বৃটিশ বাহিনীর আক্রমণের মুখেও মার্কিয়েভিজ ও তাঁর সহযোদ্ধারা

www.nagorikpathagar.org

সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের অবস্থান রক্ষা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের নেতা পিয়ার্সের কাছ থেকে অনন্যোপায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ আসায় অবস্থা পাল্টে যায়। বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রকারী ক্ষুদ্র দলটির সকলকেই বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য মার্কিয়েভিজ ও ইয়ামন ডি ভালেরার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় নি। ডি ভ্যালেরা ছিলেন মার্কিন নাগরিক। মার্কিয়েভিজ ছিলেন একজন পোল নাগরিকের স্ত্রী। আর এসব কারণে তাঁদের দুজনকে বিদেশী নাগরিক গণ্য করা হয়। এছাড়া, বৃটেন ঐ সময়ে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে কোনও মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশের অভিমত বৃটেনের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

জেল থেকে মুক্তি পেলে কাউন্টেস মার্কিয়েভিজ আইরিশ জনগণের বীরনায়িকা হিসাবে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে অবাঞ্ছিত বিদেশী হিসেবে দেশান্তরে পাঠাবার উদ্যোগ নিলে সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কারণ, মার্কিয়েভিজ জন্মসূত্রে ছিলেন বৃটিশ। ইংল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মার্কিয়েভিজ এই ভিত্তিতে মামলায় সরকারকে হাস্যাস্পদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর তিনি তাঁর গোটা কর্মশক্তি আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত করেন। তিনি প্রকাশ্যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার চালনা ও বিপ্লবী আন্দোলনে আইরিশ তরুণী, স্ত্রী ও মায়েদের আগ্রহী করে তুলতে প্রয়াসী হন। তাদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, যদি ওরা আন্দোলনে যোগ না-ও দেয়, ওরা অন্ততঃ আন্দোলনের কারণ উপলব্ধি করুক, সারবত্তা স্বীকার করুক, আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাক। যেসব জনসভায় তাঁর বক্তৃতাদান পূর্বাহ্নে নির্ধারিত ছিল কর্তৃপক্ষ সেসব জনসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাঁকে ঐ বক্তৃতাদান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ঐ আদেশ অবলীলায় লঙ্ঘন করেন। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর জনপ্রিয়তা এতখানি বৃদ্ধি পায় যে, কারাগারে থাকা অবস্থায় তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁকে পার্লামেন্টের আসনে প্রার্থীপদের মনোনয়ন দেওয়া হলে তিনি ঐ আসনে নির্বাচিত হন। তিনি জেলে থাকাকালেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সরকারী নোটিশ পান যে, তিনি বৃটেনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসেবে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। কাউন্টেস অবশ্য রাণীর কাছে আবশ্যকীয় আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে তিনি আর পার্লামেন্টে আসন গ্রহণের কিংবা ঐ বৃটিশ পার্লামেন্টে কথা বলার সুযোগ পান নি। পরে অবশ্য, আয়ারল্যাণ্ডের ঐতিহ্যিক ব্যবস্থাপকসভা 'ডায়েলে'-এর সভা কয়েক শতকের পর প্রথমবারের মত আহুত হলে তিনি তাঁর প্রথম নারী সদস্য হন। এবার তিনি তাঁর নির্বাচনভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে কাজ করেন ও ডি ভ্যালেবার নতুন মন্ত্রিসভায় শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর ঐ পদে থাকার সুবাদে

www.nagorikpathagar.org

শ্রমিক ইউনিয়ন ও চাষী সমবায়সমূহ সংগঠিত করেন এবং গরীবদের জন্য সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সূচনা করেন।

এরপরেও অবশ্য বৃটিশ কুশাসনের কিছু কিছু অপস্মৃতি ও ঐতিহ্য থেকে যায়। মার্কিয়েভিজ ও তাঁর সহকর্মীরাও ইংল্যাণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ দিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৮ সালে আবার তাঁরা বিদ্রোহী হ'লে বৃটিশ সরকার বাড়তি সংঘাত এড়াবার চেষ্টা করে। কেননা, ঐ সময় ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িত ছিল। এ অবস্থায় শেষপর্যন্ত ইংল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডকে স্ব-শাসন দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের শর্ত ছিল, আয়ারল্যাণ্ডের মোট ৩২টি কাউন্টির ছয়টি কাউন্টি বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে ও আয়ারল্যাণ্ডকে দ্বিধাবিভক্ত করতে হবে। অস্ত্রহীন অবস্থায় সংগ্রামে শ্রান্ত মাইকেল কলিন্স ও প্রায় সকল বিদ্রোহী নেতাই শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য বৃটিশের দেওয়া এই শর্তগুলি মেনে নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। ১৯১৬ সনের বিদ্রোহের বেঁচে থাকা মাত্র দুই নেতা ডি ভ্যালেরা ও মার্কিয়েভিজ এই চুক্তির প্রচণ্ড নিন্দে করেন। তাঁদের বিবেচনায়, গোটা আয়ারল্যাণ্ডের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের চেয়ে কম কিছু মেনে নেওয়া হলে তা আত্মসমর্পণের সামিল হবে। ডি ভ্যালেরা ও মার্কিয়েভিজ এর প্রতিবাদে 'ডায়েল' থেকে পদত্যাগ করেন। এবার আইরিশদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। এ গৃহযুদ্ধ ১৯২২ সাল পর্যন্ত চলে। ঐ বছরে আয়ারল্যাণ্ড বিভাগের তিক্ত সত্যতা মেনে নেওয়া হয় ও এভাবে আয়ারল্যাণ্ডের মাটিতে দু'টি জাতির জন্ম হয়।

প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম ও দীর্ঘকাল কারাভোগের কারণে মার্কিয়েভিজ রাজনীতিতে অনেকটা নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তাঁর কয়েক দফা ছোটখাটো অসুখ হয়। ১৯২৭ সালে তিনি গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন। কাউন্টেসের জীবন সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে থাকার জন্য বিশ্বস্ত স্বামী ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ড থেকে ফিরে আসেন। তাঁর মৃত্যুতে নবোদিত দেশ আয়ারের সকল নাগরিক শোক পালন করে। আইরিশ মুক্তি সংগ্রামে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের প্রতি তাঁর অন্তোস্টিক্রিয়ার সময়েই প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁর দূরদৃষ্টি, নেতৃত্ব, আইরিশ তরুণদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি কাউন্টেস মার্কিয়েভিজের নিজের বীরত্বের দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ১৯১৬ সালে বিদ্রোহ হত না, ১৯১৮ সালের বিদ্রোহ সাফল্যের মুখ দেখত না।

বিক্ষোভকারী/ সন্ত্রাসবাদী নারী

সরকার উৎখাতের প্রবক্তা হওয়া আর হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে সরাসরি কাউকে হত্যা করা এক জিনিস নয়। আমাদের গবেষণায় যে পাঁচজন বিক্ষোভকারী সন্ত্রাসবাদী নারী অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন তাঁরা সরকারের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে হত্যা করতে ইচ্ছুক

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। আর এর সঙ্গেই আমাদের সমীক্ষাধীন নারী পাঁচজনের খ্যাতি সরাসরি সম্পর্কিত। আমাদের সমীক্ষার অন্যান্য বিপ্লবী নারীদের থেকে প্রধানতঃ তাঁদের সহিংস আচরণের কারণে গোড়ার দিকে আলাদা থাকলেও তাঁরা আরও অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ কারণে বিপ্লবী নারীদের তুলনায় ভিন্ন। এদের মাত্র একজন আইনসম্মতভাবে বিবাহিতা। আর তা-ও তাঁর ঐ বিয়ে হয়েছিল তরুণী বয়সে তাঁর বাবা মা তাঁকে জোর করে বিয়ে দেওয়ায়। আর একমাত্র এই নারীরই কেবল ছেলেমেয়ে ছিল। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, এই পাঁচ নারীর সামাজিকীরণ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ছিল অন্যান্য বিপ্লবী নারীদের চেয়ে আলাদা। আমাদের এই সন্ত্রাসবাদী নারী পাঁচজন হলেনঃ শার্লট কর্ডে, ভেরা আইভানোভনা জাসুলিচ, সোফিয়া পেরভস্কায়া, চিউ-চিন ও এমা গোল্ডাম্যান।

মায়ের মৃত্যুর কারণে বাবা খুব ছোটবেলাতেই শার্লট কর্ডেকে একটি কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেন। এখানে তিনি ফরাসী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ও ঐ আন্দোলনের তিনি একজন সমর্থক হয়ে ওঠেন। বিপ্লবীদের ওপর প্রতিটি নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। যখন তিনি জানতে পারলেন জ্যাঁ পল মারাত নামে এক জ্যাকোবিনই এসব অত্যাচার - নিপীড়ন ও রক্তপাতের জন্য দায়ী তখন তিনি একদিন স্নানাগারে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। তখন ১৭৩৯ সাল। ঐ ঘটনার অল্পকাল পরে ২৫ বছর বয়সে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

কর্ডের সঙ্গে অনেক যুবকের পরিচয় ছিল। তবে মনে হয়, কাউকেই তিনি খুব ভাল করে জানতেন না। তিনি কখনও বিয়ে করেন নি। আর তাই তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। তাঁর কাছে, মুক্তি, 'শান্তি' ও ন্যায়বিচার' কথাগুলি রক্তমাংসাধরী জীবন্ত প্রেমাস্পদ। মায়ের কাছে সন্তানের নাম যা — তাঁর কাছে এই কথাগুলিও ছিল তাই।

রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রায় সকল বড় রকমের আদর্শিক ও সাংগঠনিক ক্রান্তিকালে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ভেরা আইভানোভনা জাসুলিচ। তিনি ১৮৭৮ সনে সেন্ট পিটার্সবুর্গের গভর্ণর জেনারেলকে হত্যার চেষ্টা করেন। ঐ ঘটনায় তাঁর বিচার হয়। তাঁতে তিনি বেকসুর মুক্তি পান। অতঃপর তিনি 'বিপ্লবের নায়িকা' হিসেবে অভিনন্দিত হন এবং তাঁকে ফরাসী বিপ্লবের নায়িকা শার্লট কর্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন এবং 'চেরণী পেরেদেল' গোষ্ঠী (বা কৃষ্ণ পুনর্বিভাগ) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। ১৮৮৩ সনে তিনি শ্রমিক মুক্তি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় জর্জ প্লেখানভ ও পল আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা দান করেন। স্বীয় কার্যকলাপ ও লেখনীর মাধ্যমে জাসুলিচ হয়ে ওঠেন রুশ মার্কবাদ ও রাশিয়ায় সমাজ-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। এ শতকের গোড়ার দিকে নিকোলাই লেনিন, জুলিয়াস মারতভ, লিওন ট্রটস্কি ও পিটার স্ট্রুভের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভেরা আইভানোভেনা রুশ মার্কসবাদীদের

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক ও সাংগঠনিক মুখপত্র 'ইসক্রা' ও 'যারিয়া' পত্রিকাদ্বয়ের অন্যতম সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। ১৯০৩ সালে রুশ-সমাজগণতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের বিরোধিতা করে তিনি মেনশেভিক মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হন। ১৯০৫ সাল অবধি অসুস্থতার কারণে তাঁর বিপ্লবী তৎপরতা খুবই কম ছিল।

২৫।২৬ বছর বয়স হতে জাসুলিচ লেভ ডাইক নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথাসিদ্ধ স্বামী। আমরা যতদূর জানি, তাঁর এই একজন মাত্র প্রেমিকই ছিল। অল্প কয়েক বছর দু'জনে একত্রে থাকার পর রুশ পুলিশ লেভ ডাইক-কে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। ২০ বছর পরে আবার যখন তাঁদের দু'জনের দেখা হয় তখন দু'জনেই এতখানি বদলে যান যে, তাঁদের সেই নিবিড় সম্পর্কটি ওরা আর পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারেন নি। ফলে ভেরার জীবন কাটে এমন সব পরিবারের উপান্তে যা তাঁর একান্ত আপন ও নিজের নয়। অনুক্ষণ তাঁকে এমন একটা ধারণা তাড়া করে ফিরতে থাকে যে তাঁর কেউ নেই, তিনি কারও নন, বরং তিনি বাইরের কেউ, যেমনটি তিনি ছিলেন তাঁর ছোটবেলায়। ফলে বিপ্লবী আন্দোলন ও তাঁর বিপ্লবী সহযোগীরাই হয়ে ওঠে তাঁর মন-প্রাণ-জীবন।

সোফিয়া পেরভস্কায়া আরেকজন সন্ত্রাসী নারী। তিনি ১৮৭১ সনে ১৮ বছর বয়সে চাইকোভস্কি গ্রুপের' মূল নেত্রী ও প্রেরণা ওয়ে ওঠেন। এই গোষ্ঠীর কেন্দ্র ছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গে। চাইকোভস্কিবাদ ছিল মিখাইল বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ ও পিটার লাভরভের সমাজবাদের এক মিশ্রণ। চাইকভস্কিবাদীরাই রুশ 'পপুলিষ্ট' আন্দোলনের উদ্যোক্তা। ১৮৭৮ সালেসোফিয়া 'জেমলিয়াই ভোলিয়া' (জমি ও মুক্তি) পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হন। সেন্ট পিটার্সপুর্গে গভর্ণর জেনারেলকে জাসুলিচের হত্যা প্রচেষ্টা এই দলকে আংশিক প্রেরণা যোগায়। এছাড়া, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও স্বৈরশাসনের ধ্বংসকে ঐ দল প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পেরভস্কায়া নিজে ছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গের আরেকজন গভর্ণর জেনারেলের কন্যা ও রুশ জারদের অধস্তন বংশধর। এহেন পেরভস্কায়া ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ আরও কয়েকজন চক্রান্তকারীর সহযোগিতায় জার ২য় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করেন। ১৮৮১ সালের ৩রা এপ্রিল আরও তিনজন পুরুষ যাঁরা এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। পরের কয়েক দশক জুড়ে তাঁর নাম ছিল অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রেরণার আধার।

শৈশব থেকেই পেরভস্কায়া তাঁর বাবাকে ঘৃণা করতেন। তরুণী হিসেবে প্রকাশ্যে পুরুষের বিচারবুদ্ধি ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিন্দামন্দ করে তিনি তাঁর বৈরিতা প্রদর্শন করেন। তিনি সাধারণতঃ পুরুষদেরকে নিকৃষ্ট জীব আর একই কারণে তারা তাঁর আনুকূল্য তো দূরে কথা কৌতূহল লাভেরও অযোগ্য বলে উপেক্ষা করতেন। উত্তর বিশের মাঝ বয়সে অবশ্য তিনি 'নারোদনায়া ভেলিয়া'র এক সহযোগী পুরুষের প্রেম পড়েন। সুদর্শন, পৌরুষময়, সাহসী ও চাষী পরিবারের সন্তান এই ব্যক্তির নাম আন্দ্রে

www.nagorikpathagar.org

ঝেলিয়াবভ। তাঁর প্রবল ভালবাসার টানে সোফিয়া ভেসে যান। তাঁর উভয়ে মিলে জারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে প্রেমিক কারারুদ্ধ হলে সোফিয়া জার হত্যা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নেন। একাজের জন্য তাঁদের উভয়কেই একসঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৮ বছর।

বিপ্লবী নারী পর্যায়ে আমাদের সমীক্ষার একমাত্র চৈনিক প্রতিনিধি হচ্ছেন চি'উ চিন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি পেরভস্কায়া হবেন। তাঁর বাবা-মা যখন তাঁকে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর অলস, অযোগ্য পুত্রকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন তখন থেকে তিনি আবাল্যলালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জোর তাগিদ অনুভব করেন। এই বিয়েতে বন্দীজীবন ও অর্থহীন আজ্ঞাবহের ভূমিকা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। বিয়ের সাতটি বছর কেটে যাওয়া ও তিনটি সন্তান জন্ম দেবার পর চি'উ-চিন ২৮ বছর বয়সে স্বামীকে তালাক দেন ও সন্তানদের রেখে ১৯০৩ সালে টোকিও চলে যান।

টোকিওতে তিনি ও অন্যান্য বামপন্থী মিলে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিক্ষোভের আয়োজন করেন, আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষ্যভেদ ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি দেশে ফিরে সিকিয়াং-এর প্রধান বিপ্লবী সংগঠন 'রেস্টোরেশন সোসাইটি'তে যোগ দেন। একই সময়ে তিনি 'চাইনিজ উইমেন'স জার্ণাল'ও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ সনে তিনি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং শাওশিং-এর একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হন। তিনি ঐ অঞ্চলের বিপ্লবী বাহিনীর নেতা হিসেবেও কাজ করতে থাকেন। তিনি একটি তরুণী বাহিনী গড়ার চেষ্টা করেন এবং বিপ্লব সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। ১৯০৮ সালে তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও বিপ্লবী সহযোগী সু প্রাদেশিক গভর্ণরকে হত্যা করলে অবিলম্বে তাঁকে এ ব্যাপারে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় ও শিরচ্ছেদ করে তাঁকে হত্যা করা হয়।

এমা গোল্ডম্যানের জন্ম লিথুয়ানিয়াতে। তিনি তাঁর তরুণী বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে অধিবাসী হন। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে মার্কেটে গোলযোগের ব্যাপারে কিছু নৈরাজ্যবাদীর ফাঁসির ঘটনায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই ফাঁসির অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রোচেস্টার থেকে নিউইয়র্ক নগরীতে আসেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। তিনি নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা বিক্ষোভকারী ও বাগ্মী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রেমিক ও তাঁর নৈরাজ্যবাদী সহযোগী আলেকজাণ্ডার বিরকিনের সঙ্গে একত্রে তিনি এক বিখ্যাত পুঁজিবাদীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু মাত্র একটি আগ্নেয়াস্ত্র থাকার কারণে ও দু'জনের একত্রে ট্রেনে ঘটনাস্থলে যাবার মত টাকাপয়সা না থাকার শেষপর্যন্ত তিনি ঐ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে শরীক হতে পারেন নি।

www.nagorikpathagar.org

পুরুষদের সঙ্গ অভিজ্ঞতা গোল্ডম্যানের জন্য সুখকর ছিল না। ছোটবেলায় বাবা তাঁকে মারতেন। তিনি সুনিশ্চিতভাবেই বাবাকে ঘৃণা করতেন। ছয় বছর বয়স থেকেই তিনি ১২ বছর বয়সের এক চাষীর ছেলের সঙ্গে যৌনখেলায় লিপ্ত হন। পরে ১২ বছর বয়সে এক হোটেলের কেরাণী ছোকরা তাকে ধর্ষণ করে। শৈশবের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে গোল্ডম্যান স্বীকার করেন, তিনি সর্বদাই সহবাসক্রিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করতেন। কিন্তু তাই বলে যে তিনি তার নানা সহযোগীর সঙ্গে সক্রিয় যৌন উপভোগ করেন নি তা নয়। বরং উল্লিখিত বৈরী অনুভূতির তাৎপর্য এই যে, তিনি কখনও যৌন বা বিবাহিত জীবনের নিবিড় ভালবাসার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি। তাঁর ধারণায়, ভালবাসা, প্রেম অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত, দামী বস্তু, কিন্তু তেমন ভালবাসা বিরল। ১৮৮৪ সনে তিনি ১৮ বছর বয়সে জ্যাকব কার্সনারকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন একজন রুশদেশীয় ইহুদী। পরে ধরা পড়ে তিনি একজন নপুংসক ব্যক্তি। এক বছরের মধ্যেই তাঁদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তিনি পরে আবার তাঁকে বিয়ে করে আবারও তালাক দেন। বিয়ে বা কারও সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা তিনি সবচেয়ে অপছন্দ করতেন তা হচ্ছে ঐ সম্পর্কের কারণে কোনও সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্বে জড়িয়ে পড়া। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উভয় জীবনেই তিনি নৈরাজ্যবাদী হওয়ায় গোল্ডম্যান কোনও বাধ্যবাধকতাই বেশিদিনের জন্য সহ্য করতে পারতেন না। তিনি লেখেন, "নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়টি তীব্রতম প্রণয়মূলক ব্যাপার-স্যাপার থেকেও আমার কাছে সবসময়েই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

গোল্ডম্যানের প্রাপ্তবয়স্ক জীবন প্রায় পুরোটাই পুরুষকেন্দ্রিক। দৃশ্যতঃ মনে হয়, পুরুষের অনুমোদন তিনি চাইতেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তাঁর বাবার ভালবাসা তিনি কখনও পান নি। তবে সে যা-ই হোক, তিনি এমন একজন ব্যক্তির সাহচর্যে ও তাঁর সম্পকসূত্রে স্থায়ী তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁর বিয়ে ও দেশের সরকার সম্পর্কিত ধারণা গোল্ডম্যানেরই একান্ত অনুরূপ। তাঁর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নৈরাজ্যবাদী আলেকজাণ্ডার বিরকিন। তাঁর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। সন্তানের জন্য তাঁর একটি অস্ত্রোপচারের দরকার ছিল। তবে তিনি তাঁর সে 'চাহিদা'কে চেপে রাখেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, তিনি এটা করেছিলেন সারা বিশ্বের শিশুদের জন্যে কাজ করার স্বার্থে।

শেষকথা

নারীরা যেসব রাজনৈতিক আচরণে নিয়োজিত হয় উল্লিখিত ৩৬ জন নারীর মাঝে ঐসব রাজনৈতিক আচরণের পরিসর, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ পরিস্কার প্রতিফলিত হয়েছে। এঁদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা দেখেছি, সাফল্য প্রয়াসী নারী গৃহিণী বা লোকনারীর চেয়ে জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্ন এমন কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ

www.nagorikpathagar.org

নেই। এসব নারীর লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ, তাদের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার ধরন ও জীবন পরিসরের ওপর তাঁদের কাঙ্খিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অত্যন্ত পরিস্কার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক নারী, বিশেষ করে যাঁদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতাবোধ প্রবল তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ তাঁদের পরিবারের গণ্ডিতে সীমিত রাখতে পারেন না বলেই মনে হয়। এহেন চেষ্টা করতে গেলেই তাঁরা দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হন। অবশ্য গৃহিণী/ ঘরোয়া/ অন্তঃপুরবাসিনী নারী পরিবারের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা ও নিবেদনের মাঝে পরম আনন্দ উপভোগ করেন।

১৯৭০-এর দশকের নারী ও রাজনীতি সম্পর্কিত অধিকাংশ লেখা ও রচনায় নারী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টির ব্যাপারে মাতৃত্ব কতখানি গুরুত্ব বহন করে সে ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য, আমাদের সমীক্ষার বাস্তব জীবনের নারীদের জীবনচিত্র থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, মা বা স্ত্রী হওয়া নারীর রাজনৈতিক আচরণের পথে প্রধান বাধা নয়। (১৯৭৬ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলে এ ধরণের অভিমত প্রকাশের পক্ষে অতিরিক্ত প্রয়োগ-যাচাই-অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর এগুলি আমাদের ৩৬ জন সমীক্ষাধীন নারী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত। ১৯৭৬-এর সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে পদাধিকারী মোট ৩,৫৬২ জন নারীর মধ্যে ৩,২৯৮ জনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এই সমীক্ষায় বলা হয়, "অফিসে চাকুরিরত গতানুগতিক একজন মহিলা যেমন বিবাহিত তেমনি তিনি সন্তানের মা-ও। আর তাঁর সন্তানের সংখ্যা তাঁর বয়সের অন্যান্য ধরণের মহিলাদেরই অনুরূপ।" মেয়েদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বেলায় প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ঃ তাঁদের নিজ স্ত্রী পরিচয়মূলক ভূমিকা আদর্শটি। এই আদর্শ অনুযায়ী, তাঁদেরকে স্বামীকে সাহায্য-সমর্থন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অধঃস্তনও হতে হয়। আমাদের সমীক্ষায় দেখা যায়, যেসব নারী রাজনীতিতে সক্রিয় হন তাঁরা (১) তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পর রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন ; (২) স্বামীরা তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছেন ; কিংবা (৩) নারীরা কোনও পুরুষের সঙ্গে আদৌ কোনও দীর্ঘমেয়াদী পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন নি। শিশুরা নারীর রাজনৈতিক কর্মজীবনকে কিছুটা বিলম্বিত হয়তবা করেছে কিন্তু তাতে রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি অর্জনে সাফল্যপ্রয়াসী নারী তাঁর সংকল্প বিচ্যুত হন নি। কেবল মাতৃত্বকেই নারীর রাজনৈতিক আচরণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা গণ্য করা যায় না। মা ও স্ত্রী হওয়ার জন্য কী কী দরকার সে বিষয়ে বিশ্বাস অবশ্য ভিন্ন বিষয়। বিশেষ লিঙ্গ-ভূমিকাদর্শে সামাজিকীকরণ ও আচরণের ধাঁচ আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নারীদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলির অনুধাবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিকীকরণ, সামাজিক পরিবর্তন, লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ

বিশ শতকের আগে প্রায় সকল নারী একান্ত, ঘরোয়া ব্যক্তি ছিলেন। পরিবারের যৌথ কাঠামোর মধ্যেই জীবন পরিক্রমা নির্ধারিত হত। এমনকি, ১৯৭০-এর দশকেও যুক্তরাষ্ট্রের মত আধুনিক দেশের নারীরাও গ্রীকপদ্ধতির অনুসরণে বাড়ি ও পরিবার থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে দেখতেন। যে স্তরটি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনা সবচেয়ে বেশী সেই ১৯৭৭ সালের মার্কিন জাতীয় স্তরে কেবল একজন মাত্র নারী (প্যাট্রিসিয়া হ্যারিস) ফেডারেল মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তখনও পর্যন্ত কোনও নারী যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচার আদালত সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতির পদ পান নি। ১৯৭৬ সালে ৬৭৫ জন ফেডারেল বিচারপতির মধ্যে প্রায় এক শতাংশের মত ছিলেন মহিলা। মার্কিন কংগ্রেসের ৫৩৫ জন সদস্যের চার শতাংশেরও কম ছিলেন নারী ; এদের মোট সংখ্যা ছিল ১৯। এরা সকলেই প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ছিলেন। ঐ বছরে কংগ্রেসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬টি অঙ্গরাজ্যের কোনও মহিলা প্রতিনিধি ছিল না।

রাজনীতিতে নারীর ক্বচিৎ অংশগ্রহণদৃষ্টে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারী সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। ওরা কোত্থেকে এল? ওদের বর্তমান অবস্থায় ওরা কিভাবে পৌছাল? কি কি পরিস্থিতিতে তাদের বিকাশ ঘটেছে? বিকাশের কারণগুলি কি কি?

১ম অধ্যায়ে এর কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। নারী তাদের স্ত্রী পরিচয়ের কারণে দুর্বল ; আর তাই তারা রাজনীতিতে অংশ নেয় না—এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যামূলক নানা মডেল ঐ অধ্যায়ে বিবেচিত হয়েছে ও পরিশেষে উল্লিখিত তত্ত্ব খণ্ডন করা হয়েছে। আসলেই অনেক রাজনৈতিক নারীর অস্তিত্ব রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরনের স্থূল যুক্তি-তর্ক আদৌ ধোপে টেঁকে না। প্রকৃতিনির্ভর তত্ত্বগুলি রাজনৈতিক নারীর অস্তিত্বের কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এটা করতে হলে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হবে। অর্থাৎ নারী প্রজাতির প্রয়োজনীয়

www.nagorikpathagar.org

পরিব্যক্তি ঘটাতে হবে (যা সকলেই স্বীকার করবেন, এক অসম্ভব উদ্ভট কল্পনাবিলাস)। কাজেই লালন-পালন ও সামাজিকীকরণের মধ্যে এমন কিছু থাকতেই হবে যা তাদের এ ধরনের বিকাশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হতে পারে। রাজনৈতিক পদ্ধতি (ব্যবস্থা) ও পরিবারের প্রেক্ষাপটে সাফলপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীরা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক আচরণে কতখানি ও কেমন করে গৃহিণী ও লোকনারীদের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে তার বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩য় অধ্যায়ে। কেন এই ভিন্নতা হয় তা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটবে। অর্থাৎ সাফল্য প্রয়াসী নারীর বিকাশ তথা অভ্যুদয়ের জন্য যেসব বিষয় ও শর্তের উপস্থিতি অপরিহার্য সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ চলবে বক্ষ্যমান অধ্যায়ের পরিসরে।

যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে

যেসব সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে নারীরা আইনপ্রণেতা ও বিপ্লবী হিসেবে রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হয়ে ওঠেন সেগুলি অবধারিত কারণেই গতানুতিক হয় না, হতে পারে না। কারণ, এসব প্রক্রিয়ার ফসল রাজনৈতিক উঁচুমহলের একজন নারী সদস্যও বস্তুতঃপক্ষে এক ব্যতিক্রম বিশেষ। বড়রকমের সামাজিক পরিবর্তন আনয়নকারী সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলি আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সামাজিকীকরণ সেই স্থিতাবস্থাকে কিভাবে ধরে রাখে তার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণা অনুসন্ধানকে অনিবার্যভাবেই সীমিত করে দিতে পারে বিধায় কোনও অনুপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে বন্দী না থেকে আমরা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদানগুলির প্রশ্নে ফ্রেড গ্রীনস্টাইনের পদ্ধতি অনুসরণে আমাদের সমীক্ষাধীন নারীদের সম্পর্কে এই প্রশ্নের অবতারণা করতে পারি — 'কোন পরিস্থিতিতে, কে, কার কাছ থেকে কি শেখে এবং কি-ই বা তার ফলাফল?' আমরা ধরে নিয়েছি যে, সাফল্যপ্রয়াসী নারীরা 'অরাজনৈতিক নারী'র তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন পরিস্থিতিতে একান্ত ভিন্ন ধরনের মা-বাবা, সঙ্গী-সাথী ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা/ শিক্ষালাভ করবে।

গ্রীনস্টাইন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে জীবনের সকল পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, পরিকল্পিত, অপরিকল্পিত-সকল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কোনও প্রকাশ্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই কেবল নয় বরং রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নামমাত্র অরাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যাবলী অর্জনও তাঁর এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার আওতায় রয়েছে, অনানুষ্ঠানিক, অপরিকল্পিত ও অরাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতা। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যাবলী ও সেগুলির বিকাশের প্রতি। এগুলি আমাদের সমীক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আমরা এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলির মাঝেই সংশ্লিষ্ট এই ব্যতিক্রমী নারীরা কেমন করে তাঁদের প্রতিষ্ঠার এ স্তরে উত্তীর্ণ হলেন তার অর্থবহ জবাব অনুসন্ধান করে থাকি।

রাজনীতিতে নারীর সামাজিকীকরণের গ্রহণযোগ্য নির্দেশনা হিসেবে গ্রীনস্টাইনের কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে কোনও সামাজিকীকরণ সমীক্ষায় পাঁচটি প্রধান উপাদান অবশ্য বিবেচ্য। এগুলি হল ঃ (১) কে অভিজ্ঞতা/শিক্ষালাভ করছেন? (২) কি অভিজ্ঞতা/শিক্ষালাভ হচ্ছে? (৩) ব্যক্তি কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের (সামাজিকীকরণের বাহক) মাধ্যমে অভিজ্ঞতা/শিক্ষালাভ করছেন? সামাজিকীকরণের বাহকগুলি যে অভিজ্ঞতা/শিক্ষা দিতে চায় ব্যক্তি কি কেবল সেই অভিজ্ঞতাই লাভ করে? না বলা যায়, সামাজিকীকরণের বাহন কেবল একান্ত আকস্মিক, উদ্দেশ্যবর্জিত, অনানুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতালাভের অন্যতম সূত্র? (৪) কোনও কোনও বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতালাভের পরিস্থিতি বা অবস্থাগুলি কি? এবং (৫) যে অভিজ্ঞতা (শিক্ষালাভ) ঘটে সেগুলির ফলশ্রুতি কি? আমাদের সমীক্ষায় যে নারীরা সামাজিকীকৃত না হওয়ার জন্য স্থিতাবস্থায় রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলির প্রতিটির জবাব খোঁজার চেষ্টা চলবে।

কারা অভিজ্ঞতা (শিক্ষা) লাভ করে — ফলশ্রুতি

১৯৬০-এর দশকের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সমীক্ষাগুলি হয়েছে একান্তভাবে শ্বেতকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে। এসব গবেষণা সমীক্ষায় লব্ধ ফলগুলি লক্ষণীয়ভাবেই সামঞ্জস্যময়। এসব সমীক্ষাধীন ছেলেমেয়েদের নিয়মাচারের মধ্যে খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিফলিত। এইসব ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ পরিচয়ের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে 'সনাতন' ও 'সঠিক' জাতীয় নিয়মাচার, মনোভাব ও আচরণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অধিকাংশ ছেলের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ওরা তুলনামূলকভাবে বেশী রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী, বেশী সক্রিয়, এবং বেশী সক্রিয় অংশীদারী ভূমিকার প্রত্যাশী। মেয়েদের বেলায় দেখা যায়, ওরা তুলনামূলকভাবে সনাতন, একান্ত, ঘরমুখী ব্যক্তিসত্তা হিসেবে গড়ে ওঠে। এরা মনে করে, আদৌ যদি ওরা রাজনীতিতে জড়িত হয় তাহলে সেটা ঘটবে পুরুষের মধ্যস্থতায়-বাবা, ভাই কিংবা স্বামীর সাহায্যে।

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে গরীব, কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় অ্যাপালেশীয় জনপদে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনার পর কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি উল্লিখিত জনসমাজের শিশুদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে,

www.nagorikpathagar.org

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে বর্ণাঢ্য চিত্র তুলে ধরা হয়ে থাকে তা এদের বেলায় আদৌ সত্যি নয়। সমীক্ষার পাত্র বা 'জনসমষ্টি' বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির ছবিও একেবারেই বদলে যায়।

এ গবেষণায় সমীক্ষাপাত্রের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে। আমরা এই সীমিত সংখ্যক নমুনা বা পাত্রকে অভিহিত করেছি, বিশিষ্ট (Focussed Sample) নমুনা বলে। এইসব নারী একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মর্যাদা/অবস্থান অর্জন করেছেন। তাঁরা হয়ে উঠেছেন— কেউ নারী বিপ্লবী, নির্বাচিত নারী, ব্যবস্থাপক বা বিশিষ্ট রাজনৈতিক নির্বাহী কিংবা রাজনীতিকের স্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের উঁচুতলার এসব মহিলার ব্যাপারেই কেবল মনোনিবেশ করে আমরা বের করার চেষ্টা করতে পারি, অভিজ্ঞতার বিষয় ও পরিস্থিতিসমূহের কি কি সুনির্দিষ্ট তারতম্যের কারণে তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠার স্তরে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। কে কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা এধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলাফল সম্পর্কিত জল্পনা-কল্পনা ছাঁটাই করে দিতে পারি। আমরা ঐ ফলাফলের কথা জানি না—এমনও নয়। আমরা সাধারণভাবে যে ফলাফলটি জানতে উদগ্রীব তা অন্ততঃ আমাদের জানাই আছে। কীসে এধরনের রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় ঘটায় সেটাই এখন আমাদের আগ্রহ—অনুসন্ধানের বিষয়।

যে অভিজ্ঞতা অর্জন ঘটে

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ গবেষণায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ঃ কোন্ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন ও ঠিক কী কী বাস্তব উপাদান রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক? গ্রীণস্টাইন তিনটি সাধারণ বিষয়কে আগ্রহোদ্দীপক বলে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হচ্ছে ঃ (১) নাগরিকের ভূমিকা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি তিনি কোন্ রাজনৈতিক দল, কোন আদর্শের অনুসরণ করবেন ; (২) রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক অনুগত হবেন কি হবেন না এবং ঐ রাষ্ট্রকে একটা বৈধ শাসন সংস্থা বিবেচনা করবেন কি না সেই বিষয় এবং (৩) বিশেষায়িত রাজনৈতিক ভূমিকাগুলির কার্যসম্পাদন এবং ঐ রাজনৈতিক পদগুলিতে নিয়োগ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের উল্লিখিত প্রথম দুই অভিজ্ঞতা বিকশিত মনে হলেও তাঁদের প্রায় কেউই সর্বশেষে উল্লিখিত অভিজ্ঞতা রপ্ত করতে পারেন নি। আমাদের সমীক্ষায় পরিকল্পিতভাবে নারীর বিশেষায়িত রাজনৈতিক ভূমিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার উপাদান ও পরিস্থিতি চিহ্নিত করায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। বিশেষায়িত রাজনৈতিক ভূমিকাগুলিতে মহিলাদের

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান যতটুকু সমৃদ্ধ হবে ঠিক ততটুকু পর্যন্তই কেবল আমরা প্রথম দুই ধরণের অভিজ্ঞতায় আগ্রহী।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে কী অভিজ্ঞতা অর্জিত হ'ল তা সুসংবদ্ধ করার একটি সাধারণ উপায় হচ্ছে, রাজনৈতিক পদ্ধতির স্তর এবং মূল রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির ডেভিড ইস্টন ও রবার্ট হেস উদ্ভাবিত শ্রেণীকরণ পরিকল্পনাটি। জ্যাক ডেনিসের মত কিছু পণ্ডিত এ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, "কোনও ব্যবস্থা বা পদ্ধতিই তরুণদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ করে না তুলে স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম নয়। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক একটি নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে এক একটি অলিখিত ফলক হিসেবে। আর স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে অবশ্যই ঐ ফলকের ওপর নিজ ভাবমূর্তির রেখাপাত করতে চেষ্টিত হতে হবে। ইস্টন ও হেসের স্কিমাটি ধারণাগত দিক থেকে নিম্নরূপ ঃ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্তরসমূহ	মূল রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ		
	জ্ঞান	মূল্যবোধ	দৃষ্টিভঙ্গি
জনসমাজ			
কর্তৃত্বতন্ত্র/গোষ্ঠী/শাসকগোষ্ঠী			
সরকার			

উল্লিখিত পরিকল্পনায় 'জনসমাজ' বলতে "কিছু ব্যক্তির সমাবেশ বা সমষ্টিকে" বোঝায় যাদের মাঝে রাজনৈতিক শ্রম বিভাজনের অস্তিত্ব রয়েছে। জাতীয়বাদ, দেশপ্রেম, আঞ্চলিক অখণ্ডতাবোধ এবং পৃথিবীর কোন্ ধরণ ও শ্রেণীর লোক একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডবাসী জনগণের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী তার সাধারণ ধারণা সম্পর্কিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন, মার্কিন নাগরিকেরা তরুণ বয়সেই অভিজ্ঞতায় বুঝতে শেখে যে, "কানাডীয়, রুশ, জার্মান, জাপানী বা অন্য আর কোনও দেশের লোকেরা "আমাদের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করতে পারে না, পারা উচিত নয়।" কেননা, ওরা ভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের লোক। "কর্তৃত্বতন্ত্র" (রেজিম) বলতে শাসনতান্ত্রিক ধারা-শৃঙ্খলা, কাজ-কারবারের বিধিবিধান, বা কর্তৃত্বের একটা সাধারণ কাঠামোকে বোঝায়। সরকার বলতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষমতার অধিকারী

www.nagorikpathagar.org

প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তথা রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিবর্গ ও তাদের প্রণীত নীতিগুলিকে বোঝায়। সরকারী পর্যায়ে কী অভিজ্ঞতালাভ ঘটে এর জন্য যে কৌতূহল সেই কৌতূহলই জানতে আগ্রহী করে তুলবে—শিশুরা কেন বা কেমন করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বা জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুগত হতে শেখে, তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে।

আমাদের সমীক্ষার বিপ্লবীরা তাদের কর্তৃত্বতন্ত্র বা শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতার কারণে অবিপ্লবী নারীদের চেয়ে স্বতন্ত্র। নারী বিপ্লবী ও নির্বাচিত নারী কর্মকর্তারা-উভয়পক্ষই রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের এই নিয়মরীতি মানতে রাজী নয় যে, পুরুষরাই হবে প্রধান সক্রিয় রাজনৈতিক সত্তা। এক্ষেত্রে নারী বিপ্লবীরা নির্বাচিত নারী কর্মকর্তাদের চেয়েও আরও একধাপ এগিয়ে কারণ তারা উল্লিখিত বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বতন্ত্র/শাসকগোষ্ঠীর বৈধতাকেও অস্বীকার করে। একমাত্র ক্রুপস্কায়া ছাড়া আমাদের সমীক্ষার রাজনৈতিক স্ত্রীরা সাধারণতঃ উল্লিখিত দুটি বিষয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেন না। বরং কোন্ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবেন, কোনও ব্যক্তির অনুসরণ করবেন কিংবা কোন্ নীতি সমর্থনযোগ্য সেগুলিই মূলতঃ তাঁদের বিবেচ্য বিষয়।

আমাদের রাজনৈতিক উঁচুতলার নারীবিষয়ক এই সমীক্ষাটিকে প্রাথমিক দৃষ্টিতে ইস্টন-হেস-স্কিমার "সরকারী স্তরের" অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হতে পারে। কেউ ইস্টন, হেস ও ডেনিসের মত এই স্কিমার 'সমাজ স্তরের গণ্ডির মধ্যে 'স্থিতাবস্থা, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর গুরুত্ব দিতে চাইলে ঐ ধরণের রায় সঠিক হলেও হতে পারে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, স্কিমাটির তিন স্তরের সকল স্তরকেই অবশ্যই আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে—একথা মনে রাখলেও মূলতঃ ইস্টন-হেস-ডেনিস স্তরক্রম বা স্কিমার 'সমাজ' স্তরটি আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সব নারীরই কোনও না কোনওভাবে একথা জানা যে, "যে 'সমাজ' (জনগোষ্ঠী) রাজনৈতিক শ্রম বিভাজনের অংশীদার তারা (নারীরা) নিজেরা সেই জনগোষ্ঠী বা 'সমাজের' কেউ নয়। অবশ্য নারীরাও দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী। নবীন-প্রাচীন সব দেশ, জাতিতেই নারীরা আছে। এই নারীরাও যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, শেখে তা থেকে অধঃস্তন পুরুষেরাও অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। ঐ নারীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, রাজনীতির উঁচুতলার ভূমিকা পালনের জন্য তাদের বাছাই করা হবে না, হতে পারে না। ইস্টন, হেস, ডেনিস ও তাদের অনুসারীরা তাঁদের স্কিমার জনসমাজ স্তরটিকে কিভাবে নতুন নতুন জাতি/দেশ গড়ে ওঠে বা কেমন করে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে লালিত করা হয় সে বিষয়ে সীমিত রাখার প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমাদের এই সংজ্ঞাটিকে অবশ্যই তার আক্ষরিক এই অর্থে নিতে হবে, "একদল লোক যারা শ্রমের রাজনৈতিক বিভাজনের অংশীদার—যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'সমাজ' স্তর মূল্যমান

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা নির্ধারিত করে দিয়েছে। ইতিহাসের বিগত গোটা কালপরিক্রমায় মূল্যমান ব্যবস্থাগুলি পদ্ধতিসম্মতভাবেই নারীদেরকে ঐ 'সমাজে'র বৈধ সদস্যভুক্তি থেকে দূরে রেখেছে যদিও তাঁরা তাঁদের স্বামী ও বাবাদের অভিন্ন ভূখণ্ড/অঞ্চলবাসী।

প্রতিটি রাজনৈতিক সমাজ থেকে নারী ও অন্যান্য অধঃস্তন পুরুষকে পরিকল্পিতভাবে বহির্ভূত রাখার নানা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর কর্তৃত্বগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কারণ, ঐ রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রতি কর্তৃত্বতান্ত্রিক পর্যায়ের সমর্থনের বেলায় কার্যপরিচালনার বিধিবিধান ও কর্তৃত্ব কাঠামোর অস্তিত্ব বিদ্যমান। রাজনৈতিক মহলের উঁচুতলার সদস্য কোন্ কোন্ ধরনের ব্যক্তি হতে পারবেন সে বিষয়ের নানা ধারণাও আবার উল্লিখিত বিষয়গুলির সাথে জড়িত। এই স্তরের বিষয়গুলি কিছুটা পরিমাণে আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কোনও রাজনৈতিক সমাজের আদর্শিক মর্মমূলে (নগর) রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি বর্জিত থেকে থাকলে অনিবার্যভাবেই ঐ দেশের সংবিধান এবং লিখিত-অলিখিত বিধি-বিধানেও ঐ একই ক্ষেত্রে নারীরা বর্জিত থাকবেন। রাজনৈতিক সমাজ কিংবা কর্তৃত্বতান্ত্রিক স্তরের কোনওটিতেই কোনও নারী না থাকলে সরকারী স্তরেও কোনও নারী থাকবে না।

স্পষ্টতঃই আমরা দেখছি যে, সামাজিক পরিবর্তন সমীক্ষার জন্য ইস্টন-হেস-ডেনিস নির্ধারিত 'সমাজ' সংজ্ঞাটির আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। একটি অঞ্চলের সীমার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলির কাজে এই সংজ্ঞার তাৎপর্যের বিশ্লেষণও প্রয়োজন। আমরা উল্লিখিত তিন পণ্ডিত/গবেষকের স্কিমাকে সম্প্রসারিত করছি ও সে কারণেই তাঁদের সংজ্ঞাকে বিকৃতও করছি ধরে নিয়ে আমরা গুরুত্বসহকারেই বলি, স্কিমার তিন স্তরের সকল স্তরই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক 'সমাজের' নানা মূল্যবোধ, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (লিখিত ও অলিখিত নিয়মাচার) ও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নারীর ভূমিকা 'মডেল'গুলির আকৃতি ও সংখ্যা—সবগুলিই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ তুলনামূলকভাবে সমীক্ষার এক জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠলেও উঁচুতলার রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সামাজিকীকরণ সম্পর্কে তথ্য খুব কম পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বিশিষ্ট নারী রাজনীতিকদের কথা দূরে থাক, কেউকেটা পুরুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্পর্কেও বাস্তব, তুলনামূলক প্রকৃতির তথ্যও অতি অপ্রতুল। আমাদের সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ৩৬ জন নারীর ব্যতিক্রমধর্মী গুণাবলীর/বৈশিষ্টাবলীর কথা ধরে নিলেও এমন পর্যাপ্ত তথ্য ও তত্ত্বের অস্তিত্ব নেই যা রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়ের কারণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সমীক্ষায় আমাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। আমরা এ

www.nagorikpathagar.org

সমীক্ষায় যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি মনে করলেও আরও যাচাই-প্রমাণ সাপেক্ষে আমাদের লব্ধ ফলকে নিরীক্ষা-অনুসন্ধানমূলক ও সাময়িক বলে গণ্য করতে হবে।

সংক্ষেপে আমরা বলতে চাই যে, স্বাধীন রাজনৈতিক নারীর বিকাশ বা অভ্যুদয় মোটামুটি নিম্নবর্ণিত সাধারণ স্তরগুলির মধ্য দিয়ে সাধিত হয় : প্রথমতঃ, শৈশবে ঐ নারীর মনে এই বিশ্বাস গড়ে উঠতে হবে যে, সক্রিয়, স্বাধীন ও অসনাতন নারী ভূমিকায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ; দ্বিতীয়তঃ, শৈশব থেকেই ঐ নারী তার স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর স্বাধীন ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ লাভের চাহিদা গড়ে তোলে ও নিয়ন্ত্রণ লাভের অভিজ্ঞতা অর্জন করে/করতে শেখে এবং গোটা জীবন পরিক্রমায় তা বজায় রাখে। তার আর্থ-রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা বেঁচে থাকার অন্যান্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ পুরুষ কিংবা অন্য নারী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিষয়টিকে তার কাছে নানা দিক থেকে অগ্রহণীয় হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ঐ নারী উপলব্ধি করে যে, তার উল্লিখিত চাহিদা ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে রাজনীতি। চতুর্থতঃ, প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে রাজনীতিকে 'ক্যারিয়ার' বা পেশা হিসেবে নেবার জন্য ঐ নারীকে এই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে ইতিবাচকভাবে পুরস্কৃত হবে—রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য তাকে শাস্তি পেতে কিংবা ভূমিকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভুগতে হবে না। অন্যকথায়, রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য ঐ নারীর রাজনীতিতে অংশীদার হওয়ার কিছুটা সফল ইতিহাস থাকতে হবে। কোনও এক পর্যায়ে তাঁকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে যে, রাজনীতিতে অংশীদার না হওয়ার চেয়ে তাতে অংশীদার হওয়াই বরং তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক হবে। অভিজ্ঞতা/শিক্ষার ও বিকাশের উল্লিখিত চার স্তর বাস্তবায়িত হলে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক নারীর অভ্যুদয় ঘটবে। তবে এধরণের স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক নারীর সংখ্যা কম দৃষ্টে এটাই মনে হয় যে, বিকাশের ঐ স্তরগুলি বা পথ পাড়ির বিষয়টি আদৌ সহজ-সরল নয়।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত রচনাবলীতে সামাজিকীকরণের কোন্ এজেন্ট/বাহক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। গ্যাবরিয়েল অ্যালমণ্ড ও সিডনী ভার্বার মত প্রথিতযশা রাষ্টবিজ্ঞানী সুনিদিষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষাপদ্ধতিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাহন। ট্যালকট পার্সনস ও কাঠামো-ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে প্রভাবিত অ্যালমণ্ড ও ভার্বা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রকৃতিগতভাবে

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে নিবিড় ও অনুকূল কাঠামোগুলির প্রভাব সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর সবচেয়ে বেশী হওয়ারই সমূহ সম্ভাবনা। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পরিবার কাঠামো আরোপক, আপেক্ষিক, নির্দিষ্ট, প্রভাবক, আত্মমুখী চলকসমূহের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও রাজনৈতিক পদ্ধতিটি (ব্যবস্থাটি) লক্ষ্য অর্জন, ব্যাপক, সার্বজনীন, প্রভাবক অথচ নিরপেক্ষ ও সমষ্টিমুখী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ায় রাজনৈতিক পদ্ধতির অবস্থান শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় পরিবার থেকে অনেক দূরে। এ কারণে, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রপ্ত করানোর জন্য সামাজিকীকরণের বাহক হিসেবে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়কে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

রবার্ট হেস ও জুডিথ ভি টর্নি-ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিককরণের সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত ফলে আভাস পাওয়া যায় যে, পূর্ববর্তী গবেষণার দৃষ্টিকোণ বা মনোভাবের পরিবাহক হিসেবে পরিবারের কার্যকারিতাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে—এক রাজনৈতিক দল বাছাইয়ের বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবারের প্রভাব প্রধানতঃ পরোক্ষ এবং কর্তৃপক্ষ, শাসন ও পরিপালনের মনোভাবকে প্রভাবিত করে বলেই মনে হয়। হার্বার্ট হ্যাইম্যান, স্ট্যানলি রেনশন, জেমস ডেভিস ও কেনেথ ল্যাংটনের মত পণ্ডিতেরা অবশ্য যুক্তি দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে পরিবার ও সঙ্গী-সাথী ব্যক্তিরাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তাঁরা পরিবারের গুরুত্বের প্রশ্নে বেশী জোর দিয়েছেন।

সামাজিকীকরণের কোন্ কোন্ বাহন বেশী গুরুত্বপূর্ণ—এ নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা তার জন্যে শিক্ষা/অভিজ্ঞতায় কোন্ কোন্ দিক বা বিষয় প্রভাবিত হচ্ছে, বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও স্থিতাবস্থা বজার রাখার কিংবা স্থিতাবস্থার প্রতি ব্যক্তির নিষ্ঠা বা বিচ্যুতি উপলব্ধির ব্যাপারে প্রধানতঃ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা হচ্ছে কি না তা নিয়ে দ্বিধা-সংশয়ই অনেকখানি দায়ী। বিদ্যালয় সমাজে আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও তথ্য প্রবাহের একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। আর এ কারণেই বাস্তব ও নিরেট ধারণা এবং তথ্যগুলির সমীক্ষা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করবেন যে, এ ধরণের সামাজিকীকরণের জন্য বিদ্যালয় পরিবার কাঠামোর চেয়ে বেশী উপযোগী। সামাজিকীকরণের ধারণাগত স্তরে (Cognitive level) অধিকাংশ পরিবারই বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম। স্পষ্টতঃই বিদ্যালয় ধারণাগত সামাজিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সীমা, সংবিধান, রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ঐসব ধারণাগত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার আওতাভূক্ত।

শিক্ষা/অভিজ্ঞতালাভের আরও দুটি প্রধান ধরণ রয়েছে। এ দুই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান অবশ্য পরিবার ও গুরুজন গোষ্ঠীর সঙ্গে এত সহজে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে

www.nagorikpathagar.org

না। এ দুটি ধরণ হচ্ছে, সামাজিকীকরণের প্রভাবক ও মনোচালক (Psychomotor) মাত্রাসমূহ। প্রভাবক মাত্রাটি স্পষ্টতঃই মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইস্টন-হেস স্কিমায় মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বাহ্নে আকারপ্রাপ্ত আবেগজড়িত বন্ধনগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। সংশ্লিষ্ট শিশু সবার আগে যে/যেসব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে বিশেষতঃ তাদের দিয়েই এটি প্রভাবিত হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সমীক্ষায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষ ধরণের জ্ঞানার্জনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য বিদ্যালয় ও গুরুজনগোষ্ঠীর অত্যন্ত জরুরী ভূমিকাটির গুরুত্ব সমধিক। আমাদের অন্যতম 'থিসিস' বা প্রপঞ্চ হচ্ছে এই যে, নারীদের রাজনীতির জন্য প্রতিষ্ঠান কিংবা সঙ্গী-সাথীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই আমাদের সমীক্ষার জন্য সামাজিকীকরণের ধারণাগত মাত্রাসমূহ এবং এমনকি, সম্ভবতঃ অরাজনৈতিক ধরনের অভিজ্ঞতা/শিক্ষাও কিছুটা পরিমাণে নারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ গবেষণা সমীক্ষার আগে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সমীক্ষকরা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মনোচালক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতেন না। তবু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক অঙ্গনের কর্মতৎপরতা এবং অরাজনৈতিক অভিজ্ঞতা/শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন। যেমন ডীন জারোস গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন যে, শিশুদের ব্যক্তিত্ব গড়ার জন বাবা মা-ই প্রধানতঃ দায়ী। 'তাঁরাই শিশুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধাঁচটি তৈরি করে দেন ও ঘরের বাইরের জগতের সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়ার ধারাটি স্থির করেন। শিশুরা তাদের জীবনে যা কিছুর সম্মুখীন হয় তার বেশীরভাগেই মূল্যায়ন করে থাকে তাদের বাবা-মায়ের আচরণের ধাঁচের নিরিখে। কেননা, বাবা-মায়ের আচরণের ধাঁচই তাদের কাছে মানদণ্ড বা আদর্শ বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, শিশুর জীবনশৈলীর বহু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বাবা-মায়ের পরিবেশ ও সান্নিধ্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। হেস ও টর্নি পরিবার কাঠামো ও বাবা-মায়ের আচরণ এবং শিশুদের নিজেদের মধ্যেকার কার্যকলাপের জোর সম্পর্কসূত্র লক্ষ্য করেছেন। এছাড়াও তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া ও গোষ্ঠী তৎপরতা দৃশ্যতঃ রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে হয়। তবে তা একান্তই আপাতঃবিষয় কেননা, সক্রিয় শিশু তার উদ্যোগে নানাভাবে সক্রিয় হবার প্রবণতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ শিশুরা শারীরিক ও স্নায়বিকভাবে (মানসিকভাবে) এবং সেইসঙ্গে ধারণাগত পর্যায়ে কোনও এক পন্থায় সময় কাটাতে ও বাইরের জগতের সঙ্গে দৈহিকভাবে সম্পর্কিত হতে অভিজ্ঞতা/শিক্ষা লাভ করে। বিদ্যালয় কিংবা সঙ্গী-সাথী ব্যক্তিরা তাদেরকে এধরণের মনোচালক আচরণ শিখিয়েছে বলে মনে হয় না যদিও সাধারণতঃ এ ধারণাই প্রচলিত যে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি মনোচালক মাত্রার চেয়ে ধারণাগত মাত্রা দিয়েই নির্ধারিত হয় বেশী। এ ধারণা ঠিক নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। মানুষ বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকাগুলি রপ্ত করে। জ্যাঁ পিয়াজের মতে, মনোচালক ও প্রভাবক শিক্ষা/অভিজ্ঞতার তুলনায় উন্নততর স্তরের ধারণাগত উপাদান মানুষের অভিজ্ঞতায় (শিক্ষায়) আসে বিকাশের শেষের দিকের স্তরগুলিতে। গ্রীনস্টাইন ও অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও দেখেছেন, ১০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বেশরীভাগ শিশুই রাজনীতি সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞানগত ধারণা বা উপলব্ধি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সময় নাগাদই কিন্তু ছেলেমেয়েরা ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দেয় ওরা রাজনীতিতে যোগ দেবে কি দেবে না, এমনকি, কিভাবে রাজনীতিতে যোগ দেবে তা-ও ভাবে। আমরা আশা করি, আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের পরিবারগুলির বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে আমরা বুঝতে সক্ষম হব, কেন এই নারীরা রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ না করার সনাতন ঐতিহ্য ভেঙ্গেছে কিংবা গৃহিণী রাজনৈতিক স্ত্রীরা কেন ঐ সনাতন ঐতিহ্যটি ভাঙেনি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বিদ্যালয় বা সঙ্গী-সাথী গোষ্ঠীর গুরুত্ব উপেক্ষিত হবে। নিঃসন্দেহে উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য আমরা মনে করি, ছোট বালিকাদের একটা সক্রিয় লিঙ্গ পরিচয়জ্ঞাপক সক্রিয়তাবাদী ধারণা ও প্রাক-মানসিকতা গড়ে উঠতে হলে তাদের পারিবারিক কাঠামোর অভ্যন্তরে অবশ্যই কিছু সুনির্দিষ্ট পরিবেশ থাকতে হবে। আমরা আরও মনে করি, এই সক্রিয়তাবাদী নারী-পুরুষ পরিচয়জ্ঞাপক ধারণা ও সক্রিয়তার জন্য মনোচালক বুনিয়াদ ছাড়া খুব কম মেয়ের পক্ষেই স্বাধীন, সক্রিয় রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হওয়া সম্ভব হবে। পরিবারে ইতিমধ্যে যে পরিবেশ তৈরী হয় কেবল সেই পরিবেশেই সামাজিকীকরণের অন্যান্য বাহন (এজেন্ট) ঃ চার্চ, বিদ্যালয়, সঙ্গী-সাথী গোষ্ঠী ও আরও অন্যান্য বাহন ক্রিয়াশীল হতে পারে।

অভিজ্ঞতা/শিক্ষালাভের পরিস্থিতি

এ প্রশ্নের সঙ্গে কখন, কোথায়, কোন্ কোন্ অবস্থায়, কেমন করে এবং শেষাবধি কেন বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়-এ বিষয়গুলিও জড়িত। গ্রীনস্টাইন মনে করেন, এ প্রশ্নে সমীক্ষাপাত্রের চেতনা স্তর, প্রক্রিয়াটি কতদূর সচেতন বা অবচেতন তার পরিসর, রাজনীতি প্রবণতা অর্জনের পর্যায় — বিন্যাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তিনি সমীক্ষাপাত্রের গোটা জীবনচক্রের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের জীবনীমূলক উপাত্ত ও তথ্যের গণ্ডিতে আমরা গ্রীনস্টাইনের পথ অনুসরণ করব।

কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে শিক্ষা/অভিজ্ঞালাভ ঘটে সে প্রশ্নের একটা মোটামুটি জবাব দিতে প্রয়াসী হয়েছেন ইস্টন ও হেস তাঁদের সমীক্ষায়। শিকাগোর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ২য় থেকে ৮ম গ্রেডের ১২ হাজার ছেলেমেয়ের ওপর পরিচালিত এই

www.nagorikpathagar.org

সমীক্ষায় দেখা যায়, ২য় গ্রেডে ওঠার পর থেকেই ছেলেমেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষা (অভিজ্ঞতা) লাভ ভালভাবেই শুরু হয়ে যায়। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন, বেশীর ভাগ রাজনৈতিক শিক্ষা/অভিজ্ঞতা গোড়ার দিকে ব্যক্তি পর্যায়ের আর সেটা বাবার প্রতি সন্তানের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শিশুর কাছে এ পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি — আবেগজনিত কারণে ইতিবাচক। এ শিশু যতই বড় হতে থাকে সরকারের ভাবমূর্তিখানি ততই তার কাছে বিমূর্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। সমীক্ষকদ্বয়, এ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতায় বড়রকমের কোনও ছেদ বা ছন্দপতন লক্ষ্য করেন নি। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'সমাজ' স্তরের সঙ্গেই সমীক্ষাপাত্রের শৈশবকালের আবেগঘন একাত্মতা ও সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। এই ধরনের একাত্মতা বা সম্পর্ক প্রধানতঃ উদ্ভূত হয়েছে আনুগত্যের শপথের মত অনুষ্ঠানের ব্যাপার থেকে। ধারণা গঠনের দিক থেকে শিশুর কাছে এর তাৎপর্য অতি সামান্য হলেও এগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের নিষ্ঠার মাত্রার মতই প্রায় তার আবেগানুভূতির জগতে এক ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দেয়। তাঁরা তাঁদের এই সমীক্ষার ফলাফলের আলোকে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, মার্কিন রাজনৈতিক পদ্ধতি 'উত্তম অবস্থায়' রয়েছে, কারণ, আনুগত্যের ধাঁচগুলি গড়ে উঠেছে বেশ ছোটবেলা থেকেই আর তাই বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে অবস্থার পরিবর্তনের তেমন সম্ভাবনা নেই। এ সমীক্ষায় যেসব নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ রাজনৈতিক 'সমাজের' সামাজিক পর্যায়ে সংহত ও সমন্বিত শ্বেতকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুরা। আর এরাই ইস্টন-হেসের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের নির্ধারক হিসেবে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছে।

রবার্ট হেস ও জুডিথ টর্ণি অন্য এক সমীক্ষায় উল্লিখিত শিকাগো নমুনাগুলি ব্যবহার করেন। এই সমীক্ষার বড় অভিনবত্বটি ছিল ঃ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যার জন্য চারটি মৌলিক মডেলের উপস্থাপনা। এই চার ব্যাখ্যামূলক কাঠামো হচ্ছে ঃ সঞ্চয়, আন্তঃব্যক্তি স্থানান্তর, সনাক্তি বা চিহ্নিতকরণ এবং ধারণাগত বিকাশ মডেল। মডেলের শিরনামগুলি দেখে মনে হয়, উঁচুতলার নারীর রাজনীতিক অভ্যুদয়ের সমীক্ষায় এগুলি প্রয়োগের সম্ভাবনা আশাপ্রদ। আমরা লুই ফ্রম্যানের এই অভিমতের সমর্থন করি যে, এগুলি বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যায় সম্পর্কিত নয়। রাজনৈতিক বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস বা কার্যকলাপ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। অর্থাৎ হেস-টর্ণি মডেলসমূহ ও লব্ধ ফলগুলির সঙ্গে আমাদের সমীক্ষার বিষয়ের সম্পর্ক নেই। আমাদের সমীক্ষা অগতানুগতিক সমীক্ষাপাত্রদের ওপর কেন্দ্রীভূত অথচ পূর্বের সামাজিকীকরণ সমীক্ষাগুলির প্রধান অবলম্বন ছিল গতানুতিক সমীক্ষাপাত্ররা। আমরা চাই, স্বাধীন কাজের ভিত্তি খুঁজে বের করতে যে কাজ ঘটনাক্রমে রাজনৈতিক কাজ ; তবে এ ধরনের কার্যকলাপ অন্য পরিমণ্ডলেও (অরাজনৈতিক) বিকাশ লাভ করতে পারত। আমরা অগতানুগতিক,

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিক্রমধর্মী গোষ্ঠী গড়ে তোলার সামাজিক পরিবর্তনগুলির ও গোটা ব্যবস্থায় এ সব পরিবর্তনের ওপর ধারানুক্রমিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা অনুসন্ধানেই নিয়োজিত। সংক্ষেপে, গতানুগতিক কায়েমী ধাঁচ থেকে ভিন্ন আচরণ অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন আনয়নকারী আচরণে লিপ্ত হবেন এমনসব ব্যক্তির অভ্যুদয় কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে হবে সেটাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

অতীতের দশকগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্য নানা মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও এই প্রক্রিয়ার নানা তারতম্য কীভাবে সমাজ পরিবর্তনের সূচক নানা ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সৃষ্টি করে—এটাই হচ্ছে ঐসব তথ্যের মৌল প্রতিপাদ্য। বিশেষ করে, যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি (সমাজ) পরিবর্তনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিপ্লব ও সাধারণ সমাজ-রাজনৈতিক সমীক্ষায় নিয়োজিত তাঁরা দুধরনের ব্যক্তিত্ব বাছাই করেছেন। এগুলি হচ্ছে ঃ (১) সমাজব্যবস্থায় উপান্তিক কিংবা ঐ ব্যবস্থার প্রতি নিরাসক্ত, বিচ্ছিন্ন বা বর্জিত ব্যক্তিবর্গ, এবং (২) হতাশাগ্রস্ত কিংবা প্রবল নেতৃত্বের হাতে পরিবর্তনের হাতিয়ারে পরিণত ব্যক্তিবর্গ। দৃষ্টান্ত হিসেবে, হাওয়ার্ড ডব্লিউ বেকার সঙ্কটকালীন সময়গুলিতে যাদের সনাতন মূল্যবোধ লোপ পায়-এমনসব পরিবর্তনপ্রবণ ব্যক্তিরা (অসামাজিকীকৃত বা নৈতিকতাবর্জিত টাইপ) অথবা যাদের বৈচিত্র্য পিপাসা সীমাহীন — এমন ব্যক্তিবর্গ (অবক্ষীয়মান বা জটিল টাইপ) বা গঠনমূলক পরিবর্তনের স্বাপ্নিক ব্যক্তিবর্গের (মুক্ত, স্থিতিশীল টাইপ) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হোমার বার্ণেট ও রবার্ট মার্টন পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে 'বিভ্রান্ত, অবিচক্ষণ ব্যক্তি ভূমিকাকেও' গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

সমাজপরিবর্তন তাত্ত্বিকেরা একক, অনন্য ব্যক্তির ভূমিকার ওপর জোর দিলেও তাঁদের খুব কম লোকই মনে করেন যে, এ ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমাজ পরিবর্তনের মূল নির্ণায়ক। অবশ্য অর্থনীতিবিদ এভারেট হেগেন সমাজ পরিবর্তন ও আর্থনীতিক বিকাশের যে তত্ত্ব দিয়েছেন সেই তত্ত্বে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে নের্তৃত্বপ্রদানকারী ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তি কী কী শক্তি সৃষ্টি করবে তা সনাক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, সনাতন, পিতৃপ্রধান পরিবার কাঠামোর ছেলেমেয়েরা চিরন্তনী ধারা-ঐতিহ্যে বাঁধা, অনমনীয়, সৃষ্টিবিমুখ ও কর্তৃত্বপরায়ন হয়ে থাকে। অন্যদিকে, নানা জন-সমাজ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হেগেন যুক্তিসহকারে বলেছেন, পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন এলে সন্তান বড় করে তোলার উল্লিখিত ধাঁচটিও ভেঙ্গে যাবে। তেজস্বী মা ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল চরিত্রের বাবার সংসারে ছেলেমেয়েরা, হেগেনের মতে, এক নতুন সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। এ ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা উদ্যোগী হয় ; তাদের ব্যক্তিত্বও হবে অপেক্ষাকৃত উদার ও বিশাল।

www.nagorikpathagar.org

ডেভিড সি ম্যাকলিল্যাণ্ডও তাঁর 'দি অ্যাচিভিং সোসাইটি' শীর্ষক গ্রন্থে উদ্যোগী (উদ্যমী) স্পৃহা ও সাফল্য অর্জনের চাহিদা সৃষ্টির জন্য পরিবার কাঠামোর গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কোনও কোনও ব্যক্তির লক্ষ্য (সাফল্য) অর্জনের চাহিদা প্রবল, আবার কারও কারও এ ধরণের চাহিদা না থাকার কারণ ব্যাখ্যায় তাঁর প্রয়াস অংশতঃ বিভিন্ন পরিবারে মায়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার ভিত্তিতে চলেছে। কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তির অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যায় বাবার সঙ্গে যারা সম্পর্কচ্ছেদ করেছে কিংবা যাদের বাবারা তাদের ব্যাপারে খুবই উপান্তিক ভূমিকার অধিকারী কিংবা তাঁদের ভূমিকা আদৌ কার্যকর নয় তাদের মধ্যেই লক্ষ্য (সাফল্য) অর্জন কিংবা সফল উদ্যোগ, উদ্যমের প্রবল চাহিদা সৃষ্টি হয় না। ম্যাকলিল্যাণ্ড আরও উল্লেখ করেছেন, যেসব মা তাঁদের স্বামীর তেমন প্রবল আধিপত্যাধীন নন তাঁদের উচ্চ লক্ষ্য অর্জনের (সাফল্য অর্জন) চাহিদাসম্পন্ন সন্তানের জন্ম দিতে দেখা যায়। বড় বড় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবার পর প্রায়ই অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হিসেবে ম্যাকলিল্যাণ্ড বাবার অনুপস্থিতিতে সন্তানের ব্যক্তি প্রলক্ষণ নিচয় ও মূল্যবোধ নির্ধারণে মায়ের অধিকতর জোরালো ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

সামাজিকীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বাবলীর পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ ও প্রক্রিয়াগুলির সম্পর্কপরম্পরা সক্রিয় রাজনৈতিক নারী বিকাশের কারণ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। নির্দিষ্ট ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরণের মায়ের ভূমিকা ও পরিবার গঠনের তাৎপর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়ের হেতুগত যোগসূত্র নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পরিবার কাঠামো ও সম্পর্কে পরিবর্তন আনে এমন সব ব্যাপক, সামষ্টিক শক্তিগুলির বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে।

সামাজিকীকরণের বাহকসমূহের লিঙ্গ ভূমিকা-আদর্শ পরিবর্তন

প্রাচীন এথেন্সের ভোটাধিকার বঞ্চিত অ-নাগরিক নীচু শ্রেণীর পুরুষদেরকে কেন তাদের ভোট বা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে সেটা নিয়ে এক পর্যায়ে অনুসন্ধান চলে। তাদেরকে এভাবে বঞ্চিত রাখার কারণ কি স্বাভাবিক? প্রাকৃতিক? নাকি প্রচলিত রীতিমাফিক? —এসব অনুসন্ধান করা হয়। এই প্রয়াস তথা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন কূটতর্কবাদী 'সোফিস্ট' গ্রীক দার্শনিক সম্প্রদায়। তাঁরা সনাতন রীতিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, 'শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট' 'কেন্দ্রীয় (মূল) গুণ' বা উৎকর্ষটি এমন কোনও

www.nagorikpathagar.org

বস্তু নয় যা কেবল একই অভিজাত পরিবারগুলির ভেতরে বংশপরম্পরায় অলৌকিক উপায়ে উত্তরিত হয়েছে। বরং এ এমন এক উৎকর্ষ যা এমনকি, একজন সাবেক অরাজনৈতিক ব্যক্তির পক্ষেও অর্জন সম্ভব। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উল্লিখিত আলাচনার বিষয়ের সঙ্গে উঁচু মহলের আধুনিক রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়ের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও সেইসঙ্গে রাজনৈতিক বনেদী মহলে নারী অনুপস্থিতির স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় অযোগ্যতামূলক লক্ষণনিচয়ের কারণেই ঘটেছে মর্মে যেসব তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে আমরা আগেই সেগুলির আলোচনা করেছি। এখানে আবার নতুন করে সেই প্রসঙ্গ আনা হয়েছে এ কারণে যে, আমরা বিশ্বাস করি, লোক পরিমণ্ডলে নারীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য যে শর্তপূরণ প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে, এই মর্মে স্বীকৃতি দেওয়া যে, সমাজের সকল সদস্যের রাজনীতির কার্যাবলী পরিচালনার সামর্থ্য অর্জন ও ঐসব কার্যাবলী শিক্ষার অধিকার আছে। আর এধারণাটির সর্ব প্রথম রূপরেখা এথেন্সেই দেওয়া হয়।

আর্নেস্ট বার্কার উল্লেখ করেছেন যে, এ প্রশ্ন উত্থাপনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পূর্বশর্ত রয়েছে ঃ 'আমি রাজনীতি বহির্ভূত'—একি আমার প্রকৃতির সুবাদে না বাহ্যিক সামাজিক রীতি-নীতির কারণে?' আরও প্রয়োজন রয়েছে মনের একধরনের লৌকিকতার। এ জগতের যা কিছু সৃষ্টি যেভাবে আছে তা ঈশ্বর বা ঐশী শক্তি নির্ধারিত বলে যে বিশ্বাস প্রচলিত সে বিশ্বাসের বদলে এমন বিশ্বাস প্রবর্তন প্রয়োজন যার বদৌলতে ব্যক্তি মানুষ তাদের সময় ও জীবন পরিসরে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

পাশ্চাত্য সমাজ-সংস্কৃতিতে আধুনিকায়নের সঙ্গে (অর্থাৎ নগরায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন) জড়িত পুরুষদের জীবন পরিসরে নানা পরিবর্তন বিশ্বাস-ব্যবস্থায় এতখানি সুপরিগৃহীত ও বৈধ হয়ে উঠেছে যে, আগে ও বর্তমানে নিপীড়িত সংখ্যালঘিষ্ট গোষ্ঠীর পুরুষেরা ছাড়া অন্য সকল পুরুষের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতার আর দরকার পড়ে না। কিন্তু মেয়েদের বেলায় অবস্থা তেমন নয়। যেসব আদর্শিক পরিবর্তন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মেয়েদের স্বাধীন কার্যসম্পাদনে উৎসাহিত করতে পারে তেমন পরিবর্তন আজও পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় নি। আর এ কারণেই নারীদের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় এই আদর্শিক সমর্থন যোগানোর জন্য যেসব পরিবর্তন ঘটে সেইসব পরিবর্তনের উৎস সন্ধানের প্রয়াসের মাঝে আমরাও নারীর ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসে পরিবর্তন আশা করি।

ব্যক্তি আত্মপরিচয়ের আদি সূত্র হচ্ছে পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, নর-জাতিগোষ্ঠী বন্ধন, এবং ধর্মীয় সমাজ। সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে, যেসব

www.nagorikpathagar.org

আত্মপরিচয়মূলক বন্ধনের কথা উল্লিখিত হ'ল সেই বন্ধনের একটি বা একাধিক বন্ধনের ভাঙন ও সেইসঙ্গে গোষ্ঠী প্রেক্ষাপটের বদলে একান্ত পর্যায়ে পরিচয়মূলক আত্মসংজ্ঞায়ন। যেসব আদি সম্পর্কসূত্রের কথা বলা হয়েছে সেগুলির একে অপরের মাঝে অতিব্যাপনের প্রবণতা খুব বেশী বলেই সমাজ পরিবর্তন খুবই বিরল ব্যাপার। কোনওভাবে পরিবার, জ্ঞাতি, জাতিগোষ্ঠী, ধর্মসমাজ—যেটির ব্যাপারেই প্রশ্ন তোলা যাক না কেন, ঐ প্রশ্ন সবগুলির জন্যেই প্রযোজ্য হয়ে উঠবে। কারণ ঐ সম্পর্কগুলি একটি কাপড়ে নানা সুতোর বুনুনির মত। আর এই বুনটের মধ্যে যদি বিজাতীয় কোনও উপাদানকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রবিষ্ট হতেই হয় তাহ'লে সেক্ষেত্রে এ ন্যূনতম স্বীকৃতির প্রয়োজন হবে যে, ঐ কাপড়ে আপাতঃ অদৃশ্য জোড় আছে। কাজেই ঐ গোটা কাপড়কে খুলে ফেলাও যায়। উল্লিখিত সম্পর্কপরম্পরাগুলিতে ঐতিহাসিকভাবে সর্বাপেক্ষা দুর্বল বন্ধনটি দৃশ্যতঃ ধর্মবন্ধন, ধর্মীয় গোষ্ঠীর একাত্মতা। সেজন্য, নারীর স্বাধীনতার সম্ভাবনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান সম্পর্কিত বিশ্বাসের পরিবর্তনের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্যে প্রথমেই আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

ধর্ম ও রাজনৈতিক নারী

ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক অংশীদারীর মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে নি। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায়, যে দেশে রাষ্ট্র থেকে তথা ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে সেইসব দেশের তুলনায় যেসব দেশের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে চার্চের যোগসূত্র রয়েছে সেই দেশগুলিতে গণতন্ত্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ঐ গণতন্ত্র অপেক্ষাকৃত পরে এসেছে। ধর্ম বিশ্বাস ও ব্যক্তির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রটি আজ প্রধানতঃ গবেষণা বহির্ভূত রয়ে গেলেও ডীন জ্যারোস এ বিষয়ে যা কল্পনা-অনুমান করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

> সম্প্রদায় (সমষ্টি) স্তরের প্রভাবক সামাজিকীকরণ সম্ভবতঃ আংশিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা ও বাণীর এক অননুমিত ফলশ্রুতি। শিশুদেরকে গতানুগতিক ধারায় শেখানো হয়ে থাকে যে, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সদাশয় ও স্নেহশীল। এটা শেখানো হয় গৃহে। এটা শেখানো হয় আরও আনুষ্ঠানিক ধরণের ধর্মীয় শিক্ষানুশীলনের অঙ্গ হিসেবে। আমরা আগে যেমন উল্লেখ করেছি, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিশুদের জীবনের গোড়ার দিকে যে সম্পর্ক বজায় থাকে তা তাদের সঙ্গে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কেরই অনুরূপ। এটা সত্যি হলে এমনও হওয়া সম্ভব যে, শিশুর ধর্মের প্রতি কিছু ইতিবাচক অনুভূতি রাজনৈতিক ব্যক্তি অবধিও গড়াতে

www.nagorikpathagar.org

> পারে। এমনও কিছু প্রমাণ আছে যে, ছোট ছেলেমেয়েরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও দেশপ্রেমমূলক কাজকে একাকার করে ফেলে। ধর্মীয় প্রার্থনা সঙ্গীতের সাথে জাতীয় সঙ্গীতের মিল, জাতীয় পতাকার সাথে চার্চের ক্রসের সামঞ্জস্য এক্ষেত্রে প্রকট। কাজেই একটা বিশাল পবিত্রতায় রাজনীতি ও ধর্ম—উভয় পরিমণ্ডলই আচ্ছন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর একই কারণে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা আনুগত্যের শপথকে এক ধর্মীয় প্রার্থনা মনে করে। কেননা, ঐ শপথে সাহায্য ও নিরাপত্তার জন্যে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করা হয়।

জ্যারোসের বক্তব্য সঠিক হলে তিনি যে কথা বলেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মধ্যে সম্পর্ক আছে তাতে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই ধরে নিতে পারি, নারী বা পুরুষ যে-ই হোক তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে নারীদের সরাসরি, ব্যক্তিগত, স্বাধীন অংশীদারীকে সম্ভাব্য বিবেচনা করুক বা না-ই করুক তাদের সেই বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকবে। পৃথিবীতে প্রচলিত বেশীরভাগ ধর্মেই যাজকশ্রেণী আছে। মনে করা হয়, এই শ্রেণীর লোকেরাই ঈশ্বরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। মনে করা হয়, ওরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ধারণ করে। ওরা জনসাধারণের কাছে ঈশ্বরের, ঈশ্বরের কাছে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ যাজকতন্ত্র সর্বোপরি পুরুষ-প্রধান। নারী যদি কখনও কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লোক-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রেও গোটা জনসমষ্টির নারী-পুরুষের খুব কম লোকই আশা করতে পারে যে, কোনও নারী ঐ ধর্মীয় সমাবেশের নেত্রী হিসেবে যাজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসে এবং বাস্তব আচারের শর্তানুযায়ী লোকজমায়েত বা অনুষ্ঠানে নারী অংশ গ্রহণ করলেও তা পুরুষের মধ্যস্থতাতেই হয়ে থাকে। হতে পারে। নারীকে স্বতন্ত্রভাবে অংশীদার হতে হলে সাধারণতঃ তাকে তা নেপথ্যে থেকেই করতে হয় কিংবা তাঁর এই আচরণের যৌক্তিকতার জন্য ব্যতিক্রম পরিস্থিতি যেমন, অলৌকিক কোনও কিছু কারণ বা উপযুক্ত কোনও পুরুষের অভাব থাকতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বসুলভ এই ধারায় এই যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তাতে কেন, বিগত যুগে, এমনকি আজকে, এত কম সংখ্যায় নারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিলাষী হয়েছে ও হয় তা উপলব্ধি করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মার্কিন সুপ্রীমকোর্টে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কিছু নমুনা মামলার নজির থেকে মার্কিন আইন ও রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে ধর্ম ও নারীর অবস্থানের মধ্যেকার সম্পর্কের একটা চিত্র পাওয়া যাবে। ১৮৭২ সালের ব্র্যাডওয়েল বনাম রাষ্ট্রের মামলায় ফেডারেল সুপ্রীমকোর্ট ইলিনয় অঙ্গরাজ্য সুপ্রীমকোর্টের এক রায় বহাল রাখেন। ঐ রায়ে নারীদের

www.nagorikpathagar.org

আইন ব্যবসায়ের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল। ব্র্যাডওয়েল তথা সংশ্লিষ্ট মহিলা আইনজীবীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী পুরুষ আইনজীবী নারীদের যুক্তিসঙ্গত ও অযুক্তিসঙ্গত দাবী-দাওয়ার মধ্যে একটা সীমারেখা নির্দেশ করে তিনি তাঁর মক্কেলের পক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পান। তিনি যুক্তি দেখান, ঐ নারী আইনজীবী পুরুষের বিশেষ অধিকার কুক্ষিগত করতে চান নি কিংবা ঈশ্বর ও প্রকৃতি কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত এখতিয়ারেও প্রবেশ করতে চান নি ; এমনকি, তাঁর মক্কেল মহান প্রভু, সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিস্বরূপ কোনও যাজকও হতে চাননি যা স্পষ্টতঃই ঈশ্বর ও পুরুষের জন্য অমর্যাদাকর হতে পারে। বরং তাঁর মক্কেল আইন কাজে লাগিয়ে, অনুশীলন করে তাঁর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণকে প্রয়োগ করার সুযোগ চান মাত্র। তবে আদালত সিদ্ধান্ত দেন যে, মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী নাগরিকদের কোনও কোনও পেশায় নিয়োজিত হওয়ার অধিকার মঞ্জুর করে নি। আর তাই অঙ্গরাজ্যগুলি কে আইন, ডাক্তারী বা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হতে পারবে বা পারবে না তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ১৮৯৪ সালে একই ধরণের লকউড মামলায় সুপ্রীমকোর্ট এ বিষয়ে পরবর্তী যৌক্তিক পদক্ষেপ হিসেবে রায় দেন যে, অঙ্গরাজ্য নারীদের বহির্ভূত রাখার লক্ষ্যে 'ব্যক্তি' এই শব্দের ব্যাখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন আদালতের দৃষ্টিতে নারীদের জন্য ব্যবহারজীবী হিসেবে নিয়োজিত হওয়া পুরুষের জন্য অবমাননাকর আর সেইহেতু সেটি সম্প্রসারণক্রমে ঈশ্বরের জন্যও অমর্যাদাকর নির্ধারিত হয়। মার্কিন সুপ্রীমকোর্টের বিভিন্ন মামলার রায় অনুযায়ী নারীর ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে স্ত্রী ও জননীর ; তার স্থান গৃহে, স্বামী কিংবা বাবার নিরাপত্তার আশ্রয়ে বলেই গণ্য।

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে নারীর পবির্তিত অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সর্বত্র একইরকমের নয় যদিও পরিবারে ঘরোয়া জগতে এই প্রতিরোধ তুলনামূলকভাবে কম ও লোকপরিমণ্ডলে নারীর ঐ অবস্থান অনেকখানি অবাধ। ইহুদী-খৃস্টান ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীদের অবস্থানের সাথে মুসলিম ও হিন্দু নারীর অবস্থানের মধ্যে অনিবার্য কারণেই অনেক ফারাক। আর এ ব্যাপারে অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। তবে বিভিন্ন খৃস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি মধ্যেও নারীর পরিবর্তিত অবস্থানের প্রশ্নে মাত্রাগত তারতম্য আছে। তাদের বিশ্বাস ব্যবস্থায় ঐ তারতম্য বাস্তব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১ম বিশ্বযুদ্ধের আগে যেসব দেশ নারী ভোটাধিকার মঞ্জুর করে সেইসব অধিকাংশ দেশের জনসমষ্টিই প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান ধর্মমতাবলম্বী। এ দেশগুলি হচ্ছে ঃ নিউজিল্যাণ্ড (১৮৯৩), অস্ট্রেলিয়া (১৯০২), ফিনল্যাণ্ড (১৯০৬), ও নরওয়ে (১৯১৩)। অথচ ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে ক্যাথলিকপ্রধান দেশগুলি নারী ভোটাধিকার মঞ্জুর করে।

আমাদের ধারণা, খৃস্টান চার্চগুলির মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যই নারীদের অবস্থানকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রভাবিত হয়েছে প্রভাবের

www.nagorikpathagar.org

ধরণ ও পরিমাণও। ঐ পার্থক্য উল্লিখিত দুই শ্রেণীর চার্চের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি নারী নেতৃত্ব কী পরিসরে স্বীকার করে তার মাঝে নিহিত।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত যে, এমনকি, সনাতন যাজকতন্ত্রপ্রধান ধর্মেও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের মাত্রা যত বেশী হবে রাজনীতিতে অংশীদারীও তত বেশি হবে। ধর্মীয় শিক্ষা যতদুর অবধি মানুষের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আত্মার সাম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে ঠিক ততদূর পর্যন্ত ঐ ধর্মীয় শিক্ষা-আদর্শ নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত থাকবে। ধর্মীয় মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক প্রেরণা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনা রাজনীতিতে জড়িত হবার অনুকূলে শক্তিশালী প্রেরণার কাজ করতে পারে। নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে এযাবত যে বিঘ্নটি রয়ে গেছে সেটি হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ। অপেক্ষাকৃত কম সনাতন (অ্যারিস্টটলীয়) নারী-পুরুষ পরিচয়জ্ঞাপক আদর্শ অপেক্ষাকৃত বেশীরকমে ইতিবাচকভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে সহসম্পর্কিত, এটি নারীর রাজনৈতিক অংশ্রহণের অনুকূল হতে পারে। তাই ধর্মীয় শিক্ষা নয়, নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শই (সনাতন) নির্ধারক চলক যে বিষয়ে আরও গবেষণা-সমীক্ষা দরকার। যেসব জনসমাজে বহু ধর্মমতালম্বী মানুষের বাস ও একইসঙ্গে যেখানে একটি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তেমন সব জনসমাজে (দেশে) প্রধান নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ—যা কোনও একটি উপজনগোষ্ঠির একক স্বকীয়ত্ব নয়—আধিপত্য রক্ষার প্রবণতা প্রদর্শন করবে। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি দেশে যে কোনও বড় আকারের নির্বিচার নমুনা জরীপে কোনও বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী কোনও কোনও ব্যক্তির ওপর লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়, অন্যান্য ব্যক্তির ওপর ঐ একই আদর্শের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার ইতিবাচক ক্রিয়ায় তা দুর হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন ইহুদী-খৃস্টান ধর্ম সম্প্রদায়/উপসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্যের প্রতিক্রিয়া সম্ভবতঃ যে কোনও দেশ বা জাতির ভেতরে ব্যক্তিপর্যায়ের তুলনার চেয়ে বিভিন্ন দেশ/জাতির মধ্যেকার তুলনায় বেশী পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায় বড়জোর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রবলতর প্রয়াসের এক ধরনের স্থুল পরিমাপবিশেষ। যদি কোনও গোটা দেশের জনসমষ্টি রোম্যান ক্যাথলিক খৃস্টীয় মতবাদের অনুসারী হয় (যেমন, স্পেন) ও চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বেশ জোরদার হয়ে থাকে তাহলে ঐতিহ্যিক — ধর্মীয় লিঙ্গভূমিকা আদর্শই ঐ দেশে ব্যাপকতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনুরূপ দেশ ও পরিস্থিতিতে একমাত্র একান্ত ব্যতিক্রমধর্মী নারীর ছাড়া বাকী সব নারীই হবে অন্তঃপুরচারিণী গৃহিণী নারী। যেসব নারী একান্ত নিজ উদ্যোগে রাজনীতিতে অংশ নিতে ইচ্ছুক হ'ন (রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে প্রথমে বিবাহিত না হয়ে, যেমন, ইভা ও ইসাবেলা পেরণ, আর্জেন্টিনা) তাঁদের এই উপলব্ধি আসতে বাধ্য যে, ক্যাথলিক

www.nagorikpathagar.org

চার্চ, চার্চের ধর্মতত্ত্ব, শিক্ষা ও চার্চের সঙ্গে কোনওপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। অস্থিতিত্বশীল একটি ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে রাজনৈতিক অংশীদার হওয়ার অর্থ হবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মীয় প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া। কাজেই ঐ সমাজে নারী রাজনীতিতে অংশীদার হতে চাইলে তাঁকে কার্যতঃ বিপ্লবী হতে হবে। আমাদের সমীক্ষার বিপ্লবীনারীদের মাত্র একজন ছাড়া আর সকলে এমন সব দেশের নাগরিক যেখানে রুশ অর্থোডক্স চার্চ, মুসলিম ধর্ম ব্যবস্থা বা রোমান ক্যাথলিক চার্চই ছিল প্রতিষ্ঠিত 'চার্চ'। ফলতঃ এর আগে বিপ্লবী নারী ও ধর্মপ্রধান ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কের যে অনুমিত সিদ্ধান্তটি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল সেটির সারবত্তা এই বাস্তবতায় প্রমাণিত হয়। ইতালী ও ফ্রান্সের মত ক্যাথলিক প্রধান অন্যান্য দেশে যেখানে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা চার্চের ক্ষমতাকে হ্রাস করেছে সেইসব দেশে নারীর রাজনৈতিক আচরণ ও ধর্মীয় বিশাল অনুসারিতার মধ্যে সম্পর্ক অধিকতর জটিল হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এ দুটি দেশেই ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এক প্রতিসাম্যবিধায়ক লিঙ্গভূমিকা আদর্শ লালন করা হচ্ছে। এটা বিশেষতঃ করছে ঐ দুই দেশের কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দলগুলি (১৯৪৫ সালে ফ্রান্সের নারীরা ও ১৯৪৬ সালে ইতালীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে)। এই দুই দেশের যেসব নারী রাজনৈতিক পদের জন্যে প্রার্থী হয়েছেন তাঁদের প্রায় সকলকেই দেখা গেছে, হয় কম্যুনিস্ট পার্টি না হয় সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য। অবশ্য, প্রতিযোগিতা ছিল প্রচণ্ড। এসব দেশের খৃস্টান-গণতন্ত্রী দলগুলি নিজেদেরকে নারী বৈরী নয় দেখানোর জন্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে উৎসাহিত করতে এগিয়ে এসেছে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটার পাশাপাশি নারী ভোটাধিকারের লড়াই চলার কারণে সনাতন লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শের ওপর সনাতন ধর্মীয় প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কমতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃস্টান প্রধান দেশে সনাতন ধর্মীয় লিঙ্গভূমিকা আদর্শের প্রভাব প্রতিক্রিয়া কম হবারই সম্ভাবনা। একজন ক্যাথলিক নারী রাজনৈতিক উঁচু মহলের একজন তাৎপর্যপূর্ণ সদস্য হতে পারেন (যেমন গ্র্যাসো ও ডেভলিন) তাঁদের নিজ প্রয়াসে, নিজ ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন না দিয়েই-এ ঘটনা থেকে সনাতন যাজকতান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী নারীদের ওপর ঐ পরিবর্তশীল সম্পর্কের প্রতিক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল রকমে পরিস্কার। প্রধানতঃ প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃস্টান বা নাস্তিক্যবাদী দেশগুলিতে যেখানে এক অধিকতর আধুনিক লিঙ্গভূমিকা আদর্শ আধিপত্যশীল সেসব দেশেও নারীরা সনাতন যাজকতান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী হলেও খোদ সেটাই ঐসব নারীকে প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে রাজনৈতিক উঁচু তলায় স্থান করে নেবার পথে অন্তরায় হবার জন্যে পর্যাপ্ত নয়। এইসব দেশে এও অসম্ভব নয় যে, চার্চের বিষয়াবলীতে প্রত্যক্ষ, প্রকাশ্য নেতৃত্বদানের মাধ্যমে নারীরা যদি ধর্মীয় এখতিয়ারে পুরুষ মধ্যস্থের অচলায়তন

www.nagorikpathagar.org

ভাঙতে পারেন তাহ'লে সেক্ষেত্রে যাজকমণ্ডলীতে পুরুষের একচ্ছত্র দখলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হ্রাস পেতে পারে। এই যুক্তির পক্ষে সমর্থন স্পষ্টতঃই দুর্বল তবে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি এই যে, এ বিষয়ে আরও বেশী গবেষণা-অনুসন্ধান ও সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এটা মূল্যায়ন করে দেখা দৃশ্যতঃ জরুরী যে, যে নারীরা তাঁদের ধর্মীয় আনুগত্য বজায় রেখেছেন তাঁদের রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে তাঁদের মায়েদের কোনও সম্পর্ক/ যোগসূত্র আছে কি না কিংবা খোদ তাঁরা চার্চের সামাজিক ও তহবিল গঠন তৎপরতায় সক্রিয় নেতা বা সংগঠক ছিলেন কি না। এ ধরণের তৎপরতা যাজকমণ্ডলীর কর্মকর্তারা উৎসাহিত করে থাকেন। অর্থাৎ একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধি প্রায়ই প্রকাশ্যে এ ধরণের কার্যকলাপকে পুরস্কৃত করে থাকেন ও এর অনুমোদন মঞ্জুর করেন-খোদ এই বিষয়টিই নেতৃভূমিকায় নারী ভূমিকা নিষিদ্ধ করার ধর্মীয় ঐতিহ্যের নেতিবাচক ক্রিয়া দূরীকরণে সহায়ক হতে পারে, সহায়ক হতে পারে অন্ততঃপক্ষে ঐসব দেশে যেখানে প্রচলিত নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ অপেক্ষাকৃত উন্নততর।

জনসমক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে অনুমোদিত রীতিসমূহের মাঝেই প্রায় সকল ধর্মের কার্যতঃ নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শটির প্রতিফলন পাওয়া যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায়, অর্থোডক্স ইহুদী ধর্মমতে, ইহুদী উপাসনাগৃহে পুরুষকে নারীর দর্শন দেওয়া অনুমোদিত ছিল না। রোমান ক্যাথলিক নারীরা পুরুষকে দেখা দিতে পারে কিন্তু তাদের পুরুষ সমক্ষে কথা বলার অধিকার ছিল না। ১৯৭৭ সালে নারীরা চার্চের যাজক হ'লে তা পুরুষদের জন্যে অবমাননাকর হবে বা খোদ ঈশ্বরের তাতে অমর্যাদা হবে বা হবে না এনিয়ে, এমনকি, প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে ধর্মীয় নেতৃপদগুলিতে নারীদের গ্রহণের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি থাকার কারণে কোনও নারী রাজনৈতিক নেতৃত্বাভিলাষী হলে কিংবা কোনও নারী ধর্মবহির্ভূত ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হতে চাইলে সেসব ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। ১৯৭৬ সালের প্রোটেস্ট্যান্ট বিশপ মহাসম্মেলনে নারীদের যাজক হওয়ার অধিকার অনুমোদন করা হয়। এই সিদ্ধান্ত ধর্মীয় পরিমণ্ডলে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ধর্মীয় যাজককূলে নারীর ভূমিকা মডেল যতদিন না আরও ব্যাপক পর্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়ে উঠবে ততদিন লোকনেতৃত্ব অর্জন অভিলাষী নারীকে অবশ্য এ ধরণের একটা স্বধারণায় তুষ্ট থাকতে হবে ঃ "নারীর অংশগ্রহণের ওপর বিধিনিষেধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সীমিত ; আমার জীবনের আর্থ-রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ স্থানান্তরযোগ্য নয়।" এ ধারণার প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ আমরা বলতে চাই, নারী তার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষ মধ্যস্থ অবলম্বনে লোকপর্যায়ে অংশগ্রহণের যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম থাকলে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মে,

www.nagorikpathagar.org

এমনকি, বেশ রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী রাজনৈতিকক নারীর পক্ষেও তার ঐ ধর্মবিশ্বাসে জোর আস্থাবান থাকা সম্ভব।

আমরা ৩৬ জন নারীর জীবনী পর্যালোচনা করে দেখতে চেয়েছি, ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলিতে পুরুষ মধ্যস্থতার ধাঁচটি ভেঙ্গে ফেলার কোনও প্রবণতার অস্তিত্ব আছে কি না। আমাদের নয়জন বিপ্লবী ও পাঁচজন সন্ত্রাসবাদী নারীর মধ্যে কেবলমাত্র কোলোনতাইয়েরই দৃশ্যতঃ কোনও রকমের নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পটভূমি ছিল না। তিনি কোনও আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করার প্রয়োজনও আদৌ উপলব্ধি করেছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে নাস্তিক ছিলেন। তিনি বাদে অবশিষ্ট আটজন বিপ্লবী ও পাঁচজন সন্ত্রাসবাদী নারীর মধ্যে ১২ জনই (৯২ শতাংশ) তাঁদের শৈশবের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে প্রায় সকলেই নাস্তিক হয়ে ওঠেন। অবশ্য মড গোণে ও কাউন্টেস মার্কিয়েভিজের মত কোনও কোনও নারী তাঁদের ধর্মবিশ্বাস বদলান নি। এই দুই নারী আয়ারল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতির কারণে অ্যাঙ্গলিক্যান চার্চ (প্রোটেষ্ট্যান্ট বৃটিশ) পরিত্যাগ করে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের দু'জনের কেউ ক্যাথলিক ধর্মমত পুরোপুরি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা, ক্যাথলিক চার্চ মরমী অধ্যাত্মবাদ অনুমোদন না করলেও তাঁদের দু'জনেরই প্রেতাত্মাচর্চায় গভীর আগ্রহ বজায় ছিল। তাঁরা প্রায়ই আত্মা সাধনা বৈঠকে যোগ দিতেন। মার্কিয়েভিজ একবার 'লুসিফার' বা শয়তানকে 'উত্তম বিদ্রোহী' বলে প্রশংসা করে ক্যাথলিক মতবাদের মর্মমুলে আঘাত হেনে তাঁর ক্যাথলিক ধর্মগুরুকে রীতমত হতভম্ভ করেন।

কর্ডে ছিলেন সনাতন ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত একমাত্র সদস্য যিনি এক রোমান ক্যাথলিক আশ্রমে বড় হয়ে উঠেছিলেন, মৃত্যুও বরণ করেন রোমান ক্যাথলিক হিসেবে। অবশ্য মারাতকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কর্ডেকে মৃত্যুবরণ করতে হয় বিধায় ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের কোনও সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন তিনি করেছিলেন কি না তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কাউকে খুন করার চিন্তা বা সত্যি সত্যিই খুন করার ব্যাপারটি (তা যত যথার্থ উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাক না অবশ্যই কোনও না কোনওভাবে ধর্মীয় মূলনীতির অনিবার্য লঙ্ঘন)।

সে তুলনায় ১০ জন নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীর মধ্যে মাত্র একজন তাঁর বাবা-মায়ের অনুসৃত ধর্মমত পরিবর্তন করেন। লেডি অ্যাস্টর (ও তাঁর স্বামী) 'বিজ্ঞানবাদী' খৃস্টীয় ধর্মমত গ্রহণ করেন। বাকী ন'জন নারী তাঁদের ধর্মবিশ্বাস বদলান নি। অংশতঃ এও সত্যি হতে পারে যে, রাজনীতির 'ক্যারিয়ারে' ধর্মের গুরুত্বের কারণেও হয়ত ঐ নির্বাচিত নারীরা তাঁদের স্ব স্ব ধর্মমত বদলান নি। বস্তুতঃ রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার

www.nagorikpathagar.org

অন্যতম নির্ধারক হিসেবে ধর্মীয় একনিষ্ঠতার মূল্য 'খাটো' করে দেখার অবকাশ নেই। ক্যাথলিক প্রধান আয়ারল্যাণ্ডবাসীর একজন প্রতিনিধি হতে গেলে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের একজনকে কার্যতঃ রোমান ক্যাথলিক না হয়ে উপায় নেই। আর বিপ্লবী ডেভলিনের ক্যাথলিক থেকে যাওয়াটা সেজন্যই বিস্ময়ের কিছু নয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হ'তে হলে আগাগোড়া ইহুদী ধর্মীয় আচার-রীতি অনুযায়ী না হ'লেও কিছু কিছু ইহুদী রীতি পালন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জন্যে সুবিধেজনক হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর হ'তে হ'লে প্রার্থীর নিষ্ঠাবান রোম্যান ক্যাথলিক হওয়াটা খুবই সুবিধেজনক, বলা যায়, সম্পদতুল্য। কেননা, ঐ অঙ্গরাজ্যে বহু রোমান ক্যাথলিকের বাস। আমরা অবশ্য একথা বলতে চাই না যে, ডেভলিন, মেয়ার বা গ্র্যাসো তাঁদের ধর্মের অন্য যে কোনও অনুসারীর মত নিষ্ঠাবান নন বরং আমরা শুধু এটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে, একটা বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় নির্বাচিত কর্মকর্তা হতে হলে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে একনিষ্ঠ হতে হয়। ধর্মীয় তত্ত্বে ও প্রয়োগে না হলেও নির্মাণগত কাঠামোতে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক নিবিড়।

প্রায় সব নির্বাচিত নারীর বেলাতেই দেখা যায়, দৃশ্যতঃ তাঁরা তাঁদের সম্পাদিত লোকনেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও সনাতন রক্ষণশীল ধর্মীয় ভূমিকার (প্রত্যাশিত) মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকলেও তা উপেক্ষা করেছেন। রাজনীতিতে ওঁরা সাফল্য অর্জন করে দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় এখতিয়ারের বাইরে নারী নেতৃত্বের ওপর কার্যতঃ ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাকে তাঁরা মেনে নেন নি। কিন্তু যুগপৎ একথাও সত্যি যে, ওঁরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যান বা ঐ ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেন নি। এ পর্যায়ে আমরা কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা অর্জনকারী নারীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিই কল্পনা করতে পারি। আমাদের মতবাদ হচ্ছে, কার্যক্ষমতার বিকাশ কাজের ফলশ্রুতি, কারণের পরিণতি নয়। এ থেকে আভাস পাওয়া যায়, কার্যক্ষমতার প্রভাব বৈপ্লবিক ও নাটকীয় হতে পারে। কোনও ব্যক্তির ধর্মনিষ্ঠার কারণেই তাঁর অন্যত্র অর্জিত যোগ্যতা, সক্ষমতা কোণঠাসা হয় না।

জাতিগোষ্ঠিক পটভূমি ও রাজনৈতিক নারী

জাতি/ জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, পরিবার কাঠামো, বাবা-মায়ের রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক আচরণে নানা ভিন্নতা হয়ে থাকে বলে অধিকাংশ সামাজিকীরণ সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, মনস্তাত্ত্বিক চলকগুলির তুলনায় এই চলকগুলিকেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ সালে অ্যান্ড্রু এম গ্রীলীর ৪-১ নং চিত্রে

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী " জাতিগোষ্ঠীগত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের একটি মডেল"। গ্রীলী বলেন ঃ

> এই মডেল একটি জাতিগোষ্ঠীর (নরগোষ্ঠীর) জনসমষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের চারটি সরাসরি উপায়ের কথা কল্পনা হয়েছে। শিশুর রাজনৈতিক মূল্যবোধ সরাসরি (১) তার বাবা-মায়ের মূল্যবোধ (ঞ), (২) তার জাতিগোষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যময় পরিবার কাঠামো, (ঝ); (৩) তার পরিবারের সামাজিক শ্রেণীগত পটভূমি এবং (৪) তার পরিবার বা বাবা-মায়ের রাজনৈতিক মূলবোধের মধ্যস্থ-নির্ভর নয় এমন কিছু জাতিগোষ্ঠিক উপ-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আমরা আরও অনুমান করি যে, পরিবার কাঠামো ও বাবা-মায়ের রাজনৈতিক মূল্যবোধ-উভয়েই জাতিগোষ্ঠিক উপ-সংস্কৃতি ও সামাজিক শ্রেণী দ্বারা (গ, ঘ, চ) প্রভাবিত হয়।

চিত্র নং ৪-১

জাতিগোষ্ঠিক জনসমষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মডেল

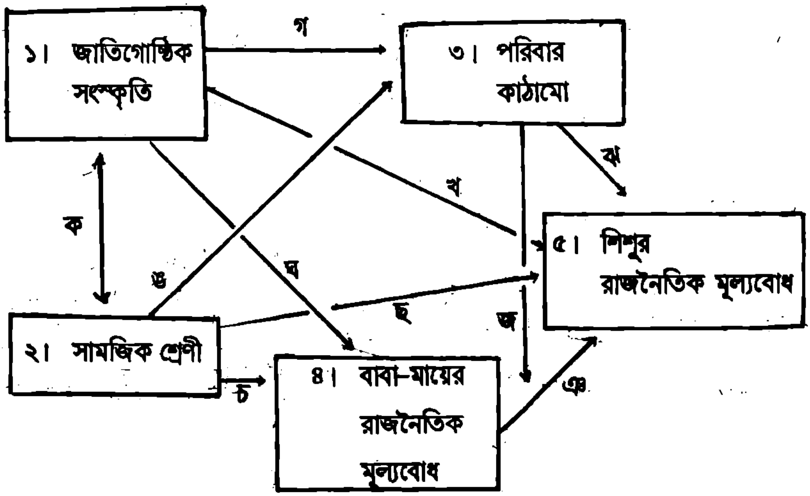

আমরা গ্রীলীর বক্তব্য অনুযায়ী স্বীকার করে নিচ্ছি যে, প্রভাবের পথগুলি চিত্র নং ৪-১-এ প্রদর্শিত ছকের অনুরূপ। তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতিগোষ্ঠিক পটভূমি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি উপলব্ধি করার সঙ্গে সম্পর্কিত। নারীর জীবনপরিসর নির্ধারণপূর্বক পরিবার কাঠামোর অভ্যন্তরে এক বিশেষ নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ এবং

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা সম্পর্ক পরম্পরার এক বিশেষ তত্ত্ব ও প্রয়োগ অনুশীলনকে তুলে ধরে বলেই এ পরিসর অবধি জাতিগোষ্ঠিক পটভূমি সম্পর্কিত।

কোন্ কোন্ ধরণের কিছু বিশেষ চরিত্রবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সক্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রণেতা হবে তা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বাস ব্যবস্থাতেই নিহিত। কোনও বিশেষ পরিবার কাঠামো আবার এই বিশ্বাস ব্যবস্থার উদাহরণ না-ও হতে পারে (পরিবার কাঠামো ও রাজনৈতিক নারীর বিশ্বাস সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার জন্য ৫ম অধ্যায় দ্রঃ)। ধর্মীয় দার্শনিক ঐতিহ্যবিরোধী ও সনাতন পারিবারিক সম্পর্ক পরম্পরাকে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপকারী জাতিগোষ্ঠীগুলিতে তাদের পরিবার কাঠামো নির্বিশেষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হবে ন্যূনতম। যেমন, ইতালীয় ও ফরাসী নারীরা সুইডিশ ও নরওয়েজীয় নারীদের তুলনায় প্রবণতার দিক থেকে রাজনীতিতে কম অংশীদার হয়ে থাকে। গোটা দেশজুড়ে এক জাতিগোষ্ঠী ও একটিমাত্র ধর্মের লোকের বাস হলে ও সকল অনুকূল কারণের সমাবেশ ঘটলে উল্লিখিত প্রবণতা বা সম্পর্ক জোরদার হতে লক্ষ্য করা যায়। আমরা মনে করি, ইংল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ডের মহৎ আইন ও রাজনৈতিক পদ্ধতির কারণে আয়ারল্যাণ্ডবাসীর প্রবল রক্ষণশীল রোমান ক্যাথলিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও আইরিশ নারীরা বেশী করে রাজনীতিতে ও লোকপর্যায়ে সক্রিয় হবে। ধর্মীয় সংস্কৃতির চেয়ে জাতিগোষ্ঠিক প্রভাব অনেক বেশী ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আইরিশ জাতির মধ্যে ফরাসী ও ইতালীয় সংস্কৃতির চেয়েও নারীসম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচরণ-রীতি অনেক বেশী প্রতিসাম্যবিধায়ক, এমনকি, অসঙ্গতিময়। সামাজিকীকরণের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যেখানে ছন্দপতন ঘটে সেখানে ও সেক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে বিধায় ঐ পরিস্থিতিতে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সর্বাপেক্ষা বেশী হবে। এই কারণেই যেসব সমাজ-সংস্কৃতি ও উপগোষ্ঠীতে সামাজিকীকরণের ধারা ক্ষুন্ন হয় এবং জাতিগোষ্ঠীগত বিশুদ্ধতা ও ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস পায় সেখানে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একইভাবে সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। চিলির রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের মধ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় এই ধারণার পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে। সেখানে দেখা গেছে, বিভিন্ন উপ-সংস্কৃতির নরগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণও বেড়েছে। আরও দেখা গেছে, যেসব চিলিদেশীয় নারী চিলির পুরুষদের বিয়ে করেছে তাদের তুলনায় উত্তর ইউরোপে জন্মগ্রহণকারী নারী যারা লাতিন আমেরিকান পুরুষদের স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে কিংবা যেসব চিলির মেয়ে বিদেশীদের বিয়ে করেছে তারা রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সক্রিয়।

তাই সচরাচর গোত্রীয় উপ-সাংস্কৃতিতে বিজাতীয় লোকের সংসর্গ ঘটলে ঐ মিশ্র জনসমাজের নারীর সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। একজন ইতালীয় নারী যদি কোনও আইরিশ পুরুষকে বিয়ে করে তাদের দুজনেই রোম্যান ক্যাথলিক খৃস্টান

www.nagorikpathagar.org

হলেও ঐ ইতালীয় নারীর লোক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। যদি কোনও 'জাতিগতভাবে অমিশ্র' দম্পতি তাদের সমাজ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে সংশ্লিষ্ট নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্ভাবনাটিও বেড়ে যাবে, অধিকন্তু, যত দীর্ঘ সময় একটি জাতিগোষ্ঠী বহুজাতিভিত্তিক মিশ্র জনসমাজের মধ্যে বাস করবে কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবে বিজাতীয় নানা প্রভাবের কারণে ঐ জাতিগোষ্ঠীর নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে।

যদি কোনও ব্যক্তির নিজ জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের, বিশেষ করে, নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে জোর দেওয়া হয় তাহ'লে ধরে নিতে হবে যে, ঐ সংস্কৃতিতে সামাজিকীকৃত ব্যক্তির রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনাও কম হবে। তবে পরিতাপের বিষয়, এ ধরণের জাতিগোষ্ঠীগুলির এই মাত্রা মূল্যায়নের কোনও পদ্ধতি এখনও কেউ উদ্ভাবন করে নি। তবু আমরা যেহেতু গুরুত্ব সহকারেই উল্লেখ করেছি যে, সামাজিকীকরণের ধারা শৃঙ্খলের নিরবচ্ছিন্নতা ক্ষুণ্ন হলে সামাজিক পরিবর্তন আসে সেহেতু আমরা এই বিশ্বাসেও বিশ্বাসী যে, জাতিগোষ্ঠী মিশ্রণ, মেলামেশা ও নারীর রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবে। ধর্মীয় ক্ষেত্রের মতই আমরা মনে করি, বিশেষ জাতিগোষ্ঠিক পটভূমির চেয়েও বরং জাতিগোষ্ঠী বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট নারীর জীবন পরিসরে কীভাবে যুক্ত হয় সেটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ধারণার প্রেক্ষাপটে বিশেষ জাতিগোষ্ঠীভুক্তির তাৎপর্য কী? মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রভাবিত করতে না পারা পর্যন্ত সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠী বৈশিষ্ট্যের কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না।

স্পষ্টতঃ কোনও একটা ধর্মবিশ্বাসকে যেমন বেছে নেওয়া চলে তেমনিভাবে জাতিগোষ্ঠী বেছে নেবার কোনও অবকাশ নেই। আর তাই প্রাপ্তবয়স্ক ও বাল্য গোত্রবৈশিষ্ট্যের তুলনাও সম্ভব নয়। অবশ্য সমীক্ষাধীন নারীরা ব্যক্তিগতভাবে জাতিগোষ্ঠিক বিভিন্নতা-বৈচিত্র্য বা বিজাতীয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন কি না কিংবা অনেক দূরদেশে গেছেন কি না-এগুলি নির্ণয় করে জাতিগোষ্ঠিক প্রভাবের সুসঙ্গতি নিরূপণ করা সম্ভব। কেউ কোনও দূরদেশে চলে গেলে ঐ ব্যক্তিকে একটা ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে গিয়ে পড়তে হয়। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ও লোকসম্পর্ক রক্ষায় বিকল্প নানা পন্থা অবলম্বন সম্পর্কে একটা চেতনা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। এ ধরণের কোনও বড়রকমের পরিবর্তন আন্তঃ বর্ণ/গোত্র বিবাহের মাধ্যমে গোষ্ঠিক বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ন হওয়ার মত প্রভাব দেখা দিতে পারে।

আমাদের সমীক্ষার ৩৬ নারীর জীবনী পর্যলোচনা থেকে দেখা যায়, আমাদের ধারণা-অনুমান অনুযায়ী গৃহিনী/একান্ত নারীর ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠিক সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতি-সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। অন্যদিকে, নির্বাচিত ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার

www.nagorikpathagar.org

চেতনাসম্পন্ন, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মধ্যে জাতিগোষ্ঠিক সামঞ্জস্য ভাঙ্গার অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এ ছাড়া, খুব বেশীকাল ধরে বিদেশী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে (বিদেশে) যাওয়া বা থাকার ফলে কিংবা ঐ পরিবেশে বসবাসের কারণে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুণ গৃহিনী নারীরা (সম্ভাবনাময়) নানা বিচিত্র প্রভাবের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। লোকনারী হিসেবে শ্রেণীভূক্ত আমাদের পাঁচজন নারীর চারজনেরই অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের বয়স ১৮ বছর হবার আগেই। ফলে এর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াও হয়েছে তীব্র।

আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও নারী

আয় ও আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ব্যক্তির জীবন পরিসর নির্ধারণ এবং জীবন পরিসর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে একজন শিশুর সুযোগ-সম্ভাবনা তথা জীবন সম্ভাবনা কতখানি তা নির্ধারণে অনিবার্য কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায়, বিত্ত ও উচ্চতর আর্থ-সামাজিক মর্যাদার নারীরা অধিক শিক্ষা ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতার অধিকারী। নিজ ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে। বিজাতীয় বিশ্বাস ও আচরণের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের পূর্ব অনুমিত সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আরও অনুমান করতে পারি যে, নিম্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর নারীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের বেশী সংখ্যায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেশী হবে। স্বামীর উপার্জনের জৌলুষ ও শান-শওকত প্রদর্শনের জন্য 'দৃষ্টিহ্যরক ভোক্তা' হিসেবে নারীকে ব্যবহার করার রীতির নেপথ্যে একটা উদ্দেশ্য থাকে যার অবর্তমানে গোটা সম্পর্কটিই এক রৈখিক সম্পর্ক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হ'ল, সবচেয়ে ধনী মহিলাদের রাজনীতিক হবার সম্ভাবনা উল্লিখিত কারণেই সবচেয়ে কম। ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রের মত আমরা মনে করি, নারীর রাজনৈতিক ভূমিকায় বাবা-মায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কোনও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব থেকে থাকলে সেটি মূলতঃ পরিবারের নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং বাবা-মা তাদের কন্যাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর কী ধরন ও পরিসরের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক তার সাথে সম্পর্কিত। বাবার আর্থ-সামাজিক মর্যাদা পরিবারের নারী সদস্যদের বিভিন্ন বিজাতীয় বিশ্বাস ও আচার-রীতির সংস্পর্শে আসার এবং তাদের অধিকতর উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষালাভে বেশী করে সুযোগ করে দেবার ব্যাপারে অবদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী পুরুষেরা চাকরিকে নিতান্তই তাদের পরিবার ভরণ-পোষণের উপায় হিসেবে দেখে। এভাবে

www.nagorikpathagar.org

চাকরিকে কিছুটা অপ্রীতিকর অপরিহার্য মনে করা হয়। কাজের জগত বৈরী জগত, কিংবা বড়জোর আকর্ষণহীন জগত। স্বগৃহই পুরুষের দুর্গপ্রসাদ। ঐ প্রাসাদের রাজা ও প্রধান থাকার ওপরই তার মর্যাদা, অবস্থান, অহংবোধের তৃপ্তি ও যুক্তির বুনিয়াদ। একজন স্বাধীন সমমর্যাদাসম্পন্ন নারী এধরণের 'জগত'-এর জন্য হুমকি স্বরূপ।

পরিবারের স্বল্প আয় আরও বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করে। পরিবারের ব্যয় মেটানোর জন্য স্ত্রীকে চাকরি বা কাজে যেতে হ'লে ঐ অবস্থার চাপে সম্পর্ক বদলে যায়। জীবনের নিরাসক্ত বাস্তবতার নিরিখে লক্ষ্য করা যায়, পুরুষের যে সনাতন ভূমিকা থাকার কথা সে ভূমিকাটি সে পর্যাপ্তভাবে পালন করতে পারছে না। আর পুরুষ যদি এভাবে তার নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, নারীও স্বাভাবিক কারণেই তার সনাতন ভূমিকা পালন করতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এ পরিবর্তনকে মেনে না নিয়ে নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারীদের বেলায় দেখা যায়, অন্ততঃ গোড়ার দিকে আচরণের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিবর্তনকে একগুঁয়ের মত ওরা মেনে নিতে অস্বীকার করে। নারীর আয় সম্পূরক। বাইরের জগতের বৈরী পরিবেশ থেকে উদ্ভূত এ আয়টা দরকার হলেও অনিষ্টকর। এমনকি, যখন সে এই বাড়তি রোজগার আয়ের চেয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার, পারিবারিক নিরাপত্তা ও পরনির্ভরতাকে বেশী অগ্রাধিকার দেয় ও তাতে যে অনিষ্ট হয় সে অনিষ্টের চেয়েও তার এ সম্পূরক, বাড়তি আয় আরও বেশী অনিষ্টকর। এই বিষয়গুলি পুরুষের অহংবোধের তুষ্টির জন্য একান্ত জরুরী এবং বস্তুতঃ নারীর কাছেও। এগুলি নিয়েই তাই কথা কাটাকাটি, তিক্ততা বাড়ে, আচরণে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী এ দু'জনের বিয়ের সূচনা হয়েছিল নারী-পুরুষ সনাতন ভূমিকার ভিত্তিতে। পরিবর্তনশীল, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার চাহিদা মেটাতে উল্লিখিত উত্তেজনার কারণগুলি বদলানো সব সময় মানুষের সাধ্য নয়।

উল্লিখিত মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলির জন্যই গড়ে নিম্নবিত্তশ্রেণীর নারী-পুরুষ উভয়ের সম্পর্ক সাধারণতঃ চিরায়ত, সনাতন, ঐতিহ্যসিক সম্পর্ক অর্থাৎ পোষ্য, অনুগত স্ত্রী ও স্বাধীন, কর্তৃত্বশীল স্বামীর সম্পর্ক। বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের চেয়ে দৈহিক ক্ষমতাই স্বামী-স্ত্রী জীবিকায় বড় ভূমিকা পালন করে বলেই নারী-পুরুষের সনাতন ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পায়। এসব কারণেই স্ত্রী-পুরুষের সনাতন সম্পর্ক ভাঙার যে কোনও 'সচেতন' প্রয়াসের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের প্রতিরোধপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা 'সচেতন' শব্দটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি এ কারণে যে, বস্তুনিরপেক্ষ বাস্তবতার কারণে উচুশ্রেণীর লোকের তুলনায় নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের স্বামী-স্ত্রীর আদর্শায়িত ঐতিহ্যসিক সম্পর্ক ভাঙার সম্ভাবনা বেশী। সংক্ষেপে, আমরা যদি বিশ্বে সকল নারীর একটা প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার জন্য অনুসন্ধান করি তাহ'লে দেখা যাবে, নারীর রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এর একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

কারণ, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শে পরিবর্তন ঘটায় ও তাতে জীবন পরিসরের ওপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ লাভের সম্ভাবনা বাড়ে।

বাবা-মায়ের পরিবারের আর্থ-সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে আমাদের সমীক্ষার ৩৬ নারীর প্রাপ্তবয়স্ক রাজনৈতিক আচরণের সম্পর্ক আছে কি না দেখার জন্যে আমরা এই সব নারীর পিতার আর্থ-সামাজিক মর্যাদার আলোকে তাদেরকে তুলনা করেছি। সবচেয়ে বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে বিপ্লবী নারী ও নির্বাচিত/ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের পিতাদের মধ্যে। দেখা যায়, বিপ্লবী নারীদের অধিকাংশের জন্ম হয়েছে ধনী, অভিজাত পরিবারে। পক্ষান্তরে, তরুণ বয়সেই ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নারীরা প্রধানতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। অন্যান্য নারীর বেলায়ও মোটামুটি এধরণেরই পার্থক্য করা গেছে যদিও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্পষ্ট নয়।

লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ ও শিক্ষাগত পরিবর্তন

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত রচনাবলীতে সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে পরিবার না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশী গুরুত্বপূর্ণ-এই বিতর্কের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এ প্রশ্নে আদতে কোনও সংশয়েরই অবকাশ নেই। অন্ততঃ ইতিহাসের দিক থেকে মেয়েদের বেলায় প্রভাব সৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের স্থান পরিবারের পরে। সাধারণতঃ মনে করা হয়, শিক্ষার কাজ হ'ল সমাজ বা পরিবারে ব্যক্তির যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্য তাকে প্রস্তুত করা। ইতিহাসের কালপরিক্রমায় এযাবত দেখা গেছে, মেয়েদের জন্য শিক্ষার তেমন কোনও প্রয়োজন আদৌ আছে বলে মনে করা হয় নি। বরং প্রায় ক্ষেত্রেই মেয়েদের বেশী লেখাপড়াকে তাদের বা সমাজের জন্য বিপজ্জনক, এমনকি, ক্ষতিকর বিবেচনা করা হ'ত। এমনকি, জ্যাঁ জ্যাক রুসো ও টমাস জেফারসনের মত 'মহৎ' গণতান্ত্রবাদীরাও নারীকে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি মনে করতেন। তাঁদের মতে, নারীর কাজ পুরুষের চাহিদামাফিক তাদের সেবা করা। আর মেয়েদের যদি আদৌ শিক্ষা দেওয়াও হয় সে শিক্ষা হওয়া উচিৎ মূলতঃ পরিবার ও পরিবারের প্রধান পিতার অস্তিত্বের স্বার্থে।

অনিবার্য আবশ্যিক কারণেই বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর মর্যাদার পার্থক্য নিরূপন করা দরকার। অভিজাত ও সমাজের উঁচুতলার স্ত্রী ও কন্যাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা, এমনকি, সমাজের নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের চেয়ে উন্নত। সর্বক্ষেত্রে না হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অভিজাত মেয়েরা বন্দী দাস শিক্ষকের মাধ্যমে গৃহে কিংবা তাদের বাবা, ভাই বা স্বামীর কাছ থেকে 'উত্তম শিক্ষা' লাভ করে। তবে এই শিক্ষাদানের বেলায় পুরুষদের ভালবাসা বা আত্মস্বার্থই প্রেষণা হিসেবে কাজ করে। প্রাপ্য অধিকার হিসেবে নারীকে সামাজিক মর্যাদা

www.nagorikpathagar.org

বা শিক্ষা কোনওটিই দেওয়া হয় নি। জন্মের আকস্মিকতা কিংবা বিয়ে নারীকে শিক্ষা দেওয়া হবে কি না হবে এবং ঐ শিক্ষার বিষয়বস্তু কী হবে-উভয়ই নির্ধারণ করে।

অনেকেই দাবী করতে পারেন যে, অতীতের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০-এর দশকে শিক্ষা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্যাট্রিসিয়া টেলর উল্লেখ করেছেন, "কেবল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেলায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তু নারী-পুরুষ ভিত্তিতে ভিন্ন। উচ্চতর শিক্ষাস্তরগুলির দৃষ্টতঃ মেয়ে-ছেলে সকলেই একই রাজনৈতিক ভূমিকা ও মূল্যবোধ শিখে থাকে। হেস ও টর্ণিও জানিয়েছেন, ৭ম-৮ম শ্রেণী নাগাদ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আর কোনও নারী-পুরুষ ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না। ১৯৭৪ সালে ওরাম, কোহেন, গ্র্যাসমাখ ও ওরাম জানান, ৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণীর একদল নমুনা ছাত্রছাত্রীদের মাঝে রাজনৈতিক জ্ঞান, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন ও প্রভাব বিষয়ে কোথাও কোনও নারী-পুরুষ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যার নি। অথচ ১০ বছর আগে হাইম্যানের একই ধরণের সমীক্ষায় উল্লিখিত ফলের বিপরীত ফল পাওয়া যায়।

স্পষ্টতঃই সহশিক্ষা, নারীদের ভোটাধিকার দিয়ে সংবিধানের সংশোধনী, তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার দান এবং সেইসাথে নারীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনার অধিকার দানের ফলশ্রুতিতে নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে শিক্ষারও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে এখনও শিক্ষা গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ স্তরেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, উপরে বর্ণিত হেস ও টরনির সমীক্ষার ফলাফলেও মেয়েদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে পরিবারের প্রাধান্য এখনও স্বীকৃত সত্য। কিছুদিন আগে পর্যন্তও গৃহে পরিবারের মাঝে রাজনীতি সম্পর্কে একটি মেয়ের আগ্রহ, জ্ঞান ও তথ্যাবগতির ঘাটতি বা নিম্নস্তর কাটিয়ে ওঠার জন্য তাকে অন্ততঃপক্ষে জুনিয়র মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর ডিঙ্গিয়ে আসতে হত। এ ব্যাপারে আরও যুক্তি দেখিয়ে বলা যায় যে, উঁচুতলার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহারের ওপর পরিবার ও সংস্কৃতির প্রভাবকে এখনও শিক্ষা ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। এ ছাড়াও, ১৯৭৪ সালে যখন এমন বক্তব্য দেওয়া হচ্ছিল যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন বিষয়ে কোনও নারী-পুরুষ ভিন্নতা নেই তখন কার্ল আলেকজাণ্ডার ও ব্রুস একল্যাণ্ডের পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলে দেখা যায়, নারীর মর্যাদা ও তাঁর বংশ পরিচয় তখনও তার শিক্ষাগত সাফল্য নির্ধারণে তার নিজ সামর্থ্যের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যা পুরুষদের বেলায় সত্যি নয়। মেধা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে রাজনীতিতে অংশীদার হবার জন্যে নারীরা যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও পন্থা আয়ত্ত না করতে পারে তাহলে কী করে বলা যাবে যে,

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে নারী-পুরুষ বৈষম্যের/ভিন্নতার অবসান ঘটেছে? আরও একটি বাড়তি সমস্যা এই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় যা শেখানো হয় তাতে এক একজন শিক্ষার্থীকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় ঐ ব্যবস্থাকে তাকে গড়ে তোলার নেতা বা সিদ্ধান্তপ্রণেতা করে তোলা যায় না বরং পুরোপুরি প্রবণতা থাকে অধীন, আজ্ঞাবহক হিসেবে গড়ে তোলার। প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একমাত্র যে সত্যিকার রাজনৈতিক কাজটি করে থাকে তা হচ্ছে, নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্যের অঙ্গ হিসেবে ভোটার তৈরী করা। কোনও কোনও উঁচু শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক লোকনেতা হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে বটে কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের মত আধুনিক দেশেও এ ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নারী-পুরুষ সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে সবার শেষে। তাই ২০ শতকের শেষ ২৫ বছরে যুক্তির খাতিরে যদিও একথা বলা যায় যে, নারীদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহদানের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অন্ততঃপক্ষে পরিবারের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ—তবুও আপাতঃ সাক্ষ্যপ্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক কাল পরিক্রমায় ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি অবধি শিক্ষার অনুকূল এধরণের দাবীকে ভ্রমাত্মক বলতেই হয়।

আমাদের সদ্য আলোচিত বিষয়গুলির পরিপূর্ণ প্রভাব অনুভূত হওয়ার আগেই আমাদের গবেষণার নারীরা সকলেই তাঁদের শিক্ষালাভ সমাপ্ত করেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষার দিক-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য বিশ শতকের গোড়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি পরিবর্তন অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। এই নারীদের ওপর প্রভাব সৃষ্টিতে ঐ পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

এ পরিবর্তন ছিল সহশিক্ষার প্রবর্তন। এ বিষয়টি নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের অবচেতন শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই আদর্শই একজন নারী তার জীবন পরিসরে কী কী অন্তর্ভুক্তির আশা করে সেগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। এই পৃথিবীর সাথে সংস্পর্শের সূচনা পর্বে নারী ও পুরুষের পৃথগায়ন মূল্যবোধ-ব্যবস্থা এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যা নারী-পুরুষভিত্তিক শ্রম বিভাজন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে একটি শিশু তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নেবে যে, এমন কিছু জিনিস আছে যা ছেলেদের জানা দরকার, মেয়েদের দরকার নেই, মেয়েদের দরকার, ছেলেদের দরকার নেই। মেয়েরাই যেহেতু কেবল 'মা' হয় ও সেই সঙ্গে থাকে ধারা-ঐতিহ্যের বাঁধন, সে কারণেই মেয়েদের ঘরোয়া জগতের সঙ্গে 'মেয়েলী' জিনিসগুলির সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। একইভাবে, ছেলেরা যেহেতু সৈনিক, লোকপদধারী বা শ্রমিক ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

হবে সেজন্য তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীভূত থাকবে। নারী-পুরুষভিত্তিক শ্রম বিভাজনের এই আদি পর্যায়ের শিক্ষার অধিকতর স্থূল বিষয়গুলির অবসান ঘটায় সহশিক্ষা।

নারীরা প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে যে সামর্থ্য-যোগ্যতার অনুভূতি লাভ করে শৈশবে স্কুলের পরিবেশে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা শিখলে ঐ মেয়েটির মধ্যে তখনই উল্লিখিত অনুভূতি হতে পারত। নারী-পুরুষ আদর্শের ওপর প্রতিক্রিয়াকে সহশিক্ষার প্রভাব বলে গণ্য করা হয়। এতে মেয়েরা একথা ভাবতে উৎসাহী হয় যে, ছেলেরা যে কাজের জন্য বড় হচ্ছে তারাও ঐ একই কাজ করার জন্য তৈরী হয়ে উঠতে পারে। একবার এই সক্রিয় নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ রপ্ত হয়ে গেলে ঐ শিক্ষার বিষয় ও পরিসর ঐ মেয়েটির বিকাশ নির্দেশনায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। সক্রিয়তার এই মৌলিকতর শিক্ষার অভাবটিকে পূরণ করতে বিমূর্ত ও ধারণামূলক উপাদানগুলি অক্ষম।

নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ও মেয়েদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সঙ্গে সহশিক্ষার যোগসূত্রটি আমাদের সমীক্ষাধীন নারীদের মাঝে চমৎকার ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার প্রবল চেতনা গড়ে তুলেছেন এমন প্রায় সকল নারীই সহশিক্ষামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। অবশ্য গৃহিনী ও লোকনারীদের প্রায় সকলেই, বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে পড়েছেন। এরা যদি আদৌ কেউ কখনও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে থাকেন তাহলে সেটা মাধ্যমিক বা কলেজ স্তরে, তাদের মাঝে আদি নারী-পুরুষ ভূমিকাটি তাদের রপ্ত হবার পর। (এই তুলনায় বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীরা বাদ পড়েছেন। এর কারণ, এসব নারীর নিজ নিজ দেশের যে সময়ে যে ধরণের শিক্ষার সুযোগ ছিল অন্য দেশের অন্যান্য নারীদের শিক্ষার কাল ও ধরণের সঙ্গে সেগুলির সঙ্গতকারণেই তুলনার সুযোগ নেই।)

উপসংহার

যে প্রশ্ন দিয়ে আমাদের এই অধ্যায়ের সূচনা তা হ'ল কেন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অধিকাংশ প্রয়োগ-অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা ও তত্ত্ব রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আমাদের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মূলতঃ আমাদের অভিমত ছিল, এইসব তত্ত্ব ও সমীক্ষা গতানুগতিক, সনাতন ও স্থিতাবস্থারক্ষক কারণগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপের কারণে ঐসব তাত্ত্বিক ও সমীক্ষকেরা সমাজ পরিবর্তনের সমস্যাগুলি যথাযথ আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। আমরা ধর্মীয় আনুগত্য, জাতিগোষ্ঠী পরিচয় ও সম্পর্ক, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা এবং নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক পরীক্ষা-যাচাই করেছি ও তাতে আমরা দেখেছি, আমাদের ধারণা-অনুমানই সঠিক। স্থিতাবস্থা সমীক্ষার জন্যে এ ধরণের চলকগুলি ফলদায়ক হলেও কেন কোনও বিশেষ একজন নারী উচুপর্যায়ে রাজনৈতিক নারী হওয়ার জন্য উদ্যমী হবেন তা বোঝার জন্য সহায়ক নয় বলেই মনে হয়। স্থিতাবস্থায় ভাঙ্গন তথা ধর্মান্তর, চার্চে যাওয়া কমানো কিংবা বন্ধ করা, দেশান্তর গমন এবং সহশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের মত বিষয়গুলি রাজনৈতিক নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই মনে হয়। রাজনৈতিক নারীদের বেলায় সামাজিকীকরণের বিভিন্নধরণের নিরবচ্ছিন্নতায় ছন্দপতনের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতালাভের একটা প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। তবে এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, এই মোটামুটি সামষ্টিক স্তরের শক্তি বা বিষয়গুলি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করে, ওতে যোজনা ঘটায়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সমীক্ষকরা যেসব সমাজতাত্ত্বিক প্রকৃতির চলক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন তার প্রায় সবগুলিই যেমন, ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার স্তর লোক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর পদবিক্ষেপকে সুগম করতে পারে, বিঘ্নিতও করতে পারে। নারীরা এসব পরিমণ্ডলে প্রবেশের চেষ্টা করবে কি করবে না-সে ব্যাপারে অবশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলির কোনই প্রভাব নেই। আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীন রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়ের মৌলিক বিষয় হচ্ছে, একটা সক্রিয়তাবাদী নারী-পুরুষ আদর্শের বিকাশ। নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ প্রধানতঃ নারীর বাবা-মায়ের পরিবার থেকে আসে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার যতটুকু প্রারম্ভিক তাৎপর্যই থাক সেটির ব্যাখ্যা ও আরোপ করে থাকে পরিবার কাঠামো। পরিবার ও রাজনৈতিক নারীর বিকাশে এই যোগসূত্রের গুরুত্বের প্রশ্নই হবে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

পারিবারিক সম্পর্ক ও নারীর আত্ম-ভাবমূর্তি

৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই পারিবারের অভ্যন্তরে কর্তৃত্ব কাঠামো ও রাজনৈতিক সামজিকীকরণে এর প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত গ্রীলীর জাতিগোষ্ঠিক রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ মডেল (চিত্র নং ৪-১) অনুযায়ী পরিবার কাঠামো রাজনৈতিক সামাজ্বিকীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলক। পরিবার কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরাও স্বীকার করি। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সঙ্গে আমরা যে সব যুক্তিতে পরিবার কাঠামোকে সম্পর্কিত করেছি তা অনেক সমাজবিজ্ঞানীর ধ্যান-ধারণা থেকে অনেকটা আলাদা। আমরা আরও বলতে চাই যে, বিভিন্ন ধরণের পরিবার কাঠামোর প্রভাব সম্পর্কিত আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্তগুলিও ভিন্ন।

পরিবার কাঠামোর ব্যাপারে আমরা আগ্রহী প্রধানতঃ এ কারণে যে, এটি নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত আর এই পরিবার কাঠামো একজন মেয়েকে তার জীবন পরিসরের ওপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ লাভের সুযোগ দেয়। এ পর্যন্ত বেশীরভাগ সমীক্ষাতেই নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, কার্যক্ষমতার চেতনা, আগ্রহ ও মূল্যমুখিনতা ইত্যাদির ওপর পরিবারে মাতৃ প্রাধান্যের প্রভাব ইতি বা নেতিবাচক তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষমতার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'পরিবারে কর্তা কে?' — এই প্রশ্নভিত্তিক এক সমীক্ষা পরিচালনা করেন রবার্ট হেস ও জুডিথ। তাঁরা জানান, এ সমীক্ষাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। ওরা রাজনীতিতে কম আগ্রহী। এদের মায়েরা পরিবারে কর্তৃত্বশীল, বাবা নয়। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনও সাড়া বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি।

স্বামী-স্ত্রীর ক্ষমতার কাঠামো ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষাটি করেছেন কেনেথ পি ল্যাংটন। ক্যারিবীয় অঞ্চলের একক পরিবারগুলির (ক্ষুদ্র) মধ্যে পিতৃকর্তৃত্বহীন মাতৃপ্রধান পরিবারগুলির সমীক্ষা ও যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত অনুরূপধরনের সমীক্ষার ভিত্তিতে ল্যাংটন সিদ্ধান্তে

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছেছেন যে, পরিবারে মায়ের আধিপত্য থাকলে 'তার প্রভাবে পুত্রসন্তানেরা সাধারণত হীনবীর্য হয়ে পড়ে। তবে কন্যাসন্তানের ওপর তুলনামূলকভাবে তেমন কোনও প্রভাবই পড়ে না।' পিতৃবিহীন মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার কাঠামোর পরিবেশে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের বলে লক্ষ্য করা গেছে। ল্যাংটন এর কারণ ব্যাখ্যা কঠিন বলে উল্লেখ করেন।

ল্যাংটন আরও লক্ষ্য করেন, মাতৃপ্রধান পরিবারের ছেলেরা পিতৃপ্রধান পরিবারের ছেলেদের তুলনায় সাধারণতঃ রাজনীতিতে কম আগ্রহী, কম কার্যক্ষম ও কম সক্রিয় হয়ে থাকে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, পরিবারের শিক্ষা স্তর সমীক্ষালব্ধ ফলকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। "তবে কলেজ শিক্ষিতা মায়েরা পরিবারে প্রধান ভূমিকা পালন করলে ঐ পারিবারের ছেলেরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়।" সমীক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্ত এই ফলের পরিস্কার কারণ হিসেবে তিনি অধিকতর উচ্চশিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্তশ্রেণীর লোকদের অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষাস্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। মা আছেন, বাবা নেই এমন পরিবারে সন্তানদের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার সামাজিকীকরণে কোনও রকম তারতম্যমূলক প্রভাবের বেলায় উল্লিখিত পারিবারিক উচ্চ শিক্ষাস্তর প্রতিবিধায়কের কাজ করে অর্থাৎ ঐ নেতিবাচক প্রভাবটি কমায়।

ল্যাংটনের গবেষণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করে। প্রশ্নটি হচ্ছে ঃ কীসে রাজনীতিতে সক্রিয় ও কার্যক্ষম করে তোলে? তিনি এজন্যে আয় ও শিক্ষার মত দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করলেও তার অন্তরালে ব্যক্তি মনে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন যা-ই হোক না কেন সেই বিষয়টি ঢাকা পড়ে গেছে। আয় ও শিক্ষা-এ দু'টি বিষয় সামাজিক মর্যাদার সূচক। এ দু'টি সূচক অবশ্য নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ, জীবন পরিসরের প্রকৃতি ও ঐ পরিসরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যপ্তির প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিপর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য প্রদর্শন করে। মাতৃপ্রধান নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পরিবারে পরিবার প্রধান (নারী) অতি সামান্য শিক্ষা ও দক্ষতার অধিকারী হ'লে তার জীবন পরিসর হবে সঙ্কীর্ণতর এবং সম্ভবতঃ ঐ পরিবার প্রধান তার জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে কিংবা পরিসর আরও সম্প্রসারণের বেলায় বারংবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হবেন। পরিবারের ছেলেরা ও মেয়েরা উভয় পক্ষই বিশেষ করে মেয়েরা এইসব ব্যর্থতায় দারুণ প্রভাবিত হবে। অতীত অংশগ্রহণ (রাজনৈতিক) ও দক্ষতা-যোগ্যতা স্তরের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হবার কারণে নিম্ন শ্রেণীর পরিবারের মেয়েদের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা যে খুব বেশী হবে না তা সহজেই অনুমেয়। মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের এই কার্যক্ষমতার চেতনা অবশ্য নিম্নগামী হবে না কেননা, তাদের মায়েদের প্রারম্ভিক দক্ষতা স্তর উচ্চতর হতে বাধ্য; আর এমন মায়েদের ব্যর্থতার হারও কম। কেবলমাত্র মা-কেন্দ্রিক পরিবারই ঐ পরিবারে পুরুষ কর্তাব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

অবর্তমানেও মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে তাদের অবস্থান বজায় রাখতে পারে — এ বাস্তবতা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এসব পরিবারে মায়েদের যোগ্যতান্তর উন্নত। মা আত্মনির্ভর হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেই যে সেই কারণে পরিবারের সন্তানদের রাজনীতিতে কার্যক্ষমতা ও অংশীদারী আরও বাড়বে এমন নয়। তবে তা ঐ কার্যক্ষমতার চেতনা ও অংশীদারীর সত্যিকার হ্রাস রোধে সহায়ক হতে পারে।

অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিত মায়ের কারণে তার ছেলেদের রাজনৈতিক অংশীদারী ও কার্যক্ষমতার চেতনা বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু মেয়েদের আচরণে এর বিপুল প্রভাবটি প্রকাশ পায় না। অর্জিত শিক্ষান্তর নয় বরং নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শের পরিবর্তনই নারীর রাজনৈতিক চেতনা ও অংশীদারী বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সনাতন নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ও সেই সাথে মা উচ্চশিক্ষিত হ'লে ঐ মায়েরা বর্ধিত যোগ্যতার অধিকারী হন। এতে তাঁরা সনাতন নারী-পুরুষ ভূমিকায় অধিকতর যোগ্য করে তোলার জন্য সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হন। অবশ্য, কেবল একারণেই রাজনীতিতে মেয়েদের অধিকতর অংশগ্রহণ ঘটবে না, রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা বাড়বে না। জীবন পরিসরের প্রকৃতি বদলায় শিক্ষা যদি এমন দক্ষতা ও সামর্থ্য তৈরীতে সক্ষম হয় কেবল তাহ'লেই রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা ও অংশীদারী বাড়বে।

কেন কেউ, (ছেলে বা মেয়ে যে-ই হোক) রাজনীতিতে অংশ নেবে কিংবা তার মাঝে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা গড়ে উঠবে 'পরিবারের কর্তা কে? — খোদ এই প্রশ্নটিই কেবল সে ব্যাপারে অর্থবহ জবাব ও অন্তর্দৃষ্টি দান করবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সমীক্ষাপাত্র যাঁরা 'পরিবারের কর্তা কে'? — এই প্রশ্নের জবাব দেবেন তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা না দেওয়া অবধি মা পরিবারের কোন্ কোন্ এলাকায় বা কী কী বিষয়ে আধিপত্যশীল তা পরিস্কার ফুটে উঠবে না। পরিবারের ছেলেমেয়েরা সম্ভবতঃ মনে করে, বাবা বা মা যিনি প্রকৃতপক্ষে শাস্তি দেন তিনিই প্রধান। কর্তৃত্ব তাঁরই। বস্তুতঃপক্ষে, ল্যাংটনও তাঁর মাতৃপ্রাধান্য সম্পর্কিত সমীক্ষায় এটিকে পারিবারিক কর্তৃত্বের অন্যতম সূচক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এসত্ত্বেও আমরা জানি না, কে আসলে শাস্তি দেয়। বাবা না মা? আমরা এও জানি না, লোক বা রাজনীতি মোকাবেলা করার সামর্থ্য মায়ের কতটুকু। আমরা জানি না, সন্তানদের কাছে মায়ের ভূমিকা আদর্শ বা মডেলটি ঠিক কী ধরণের। এসমস্ত জিনিস সম্পর্কে না জানা অবধি কন্যাদের আচরণের ওপর মায়ের প্রভাবের মূল্যায়ন করা আদৌ আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং আমাদের কাছে এ মুহূর্তে আপাততঃ যা প্রতীয়মান তা হচ্ছে, এ ধরণের পরিবারে হয়ত পুরুষদের ভূমিকাটি অনেকটা স্ত্রৈণ স্বামীর মত। যদি মাতৃপ্রাধান্য পুরুষের রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা ও অংশীদারী কমায় তাহ'লে আমরা বলব ওটা হয়েছে পুত্র কর্তৃক স্ত্রৈণ পিতাকে অনুসরণ করার ফলে। অর্থাৎ পিতার স্ত্রৈণ স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব এজন্য দায়ী। মেয়েদের রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

অংশগ্রহণের বেলায় মাতৃ আধিপত্যের কোনও আপাতঃ প্রভাব নেই বলে যে বাস্তবতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় সেটি উল্লিখিত মূল্যায়নকে প্রমাণিত করে।

এ প্রশ্নে সব গবেষকই একই উত্তর পেয়েছেন। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে রেনশনের সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর ঐ সমীক্ষায় পরিবারের আইন-কানুন যিনি নির্ধারণ করেন তাঁকে পরিবারের কর্তা তথা সূচক ধরে দেখেছেন যে, মায়ের আধিপত্যের ও তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার চেতনার সঙ্গে সন্তানের রাজনীতিতে অংশীদারীর কোনও সম্পর্ক নেই। কাজেই বলা যায়, খোদ ও শুধু এই মাতৃআধিপত্যই নারীর রাজনৈতিক আচরণের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারবে এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, পরিবার কাঠামোর গণ্ডিতে মায়ের স্বাধীনতা তাঁর সন্তানদেরর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই অধ্যায়ের পরের দিকে বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা-অনুসন্ধান করব। আর ঐ একই সময়ে অধ্যায়ের পরের দিকে এ ছত্রিশ জন নারীর বিকাশ তাদের মায়েদের নিজ সন্তান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করব।

আমরা মনে করি না, উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার আভাস অনুযায়ী রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে পরিবার কাঠামোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষণায় যথার্থ প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে ঃ (১) কীভাবে বিভিন্ন পরিবার কাঠামো এমন সব ছেলেমেয়ে সৃষ্টি করে যাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জীবন পরিসরের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণের চাহিদা প্রবল? (২) ঐ চাহিদাগুলি মেটাতে পরিবার কাঠামোগুলি কীভাবে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, সামর্থ্য এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগত সুবিধের যোগান দেয়? এবং (৩) রাজনীতিকে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যময়/প্রধান করে তোলার জন্য এই পরিবার কাঠামোগুলি ছেলেমেয়েদের জীবন পরিসর সম্প্রসারণে সাহায্য করে? এসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নারীরা কেমন করে রাজনৈতিক স্ত্রী, নির্বাচিত কর্মকর্তা বা বিপ্লবীতে পরিণত হ'লেন তার সঙ্গে তাঁদের পরিবার কেমনভাবে সম্পর্কিত — এ ব্যাপারে জানতে হবে আরও বিশদভাবে। নারী-পুরুষ ভূমিকাগত আদর্শের কারণেই আমাদের জানার সূচনা অবশ্যই হতে হবে, কী করে আমাদের সমীক্ষার নারীরা নিজেদেরকে সক্রিয়তাবাদী (আধুনিক, যদি আপত্তি না থাকে) লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শে উত্তরিত হলেন? আমাদের যুক্তি হচ্ছে, এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ ভূমিকাগত আদর্শ ও মায়ের আচরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

আমাদের বিচার-বিশ্লেষণে যাবার আগে, আমাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ৩৬ জন নারীর বাবা-মায়ের পরিবার সম্পর্কে যে সব বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে ল্যাম্বটনের গবেষণার ফলগুলিরও মিল আছে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ এ থেকে বোঝা যায়, পরিবার কাঠামোর অখণ্ডতা রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

অংশীদারীর সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা ২১ জন নারীকে সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর শ্রেণীভুক্ত করেছি। তিনজনকে নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর রাজনৈতিক নারী শ্রেণীভুক্ত করেছি। এদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন (২১ শতাংশ) এসেছেন এমন সব পরিবার থেকে যে পরিবারগুলি তাঁদের ১৮ বছর বয়সে অবধি অখণ্ড থাকে নি। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যেই পরিবারগুলি ভেঙ্গে গেছে। উল্লিখিত পাঁচ নারীর মধ্যে দুজন হলেন সন্ত্রাসবাদী (জাসুলিচ ও কর্ডে) ; দুজন বিপ্লবী (এদিব ও গোণে) ; অবশিষ্ট জননির্বাচিত/ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন গোষ্ঠীর (ডেভলিন)। তুলনাক্রমে এগারোজন গৃহিনী ও লোক স্ত্রী যাদের জীবন উপাত্ত ও তথ্যাদি পাওয়া গেছে তাঁদের ছয়জন (৫৫ শতাংশ) এসেছেন এমনসব পরিবার থেকে যে পরিবারগুলি তালাক বা মৃত্যুর কারণে ভেঙ্গে যায়। তবে পরিবার অখণ্ড থাকুক বা না থাকুক সেটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চলক নয়। বরং পরিবার অখণ্ড থেকে থাকলে ঐ পরিবার কাঠামোর মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক অস্তিত্বশীল ছিল বা পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নারীদের জন্য তার ফলাফল কী সেটাই গুরুত্বপূর্ণ চলক।

নারীর নারী পরিচয়সুলভ বিকাশে ও তার রাজনৈতিক আচরণে এর প্রযোজ্যতার বিচার-বিশ্লষণে আমরা ডেভিড বি লিনের তাত্ত্বিক কাঠামোটি কাজে লাগাব। লিনের মতে, নারী ও পুরুষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে, মেয়েরা তাদের মায়েদের সংস্কৃতি নির্ধারিত নারী ভূমিকার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে চায়। মা প্রায় সব সময় হাতের কাছেই থাকেন, তাঁকে পাওয়া যায় বলে মা মেয়েদের সাহচর্যের জন্য একটা প্রত্যক্ষ মডেল হয়ে ওঠেন। এজন্যই মেয়েদের শেখার কাজটি পাঠ নেবার বা শেখার মত অনুসরণ করে শেখার কাজ — যে কাজ তারা নিত্যই আশেপাশে লক্ষ্য করে, লক্ষ্য করে সেটা তাদের পুনরাবৃত্তির কাজ। তবে ছেলেদের বেলায় এই শেখার কাজটি ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের শেখা সাধারণতঃ সমস্যাসমাধানমূলক কাজ। মা-বাবার মধ্যে মাকেই সাধারণতঃ যেহেতু সবচেয়ে বেশী কাছে পাওয়া যায়, একাত্মতা প্রকাশের জন্য সেহেতু ছেলেরা মেয়েদের মতই গোড়ার দিকে মাকে অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু অচিরেই ছেলেরা বুঝতে পারে তারা যদি মাকে একান্তভাবেই অনুকরণ করতে থাকে, অনুকরণ করতে থাকে সর্বাংশে তাহ'লে তাদের অসুবিধেয় পড়তে হবে। ভুগতে হবে। ঐ পরিস্থিতিতে কী অনুকরণ করা উচিত আর কার সাথেই বা সে অভিন্নতা প্রকাশ করবে সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

লিনের মতে, পরিবার কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণে মা প্রধান বা একান্ত শিশুপালনকারীর ভূমিকা পালন করেন। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, ছেলে ও মেয়েদের চিন্তাভাবনা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ধারণাশৈলীর বিকাশ ঘটে এবং ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলিও ভিন্ন হয়। ছোট বালিকার ধারণাশৈলী প্রধানতঃ এরকম ঃ (১) ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পর্ক ; (২)

www.nagorikpathagar.org

কাজ পুনর্গঠনের তুলনায় অনুকরণ ও বিমূর্তায়নের নীতি। পক্ষান্তরে, ছোট বালক যে ধারণাশৈলী আয়ত্ত করে থাকে তাতে আছে ঃ (১) লক্ষ্য নির্ধারণ ; (২) কাজটি পুনর্গঠন এবং (৩) বিমূর্তায়ন নীতিমালা। এখানেও লিনের বক্তব্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণাশৈলী মেয়েদের মাঝে পুরুষ ছাড়া 'অন্য লোকদের' সঙ্গে একাত্মতার চাহিদা সৃষ্টি করে। সমস্যা সমাধানে তাদের সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং শেখার অন্যতম নীতি হিসেবে কর্ম পরিসর পুনর্গঠনের বেলায় পরনির্ভর হয় এবং নৈতিক আদর্শবাদ আত্মস্থ করার এক দুর্বলকারক প্রবণতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। যেগুলি অনুকরণ করা ও শেখা উচিত সেগুলির সমস্যা সমাধানের আবশ্যকতা সাধারণত মেয়েদের না থাকায় ওরা অন্যের মূল্যমান ও আদর্শকে অধিকতর আগ্রহ সহকারে গ্রহণের প্রবণতা দেখায় এবং যুগপৎ তাদের বিমূর্তকরণ ও নৈতিক নীতিগুলির আত্মস্থকরণের প্রয়োজন হ্রাস পায়। লিনের মতে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য ক্ষমতার কাঠামো নয় বরং যে ঐতিহ্য শিশু লালনপালনে নারীকে গৃহে রাখে সেটিই বরং ছেলেমেয়ের মাঝে মৌলিক লিঙ্গভেদ সৃষ্টিতে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মেয়েদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যাবলী ও নারী-পুরুষ ভূমিকা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন নির্ণায়ক সমীক্ষাগুলি প্রধানতঃ মা কতদূর পর্যন্ত তাঁর সন্তান লালনপালনের জন্য গৃহে থাকার ঐহিহ্যানুসারী প্রধান ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন — এটির ওপরই প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত। সাক্ষ্য-প্রমাণে লিনের এই অভিমত সমর্থিত হয়েছে যে, জীবতত্ত্ব বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরম্পরা নয় বরং পরিবার কাঠামো ও শিশুর লালনপালন রীতিই আচরণ ও বিশ্বাসে লিঙ্গভেদ নির্ণয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলক।

মিলারের গবেষণায় দেখা যায়, কর্মজীবী মাতার কন্যারা সাধারণত বেশী আক্রমণাত্মক স্বভাবের হয়ে থাকে। তারা মনে করে, তারা জটিল সমস্যা নিষ্পত্তিতে অধিকতর যোগ্য এবং অকর্মজীবী মায়ের মেয়েদের চেয়েও তারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেকখানি আধুনিক নারী ভূমিকা আদর্শে বিশ্বাসী। ভোগেল, ব্রোভারম্যান, ব্রোভারম্যান, ক্লার্কসন ও রোজেনক্র্যাঞ্জ এবং একইসঙ্গে বারুচ দেখেছেন যে, অকর্মজীবী মায়ের কলেজছাত্রী মেয়েরা সাধারণত নারী ও পুরুষের লিঙ্গপরিচয়জ্ঞাপক ভূমিকাগুলি বিশেষত যোগ্যতা ও কাজের মাত্রার বেলায় গতানুগতিকভাবে অনুবরণ করে। যোগ্যতা এক পুরুষোচিত গুণ-আর তাই তা অকর্মজীবী মায়েদের কন্যাদের নারী পরিচয়জ্ঞাপক ভূমিকা বহির্ভূত। লিপম্যান-ব্লুমেন সমীক্ষায় জানা যায়, আধুনিক নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শসম্পন্ন নারীরা সনাতন নারী-পুরুষ ভূমিকা-আদর্শসম্পন্ন নারীদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতুহলকে মূল্যমান স্তরক্রমের উচ্চতর স্তরে আসীন করে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর নারীরা মানসিক পরিকপক্বতা, নৈতিকতা ও নীতিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যুক্তিসঙ্গতভাবেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে, নারীদের নারী ভূমিকার বিকাশের জন্য

www.nagorikpathagar.org

অনুকরণ এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হলে, অধিকতর আধুনিক নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শসম্পন্ন নারীদের কন্যারা সনাতন নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শসম্পন্ন নারীদের মেয়েদের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা, বহু ব্যাপক ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতার চেতনা এবং অধিকতর সমস্যা সমাধান প্রবণতা নিয়ে বড় হয়ে উঠবে।

মেয়েদের তাদের মায়ের অনুকরণ করা ও তাঁর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্ত এই যে, নিম্নবর্ণিত ধাঁচ বা প্যাটার্ণগুলি আমাদের আদর্শ ধরণের নারীর আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বা অনুরূপ ঃ

১। গৃহিণী নারী (সনাতন নারীর প্রতিনিধি) সরাসরি মায়ের কিংবা সনাতন লিঙ্গভূমিকা আদর্শ ও পুরুষ নির্ভর অন্যান্য 'সম্পর্কিত' নারীর অনুকরণ করার মাধ্যমে তাদের নারীভূমিকা শেখে। রাজনৈতিক নারী এবং সম্ভবতঃ লোকনারীরা মায়ের সরাসরি অনুকরণ করে অথবা কোনও সনাতন নারী নন ও 'পুরুষসুলভ' আখ্যায়িত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণরকমে সক্রিয় অন্য, সম্পর্কিত নারীর অনুকরণ করে কিংবা অবাঞ্ছিত বা অলভ্য হওয়ার কারণে সনাতন ভূমিকা মডেল (মায়ের বা অন্য কোনও মহিলার মডেল) প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিজ নিজ নারী ভূমিকা শেখে।

২। সাফল্যপ্রয়াসী সকল রাজনৈতিক নারীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গৃহিনী নারীদের তুলনায় মা বা অন্য নারীদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব অনেক বেশী। আর এই বিপুল ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, সাফল্যপ্রয়াসী এই রাজনৈতিক নারীদের যথার্থ প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকাটি রপ্ত করার জন্যে তাদেরকে সমস্যা-সমাধান অভিমুখী হতে হয়েছে।

> এটা অনুমানসাপেক্ষ যে, যেসব মেয়েরা মায়ের সান্নিধ্য থেকে মাঝারি দূরত্বে অবস্থান করে তাদের পক্ষে একটি নারী ভূমিকা সনাক্ত করার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটি কিছুটা ছেলেদের তুলনীয় সমস্যা সমাধানের অনুরূপ হবে। আর তাই এরকম অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, এই মেয়েদের সনাতন মেয়েদের তুলনায় জ্ঞানগত দক্ষতা (সমস্যা নিষ্পত্তি ও কর্মে স্বনির্ভরতা) উন্নততর হবে। এই ফলশ্রুতিটি আসবে নারী ভূমিকা চিহ্নিতকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সংগ্রাম থেকে।

এ ক্ষেত্রে লিনের এই বয়ানটিও প্রণিধানযোগ্য ঃ "কোনও কোনও বিরল ক্ষেত্রে যেখানে পরিবারে আদৌ মায়ের অস্তিত্ব নেই (কিংবা মায়ের ভূমিকার বিকল্প নেই) অথবা মা থাকলেও তিনি মোটামুটি দূরে থাকা মানুষ হওয়ার পরিবর্তে অনেক দূরের মানুষ কিংবা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির হলে ঐ সব পরিবারে উল্লিখিত ধারণাগত ক্রিয়া হ্রাস পাবে এটাই প্রত্যাশিত। তাই মা অথবা বাবার সঙ্গে দূরত্বের সম্পর্কটি বক্ররেখা (Curvilinear) সম্পর্ক বিশেষ। অর্থাৎ মায়ের খুব সান্নিধ্যে থাকলে তাতে সন্তানের,

www.nagorikpathagar.org

বিশেষত, মেয়েদের সমস্যা নিরসন, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার মূলনীতিগুলি আত্মস্থকরণ সামর্থ্যের বিকাশ রুদ্ধ হয়। মায়ের অবস্থান খুব বেশী দূরে হ'লেও ঐ একই সমস্যা দেখা দেয়।

বাবা কিংবা মা কোনও একজনের সঙ্গে বক্ররেখ সম্পর্কে এ বিষয়টিই পরিস্ফুট যে, সক্রিয় রাজনৈতিক নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক তারতম্যও ধারণা-অনুমানযোগ্য। বিপ্লবী নারীদের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা অনুমান করি যে, মায়ের সান্নিধ্য থেকে যেসব মেয়ে সবচেয়ে দূরে থাকে তারা সাধারণত বিক্ষোভকারী ও সন্ত্রাসবাদী হয়ে থাকে। অন্যদিকে, যারা মায়ের কাছ থেকে মোটামুটি অল্প দূরত্বে থাকলেও একেবারে খুব কাছে থাকে না সেসব মেয়েদেরকেই তত্ত্বানুগ হতে দেখা যায়। নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীদের মধ্যেও এধরণের প্রবণতা হয়ত আছে তবে তাদের ব্যাপারে তুলনামূলক অনুমিত সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ-অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ণ করা যায়। বিধায়ক ও নির্বাহী পর্যায়ে ধারণা-পার্থক্যসমূহের এমন সূক্ষ্ম পরিমাপ-পরিমিতি এখনও লভ্য নয়।

৩। পরিবার কাঠামোর মধ্যে ও ঘরের বাইরে সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর মায়েরা অরাজনৈতিক নারীর মায়েদের চেয়ে বেশী মাত্রায় স্বাধীন হবেন। ঐ মাত্রার সূচকগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট মায়েরা তাঁদের স্বামীদের থেকে পৃথক অর্থনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন কি ছিলেন না কিংবা স্বামীর তুলনায় ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহ কিংবা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে স্বতন্ত্র মতামতের অধিকারী কি না তা ঐসব স্কেলের সূচকগুলির অন্তর্ভূক্ত থাকবে। অনুমিত সিদ্ধান্ত এই যে, সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর মায়েদের উল্লিখিত ধরণের সামর্থ্যগুলি অরাজনৈতিক নারীদের মায়েদের তুলনায় বেশী হবে।

"দুর্বলা নারী" তত্ত্বাবলী ও ফ্রয়েডীয় ধ্যান-ধারণার বিপরীতক্রমে উল্লিখিত অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টতঃ কেবল রাজনৈতিক নারীদের বেলায় নয় বরং সফল নারীর মনোযৌন বিকাশে বাবার ভূমিকাকে বেশ খাটো করে দেখায়। অবশ্য এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, সন্তানের বিকাশের বেলায় পিতার একচ্ছত্র প্রাধান্য সম্পর্কেই প্রশ্ন ; তিনি বা অন্য কোনও তুলনীয় বিকল্প পুরুষ চরিত্র ঐ শিশুদের বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন না — প্রশ্নটি তা নয়। উল্টো বরং আমাদের যুক্তি হচ্ছে, রাজনৈতিক নারীর বিকাশে বাবা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য কন্যাদের রাজনীতিমুখী করার ব্যাপারে জনক যে ভূমিকা পালন করেন তার সূচনামাত্র ঘটতে পারে যদি তাঁর কন্যা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, একটা সক্রিয়, সমতাবাদী লিঙ্গ ভূমিকা সম্ভব। কন্যার মনোযৌনবিকাশে বাবার ভূমিকায় কন্যার চেয়ে তার মায়ের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কই বেশী করে সম্পর্কিত। শুধু তা-ই নয়, পিতা কন্যার জন্য এমন সব

www.nagorikpathagar.org

বিকল্প কর্মবৃত্তির ব্যবস্থা করেন কিংবা আগ্রহের নানা স্থায়ী ক্ষেত্রের সন্ধান দেন যাতে করে তাঁর মেয়ে রাজনৈতিক তৎপরতায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত হয়। আমাদের আরও বক্তব্য হচ্ছে, নারীরা সাফল্য অর্জনকারী হবে কি হবে না, হলে কী পরিসর অবধি হবে এবং তাদের সাফল্য প্রয়াসের ক্ষেত্র রাজনীতি বা অন্য কিছু হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে পিতা ও ভাইদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মা-বাবার সম্পর্ক ও পরিবারের প্রতি তাঁদের মনোভাবের বদৌলতে বাবা মেয়েদের লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের ওপর একটা প্রভাব ফেলেন। যে বাবা পরিবারকে তার অহং-এর ও তাঁর অস্তিত্বের প্রধান আধেয় হিসেবে দেখেন তিনি হবেন এমন পুরুষ যিনি সনাতন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ সম্পর্কে এবং সন্তানদের মাঝে ও বাইরের জগতে সনাতন লিঙ্গভূমিকামূলক ভাবমূর্তিকে বড় করে তুলে ধরার ব্যাপারে একান্ত, একাগ্র ও একনিষ্ঠ থাকবেন। এ ধরণের বাবার কন্যা সন্তানের মা সাধারণতঃ ঐ পরিস্থিতি মেনে নেন। এ ধরণের কন্যাদের জন্য সনাতন লিঙ্গভূমিকার গতানুগতিকভাবে ভাঙ্গা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন হবে নিঃসন্দেহে।

পিতাদের সম্পর্কে আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর পিতারা সাধারণতঃ এমন পুরুষ হয়ে থাকেন যাঁরা একটি পরিবারকে সাহায্য-সমর্থন দেবার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই তাঁদের কাজকে আগ্রহ উদ্দীপক ও সার্থক কর্মবৃত্তি বা পেশা হিসেবে মনে করেন। পক্ষান্তরে, অরাজনৈতিক নারীদের পিতারা সাধারণতঃ তাঁদের উপজীবিকাকে মূলতঃ তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের উপায় ও স্বগৃহকে নিজের 'দুর্গ প্রাসাদ' হিসেবে দেখেন।

২। সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের পিতারা সাধারণতঃ কন্যার মায়েরা চাকরি করেন কি করেন না সেটা আদৌ ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। বাস্তবিকপক্ষে এই পিতারা তাঁদেরকে যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজ নিজ আগ্রহ ও সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য উৎসাহিত করবেন। এমনকি, চুক্তির বাধ্যবাধকতাসহকারে স্ত্রীরা কর্ম জগতে প্রবেশ করলেও সেটা অরাজনৈতিক নারীর পিতাদের তুলনায় রাজনৈতিক নারীর পিতাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম হুমকির সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক নারীদের পিতারা অরাজনৈতিক নারীর পিতাদের বিপরীতক্রমে বরং বেশী করেই তাদের স্ত্রীদের নিজেদের মত প্রয়োজন ও আগ্রহসম্পন্ন মানুষ হিসেবেই দেখতে আগ্রহী থাকবেন। অরাজনৈতিক নারীর পিতারা তাঁদের মানব প্রজাতির পুরুষদের তুলনায় অনেকখানি ভিন্ন জীব হিসেবে দেখেন। তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের বরং প্রধানতঃ সন্তান উৎপাদন যন্ত্র এবং সত্যিকারের কোনও ব্যক্তিসত্তার চেয়ে তাদেরকে শিশুর লালন-পালনকারী হিসেবে গণ্য করেন।

www.nagorikpathagar.org

৩। সাধারণতঃ সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের পিতারা অরাজনৈতিক নারীদের পিতার চেয়ে অনেক বেশী কাল বাড়ি থেকে দূরে কোথাও কাটান। এ ছাড়াও, নিজ আকাঙ্খা পূরণের জন্যও সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর পিতারা বাড়ি ছেড়ে ঘন ঘন অন্যত্র যান। গৃহিনী নারীর পিতারা বাইরের জগতকে সাধারণতঃ অত্যন্ত বৈরী এবং অন্ততঃ বহির্জগতের সঙ্গে জড়িত হওয়াটা অপর্যাপ্ত রকমের বা কম লাভজনক মনে করেন।

৪। শেষোক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ সুনিশ্চিতভাবেই তা থেকে পৃথক অনুমিত সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এই যে, সাফল্যপ্রয়াসী নারীদের পিতাদের গৃহ ও পরিবারে প্রায়ই অনুপস্থিতির কারণে তাদের মায়েরা ঐতিহ্যগতভাবে "পুরুষের" কাজগুলি করতে বাধ্য হন। চিরাচরিতভাবে গৃহস্থালীর যে কাজগুলি মায়েরা করে থাকেন সেইসব কাজে পিতারা সক্রিয় অংশীদার হলে নারী-পুরুষভিত্তিক কাজের বিশেষায়নও হ্রাস পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে, গৃহে শ্রম বিভাজন যত কম হবে সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

পরিবারে ছেলেমেয়ে থাকলেও তাতে লিঙ্গ ভূমিকার বিকাশ প্রভাবিত হয়। "বিপরীত লিঙ্গের সন্তান পরিবারে থাকলে সমীক্ষাপাত্রের ঐ বিপরীত লিঙ্গধারীর বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জনের সম্ভাবনা বাড়তে পারে। মেয়েদের বেলায় সংশ্লিষ্ট পরিবারে তার এক বা একাধিক ভাই থাকলে তাদেরকে যে বাড়তি সুযোগ-সুবিধে ও অধিকার দেওয়া হয় সেগুলি বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে আর সে কারণে মেয়েটির "নারী সুলভ" ভূমিকায় অধিকতর অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। এতে করে পুরুষের ভূমিকার বৈশিষ্টগুলি পছন্দক্রমে গ্রহণ করার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরুষ ভূমিকার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সে একাত্ম হবে এমন সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

পরিবারে বোনের বিপরীত ভাইয়ের উপস্থিতি, জন্মক্রম ও সঙ্গী-সাথী প্রশ্নে আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

১। আনুপাতিকভাবে গৃহিনী নারী অপেক্ষা সফল রাজনৈতিক নারীদের ভাই থাকবে।

২। গৃহিণী নারীদের তুলনায় সফল রাজনৈতিক নারীদের অধিক সংখ্যক বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই থাকে। বয়সে বড় বিপরীত লিঙ্গধারী বা ভাইয়ের উপস্থিতি বয়সে ছোট ভাইয়ের উপস্থিতির তুলনায় মেয়েদের বিপরীত লিঙ্গ ভূমিকার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, ঐ ভূমিকা গ্রহণ ও ঐ ভূমিকার সঙ্গে তাদের একাত্মতা বৃদ্ধি করে।

৩। সফল রাজনৈতিক নারীরা গৃহিণী নারীদের তুলনায় প্রথমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান নন। বরং তাঁরা অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় পরে জন্মগ্রহণকারী সন্তান। প্রথমে জন্মগ্রহণকারী সন্তানেরা তাদের বাবা-মাকে অনুকরণ করে ও তাদেরকে আদর্শ হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

নেয় কিন্তু পরবর্তী সন্তানেরা বাবা-মা বাদে পরিবারের অন্য লোকজনদের অনুকরণ করে ও তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

৪। প্রথমে জন্মগ্রহণকারী যেসব শিশু (কন্যা) সফল রাজনৈতিক নারী হয়ে ওঠে তাঁদের মায়েরা সাধারণতঃ একান্ত ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই মায়েদের অত্যন্ত সক্রিয় লোকজীবনের ইতিহাস থাকে। ক্যামেয়ার তাঁর সমীক্ষার ফলে লক্ষ্য করেছেন যে, প্রথমে জন্মগ্রহণকারী মেয়েরা সাধারণতঃ 'সনাতন সংস্কৃতির রক্ষক' হয়ে থাকে। এরা অপেক্ষাকৃত বেশীরকমে সনাতন, ঐতিহ্যমনস্ক, বেশী ধর্মনিষ্ঠ হয়ে থাকে। আর এরা একটা কর্মবৃত্তির চেয়ে বিয়ে করাকেই শ্রেয়তর হিসেবে বেশী বেছে নেয়। প্রথমে জন্মগ্রহণকারী কন্যা যদি একজন রাজনৈতিক নারী হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব ঐ নারী যে পারিবারিক সংস্কৃতির ধারক সেই পরিবারের একটি সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকার অস্তিত্ব রয়েছে।

৫। গৃহিণী নারীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় রাজনৈতিক নারীরা তাঁদের তারুণ্যে তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা প্রভাবিত হন। লিনের মতে, মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ওপরেই সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব বেশী পড়ে। এমনটি মূলতঃ পরিলক্ষিত হয় এ কারণে যে, অধিকাংশ মেয়ে যত তাড়াতাড়ি তাদের মায়ের সাথে নিজেদের মিল খুঁজে পায় ছেলেরা পিতার মাঝে তা পায় না। আমরা এর আগে এক অনুমিত সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেছি যে, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীর সরাসরি মায়ের সাথে নিজের একাত্মতা বা মিল আবিষ্কারের সম্ভাবনা কম। এ অবস্থায় আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেসব মেয়ে তাদের মায়েদের সঙ্গে সরাসরি একাত্মতা বা অভিন্নতাবোধে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, বিরাজমান (সনাতন) লিঙ্গ ভূমিকা মেনে নেয় নি কিংবা মেনে নেবার উপায় যেসব মেয়ের নেই তারা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে সাহায্য-সহায়তার জন্য সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এখন এই সঙ্গী-সাথীরা যদি নারীদের সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকার পক্ষপাতী হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মেয়েটি ইতিমধ্যে এধরণের ভূমিকায় ফিরে না থাকলে অতঃপর সে এদিকেই ঝুঁকে পড়বে।

লিঙ্গ ভূমিকার অনুকরণ ও একাত্মবোধ ঃ মা

আমাদের প্রথম অনুমিত সিধান্তে বলা হয়েছে, বয়ঃপ্রাপ্তকালের রাজনৈতিক ধারণা ও আচরণ নির্বিশেষে বেশীরভাগ নারী, মা কিংবা তাঁদের লালন-পালন করেছেন মাতৃবিকল্প এমন কারুর কাছ থেকে তাঁদের লিঙ্গ ভূমিকার ধারণাটি পেয়ে থাকেন। যেসব মেয়ে পরবর্তীকালে সনাতন, গৃহিণী নারী হয়ে ওঠেন তাঁদের মা সাধারণতঃ সনাতন, গৃহিণী নারীগোষ্ঠীরই একজন হয়ে থাকেন। সফল রাজনৈতিক নারী ও ব্যতিক্রমধর্মী লোকনারী অধিকাংশের মায়েরাই ছিলেন অসনাতন, সক্রিয়তাবাদী নারী। তাঁদের যুগের জন্য তাঁরা

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনচেতাও ছিলেন। গবেষণার অবশিষ্ট নারীদের হয় তাঁদের কাছাকাছি অনুকরণীয় কোনও 'নারী ভূমিকা মডেল' ছিল না কিংবা অগ্রহণযোগ্য বিবেচনায় একজন নারী ভূমিকা মডেলের উপস্থিতি সত্ত্বেও তা ঐ মেয়েরা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষোক্ত উভয় পরিস্থিতিতেই সংশ্লিষ্ট মেয়েটি বড় হবে অনেকটা ছেলেদের মত। বিশেষ করে, ওরা ছেলেদের মত শিক্ষা ও দক্ষতা নিয়ে বেড়ে উঠবে।

আমাদের গবেষণার ৩৬ জন নারীর পরিস্থিতি–ইতিহাস সাধারণতঃ উল্লিখিত অনুমিত সিদ্ধান্তগুলির অনুরূপ। সনাতন, গৃহিণী শ্রেণীর নারী বলে চিহ্নিত ছয়জন নারীর (মিসেস দ্য গল, আইজেনহাওয়ার, উইলসন, স্তালিন, ট্রুম্যান ও নিকসন) মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় একমাত্র মিসেস নিকসন ছাড়া আর সবাইয়ের পরিবার অখণ্ড ছিল। অর্থাৎ এই পরিবারগুলিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে নি। এসব নারী তাঁদের মায়েদের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করতেন বলেও মনে হয়। একমাত্র নাদেঝ্দা অ্যালিলুয়েভা স্তালিনের মা ছাড়া আর সকলের মা তাঁদের মেয়েদের জন্য সনাতন নারী মডেল ছিলেন যা ঐ মেয়েরা অনুকরণ করতেন। গৃহিণী নারীদের বেলায় তাদের মায়েদের একান্ত নেপথ্য প্রকৃতির জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুব সামান্য বিবরণ জানা গেছে। ইভঁ দ্য গলের মা মাদাম জেকস ভাদ্রোঁ ছিলেন বেশ বিত্তবান পরিবারের মেয়ে। তিনি দৃশ্যতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বেচ্ছায় নার্সের কাজ করলেও কখনও কোনও চাকরি করেন নি। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক খৃস্টান। তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি ও দেশাত্মবোধ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তিনি তাঁর কন্যার আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। সনাতন নারী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের নজির তাঁর এই কন্যাদানের প্রয়াস। পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে কন্যা পাত্রস্থ করা ছিল তৎকালীন ফ্রান্সের সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্ম অনুমোদিত রেওয়াজ। ইভঁ দ্য গল তাঁর মাকে কী চোখে দেখতেন তার কোনও সুনির্দিষ্ট জবানী বা বিবরণ না পাওয়া গেলেও তাঁর নিজ জীবনের বৈশিষ্ট্যাবলী ও আচরণ অনেকটাই তাঁর মায়ের অনুরূপ।

ম্যামি আইজেনহাওয়ারের মায়ের নাম এলিভেরা কার্লসন ডাউড। তিনি তাঁর মেয়ের জন্য 'এক সনাতন, পরিবারকেন্দ্রিক ভূমিকা'র আদর্শ বা মডেল ছিলেন না। শিক্ষাগত যোগ্যতাও তাঁর খুব একটা ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। নারীর যথার্থ স্থান সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল রক্ষণশীল। তিনি তাঁর কন্যা ম্যামির জন্য ব্যাপক শিক্ষাদানের তেমন কোনও আবশ্যকতা নেই বলে স্থির করেন। খোদ ম্যামি ডাউড তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। বাবা-মায়েরাও ঠিক করে ফেলেন যে, তার জীবনের ঠিকানার জন্য এ ধরণের শিক্ষার প্রয়োজনও নেই। এছাড়া, এলিভেরা ডাউডের রুগ্ন স্বাস্থ্য তাঁকে কোনও সক্রিয়তাবাদী ভূমিকায় যাওয়া থেকে বিরত রেখেছিল।

www.nagorikpathagar.org

গ্ল্যাডিস মেরি উইলসনের মা মিসেস বল্ডউইন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ খোদ গ্ল্যাডিস্ মেরী উইলসন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের চেয়েও ঢের কঠিন ব্যাপার। আমরা তাঁর মূলনামটি (first name) পর্যন্ত জানতে পারি নি। তিনি ছিলেন যাজকপত্নী। তিনি তাঁর স্বামীর যাজকীয় কার্যএলাকায় কর্মতৎপর থাকতেন। তিনি জীবনে সামাজিক প্রথা অনুমোদিত মর্যাদার গণ্ডি মাড়িয়ে খুব একটা বেশী দূর এগোবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। তার পরিবারের কিছুটা দারিদ্র্যের কারণে মেরী উইলসন ১৮ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে একটি কারখানায় কাজ করতে যান। একাজ করতে গিয়ে মেরী তাঁর মাকেই অনুসরণ করেন। কারণ, তাঁর মা-ও বিয়ের আগে পরিবারের প্রয়োজনের তাগিদে চাকরি নিয়েছিলেন। অবশ্য, বলডউইন পরিবারের জড়বিত্তের অভাবের কোনও প্রভাব ধর্মীয় পরিমণ্ডলে কিংবা তাদের মজবুত পারিবারিক বন্ধনে পড়তে দেখা যায় নি। একজন নিষ্ঠাবতী, ঐতিহ্যময়ী সনাতন নারী মিসেস বল্ডউইন নিজ পরিবারের হৃদ্যতা ও বলিষ্ঠ সংহতিকে সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যান্য গৃহিণী নারীর মায়েদের তুলনায় নাদেঝ্দা অ্যালিলুয়েভার মা বেশ অন্যরকম মহিলা। তাঁর নাম ওলগা ফেদোরেঙ্কো। তাঁর বাবা-মা মিশ্র নরগোষ্ঠীর লোক। বাবা ইউক্রেনীয়-জর্জীয় ও মা একজন জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টান। ওলগা ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের নয় সন্তানের কনিষ্ঠতম। মহিলা ধার্মিক তবে গোঁড়া নন। তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট, জর্জীয়, আর্মানী কিংবা অর্থোডক্স চার্চগুলির অনুসারী খৃস্টান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য করতেন না। তাঁর বিবেচনায় এরকম ভেদ-পার্থক্য সময়ের অপচয় বৈ কিছু নয়। তাঁর সন্তানেরা যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে সেইসময়ে তিনি একাধিকবার প্রেমে পড়েন। একজন পোল, একজন বুলগেরীয়, একজন হাঙ্গেরীয়, এমনকি, একজন তুর্কীর সঙ্গেও তাঁর প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু কাজের বেলায় তিনি ছিলেন একজন সনাতন নারী। তিনি ছিলেন চমৎকার রাঁধুনি, দর্জি এবং একজন বলশেভিকের স্ত্রী হিসেবে তাঁর হাতে যতটুকু অর্থ আসার কথা তা দিয়ে তিনি সংসার চালানোয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বলশেভিক স্বামী কিছুকাল জেলে ও বাকী সময়ের বেশীরভাগ আজ এ শহরে, কাল ও শহরে ফেরার থাকতেন। ওলগা তাঁর সকল ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাতেন। তিনি রুশ বিপ্লবের আগে বলশেভিক পার্টিতে যোগদানও করেছিলেন। অবশ্য তাঁর পৌত্রীর মতে, তাঁর এই পার্টিতে যোগ দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল দৃশ্যতঃ অরাজনৈতিক। 'তখনকার দিনে আমার দাদী ছিলেন চমৎকার সহিষ্ণু, নিষ্ঠাবতী স্ত্রী। ছেলেমেয়েরা বড় হলে ওলগা প্রায়ই এইমর্মে অনুযোগ করতেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর জীবনটাকে ছারখার করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে দুঃখ-যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই পান নি। ওলগা ফেদোরেঙ্কো আত্মহত্যা না করলেও তাঁর আচরণের ধারার সঙ্গে তাঁর কন্যা নাদেঝ্দার আচরণের মিল আছে। ওলগা ১৪ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। একটি সূত্রমতে, প্রলুব্ধ ও

www.nagorikpathagar.org

স্তালিন কর্তৃক অন্তঃস্বত্বা হয়ে পড়ার পর তাঁর কন্যা নাদেঝদা অ্যালিলুয়েভা ১৬ বছর বয়সে স্তালিনকে বিয়ে করেন। বিয়ের গোড়ার বছরগুলিতে মা, মেয়ে উভয়কেই বিশ্বস্ত, সহিষ্ণু স্ত্রী বলে মনে হয়েছে। এরা দু'জনেই কর্মজীবী ছিলেন। তবে তাঁদের কারও বিশিষ্ট পেশা ও কর্মবৃত্তি ছিল না। তাঁর উভয়েই শেষে স্বামীদের পরিত্যাগ করেন। মা ওলগা কয়েকজনের সাথে প্রণয়সূত্রে জড়ান ও পরে পৃথক বসবাস করতে থাকেন। ওদিকে মেয়ে নাদেঝদা আত্মহত্যা করে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটান।

বেস ট্রুম্যানের মায়ের নাম ম্যাজ গেইট্স ওয়ালেস। তাঁর ব্যাপারটি গতানুগতিকতা থেকে কিছুটা ভিন্ন। মিসৌরীর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'-এর জনসাধারণের কাছে এই মহিলাটি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের সর্বকালের সর্বাপেক্ষা 'রাণী'তুল্য নারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ম্যাজ গেইট্স ওয়ালেসের জন্ম মিসৌরীর এক অভিজাত বিত্তবান পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন এক বিখ্যাত শিল্পপতি ও জননেতা। এই পরিবেশে ম্যাজ গেইট্স নিজেকে সমাজের অত্যন্ত উঁচুতলার সম্ভ্রান্ত নারী হিসেবে গণ্য করতেন। আর সেই হিসেবে তিনি ছিলেন তাঁর সমাজ পরিবেশের এক স্তম্ভ বিশেষ যার কারণে এমন কোনও কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ তাঁর ঘটে নি যার সুবাদে বেস ট্রুম্যানের জন্য অনুকরণীয় এক সক্রিয় স্বাধীন মহিলার আদর্শ হয়ে উঠতে পারতেন ম্যাজ গেইট্স। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এক কর্তৃত্বশীল, রাশভারী নারী, তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারের একজন 'বস' বিশেষ। তিনি নিজেকে ও তাঁর পরিবারকে হ্যারী ট্রুম্যানের তুলনায় উন্নত মনে করতেন। আর সবসময়, এমনকি জামাই গৃহে ও হোয়াইট হাউসে পর্যন্ত থাকার সময় শ্বাশুড়ি ম্যাজ গেইটস লাগাতার ট্রুম্যানের নিন্দামন্দ গাইতেই থাকতেন। এভাবে ম্যাজ ওয়ালেসের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তা আর যা-ই হোক কোনও আধুনিক সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের অনুকূল নয়। আসলে এখানে ব্যাপারটি হচ্ছে শ্রেণীর আর সেই কারণেই আমাদের সমীক্ষাভুক্ত অন্যান্য গৃহিণী নারীর মায়েদের থেকে বেস ট্রুম্যানের মা আলাদা। নারী ভূমিকা সম্পর্কে যে সনাতন ধারণা করা হয়ে থাকে এটা সেই ধারণায় ছন্দপতন তথা ব্যতিক্রম বলা যাবে না এই কারণে যে, ম্যাজ ওয়ালেস কেবলমাত্র পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত এক ভোগের চরিত্র, অবসর বিলাসী নারী যা সমাজের উঁচুতলারই সনাতন নারীদের এক প্রতিনিধিত্বশীল মডেল বিশেষ।

একমাত্র নারী গৃহিণী নারীদের মধ্যে আছেন প্যাট নিকসন তরুণ বয়সেই যাঁর পরিবার মায়ের মৃত্যুজনিত কারণে ভেঙ্গে যায়। প্যাটের মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর মা ক্যাথরিণা হ্যালব্যরস্ট্যাট বেণ্ডার রিয়ান মারা যান। এরপর দু'টি সন্তানসহ এক জার্মান মহিলার সঙ্গে প্যাটের বাবার বিয়ে হয়। ফলে প্যাটের মাত্র কিশোরী বয়সে ক্যাথরিণা রিয়ান এমন স্বাধীন নজির হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই মনে হয় যার অনুকরণ প্যাট, তাঁর মেয়ে করত পারত। প্যাট নিকসনের বাড়ন্ত বয়সের প্রায় সবটুকু সময় তাঁর মায়ের

www.nagorikpathagar.org

সান্নিধ্যে কাটে। তাঁর মা গৃহ ও পরিবারের একান্ত অঙ্গনে একান্ত নেপথ্যচারী ছিলেন। এছাড়া, প্যাট নিকসনকে প্রথমে তাঁর মায়ের রোগশয্যায় থাকাকালে ও দ্বিতীয়তঃ বাবার অসুস্থতার সময় বয়সে বড় দু'টি ভাইয়ের জন্য মাতৃভূমিকা পালন করতে হয়। প্যাটের ১৮ বছর বয়সের সময় তাঁর বাবার মৃত্যু হলে প্যাট গৃহে থাকা ও গৃহস্থালীর দায়-দায়িত্ব তুলে নেবার জন্য তিনি এমনকি তাঁর পড়াশোনাও ছেড়ে দেন। বাস্তবিকই, প্যাট নিকসনের বেলায় বাবা-মা সন্তানের একক আণব পরিবার (ক্ষুদ্র পরিবার) গোড়ার দিকেই ভেঙ্গে যাওয়ায় গৃহ ও গৃহ পরিচর্যার সঙ্গে সম্পর্কিত সনাতন নারী দক্ষতা অর্জনের পথেই প্যাটকে পা বাড়াতে হয়, তাঁর এমনসব স্থানান্তরযোগ্য শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন আর হল না যেগুলি ব্যবসায় ও রাজনীতির ব্যাপকতর লোক পরিমণ্ডলে স্থানান্তর ও আরোপ করা চলে। মায়ের অনুপস্থিতিতে কেবল মাতৃত্বই অল্প, সুকুমার বয়সে প্যাট নিক্সনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অধিকতর মুখ্য হয়ে প্রতিভাত হয়। প্যাট তাঁর জীবনের শেষের দিকের আচরণে তাই একজন রাজনীতিকের স্ত্রী হয়েও কেন স্ত্রী ও মাতৃভূমিকার চৌহদ্দি ডিঙোতে আগ্রহ দেখান নি সে বিষয়ে বিস্ময়ের কোনও অবকাশ নেই।

লোকনারী বলে আমরা শ্রেণীবিন্যস্ত করেছি এমন পাঁচজন স্ত্রীর মধ্যে একটা ভিন্ন ধাঁচের চিত্র পাওয়া যায়। এই পাঁচজনের সকলেই আঠারোয় পা দেবার আগেই নিজ নিজ পরিবারের ভাঙ্গন প্রত্যক্ষ করেছেন। এদের মধ্যে দু'জন : লেডি বার্ড জনসন ও এলিনর রুজভেল্ট যথাক্রমে পাঁচবছর ও আটবছর বয়সে তাঁদের মা হারিয়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে নাদেঝ্দা ক্রুপস্কায়ার বাবা মারা যান। ক্লেমন্টাইন চার্চিল ও জ্যাকি কেনেডির মাতাদ্বয় যখন তাঁদের নিজ নিজ স্বামীকে তালাক দেন তখন তাঁরা দু'জনই কিশোরী।

লেডি বার্ড জনসনের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে বলতে গেলে সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি নিজে কখনও কোনও রাজনৈতিক পদে নির্বাচিত হন নি। তবে তিনি তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক কর্মবৃত্তিতে ব্যাপক সমর্থন যুগিয়েছেন। তিনি নিজেই টেকসাস থেকে কংগ্রেসের সদস্য পদে নির্বাচিত হতে পারতেন। কৃষিখামার ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী নারী হিসেবে যে কর্মবৃত্তিগত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে পরিস্কার এই ধারণার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় যে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতেও একজন রাজনৈতিক নারী হতে পারতেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানে খুবই পটু ছিলেন। এজন্যে কৃতিত্ব যুক্তিসঙ্গতভাবেই তার পিতাকে দেওয়া যেতে পারে কেননা, বার্ডের মায়ের মৃত্যুর পর কয়েক বছর বাবা তাঁকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গড়ে তোলেন। লেডি বার্ডের মা মিনি প্যাটিলো টেলর পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে মারা যান। ঐ সময় তাঁর তিন ছেলেমেয়ের সর্বকনিষ্ঠ লেডি বার্ডের বয়স মাত্র পাঁচ। বার্ডের দুভাই ছিল তাঁর চেয়ে যথাক্রমে আট ও ১১ বছরের বড়। দুভাইকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়। কাছে থেকে যাওয়া কন্যাকে তিনি প্রথমে প্রতিবেশী কোনও কোনও মহিলাকে মা হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করে গৃহে প্রতিপালনের

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাতে সুবিধে না হওয়ায় শেষপর্যন্ত রোজ তাঁর দোকানে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যাতে মেয়েকে একা ফেলে দূরে আর না থাকতে হয়। দিনের বেলায় লেডি বার্ড দোকানে খেলা করত ; রাতের বেলায় সে দোকানের দোতলায় ঘুমিয়ে পড়ত। এদিকে পরিচারিকারা বাড়িতে গৃহস্থালী দেখাশোনা করত। বার্ডের ফুফু এফি ও পড়শী ডোরিস পাওয়েল তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লেডি বার্ডের বজায় ছিল। ঐ মহিলাদ্বয় ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশী রকমের সনাতন লিঙ্গ ভূমিকা সম্পন্ন মডেলের নারী। বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হলে লেডি বার্ড তাঁদের বাড়ির কাছে এক এককক্ষের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার জন্য যেতেন। বাবার প্রভাবে তিনি একজন স্বাধীনচেতা নারী হয়ে ওঠেন। তাঁর ধারণা ছিল তিনি উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা পেলে ব্যবসায়ে তাঁর ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ তিনি কিশোর বয়সেই টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শিখতে শুরু করে দেন। তাঁর কারণ তাঁর ভাষায়, 'একবার ভালো একজন সেক্রেটারীর যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে যদি মেধা আর ব্যক্তিত্বসহ কাজ করার স্পৃহাটি থাকে তাহলে ব্যবসায়ে যে কোনও পর্যায়ে উন্নতি ঠেকায় কে।

ছোটবেলা থেকেই ব্যবসায়ের সাথে তাঁর নিরন্তর অভিজ্ঞতা ও পরিচয় এবং 'এ মেয়ে একদিন ব্যবসায়ে আসবে' — পিতার এই লালিত বাসনার কারণেই হয়ত এতে অবাক হবার কিছু থাকতে পারে না যদি দেখা যায়, লেডি বার্ড ব্যবসায়ে চমৎকার করছেন। ব্যবসায়, বস্তুতঃ নারীর জন্য এক অসনাতন লোক কর্মবৃত্তি। তাঁর বেলায় গোড়ার দিকে একটা দুঃখজনক ঘটনার কারণে 'পুরুষের' দক্ষতা আয়ত্ত করার এক অপরিকল্পিত সুযোগ আসে। তিনি পরে যখন আর তাঁর কাজে তাঁর বাবার মধ্যস্থ ভূমিকা পালন বন্ধ হয়ে গেল তখন তাঁর অর্জিত ঐসব দক্ষতা ও কৌশল কাজে লাগান। এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনও রাজনৈতিক স্ত্রীর পারিবারিক পরিস্থিতি এমন চিল না যেখানে মৃত্যুর কারণে সন্তানের ছোটবেলা থেকেই ঐ সংসারে মা অনুপস্থিত। অবশ্য, এলিনর রুজভেল্টের পারিবারিক পরিস্থিতি লেডি বার্ডের অনেকখানি কাছাকাছি এদিক থেকে যে, লেডি বার্ডের আট বছর বয়েসে তাঁর মা তাঁকে চিরকালের মত ছেড়ে যান।

এলিনর রুজভেল্ট সচেতনভাবেই তাঁর মা অ্যানা হল রুজভেল্টের ভূমিকা মডেলটি গ্রহণ করেন নি। অ্যানা হল ছিলেন বিশিষ্ট পরিবারের এক আয়েসী ভদ্রলোকের সন্তান। আর সে কারণেই তাঁকে কর্মজীবী হিসেবে কাজ করতে অথবা জীবনের বস্তুবাদী চাহিদা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় নি। তাঁর সিংহভাগ সময় কেটেছে উঁচু শ্রেণীর সনাতন নারীদের সংশ্লিষ্ট সামাজিক নানা কার্যকলাপে।তিনি নিকারবোকার বোওলিং ক্লাব, টিউসডে ইভনিং ডান্সিং ক্লাব ইত্যাদি জাতীয় সংগঠন, গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এগুলি তাঁর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। মায়ের এ ধরণের চালচলন তারুণ্য ও যৌবন–

www.nagorikpathagar.org

উভয় কালেই এলিনরকে জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে। মায়ের কারণে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়ার জন্য এলিনর রুজভেল্ট তাঁর মাকে ও বিশেষ করে তাঁর মায়ের সনাতন আচার-ব্যবহারকে অনুকরণের যোগ্য বলে মনে করতে পারলেন না। তাঁর মা তাঁকে লাগাতার কটুকাটব্য, সমালোচনা করেই চলতেন। মায়ের অকালমৃত্যু ও মায়ের জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে অপ্রীতিকর সব অভিজ্ঞতার জন্য এই অনুমান করা হয় যে, যেসব জিনিসের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে নিবিড় সেগুলিকে এলিনর রুজভেল্ট জ্ঞানতঃ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর তাই স্বাভাবিক কারণেই মায়ের এই ইত্যাকার সনাতন ভূমিকা মডেলও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন।

মায়ের মৃত্যুর মাত্র দুবছর পরেই এলিনর বাবাকেও হারান। তবে বাবার এই মৃত্যু এলিনরকে অনেক বেশী আঘাত দিয়েছিল। এতে অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। পিতা ছিলেন তাঁর কাছে পরম আদর্শ। পিতা সম্পর্কে মায়ের মূল্যায়নকে এলিনর আদৌ মূল্য দিতেন না। তিনি মাকে অপছন্দ করতেন। মদ্যপ বাবার যে মূল্যায়ন মা করতেন তা এলিনর আদৌ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তিনি তাঁর বাবার এক কল্প ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। পিতার সে ভাবমূর্তি প্রকৃতপক্ষে ছিল বাস্তব এই মাটির পৃথিবীর থেকে বহুদূরে। পিতার মৃত্যুর পর এলিনর নিজেকে পরিবারে আগের মতই আগন্তুক ভাবতে থাকেন। তিনি তারপরেও পিতার সাথে নিজেকে আরও একাত্ম করে তোলেন অথচ এহেন বাবা তাঁর পরিবারে কুলাঙ্গার বলেই বিবেচিত ছিলেন।

দশ বছরে পা দিয়ে এলিনর নিজেকে নিজে আবিষ্কার করেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত, পড়াশোনাসম্পন্ন অথচ কুদর্শনা, অপয়া মেয়ে হিসেবে যাকে সত্যিকার অর্থে কেউ ভালোবাসে না, প্রশংসা করে না। পিতার মৃত্যুর পর মাতামহী এলিনরের অভিভাবক নিযুক্ত হন। এই মাতামহীও তাঁর মেয়ের ঐতিহ্য বজায় রেখে দৌহিত্রী এলিনরের বিরুদ্ধে নিন্দামন্দ, কটুকাটব্য চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে স্বস্তির কথা, মাতামহী এলিনরের ওপর মায়ের মত অতটা খবরদারী, কর্তৃত্ব করতেন না। ১৪ বছর বয়সে এলিনর তাঁর মাতামহীকে লণ্ডনে বোর্ডিং স্কুলে তাঁকে পড়তে পাঠাতে রাজী করান। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদী মানুষ, নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি এলিনরের নতুন দায়িত্ব নিতে বিশেষ ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুটেস্টার নিজ গুণে এলিনরের জন্য অনুকরণীয় এক সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকা মডেল হয়ে ওঠেন। তিনিই এলিনর রুজভেল্টকে যোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাশীল করে তোলেন। এভাবে শেষপর্যন্ত তিনি এমন একজন বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর সান্নিধ্যে আসেন যাঁকে তিনি প্রশংসা করতে ও যাঁর অনুকরণে আনন্দলাভ করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

পরে বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনে এলিনর রুজভেল্ট মার্কিন লোকজীবন ও রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কখনও কোনও লোকপদে নির্বাচিত না হলেও এলিনর আমাদের আলোচিত লোকনারীদের অন্যতম যিনি একজন সাফল্যপ্রয়াসী নারীর মর্যাদার সবচেয়ে কাছাকাছি উন্নীত হতে পেরেছিলেন। সকল রাজনৈতিক স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে রাজনীতিতে জড়িত হবার নজির স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ এতই বিশাল পরিধির ছিল যে বিষয়টি বারংবার এই প্রশ্ন অনেকের মনেই ঐ সময় জাগিয়েছে ঃ আসলে কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট? ফ্র্যাঙ্কলিন না এলিনর রুজভেল্ট?

বাকী তিনজন লোকনারী/রাজনৈতিক স্ত্রীর (ক্লেমেন্টাইন চার্চিল, জ্যাকি কেনেডি ও নাদেঝ্‌দা ক্রুপস্কায়া) সকলেই আঠারোয় পা দেবার আগেই নিজ নিজ পরিবার ভাঙতে দেখেছেন। এই তিনজনের বেলাতেই তাঁরা তাঁদের বাবাকে পরিবার থেকে হারিয়েছেন। বয়ঃসন্ধি ও যৌবনে তাঁদের জন্য মা-ই উপস্থিত ছিলেন অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে। তাঁদের তিনজনের বেলায় মায়েরা যে ধাঁচ বা ধারাবৈশিষ্ট্য কন্যাদের সামনে রেখেছিলেন দৃশ্যতঃ সেটাই সরাসরি ওরা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে। ফলে এই মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্ত পর্যায়ের আচরণ বহুলাংশেই গড়ে তাদের মায়েদের অনুরূপ বলে লক্ষ্য করা গেছে।

ক্রুপস্কায়া প্রায় সবদিক থেকেই ছিলেন তাঁর মায়ের মতন। পরিবারের একমাত্র সন্তান হিসেবে পরিবারে যথেষ্ট কদরের অধিকারী ছিলেন বলেই মনে হয়। 'বিপ্লবী' মতাদর্শের জন্য ক্রুপস্কায়ার বাবা সামরিক চাকরি থেকে পদচ্যুত হবার পর ক্রুপস্কায়ার মা তাঁর স্বামীর সঙ্গে গোটা রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। ক্রুপস্কায়া নিজেও প্রাপ্তবয়সে একজন রাজনৈতিক বিপ্লবীকে বিয়ে করে রাশিয়া ও ইউরোপ ঘুরে বেড়ান। বলা যায়, লেনিনের স্ত্রী হিসেবে ক্রুপস্কায়া ও তাঁর মায়ের স্ত্রীর ভূমিকার মধ্যে তেমন কোনও বড় পার্থক্য ছিল না। যতটুকু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় দু'জনের মধ্যে তা মাত্রাগত, মৌলিক কোনও কিছু নয়। ক্রুপস্কায়ার মা যুক্তিসঙ্গতভাবেই যোগ্যতাসম্পন্ন নারী ছিলেন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন ও তিনি বাড়ির বাইরে পড়িয়ে অর্থোপার্জন করতেন। তাই পিতার মৃত্যুর পরেও ক্রুপস্কায়া ও তাঁর মাকে কোনও বড়রকমের আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হয় নি। পরিবারের জন্য আর্থিক দায়-দায়িত্বের ভাগ নিতে শিখিয়েছিলেন ক্রুপস্কায়ার মা ক্রুপস্কায়াকে। এভাবে তিনি ক্রুপস্কায়াকে একজন সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শসম্পন্ন নারী হিসেবে গড়ে তোলেন।

জ্যাকি কেনেডির মা জ্যানেট লী বুভিয়ার ও ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের মা লেডি ব্লাঁশে ওজিয়ারের মধ্যে অনেকখানি মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই তাঁদের মেয়েদের প্রায় কিশোরী অবস্থায় স্বামীদের পরিত্যাগ করে পৃথক জীবন-যাপন করেন। তবে বিয়ে

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছেদের ঘটনা তাঁদের মেয়েদের নারী ভূমিকা মডেলের অনুসরণের বেলায় বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলে নি। জ্যাকি ও ক্লেমেন্টাইনের মায়ের বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও স্বামী বিচ্ছিন্ন ঐ দুই নারীকে তাঁদের এতদিনের অভ্যস্থ উঁচুতলার চালচলন ছাড়তে হয় নি। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের আগে ও পরেও ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের জন্য অনুসরণীয় সনাতন নারী মডেল ছিল। লেডি ব্লাঁশে হোজিয়ারের যখন বিয়ে হয় তখন তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে বয়সে ২৫ বছরের ছোট ছিলেন। বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও তাঁর বরাবরের অভিজাত জীবনযাত্রা বহাল থাকে। ফলে, ক্লেমেন্টাইন এমন এক গৃহে আগের মতই বাস করতে থাকেন যেখানে তাঁর মা তাঁর বাবার বিত্তে আয়েসেই কাটাতে থাকেন যদিও সেই সংসারে স্বামীর উপস্থিতি আর ছিল না। কাজেই এই বিয়ে ভাঙার কারণে প্রত্যাশিত নানা লিঙ্গ ভূমিকা তথা কায়েমী আচরণের প্যাটার্ণে খুব বড় রকমের পরিবর্তন আসে নি। জ্যানেট লী বুভিয়ারও তাঁর স্বামী তথা জ্যাকির বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আদৌ পথে বসেন নি। বস্তুতঃ একারণেই জ্যাকি কেনেডিকেও তাঁর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের কারণে তাঁর বরাবরের জীবন যাত্রায় তেমন কোনও লক্ষ্যণীয় ছেদ পড়ে নি। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার বেশীরভাগ বছরগুলি তাঁর মায়ের সঙ্গে কাটার কারণে তাঁর অনুকরণীয় মডেল হিসেবে এমন এক নারী আদল সামনে ছিল যার প্রভাব তাঁর গোটা জীবনকেই প্রভাবিত করেছে।

জ্যানেট লী বুভিয়ার ছিলেন নিউইয়র্কের এক বিত্তবান পরিবারের মেয়ে। সমাজের উঁচুতলার জৌলুসময় আত্মপ্রদর্শনী, মেয়েদের দামী প্রাইভেট স্কুলে পড়া ও অভিজাত সামাজিক ম্যাগাজিনের পাতার বিষয়বস্তু কিংবা ছবি হওয়া — এসব নান্দনিক ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে জ্যানেটের একান্ত পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন এক সুদক্ষ অশ্বারোহী। তিরিশের দশকের পত্রপত্রিকার ক্রীড়া ও সামাজিক পাতা মিসেস বুভিয়ারের অশ্বারোহন ও আরও অন্যান্য রোমাঞ্চকর ভঙ্গির ছবিতে ভর্তি থাকত। তাঁর ওপর লেখাগুলির ছবির পরিচিতি ও শিরনামগুলি লেখা হত এভাবে ঃ 'অপূর্ব সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য এখানে একাকার ঃ ন্যাশনাল পার্ক অশ্বপ্রদর্শনীতে নিখুঁত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন মিসেস বুভিয়ার'। ফ্যাশন জগতেও মিসেস বুভিয়ারের রীতিমত পদচারণা ছিল। কাজেই জ্যাকি কেনেডি যদি তাঁর এই রুচি ও ফ্যাশনবোধ-সম্পন্না মাকে নিবিড়ভাবে একাত্ম করে থাকেন ও তাঁকে অনুকরণ করে থাকেন তাহলে সেটা দুর্বোধ্য হবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য একই কারণে ও এও বোঝা কষ্টসাধ্য নয় কেন এই পরিবেশে তাঁর ভেতর রাজনীতির অনেক নোংরা বিষয়ের প্রতি-এত ঘৃণার মনোভাব গড়ে ওঠে।

উল্লিখিত পাঁচজন লোকনারীর মাঝে যে লিঙ্গ ভূমিকার আদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে তা আমাদের বর্ণিত ছয়জন গৃহিণী নারীর মডেল থেকে কিছুটা ভিন্ন। মিসেস জনসন ও মিসেস রুজভেল্টের মা না থাকায় তাঁদের জীবনে একজন দৃঢ়চরিত্রের নারী ভূমিকা মডেলের শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শূন্যতার কারণই এই দুই নারীর মাঝে লোক ও

www.nagorikpathagar.org

সক্রিয় জীবনে অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। অবশিষ্ট তিন নারী ঃ মিসেস চার্চিল, কেনেডি ও ক্রুপস্কায়া সকলেরই অনুকরণ করার জন্য মা বর্তমান ছিলেন ও এই অনুকরণের ফলে তাঁরা প্রায় তাঁদের মায়ের চরিত্র ও আদলেই গড়ে উঠেছেন। এই তিনজন নারীর মা মিসেস দ্য গল, আইসেনহাওয়ার ও উইলসনের মায়েদের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীন ও লোক পরিমণ্ডলে সক্রিয় ছিলেন। ফলে ঐ তিন নারীও বয়ঃপ্রাপ্ত হিসাবে লোক পরিসরে বেশী সক্রিয় হয়েছিলেন।

আমাদের গবেষণার ৩৬ জন নারীর মধ্যে যে তিন নারীকে নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারী হিসেবে চিহ্নিত করেছি তাঁদের রাজনীতিতে আগ্রহের প্রাথমিক কারণ তাঁদের স্বামীদের রাজনীতির পেশা বা ক্যারিয়ার। এঁরা হলেন, ন্যান্সি অ্যাষ্টর, লিওনর স্যুলিভ্যান ও মার্গারেট চেজ স্মিথ। এখন আমরা এঁদের মায়েদের জীবন পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করব যে, তাঁরা তাঁদের জীবনে যে লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁদের মায়েদেরও অনুরূপ আদর্শ ছিল কি না। আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সঠিক হয়ে থাকলে আমরা দেখব যে, এই নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের মায়েরা সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী কিংবা বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের মত সক্রিয় ও স্বাধীন নয়।

ন্যান্সি অ্যাষ্টরের ন্যান্সি নামটি তাঁর মা ন্যান্সি বিচার ল্যাঙ্গহর্ণ-এর নামেই রাখা হয়েছিল। যদিও বাবা-মায়ের নামে শিশুর নাম রাখলেই যে সে বাবা কিংবা মায়ের হুবহু হবেই এমন নয়। তবে ন্যান্সির বেলায় সেটা হয়েছিল। এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, এই মা ও মেয়ের মধ্যে বেশ জোরালো আকৃতিগত মিলও ছিল। 'মা ন্যান্সি ছিলেন এক সাহসী ও প্রফুল্লচিত্তের নারী যিনি তাঁর দুঃসময়েও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছেন আর মেয়ে ন্যান্সিও তাঁর চেহারায় ধারণ করেছেন মায়ের ঐ অভিজ্ঞতার নির্মল প্রতিচ্ছবি। তাই তাঁদের পরস্পরের প্রতি আন্তরিক দরদের ব্যাপারটি বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়।' এজন্য ন্যান্সি ল্যাঙ্গহর্ণ ছিলেন তাঁর মেয়ের জন্য মডেল। আদর্শ। যে আদর্শ অনুকরণীয়, একান্ত কাঙ্খিত। তাহলে ন্যান্সি ল্যাঙ্গহর্ণ কেমন ধরণের মহিলা ছিলেন? এখন সে কথায় আসা যাক।

ন্যান্সি ল্যাঙ্গহর্ণ সম্পর্কে যা জানা যায় তা খুবই কম। অথচ তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এত বেশী তথ্য পাওয়া যায় যে ব্যাপারটাকে অবাক কাণ্ডই বলতে হয়। তাঁকে আদর করে 'চিলি' নামে ডাকা হত। ন্যান্সি অ্যাষ্টরের মা সম্পর্কেও তাঁর মেয়ের জীবনীতেও অতি সামান্যই জানা যায়। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে যতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় তা-ই তাঁর পরিচয়কে বেশ খুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। ১৭ বছর বয়সে ন্যান্সি অ্যাষ্টর এসব বিষয় লেখার সময় একথাও লেখেন যে, তাঁর এই এগারো সন্তানের সকলেই অবাঞ্ছিত ছিল। অবশ্য একজন জীবনীকারের মতে, ন্যান্সি অ্যাষ্টরের এই মন্তব্যটি অতিশয়োক্তি, 'সম্ভবতঃ তিনি যৌনক্রিয়ার প্রতি বিরূপতা প্রসঙ্গে (ন্যান্সি অ্যাষ্টর নিজেও যৌনতাবিমুখ ছিলেন) অমন মন্তব্য করেছিলেন'। তবে যৌনক্রিয়াবিরোধী মানসিকতা সত্ত্বেও ন্যান্সি

www.nagorikpathagar.org

অ্যাষ্টরের সন্তানের সংখ্যা ছিল ছয়। ন্যান্সি অ্যাষ্টর তাঁর মায়ের থেকেও বেশী স্বাধীন হলেও তাঁরা উভয়েই স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে কিছুটা নিশ্প্রভ ছিলেন। অ্যাষ্টর দম্পতি বেশী সন্তান চান নি ও স্বামী অ্যাষ্টর স্বয়ং তাঁকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে দেখতে চাওয়ায় তাঁর নিজের মায়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম অসনাতন নারী হওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন লাভ করেছিলেন।

লিওনর ক্রেজার তাঁর ত্রিশ বছর বয়স অবধি বাবা-মায়ের সাথেই ছিলেন ও চুয়াল্লিশ বছর বয়সে জন বি সুলিভ্যনকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মা এলিনর জোসস্ট্র্যাণ্ড ক্রেজার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তিনি একজন সনাতন গৃহিণী নারী ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল কিছুটা দেরীতে, ২২ বছর বয়সে যদিও তিনি কখনও তাঁর মাধ্যমিক স্কুলের লেখাপড়া শেষ করতে পারেন নি। নয় সন্তানের মাতা এই নারী কখনও ঘরের বাইরে জীবিকার জন্য কোনও কাজ করেন নি। লিওনর এ ব্যাপারে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বাবা কখনও তাঁর মাকে চাকরি করতে উৎসাহিত করেন নি। বাবার ধারণা ছিল, সন্তানদের দেখাশোনা ও লালন-পালন করা ও পরিপাটি গৃহস্থালী পরিচালনাই হওয়া উচিত তার মায়ের প্রধান কাজ। ছেলেমেয়েদেরও ঐ সংসারে কাজ থাকবে। তবে লিওনরের লেখায় এও জানা যায় যে, তার বাবা-মায়ের সম্পর্ক মধুর ও তাঁদের সংসার মিলিত ও সুখের ছিল। তাঁরা পারিবারিক ব্যাপারে দুজনে মিলেই সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, রাজনীতির ব্যাপারে জন সুলিভ্যান স্ত্রীর সাথে আলোচনা করতেন ও কোন্ নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দিতে হবে তা-ও সুপারিশ করতেন।

লিওনর সুলিভ্যানের সামনে তার মায়ের যে ভূমিকা মডেল ছিল তা তাঁর সক্রিয়তাবাদী ভূমিকা গড়ার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। আর তাই তাঁর রাজনৈতিক পর্যায়ে সক্রিয় হওয়ার জন্য তাঁর নিজের জন্য বয়স্ক অবস্থায় পুনঃসামাজিকীকরণ একান্ত জরুরী হয়ে ওঠে। স্বামীর মোকাবেলায় তাঁর ভূমিকার সঙ্গে তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর মায়ের ভূমিকার অত্যন্ত মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে বড় তফাৎ হচ্ছে, লিওনরের কোনও সন্তান ছিল না। আর তাই তিনি তাঁর স্বামীর জীবিত থাকাকালে তাঁর 'সুসংগঠিত অফিসটি পরিচালনা'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পার্লামেন্টারী আসনে নির্বাচিত হয়ে স্বামীর আসনটি পারিবারিক এখতিয়ারে বহাল রাখেন।

মার্গারেট চেজ স্মিথের মা ক্যারি চেজের অবস্থা এদিক থেকে কিছুটা এলিনর ক্রেজারের অনুরূপ। কারণ, তিনিও পরিপূর্ণ গৃহিণী নারী ছিলেন। তবে পরিবারের প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল বাইরে কাজ করতেন। তাঁর বাইরের কাজ তথা চাকরির ইতিহাস নানা ধরণের অপ্রীতিকর ধরণের কাজের মিশ্র সমষ্টি বলা যায়। ঐ কাজগুলির জন্য আদৌ তেমন দক্ষতার দরকার ছিল না। আর পরিবারের অবস্থা ভালোর দিকে বদলালে তিনি ঐসব কাজ করা ছেড়ে দিতেন। মা সম্পর্কে মার্গারেট চেজ স্মিথ বলেছেন, 'মা একান্তই ঘর-সংসারী ছিলেন। আমরা সবসময় এক পরিবারের সদস্য হয়ে বাস করি এটা ছিল তাঁর একান্ত বাসনা'। ছয় সন্তানের এক সন্তান স্মিথের ভাইবোনদের দুজন

www.nagorikpathagar.org

ছোটবেলায় মারা যায়। আর তাই মার্গারেট চেজ স্মিথের মনে আছে, পরিবারের সবাই যাতে একত্রে নানা কাজকর্ম করে ও তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সংসার একটি মূল পরিবার হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করে সে ব্যাপারে মা বিশেষ যত্নবান ছিলেন। জীবনযাত্রার মান নিম্ন থাকা সত্ত্বেও ক্যারি ও জর্জ চেজ এটা উপলব্ধি করতেন যে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলি জড়বাদী দিকগুলির মতই গুরুত্বপূর্ণ ; সে দিকগুলির ব্যাপারেও কিছুটা যত্নবান হওয়া উচিত। আর তাই তাঁরা তাঁদের আয়ের একটা অংশ একটা পিয়ানো কিনে তাকে ওটা বাজাতে ও গান গাইতে শেখায় ব্যয় করেন। তরুণী হিসেব মার্গারেট চেজ স্মিথ তাঁর সান্নিধ্যে যে নারী ভূমিকা মডেলকে পেয়েছিলেন তা সনাতন নারীর বলেই অনুমান করা চলে। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, 'আমাদেরকে সবসময়ই স্বাবলম্বী হতে শেখানো হয়েছে'।

সমীক্ষার নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাঁদের মায়েরা মেয়েদের সামনে এক গৃহিণী নারী ভূমিকার মডেল হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরেছিলেন। এই মায়েরা লোক ও গৃহিণী নারীদের (এঁরাও রাজনীতিক পুরুষকে বিয়ে করেন যদিও কখনও কোনও উচ্চ লোকপদে নির্বাচিত হন নি) মায়েদের তুলনায় বেশি স্বাধীন বা কম অসনাতন ছিলেন না। এই নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীরা দৃশ্যত তাঁদের স্বামীদের হাতে ও তাঁদের বয়স্ক অবস্থার নিজ অভিজ্ঞতার পুনঃসামজিকীকৃত সৃষ্টি। মিসেস স্যুলিভ্যন ও স্মিথের বেলায় দেখা যায়, তাঁদের বিয়ে হয়েছে অনেক দেরীতে, তাঁদের ছেলেমেয়ে ছিল না। আর তাঁদের স্বামীদের প্রবল ইচ্ছার সুবাদে তাঁদের ব্যক্তিবিকাশ জোরদার হয়। তাঁদের গৃহিণী নারী মডেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার সুযোগ ঘটে। স্বামীর মৃত্যু না হলে, মিসেস স্যুলিভ্যান সম্ভবত একজন গৃহিণী নারীই থেকে যেতেন। স্মিথ থেকে যেতেন লোকনারী হিসেবেই। অবশ্য, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের মধ্যস্থ বা সহায়তা ছাড়া কেউই নির্বাচিত লোককর্মকর্তা হতে পারতেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যেমন, ন্যান্সি অ্যাস্টরের বেলায় দেখা গেছে, তিনি মূলত পার্লামেন্টের একটি আসন তাঁর স্বামীর পরিবারের করায়ত্ত রাখার জন্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। আর এ পরিকল্পনা তাঁর স্বামীর।

এই নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁদের প্রাপ্তবয়সে পুনঃসামাজিকীকরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য এই পুনঃসামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার গতি মন্থর। এ ধরনের আকস্মিক প্রকৃতির যে সুযোগ ঐ নারীদেরকে জাতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপক বা আইনসভার সদস্য করেছে (অর্থাৎ স্বামীর অকাল মৃত্যুর কারণে) সেই সুযোগই প্রমাণ করে যে, তাঁদের ঐ পুনঃসামাজিকীকরণের বিষয়টি যে কোনও নারী আন্দোলনের জন্য একটি অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য পলকা অবলম্বন আর এই ধরনের পুনঃসামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে যদি রাজনৈতিক নারীকে বিকাশ লাভ করতে হয় তাহ'লে সামাজিক পরিবর্তনও হবে অত্যন্ত ধীর। এ ছাড়াও, এই নারীদের দু'জনের কোনও সন্তান না থাকায় তাদের নিজস্ব পুনঃসামাজিকীকরণের কোনও

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যক্ষ প্রভাবই নতুন প্রজন্মে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য পরোক্ষ নারী ভূমিকা মডেলের এক্ষেত্রে কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মাতৃমডেলের ভূমিকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী নিঃসন্দেহে।

এবার তারুণ্যে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক নারীদের প্রসঙ্গ। আমরা অনুমান করেছিলাম, এ ধরনের নারীরা সাধারণত হবেন স্বাধীনচেতা ও সক্রিয়তাবাদী মায়েদের কন্যা। আমরা এর আগে বলেছি যে, খোদ পরিবারিক অখণ্ডতা নয় বরং বাবা ও মায়ের মধ্যকার সম্পর্কের ধরনই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সাতজন রাজনৈতিক নারীর মায়েদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনায় এই অনুমিত সিদ্ধান্তটির পক্ষেই সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। এটি বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়েছে, গোল্ডা মেয়ার ও ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রে যাঁরা তাদের নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদে নিযক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গোল্ডা মেয়ার তাঁর মা ব্ল্যুম মাবোভিচ সম্পর্কে অত্যন্ত সজীব বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন এক অসামান্য অসনাতন নারী। মা কেমন করে তাঁর হবু স্বামীকে বিয়ে করেছিলেন সে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গোল্ডা উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময়ে রাশিয়ার কিয়েভে যেসব ইহুদী বাস করত তাদের আলোকে তাঁর বাবা-মায়ের বিয়েটা ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী রোম্যান্স। গোল্ডার মা তাঁর হবু স্বামীকে রাস্তায় দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর প্রেমে পড়েন। তাঁদের এই প্রেমকে ব্ল্যুমের মা-বাবা খুব একটা সুনজরে দেখবেন না এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই প্রেমিক জুটি প্রথামাফিক ও আনুষ্ঠানিকভাবেই যাতে তাদের বিয়েটা সম্পন্ন হয় সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন। তাই ব্ল্যুম তাঁর প্রেমিককে বিয়ে করার জন্য মা-বাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সে সময়ে ইহুদী সমাজে বাবা-মার পছন্দে কন্যার বিয়ের রেওয়াজ ছিল। হবু বর গরীব ও পিতৃমাতৃহীন মোশে ইজহাক মাবোভিচকে তাঁর হবু শ্বশুর বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়াদের পছন্দ হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না যদিও মাবোভিচ তওরাত বা ইহুদী ধর্মগ্রন্থ পড়ার মত শিক্ষা পেয়েছিলেন। গোল্ডা লিখেছেন, 'আমার দাদা আমার হবু বাবার তওরাত পড়ার যোগ্যতার ব্যাপারটি ইতিবাচক গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করলেন যদিও আমার সব সময়েই এমন সন্দেহ ছিল যে, আসলে আমার মা যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তা আর কখনও বদলাতেন না বলেই তাঁর জানা ছিল। আর তাতেই দাদা প্রভাবিত হয়েছিলেন।'

ব্ল্যুম মাবোভিচ অনুমানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ধার্মিক ছিলেন। তাঁর স্বাধীনচিত্ততার আরেক পরিচয় হচ্ছে, কিয়েভের জীবন বিশেষ নিগ্রহ-লাঞ্ছনামূলক হয়ে উঠলে তিনি তাঁর স্বামীকে তাঁকে ও তাঁর তিনি শিশুকন্যাকে ছেড়ে (ঐ সময়ে গোল্ডার বয়স মাত্র ৫ বছর) আমেরিকায় গিয়ে তাঁদের জন্য নতুন জীবন শুরুর আয়োজন করতে অনুপ্রাণিত করেন। স্ত্রী ও তিন কন্যা পরে আমেরিকায় পাড়ি জমান। দীর্ঘ তিন বছর মাবোভিচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের ছেড়ে আমেরিকায় ছিলেন। এই সময়ে স্ত্রী তাঁর গোটা সংসারের ভরণ-পোষণ চালান। এরপর আমেরিকায় মাবোভিচ পরিবার পুনর্মিলিত হলেও

www.nagorikpathagar.org

বেশ কিছুদিন অবস্থার বিশেষ রদবদল ঘটে নি। গোল্ডার মা-ই পরিবারের জীবনযাত্রার মান বরাবর রক্ষা করায় অবদান যুগিয়েছেন বলেই লক্ষ্য করা যায়। তিনিই একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ঐ অ্যাপার্টমেন্টের নীচতলায় একটি দোকান ছিল। ব্লুম ঐ দোকান খুলে নিজেই চালাতে শুরু করেন। গোল্ডা মেয়ারের দেয়া এই ঘটনার বর্ণনায় তাঁর মা কী ধরণের একান্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন তার সর্বোত্তম পরিচয় ফুটে উঠেছে ঃ

> 'মায়ের এ সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করলে আমি এখনও শুধু তাঁর ঐ সঙ্কল্পের কথা ভেবে বিস্মিত হই। আমরা তখন মিলওয়াকিতে এসেছি এক বা দু'হপ্তার বেশী হয়নি ; মা ইংরেজীর একটি বর্ণ পর্যন্ত বুঝতেন না। কী কী জিনিস দোকানে বেশী বিক্রি হতে পারে সে সম্বন্ধেও ধারণা বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। এর আগে কখনও তিনি কোনও দোকান চালান নি বা দোকানে কাজ করেন নি। কিন্তু তবু আমাদের সকলের একান্ত দারিদ্র্যদশা রাশিয়ার পর্যায়েই চলে যাবে-এই আশঙ্কায় সম্ভবতঃ তিনি এই প্রচণ্ড গুরুদায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেন। এর পরিণতি কী হবে তা ভাবার মত অবকাশ তাঁর ছিল না। দোকান চালানোর অর্থ শুধু বাকীতে মাল কেনাই নয়, রোজ সাতসকালে উঠে মাকে বাজারে গিয়ে দরকারী মালপত্র সব কিনে সেগুলি তাঁকে বয়ে আনতে হত।'

মেয়ার উল্লেখ করেছেন, তাঁর মায়ের এহেন উদ্যম-উদ্যোগ তাঁর পিতার পরিবারের ভরণ-পোষণ সামর্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন-বাবার এ সামর্থ্যে মায়ের স্পষ্ট অবিশ্বাসে বাবার অনুভূতি সন্দেহাতীতভাবেই আহত হত।' অবশ্য পিতা সম্পর্কে পরে মেয়ার আরও যেসব উল্লেখ করেছেন তাতে মেয়ারের পিতার সামর্থ্য সম্পর্কে মেয়ারের মায়ের মূল্যায়নই সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। পিতা নয় বরং গোল্ডার মা-ই তাঁদের পরিবারের প্রধান অর্থ উপার্জনকারী হয়ে ওঠেন। এভাবে কন্যার কাছে ব্লুম যে নারী ভূমিকা মডেল দাঁড় করিয়েছিলেন তা সন্দেহাতীতভাবেই ঘরের বাইরের জগতের মোকাবেলায় যোগ্যতা ও স্বাবলম্বনের ভূমিকাই বলতে হবে। এজন্যেই এতে অবাক হবার কিছুই নেই যে, বিয়ে ও পরিবারকে গোল্ডা মেয়ার তাঁর জীবনের পরম বিষয় হিসেবে দেখতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মা মেয়ের মধ্যে এত মিলের পরেও মা কেন মেয়ের স্বাধীনচেতা মনোভাব ও কার্যকলাপের একনাগাড়ে সমালোচনা করতেন সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। আসলে মেয়ে তো তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। মেয়ারকে তাঁর মা তাঁর যা হওয়া উচিত মনে করতেন তিনি তা হন নি, কিন্তু মা আগে যা করেছেন মেয়ার পরে সেটাই করেছেন মাত্র।

রাজনীতি ও রাজনীতির নানা বিষয় ইন্দিরার কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে পিতা জহরলাল নেহরু যা করেছিলেন তার উল্লেখ ছাড়া কোনও জীবনীকারের পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে ইন্দিরার উত্থান সম্পর্কে লেখা অনেকটাই অকল্পনীয় ব্যাপার।

www.nagorikpathagar.org

আমরা অবশ্য কোনওভাবে এ ব্যাপারটাকে অস্বীকার করছি না। তবে এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে — কমলা নেহরু, ইন্দিরার মা-ও কোনও সাধারণ, সনাতন গৃহিণী ও মা ছিলেন না। তিনি তাঁর কন্যার চোখে নারী স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাবাদের একটা আদর্শ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন আর এ কারণেই ইন্দিরা তাঁর সাধারণ প্রবণতায় তাঁর খেলার পুতুলগুলিকে রূপান্তরিত করতেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসেবে।

ইন্দিরা মা ছিলেন কাশ্মীরের এক পণ্ডিত পরিবারের মেয়ে। সেখানেই তাঁর স্বাধীনতাপ্রবণতা ও সক্রিয়তাবাদের প্রধান উৎস নিহিত। তাঁর পরিবারের পুরুষেরা দেশীয় রাজ্য জয়পুরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে দায়িত্ব পালন করেন ও একারণে, পরিবারটি 'অটল' বা 'যাকে টলানো যায় না' এমন উপাধি অর্জন করে। ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম জীবনীকার কৃষণ ভাটিয়া মনে করেন, এ খেতাব কমলা নেহেরুর যথার্থ প্রাপ্য ছিল। পারিবারিক পটভূমি ছাড়াও জহরলালের সঙ্গে বিয়ের কারণেও কমলার স্বাধীনচিত্ততা ইস্পাতের মত আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। জহরলালের সঙ্গে তাঁর বিয়ের একেবারে গোড়ার দিকের বছরগুলিতেই তাঁকে প্রায়ই একা কাটাতে হত। জহরলাল তাঁকে অবহেলা করতেন। জহরলালকে ঘন ঘন জেল খাটতে হয়েছে বলেই নয় বরং কমলার অসুখের সময় কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক অশান্তির সময় তাঁর পাশে থাকার দরকার নেই — জহরলাল অনেকটা এরকম ধারণার বশবর্তী হয়েও তাঁর কাছে থাকেন নি। একবার জহরলাল ও তাঁর এক বন্ধু এক রাজনৈতিক সমাবেশে যোগদানের জন্যে ঘর থেকে বেরুবার পূর্ব মুহূর্তে কমলা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ ধরণের বিপদে ক্ষণিকের জন্য তাঁর চিন্তান্বিত ভ্রূকুঞ্চন ঘটলেও জহরলাল স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একজন পরিচারিকাকে তাঁর দেখাশোনার জন্যে মোতায়েন করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি ঐ দিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল তো করলেনই না, এমনকি, তার সেদিনের যাত্রাও বিলম্বিতও হ'ল না। একটু বেশিমাত্রার সনাতন শ্রেণীর অন্য কোনও মহিলা হলে এ অবহেলায় মর্মাহত হওয়ার ও অভিযোগ করার কথা। শুধু তাই নয়, পরিবার ও পরিবারের পবিত্র অধিকারও তাঁর আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরার কথা। কিন্তু কমলা তা করেন নি। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীর রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাঁকে অনুসরণ করতেন আর অন্তত একটি বার জেলও খাটেন।

রাজনৈতিক কারণে মায়ের অনুপস্থিতিতে বালিকা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রাজনীতির আকর্ষণ বড় হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে, তাঁর মায়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, তাঁর বাবার মতামত ও চিন্তা-ভাবনার অন্ধ প্রতিফলন না হওয়াতে বিষয়টি ইন্দিরাকে আকৃষ্ট করে। কমলা লক্ষ্যণীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় দেন। ইন্দিরা নিজে তাঁর মায়ের স্বাধীনতাপ্রিয়তার নজির হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এটি ঘটে

www.nagorikpathagar.org

তাঁর চার বছর বয়সে ১৯২১ সালে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা 'মহাত্মা গান্ধী' (ইন্দিরার আত্মীয় নন) প্রকাশ্যে —

> সকলের প্রতি বিদেশী কাপড় পরা বন্ধ করে দেশী 'খাদি' বস্ত্র পরার আহ্বান জানান। নেহেরু পরিবারের লোকেরা মহাত্মা গান্ধীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করলেও এক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়ে যান। এই ব্যবস্থাটির আদৌ কোনও কার্যকারিতা আছে কি না সে বিষয়ে মতিলাল (ইন্দিরার পিতামহ) একান্ত সন্দিহান ছিলেন। আর জহরলালও এ ব্যাপারে গড়িমসি করছিলেন। অবশ্য কমলা মিঃ গান্ধীর ঐ আহ্বান সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত ও সর্বাত্মক চেষ্টায় নেহেরু পরিবারে গান্ধীর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়। ইন্দিরার নিজের ভাষায়, 'আমাদের গোটা পরিবার এর বিরুদ্ধে থাকলেও আমার মায়ের চাপে তাঁদের মত শেষ পর্যন্ত বদলায়।'

ইন্দিরা তার একেবারে ছোটবেলা থেকেই মায়ের কথা অনুযায়ী খাদি বস্ত্র পরতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন।

কমলা নেহরু সম্পর্কে বর্ণনার নানা উপাদান মিলিয়ে দেখলে তাঁর মাঝে একজন দারুণ আত্মপ্রত্যয়ী নারীর দর্শন মেলে। পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়গুলিকে তিনি কীভাবে মোকাবেলা করেছিলেন, শ্বাশুড়ি ও ননদের কী বৈরিতার মুখে তিনি পড়েছিলেন, স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকা-এর সবকিছুই তাঁর সাহস ও স্থৈর্যের পরিচয়। তিনি প্রায় সারাটা জীবন যক্ষারোগে ভুগেছেন। তবু তা সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি শত্রুসৈন্যদের মোকাবেলায় ও জেলের হুমকির মুখেও যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেন। কিছুদিন আগে কমলার স্বামী যে বক্তব্যসম্বলিত বক্তৃতা দেবার জন্য কারাবরণ করেন তাঁর মাত্র কয়েকদিন পরেই কমলা নেহেরু এক জনসমাবেশে ঠিক সেই বক্তৃতাই প্রদান করেন। এ থেকে ইন্দিরার মায়ের সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। জহরলাল নেহরু ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন যে ত্যাগ ও নিষ্ঠা সহকারে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন কমলাও সেই একই আন্তরিকতা নিয়ে রাজনীতিতে অংশ নেন। ইন্দিরা গান্ধীর কেবল বাবা, পিতামহ ও পরে তাঁর স্বামীই লোক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তাঁর মাও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তাই সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শসম্পন্ন নারী অনুকরণে রাজনৈতিক নারীর বিকাশ হয়-আমাদের এই অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন কমলা নেহরুর উল্লিখিত জীবন বিবরণে কোনওভাবেই ক্ষুণ্ন হয় না।

শার্লি চিশল্মের মায়ের নাম রুবি সীল সেন্ট হিল। তাঁর জীবনেতিহাসও আমাদের মৌলিক বক্তব্যগুলির সমর্থক। তাছাড়া, ছোট বালিকা হিসেবে শার্লি চিশল্ম অন্ততঃ

www.nagorikpathagar.org

দু'জন সক্রিয়তাবাদী, স্বাধীনচেতা নারী আদর্শকে সামনে পেয়েছিলেন। চার থেকে ১০ বছরের মধ্যবর্তী সময়টি চিশল্‌ম তাঁর মায়ের কাছে না থেকে অন্য একজন অত্যন্ত অসনাতন ধরণের নারীর সঙ্গে কাটান। তিনি ছিলেন তাঁর মাতামহী এমিলী সীল।

শার্লির মা-বাবা চার্লস সেন্ট হিল ও রুবি সীল ছিলেন বারবাদোসের কৃষ্ণকায় লোক। তাঁরা বার্বাদোস ছেড়ে আমেরিকায় আসেন এবং ব্রুকলিনে তাঁদের দেখা হয়, সেখানেই বিয়ে করেন ও তাঁদের তিন কন্যার জন্ম হয়। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি আমেরিকায় কৃষ্ণকায় পরিবারগুলির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধে ছিল না। রুবি সীল এক পর্যায়ে বুঝতে পারেন যে, বার্বাদোসের খামারে নানীর কছেই তাঁর মেয়েরা ভাল থাকবে। আর সেই ফাঁকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন চাকরি করে ওদের শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারবেন। চিশলম পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে ও তাঁর আর দুই বোনকে তাঁর নানীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনাটি প্রধানতঃ তাঁর নিজের মায়ের। মিসেস সেন্ট হিল মনে করতেন মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করাই ছিল কন্যাদের তাদের নানীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার বড় উদ্দেশ্য।

শার্লি চিশল্‌মের নানীই মূলতঃ চিশল্‌ম-এর মাঝে তার লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে তোলার জন্য কৃতিত্বের দাবীদার। চিশল্‌মের চার থেকে দশ বছরের মধ্যে এটা ঘটে। চিশলমের নানী একটা খামারের মালিক ছিলেন এবং তিনি নিজে সেটা চালাতেন। তিনি স্বেচ্ছায় শার্লি ও তার ছোট দু'বোনকে ছয় বছরের জন্য লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ ছাড়া, একই উদ্দেশ্যে শার্লির খালা ভায়োলেটের চারটি সন্তানেরও অনুরূপ দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। মাতামহীকে দেখার প্রথম অনুভূতি বর্ণনায় শার্লি লিখেছেন, 'বাস থামতেই নানী এমিলি সীলকে দেখতে পেলাম। লম্বা, ঋজু দেহধারিণী নানীকে রেড ইণ্ডিয়ান মহিলার মত দেখতে। তাঁর চুল বিনুনী করে গলায় গিট দিয়ে বাঁধা। আমি তখনও বুঝিনি এমন গমগমে গলার রাজসিক মহিলাটি এমন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন হতে চলেছেন যাঁর কর্তৃত্ব উপেক্ষা করার সাহস আমার কোনও দিন হবে না, ও ব্যাপারে কোনও প্রশ্নই তুলতে পারব না'।

চিশল্‌মের মা দরজীর কাজ করে তাঁর মেয়েদের বারবাদোস থেকে ফিরিয়ে আনার খরচ মেটানোর জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করবেন এমন পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু ত্রিশের দশকের মহামন্দার কারণে তাঁর সে আশা ও প্রয়াস আদৌ তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। শার্লি চিশল্‌ম আমেরিকায় যখন বাবা-মার কাছে ফিরে এলেন তখনও পরিবারের আর্থিক দুর্গতি দূর হয় নি। বরং যে সময় তিনি আমেরিকা থেকে বারবাদোসে গিয়েছিলেন তা থেকে অবস্থার খুব একটা উনিশ-বিশ হয় নি। তাঁর মায়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্যও বড় একটা বদলায় নি। চিশল্‌ম তাঁর আত্মজীবনীতে যা বলেছেন তার প্রতিটি কথা তাঁর জীবনে তাঁর মায়ের

www.nagorikpathagar.org

প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ বহন করে। চিশল্‌ম তাঁদের পাড়ার অন্যান্য মহিলার সঙ্গে তাঁর মায়ের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> আমাদের বেশীরভাগ খেলার সাথী ও আমাদের বাবা-মায়ের অনেক পড়শী ছিলেন শ্বেতকায় ও ইহুদী। মায়ের রসবোধের জন্য তাঁর শ্বেতকায় বান্ধবীরা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি যখন ঐ শ্বেতকায় রমণীদের তাদের নিজস্ব কথা বলার ঢঙে শ্বেতকায়দের বাচনভঙ্গির অনুকরণ করে শোনাতেন, তারা প্রায়ই অট্টহাসির রোল তুলতেন। মা আমাদেরকে নিয়ে যখন পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসতেন তখন পড়শী অন্যান্য মহিলাও তাঁর চারপাশে ভীড় জমাতেন। আমার মা ইংরেজীভাষী ছিলেন। তিনি নগর জীবনের নানা আইনগত সমস্যা ও বিল ইত্যাদি ব্যাপারে সুপরামর্শ দিতে পারতেন বলে তিনি কার্যতঃ প্রায় তাঁর পাড়ার গণকতুল্য মান্যগণ্য নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

লোক, রাজনৈতিক পর্যায়ে অংশীদার হওয়ার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার জট খোলার বহুমুখী প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারিণী ছিলেন চিশল্‌মের মা। মনে হয়, তিনি তাঁর এ ধরনের অনেকগুলি গুণ তাঁর কন্যার মাঝেও সঞ্চারিত করেছিলেন।

চিশল্‌ম আরও উল্লেখ করেছেন, তাঁর মা সবসময় কন্যাদের সামাজিক অগ্রগতি কামনা করতেন। ঐ মেয়েরা হয়ত গরীবের সন্তান হতে পারে কিন্তু সেটাতো বাহ্যিক পরিস্থিতির প্রতিফলন মাত্র, ওটা ওদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কিংবা অবস্থান নয়। 'চিশল্‌মের মা রুবি সীল সেন্ট হিল ছিলেন পা থেকে নখ পর্যন্ত বৃটিশ—মেয়েদের জন্য আচার-আচরণে, চিন্তা-ভাবনায় ও পরিকল্পনায়। আমাদের কে চমৎকার ভদ্র তরুণী হয়ে উঠতে হবে ; হতে হবে নম্র, সংযত, শালীন, শোভন, শিক্ষিত, সুন্দর ও এই পৃথিবীতে আমাদের যথাযোগ্য জায়গা করে নেবার জন্যে প্রস্তুত।' শার্লি চিশ্‌লম রাজনৈতিক নারী হয়ে উঠতে তাঁর মায়ের আচরণ বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করেছিলেন ও তাঁর বাসনাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করেছিলেন বলেই দেখা যায়।

বাহ্যতঃ এলা গ্র্যাসোর মা মেরিয়া অলিভা ট্যামবুসির মাঝে একজন নিষ্ঠাবান সনাতন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শে বিশ্বাসী নারীর সকল প্রলক্ষণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন ইতালীর এমন এক নরগোষ্ঠীর মানুষ যাদের কাছে পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিশ্বাস করতেন, নারীর স্থান হচ্ছে গৃহে। তিনি একজন নিষ্ঠাবান রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান। তুলনামূলক অল্প বয়স ১৮তে তিনি বিয়ে করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর তেমন একটা ছিল না। তিনি কেবল পাঁচ বছর স্কুলে পড়েছিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান এলার জন্মের আগে কিছুদিনের জন্য দক্ষতার আদৌ তেমন প্রয়োজন নেই এক ধরণের চাকরি করেছিলেন। আর সেটাই তাঁর জীবনের একমাত্র চাকরি। এসব বিষয় তাঁর জীবনে

www.nagorikpathagar.org

এমনভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে যে তাঁকে বাহ্যতঃ একজন সনাতন, গৃহিণী নারী বলতেই হয়। অবশ্য এলা গ্র্যাসো এ ব্যাপারে যে প্রশ্নমালার জবাব সুচারুরূপে পূরণ করে আমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে কিন্তু ম্যারিয়া ট্যামবুসীর একেবারে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এলা গ্র্যাসো জানিয়েছেন, এর আগে তাঁর মায়ের যেসব সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর মায়ের ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে সেগুলির প্রভাব পড়ে নি।

বাবার সাথে মায়ের সম্পর্কের ব্যাপারে এলা গ্র্যাসো বলেছেন যে, বাবা ও মা সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে দু'জন মিলিত সিদ্ধান্ত নিতেন। গ্র্যাসো আরও জানিয়েছেন, তাঁর মা আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর খোঁজ-খবর রাখতেন এবং সেগুলি নিয়ে তিনি তাঁর স্বামী ও পড়শী লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁর মা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বাবার সঙ্গে প্রকাশ্যে দ্বিমত পোষণ করতেন যা একজন অনুগত, সনাতন নারীর স্বভাববৈশিষ্ট্য হতে পারে না। আমাদের প্রশ্নাবলীর ব্যাপারে এলা গ্যাসো বেশ একটা প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন। 'আমরা জানতে চেয়েছিলাম মায়ের পিতা অর্থাৎ এলার মাতামহ তাঁর মেয়ে মারিয়াকে অর্থোপার্জনের দায়-দায়িত্বমূলক চুক্তিতে চাকরি বা কাজ নেবার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন কিনা? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য জবাবসূচক একাধিক বিকল্প প্রতীক চিহ্ন দেওয়া ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনওটিতে টিক চিহ্ন না দিয়ে গ্র্যাসো লিখেছেন ঃ 'আমার জন্মের পর মা আর কোনও কাজ করেন নি। চাকরি নেন নি। তাঁর এ ব্যাপারে ইচ্ছেও ছিল না। আমার বাবাও স্ত্রীর যে কোনও সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন।'

গ্র্যাসোর ঐ জবানীর গুরুত্ব বা তাৎপর্যটি চোখ এড়ানোর মত নয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নারী কেবল গৃহে থাকলে ও বাইরে কোনও চাকরি না করলেই ধরা যায় না যে তিনি একজন সনাতন, অসক্রিয়তাবাদী ও পরিবর্তনশীল নারীর মডেল। আসলে মেরিয়া তাঁর মেয়ের জন্য এরকম কোনও মডেল ছিলেন না। গ্র্যাসো ঠিক একথাটিই মূল অর্থে বলতে চেয়েছেন। আমাদের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন মেয়েদের মায়েরা অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী এ কারণে যে, তাঁরা তাঁদের কন্যাদের সামনে নিজেদেরকে এমন কাঙ্খিত নারী মডেল তুলে ধরেছেন যে মডেলের নারীরা সকল জনসমাজে বিরাজমান গতানুগতিক লিঙ্গ ভূমিকাকে ভেঙে চুরমার করেছেন। এলা গ্র্যাসোর মা গৃহিণী প্রকৃতির মহিলা ও তিনি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া না শিখলেও তিনি অ-লোক, অসক্রিয়, অনুগত, পরনির্ভরশীল মা ছিলেন না। তাঁর মা এলা গ্র্যাসোকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের সারাটা সময় উৎসাহ, প্রেরণা ও সমর্থন যুগিয়েছেন।

মার্থা রাইট গ্রিফিথ্‌স-এর মা সম্পর্কে অতি সামান্যই জানা যায়। আমরা অনেকটা দ্বিধার সাথেই গ্রিফিথ্‌সকে আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনাভুক্ত করেছি। তবে মার্থা গ্রিফিথ্‌স এর পরিবারে তাঁর জন্য একাধিক ব্যতিক্রম চরিত্রবৈশিষ্ট্যের নারী মডেল ছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁরা ঐ পরিবারের ঐতিহ্যেরই অঙ্গ ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মার্থা গ্রিফিথের পিতা ছিলেন এক পল্লী ডাকহরকরা। মার্থার মা অনেকক্ষেত্রে বাবার পরিবর্তে ঐ ডাক বিলির কাজ করতেন। জুড়িগাড়ি চালিয়ে তাঁর মা ঐ দায়িত্ব পালন করতেন যে কাজটি তৎকালীন সমাজে অনেক দুঃসাহসীর জন্যেই যথেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার ছিল। মার্থার পিতামহীর বিয়ে হয়েছিল এক কাউন্টি পুলিশ কর্মকর্তা বা শেরিফের সঙ্গে। ঐ ভদ্রলোক দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ হারান। কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনাতেও সাহস না হারিয়ে তাঁর পিতামহী (তাঁর তিন পুত্র যাদের অন্যতম পুত্র মার্থার পিতা) সন্তানদের নিয়ে সেন্ট লুই শহরে চলে আসেন ও একজন নিপুণ দরজি হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর ছোট তিন ছেলের ভরণ-পোষণের পরও নিজে পুরুষের কাজ করে এক অভূতপূর্ব নজিরও স্থাপন করেন। দৃশ্যতঃ এই পিতামহীর কিছুটা প্রভাব পড়েছিল মার্থার ওপর। মার্থার খুব ভালোভাবেই মনে আছে, তাঁর পিতামহীর জীবনের অন্যতম উচ্চাভিলাষ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দিতে পারার মত দীর্ঘ আয়ু পাওয়া। মিসৌরী অঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে যিনি প্রথম মহিলা আইনজীবী হন মার্থার পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। মার্থা গ্রিফিথ্স-এর মা সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। তবে যা কিছু জানা জায়, তাতে দেখা যায়, তিনি স্বাধীনচেতা নারী ছিলেন। তাঁদের পরিবারে তাঁর মত সক্রিয় লোকনারীদের একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল ও এই ঐতিহ্য ঐ পরিবারের মূল্যবোধের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

বার্ণাডেট ডেভলিনের লেখা বই ঃ 'দ্য প্রাইস অব মাই সোল'-এ সন্নিবেশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর মা সক্রিয়তাবাদী নারী ছিলেন না। তাঁর মায়ের আচরণের ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনেকখানি মিল রয়েছে এলা গ্র্যাসোর মায়ের। তিনি আচার-আচরণে যতখানি না ইতালীয়ান তারও চেয়ে বেশী ছিলেন আইরিশ। বলাইবাহুল্য যে, এই দুই নরগোষ্ঠীর পারিবারিক ঐতিহ্য অনেকখানি একই রকমের। ডেভলিনের মা-ও ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান রোম্যান ক্যাথলিক। খুব সামান্য শিক্ষা-দীক্ষা ছিল তাঁর। বাড়ির বাইরে কোনও কাজ তিনি কখনও করেন নি। ডেভলিনদের পরিবার গরীব ছিল। তবে বাবার মৃত্যুর পর ঐ দারিদ্র্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে ডেভলিন নয় বছরের বালিকা। তাঁর বাবা তাঁর মৃত্যুর বেশ আগে থেকেই সংসারে গৌণ ভূমিকায় ছিলেন। ডেভলিনের বাবা ইংল্যাণ্ডে চাকুরি করতেন। আর তাই ডেভলিনের শৈশবের প্রায় বেশীরভাগ সময় মা-ই পরিবারের দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁকে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের একজন 'রাজনৈতিক সক্রিয়তাবাদী' বলে সন্দেহ করা হত আর সেজন্য ডেভলিনের পিতার পক্ষে কাজ জোটানো খুব কঠিন হয়ে পড়ায় তাঁকে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে যেতে হয়। এর ফলে মা সংসারে থেকে যান নিজের ও সন্তানদের দেখাশোনার জন্য।

ডেভলিনের উল্লেখ অনুযায়ী তাঁর মা দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের খোঁজখবর রাখতেন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে খোলাখুলি দ্বিমত ব্যক্ত করতেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনার কথা ডেভলিনের মনে আছে। সেটার সঙ্গে আইরিশদের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। এই ঘটনাটি

www.nagorikpathagar.org

হল ইস্টার বিদ্রোহ। তাঁর পিতা প্রতি বছর এ দিবসটি স্মরণে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মা এ ব্যাপারে একারণে আপত্তি জানাতেন যে ব্যাপারটা যা হবার হয়ে গেছে। আর এ ঘটনার স্মারক কোনও অনুষ্ঠান করলে তা হবে তাঁদের প্রোটেস্ট্যান্ট পড়শীদের কাছে অবমাননাকর। ডেভলিনের বাবা তাঁর সন্তানদেরকে বরাবরই আইরিশ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের কাহিনী বলতেন। এ সম্পর্কেও ডেভলিনের মা আপত্তি তুলতেন বলেই মনে হয়।

বাবার সাথে নানা বিষয়ে ডেভলিনের মায়ের এসব মতানৈক্য, বাবার অনুপস্থিতি ও পরবর্তীকালে বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে তার মায়ের অপরিহার্য সিদ্ধান্তগ্রহণের ঘটনা থেকে ধরে নেওয়া যায় না যে, ডেভলিনের মা ছিলেন কড়া অসনাতন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শসম্পন্ন এক নারী। কন্যার মাঝে একটা সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ বিকাশের বস্তু-নিরপেক্ষ অবস্থাগুলি বর্তমান থাকলেও ডেভলিনের মায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনা ও কিংবা ঐ নিয়ন্ত্রণ লাভের আকাঙ্খা কখনও গড়ে ওঠে নি বলেই মনে হয়। ডেভলিন লিখেছেন যে, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা জীবনের প্রতি সকল উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন ও বাকী জীবনটা শুধু সন্তানদের মুখের দিকে চেয়েই বেঁচেছিলেন। বার্ণাডেট ডেভলিন সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়ন অবশ্যই এই হতে পারে যে, বাইরের জগতের দিকে পা বাড়াবার ব্যাপারে ডেভলিনের মা যেমন প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে নি তেমনি বাইরের জগতের মোকাবেলাতেও ঐ মহিলা যোগ্যতার কোনও মডেল হতে পারেন নি। এলিনর রুজভেল্ট তাঁর মায়ের মডেল-আদর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অনরূপভাবে সম্ভবতঃ বার্ণাডেট ডেভলিনও তাঁর মায়ের ঐ দুর্বল মডেল বা আদর্শকে সচেতনভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে ডেভলিন প্রসঙ্গে ফিরে আসব ও সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও যোগ্যতার চেতনা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা করব।

পরিতাপের বিষয়, আমাদের সীমাক্ষভুক্ত সাতজন নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীর শেষ ব্যক্তিত্ব মার্গারেট রবার্টস থ্যাচারের মা সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। মার্গারেট থ্যাচারের অসাধারণ স্বাধীনচেতা মনোভাব ও তুলনামূলকভাবে নাতিদীর্ঘ পেশার মধ্যেই এত বড় বড় রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মায়ের সম্পর্কে তথ্যের অভাবের ক্ষতিটা অত্যন্ত বেশী করেই অনুভূত হয়। আমাদের এই সমীক্ষার ফলশ্রুতিতে যদি অন্য কিছু সার্থকতাও না-ও পাওয়া যায়, অন্ততঃ এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক নারীদের জীবনীকারগণ এ শ্রেণীর নারীদের মায়েদের সম্পর্কে অধিক তথ্য পরিবেশন করবেন এ প্রত্যাশা আমরা করব। আমরা মার্গারেট থ্যাচারের মা সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলতে পারি, তিনি দৃশ্যতঃ মিসেস থ্যাচারের ছোটবেলার বছরগুলিতে তাঁর সান্নিধ্যেই ছিলেন। আর যেহেতু উল্টো রকমের কোনও তথ্য আমাদের হাতে নেই,

www.nagorikpathagar.org

আমরা অনিবার্যকারণেই ধরে নেব মার্গারেট থ্যাচারের মা একজন সনাতন গৃহিণী নারী ছিলেন। মিসেস থ্যাচারের জীবনীকার রাসেল লুইস একবারমাত্র তাঁর মায়ের উল্লেখ করেছেন যদিও তাঁর পুরো নামটি পর্যন্ত দেন নি। আমরা শুধু জানতে পেরেছি, তিনি পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারক ছিলেন।

আমাদের সমীক্ষাপাত্র সকল বিপ্লবী নারী অসনাতন নারী ছিলেন। তাঁরা গৃহিণী, অসক্রিয়তাবাদী নারীর লিঙ্গ-ভূমিকা মডেল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর যেহেতু এঁদের সকলেই স্পষ্টতঃই মা/নারী ভূমিকার প্রাধান্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেহেতু তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে আমরা অনুমান করে নিয়েছি যে, তাঁরা হয় ; (১) মৃত বা অনুপস্থিত ; (২) মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বা (৩) স্বয়ং অসাধারণ স্বাধীনচেতা যাঁরা নিজেরা অগতানুগতিক পথে নারী ভূমিকা বাস্তবায়িত করেছেন এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাবার সমকক্ষ গণ্য হয়েছেন।

উল্লিখিত ১ ও ২ নং সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অভিন্নতা উপলব্ধির ও অনুকরণের একটি উৎস হিসেবে সনাতন মা/স্ত্রীর ভূমিকাটি অনুপস্থিত বা সে ভূমিকা অপসারিত। ৩ নং বিকল্পে বর্ণিত মডেলটি খোদ নিজেই 'আধুনিক'। এখানেও বিপ্লবী নারীদের জীবনীর উপাত্ত ও তথ্য কন্যাদের জন্য এক ভূমিকা মডেল হিসেবে মাতৃচরিত্র এবং নারীর রাজনৈতিক আচরণের জন্য লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের প্রতি গুরুত্ব সহকারে আমরা যেসব তত্ত্ব নির্মাণ করেছি সেগুলিকে সমর্থন করে।

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৯ বিপ্লবী নারীর দু'জন মড গোণে ও হালিদা এদিব তাঁদের বয়স চার বছর হওয়ার আগেই মাতৃহারা হয়েছিলেন। এঁদের উভয়েরই তাঁদের পিতার সঙ্গে অসাধারণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, পিতার সঙ্গে তাঁদের এই সম্পর্কটি অনেকের চোখে অনেক বড় হয়ে ধরা পড়ে এ কারণে যে, তাঁদের মা ছোটবেলায় মারা যায়। তাঁদের পিতারা তাঁদের স্ত্রীর প্রতি বিপুল ভালোবাসা তাঁদের কন্যাদেরকেই উজাড় করে দেন। যেমন, গোণের পিতা তো কন্যার তরুণী বয়সে তাঁকে তাঁর 'গৃহকর্ত্রী'র মর্যাদা দেন। তিনি কোথাও বেড়াতে কিংবা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে কন্যা গোণেকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কন্যা গোণেও এ ভূমিকা পালনে ও এমনকি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গোণে ও তাঁর পিতাকে স্ত্রী ও স্বামী হিসেবে মনে করা হলে তাতেও আনন্দ উপভোগ করতেন। তাঁর সাথে তাঁর পিতার ব্যবহার এবং তাঁর চাচীদের সাথে তাঁর চাচাদের আচরণের ধরণে বিরাট পার্থক্য ছিল। তাঁদের নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গোণে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, তাঁর প্রজন্মের নারীদের জীবন ছিল অতি হীন ; তাঁদেরকে আদৌ কোনও কিছু বলেও গণ্য করা হত না। আর সে কারণেই তিনি তাঁর জন্য যথার্থ নারী ভূমিকা মডেল হিসেবে সচেতনভাবেই তাঁর চাচীদের অনুসরণ করেন নি। তাঁর বাবা তাঁকে নিজের ইচ্ছেমত চলার ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসেবে গোণেকে তিনি গোণের নিজের ও তার ছোট বোনটির জন্য গর্ভনেস

www.nagorikpathagar.org

বাছাই করায় সহায়তা করার অনুমতি দেন। যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, গোণে এমন এক ধরণের নারী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যার ভূমিকাধারী কোনও প্রত্যক্ষ নারী মডেল তাঁদের পরিবারে ছিল না। তাঁদের ঠিক পরিবারের কেউ না হলেও তাদের পরিবারের আওতায় বসবাসকারী একমাত্র মহিলাটি যিনি রাজনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন তিনি হলেন গোণেদের 'স্বাধীনচেতা' গর্ভনেস। এই মহিলাই গোণের জন্য লিঙ্গ ভূমিকা মডেল হয়ে ওঠেন। গোণেও তাঁর প্রশংসায় ও তাঁর প্রতি ভালোবাসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। মায়ের মৃত্যু চাচীদের ভূমিকা মডেল গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং কন্যার এ ধরণের মানসিকতার প্রতি পিতার দৃশ্যতঃ প্রচ্ছন্ন সমর্থন ইত্যাদি এমন একটি পটভূমিকা দেয় যার ফলে গোণে অপেক্ষাকৃত কম সনাতন নারীর সঙ্গেই একাত্মতা ও অভিন্নতা প্রকাশের বিষয় বেছে নিতে সক্ষম হন।

হালিদা এদিব ছিলেন একজন অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী বিপ্লবী নারী। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তিনি তুরস্কের বিপ্লবে সক্রিয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারীর অন্যতম ছিলেন কিংবা এও নয় যে, তিনিই 'টার্কিশ হার্থ'-'তুর্কী বাসভূমি' নামে গুপ্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জেনারেল কংগ্রেসের একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন বরং এই কারণে যে, তাঁর বিপ্লবী জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি কখনও অন্যান্য বিপ্লবী লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত পর্যন্ত করতে পারেন নি। ঐ সময়ে তুরস্কের প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুযায়ী 'নারীর স্থান ছিল গৃহে'।

এদিবের পিতা তুরস্কের সুলতান ২য় আবদুল হামিদের প্রাসাদে চাকরি করতেন। তাঁকে এই চাকুরি উপলক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত। দূরেও যেতে হত। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও তিনি কন্যার ব্যাপারে অসাধারণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য ধারায় কন্যার পোষাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। মেয়েকে তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কন্সট্যান্টিনোপলের আমেরিকান স্কুলে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি খৃস্টান হওয়ায় সুলতান এ ব্যাপারে হালিদা এদিবের পিতাকে নিষেধ করায় তিনি সুলতানের অর্থ বিভাগে কোনও পদোন্নতি চাইবেন না - এই শর্তে কন্যাকে ঐ স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারটি উপেক্ষা করার জন্য সুলতানকে রাজী করান। এদিব তাঁর পিতাকে অত্যন্ত প্রশংসা করতেন ও ভালোবা-তেন। কিন্তু তিনি যখন তুর্কী ও মুসলিম প্রথা অনুযায়ী তাঁরই এক তরুণী বান্ধবীকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন তখন থেকে এদিবের সঙ্গে তাঁর বাবার সম্পর্কে চিড় ধরে। তিনি এতে গভীর আঘাত পান। এদিব তাঁর প্রথম বিমাতার ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন না। তবে তাঁর পিতামহী তাঁর অত্যন্ত যত্ন নিতেন। তাঁর পিতামহী এদিবের অপেক্ষাকৃত আধুনিক জীবনধারার জন্য পুত্রের প্রয়াস মোটামুটি সমর্থন করলেও তিনি নিজে আসলে ছিলেন একজন সনাতন মুসলিম নারী। এদিবের বয়ঃপ্রাপ্তকালের আচরণে উভয়ধরনের লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যেমন কোনও বিশেষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরিমণ্ডলের কেউ

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন না তেমনি তিনি তুর্কী সনাতন সংস্কৃতিরও একান্তজন ছিলেন না। গোড়ার দিকে তিনি তাঁর জীবনে একজন পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষিত, বিশ্লেষণী চিন্তা-ভাবনাসম্পন্ন সক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে একজন সনাতন মুসলিম স্ত্রীর জীবনকে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ প্রয়াসের মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকায় বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তিনি পরে সেরে উঠলেও তাঁর নিজ ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তার ওপর দারুণ মানসিক চাপ নেমে আসায় শেষপর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে।

সমাজের চোখে একজন 'গতানুগতিক' বিবেচিত নারীর বিকাশে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব কতখানি এদিব তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁর পিতা এদিবের মাঝে কোনও বংশ বা দেহগত পরিবর্তন সাধন করেন নি। তিনি মুসলিম নারীর পর্দায় তথা জনসাধারণ্যে আসা থেকে বিরত থাকার যে প্রথা প্রচলিত সেই পর্দা থেকে এদিবকে বাইরে এনেছিলেন এবং তাঁর বেশভূষায় পরিবর্তন এনেছিলেন মাত্র। পরিবর্তন এসেছিল তাঁর পড়াশোনায়, নিজের, নারীদের ও পুরুষদের সম্পর্কে তাঁর চিন্তানুশীলনে। এদিব সচেতনভাবে প্রয়াস পেয়েছিলেন এক নতুন ধরণের তুর্কী নারীসমাজের পত্তন করতে আর সে সুবাদেই এদিব বিপ্লবী কর্মতৎপরতায় জড়িত হন। এদিবের পিতার ধারণা ছিল, কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে বিপ্লবের মাধ্যমেই স্বাধীন, সক্রিয় লোকনারী তুর্কী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বোরখার মুখের নেকাব সরানো দূরে থাক, আজও অনেক তুর্কী নারী জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করার মত নিজেদেরকে স্বাধীন বলে অনুভব করেন না। আইনের সমক্ষে তাঁদের সমান অধিকারের দাবী জানাতে পারেন না।

বিপ্লবীদের চারজন এমনসব মায়ের কন্যা যাঁরা নিজের ইচ্ছায় কিংবা আকস্মিক কারণে অসনাতন নারীর ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হন। এসব মায়েদের দু'জন আবার সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ফিনল্যাণ্ডে অ্যালেকজান্ড্রা কোলোনতাইয়ের মায়ের একটা বিশাল খামার ছিল। খামারটা ছিল তাঁর নিতান্তই পেশাদারী ব্যাপার যদিও তাঁর স্বামী তথা কোলোনতাইয়ের বাবা ছিলেন রুশ সেনাবাহিনীর এক পদস্থ অধিনায়ক। ইভা ব্রয়ডোর মাও পারিবারিক খামার ও বনজ সম্পদের ব্যবসায় দেখাশোনা ও পরিচালনা করতেন কারণ, তাঁর পিতা ছিলেন একান্তই ভিন্ন জগতের মানুষ (ইহুদী ধর্মগ্রন্থঃ তালমুদ বিশারদ) যাঁর সাংসারিক ব্যয়ভার পোষণের ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। লা পাসিওনারিয়ার মা পারিবারিক চাহিদার কারণে তাঁর বাবার সঙ্গে কয়লাখনিতে কাজ করতেন। অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের মা শিক্ষকতা করতেন। তিনি বিয়ের আগেই এই কর্মবৃত্তিতে যোগ দিয়েছিলেন ও বিয়ের পরেও সেটা চলতে থাকে। এইসব মায়েরা তাঁদের স্বামীদের মতই 'পুরুষালী' জগতের সঙ্গে কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে যোগ্যতা ও স্বাধীনচিত্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন। বস্তুতঃ এদের অনেকে তাঁদের স্বামীর তুলনায় বেশী যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

এইসব মায়েরা তাঁদের স্বামীদের ভালোবাসা, প্রশংসা ও শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। কোলোনতাইয়ের বাবা-মা ছিলেন অত্যন্ত রোমান্টিক দম্পতি। কিশোরী বয়সে ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রথমবার বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল কোলোনতাইয়ের মাকে। তবে প্রথম সুযোগেই তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে তাঁর প্রথম প্রণয়ীকে বিয়ে করতে সক্ষম হন। তাঁদের প্রণয় কোলোনতাইয়ের মৃত্যুকাল অবধি স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু বাবা যেমন মায়ের স্বাধীনতা ও কর্মবৃত্তিকে যে উদারতায় মেনে নিয়েছিলেন তেমন রোম্যান্টিক, বুদ্ধিদীপ্ত, উদার ও সহিষ্ণু পুরুষ কখনও খুঁজে পান নি আলেকজান্দ্রা কোলোনতাই। এই শ্রেণীর অন্যান্য মায়েরা স্বামীর এতখানি নিবিড় ও রোমান্টিক ভালোবাসা না পেলেও তাঁরা স্বামীর মোটামুটি ভালোবাসা ও প্রশংসা পেয়েছিলেন।

তিনজন বিপ্লবী নারীর মায়েরা ছিলেন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত নারী। সমাজজীবনে তাঁদের অঞ্চলে তাঁদের নেতৃভূমিকার কারণে তাঁদের ভূমিকা লোকপরিমণ্ডলেও পরিব্যপ্ত হয়। মার্কিয়েভিজের মা লেডি গোরেবুথ আয়ারল্যাণ্ডের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সবচে' ধনবান জমিদারকে বিয়ে করেছিলেন। স্বামীগৃহের ঐ অতুল বিত্ত, তাঁর নিজস্ব নারী মহিমা ও আকর্ষণ এবং তাঁর সাংগঠনিক সামর্থ্য্য সব মিলে তাঁকে তাঁর ঐ অঞ্চলের স্বীকৃত সমাজনেত্রী করে তুলেছিল। ইংল্যাণ্ডেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁদের ওখানে বেড়াতে এলে লেডি গোরেরবুথকে রাণীর সম্বর্ধনা কমিটির প্রধান নির্বাচিত করা হয়। লেডি গোরে বুথ অবশ্য নিজেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আয়ারল্যাণ্ড সফরের পরিকল্পনা ও আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্বামীও তাঁর প্রতিভা উপলব্ধি করে বহুবার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমূলক অভিযানে দূরদেশে যাবার সময় গোটা জমিদারী দেখাশোনার ভার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে যান। স্বভাব-প্রকৃতির দিক থেকে ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ নারী হলেও তিনি একজন অভিজাতও ছিলেন বলে গরীব আইরিশ প্রজাদের সমস্যা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। এছাড়া, তাঁদের বিশাল জমিদারীর প্রজাবিলির প্রজাদের সাথেও তাঁদের তেমন যোগাযোগই ছিল না।

রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহহীন ও চিন্তাভাবনার দিক থেকে মোটামুটি রক্ষণশীল লেডি গোরেবুথ বিপ্লবী তৎপরতা বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা কনস্ট্যান্স মার্কিয়েভিয়েজর সঙ্গে কখনও কোনও প্রকাশ্য জন অনুষ্ঠানের মঞ্চে আরোহণ করেন নি। তিনি অবশ্য তাঁর আরেক কন্যা ইভার নারী ভোটাধিকার অর্জনের প্রয়াসে সমর্থন জানিয়েছিলেন। লেডি গোরেবুথ বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে নারীদের অপেক্ষাকৃত বেশি সক্রিয় লিঙ্গ ভূমিকার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিরাজমান ব্যবস্থার উৎখাত চান নি।

ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়ার মা-ও রাশিয়ায় তাঁদের অঞ্চলের সমাজজীবনের মধ্যমণি ছিলেন। অত্যন্ত বিত্তশালিনী হওয়ার কারণে, তাঁরা তাঁদের জমিদারীতে বিশেষ বলনাচ ও

www.nagorikpathagar.org

অভিনয় অনুষ্ঠানের মত বিলাসিতা করতে সমর্থ ছিলেন। মার্কিয়েভিজের মায়ের মত ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়ার মায়েরও তাঁর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা তাঁকে লোক/সমাজ জীবনের নেতৃত্ব প্রদানের স্বাভাবিক সুযোগ করে দেয়। তিনি যোগ্য বিত্তবান মহিলা ছিলেন এবং অনেক আনুষ্ঠানিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অগ্রণীর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনিও স্বামীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক উষ্ণতা ও হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সমীক্ষার হাতে গোনা অতি অল্প সংখ্যক মায়েদেরই একজন যিনি তাঁর কন্যার জন্মদানকালে কন্যাসন্তানকে ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। এই বিষয়টি আত্মজীবনী ও জীবনীমূলক নানা লেখায় অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠায় আমাদের এমন বিশ্বাসের কারণ জন্মায় যে, ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়া যে একটা ভিন্ন লিঙ্গ ভূমিকা অনুসরণের প্রয়াসী হয়েছিলেন তার মূল কারণ ছিল মায়ের ঐ বিরূপ অনুভূতি। ব্রেশকভস্কায়া চেয়েছিলেন তাঁর মায়ের তুলনায় অধিকতর পুরুষোচিত ভূমিকা পালন করতে। ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়া ছোটবেলায় অনেকের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতেন, তিনি নাকি মায়ের বাঞ্ছিত ছিলেন না আর তাই তার মা জন্মের সময় থেকেই তাঁকে ঘৃণা করতেন। দৃশ্যতঃ মা আরেকটি পুত্র সন্তানের আশা করেছিলেন। ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়ার পাঁচ বছর বয়স নাগাদ মা তাঁকে প্রায় নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য অবাধ্য সন্তান বিবেচনা করতে থাকেন। কেবল মা, বাবা ও খোদ ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়ার বিরামহীন প্রচেষ্টায় গোটা পরিবারের পক্ষে তাঁর 'খারাব' প্রবণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রশমিত রাখা সম্ভব হয়। ব্রেশকভস্কায়া তাঁর মায়ের দেওয়া ধর্মীয় শিক্ষার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অনুশীলনের মাধ্যমে যে কাজগুলি করতেন তাঁর মায়ের মতে, সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে, অবাধ্যতার কাজ হিসেবে। ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়া বরাবর তাঁর কাপড়-চোপড় ও জিনিসপত্র গরীব চাষীদের দিয়ে দিতেন ও তাদের বেত মেরে শাস্তি দেওয়ার বিরোধিতা করতেন। ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়া তাঁর পিতাকে খুবই ভালোবাসতেন। ব্রেশকভস্কায়া তাঁর পিতাকে খুশি করতে চাইতেন। ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়ার পিতা চাইতেন তাঁর জমিদারীর প্রজা চাষীদের শিক্ষিত করে তুলতে ও তাদের সাহায্য করার জন্য কন্যা যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সেই প্রয়াসে আর্থিক কিংবা আরও অন্যান্যভাবে সমর্থন যোগাতে। বাবা ব্রেশকভস্কায়ার মাকে যে সম্মানিত মর্যাদা দিয়েছিলেন সেটি অন্ততঃপক্ষে ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়ার প্রাক-তিরিশ পর্যন্ত বয়সে তাঁকে বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থার আওতায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মা তাঁর জন্যে ছিলেন একজন যোগ্য, শ্রদ্ধাভাজন, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার ভূমিকা মডেল। সেইভাবেই কন্যার কাছে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়া যদি বেশ ছোটবেলাতেই তাঁর মাকে প্রত্যাখ্যান না করতেন তাহ'লে হয়ত তিনি মার আদর্শকে ছাড়িয়ে না গিয়ে তাঁর ভূমিকাকেই অনুসরণ করতেন।

www.nagorikpathagar.org

রোজা লুক্সেমবার্গের মাও ছিলেন উল্লিখিত দুই মায়েরই অনুরূপ। তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তিনি তাঁর স্বামীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজে সমাজদর্শনের বিষয়ে আগ্রহী, সচেতন নারী ছিলেন। তিনিই মেয়েকে শিলারের লেখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য বিপ্লবী নারীর বাবা-মায়েদের তুলনায় রোজা লুক্সেমবার্গের বাবা ও মায়ের মধ্যে অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্য বা চিন্তা-ভাবনার মিল ছিল। বোঝা যায়, বাবা-মায়ের ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক সমতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই রোজা লুক্সেমবার্গ পরবর্তী জীবনে লেনিন, ট্রটস্কি, লাইবনেশ্‌ট বা কাওৎস্কির মত বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের সঙ্গে নিজেকে সমকক্ষ ভাবতে পেরেছিলেন। এ ধরণের প্রচণ্ড আধিপত্যশীল পুরুষ ব্যক্তিত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদানের মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনা অবশ্যই কোনও না কোনও জায়গা থেকে আসার দরকার ছিল।

আমাদের গবেষণাভুক্ত মায়েদের মধ্যে স্যালি ডেভিস সবচেয়ে অনন্যধরণের মায়েদের অন্যতম। ইয়ং ও উইলমটের গবেষণায় যে প্রতিসম পরিবারের বর্ণনা আছে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কও অনেকখনি অনুরূপ বলে দেখা যায়। কন্যা অ্যাঞ্জেলা ডেভিস লিখেছেন, 'আমার মা-বাবা উভয়েই সংসারের জন্য উপার্জন করতেন। বাবার মতই আমার মা এসেছিলেন অতি সামান্য অবস্থার পরিবার থেকে। তিনি কলেজে পড়ার সময়েও চাকরি করতেন ও পরে বার্মিংহাম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার চাকরি পান। বাবা-মায়ের দু'জনের বেতনও খুব একটা আহামরি কিছু ছিল না। তবে ঐ আয়ে বেশ চলে যেত আর ঐ আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষ্ণকায় যে কোনও গড় পরিবারের আয়ের চেয়ে অনেকটাই বেশী ছিল। তাঁরা পাহাড়ের ওপর একটা পুরোনো বাড়ি কেনার মত যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন যদিও বন্ধকসূত্রে গৃহীত ঋণের অর্থ শোধ করার জন্য তাঁদেরকে ঐ বাড়ির ওপর তলাটা ভাড়া দিতে হয়েছিল বেশ কয়েক বছরের জন্য। বাবা-মায়ের জন্য এই বাড়িটা কিনতে পারা যে কত বড় একটা কাজ ছিল তা আমি স্কুলে যাওয়া অবধি বুঝতে পারি নি।'

স্যালী ডেভিস ও তাঁর যশস্বী কন্যার রাজনৈতিক/লোক তৎপরতার মধ্যে লক্ষণীয় মিল ছিল। অ্যাঞ্জেলা ডেভিস বলেছেন যে, ঘৃণা না ছড়িয়েই আমেরিকায় কারও কালো হয়ে জন্মানোর সমস্যাটি মা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, রাজনৈতিক উপায়েই এ ধরণের সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাঁদের মা ও মেয়ের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপের মৌলিক পার্থক্য ছিল না, ছিল কেবল মাত্রাগত তারতম্য। বস্তুতঃ ১৯৪০-এর দশকের আমেরিকার পল্লীপ্রধান আলাবামা অঙ্গরাজ্যে একজন কৃষ্ণকায় মেয়ে হিসেবে জন্ম নিয়ে কলেজ ছাত্রী হিসেবে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়া কিছু শ্বেতকায় ও তাদের মধ্যেকার কিছু কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যৌথ সংগ্রাম ও আন্দোলনে স্কটবরোর

www.nagorikpathagar.org

বন্দীদের মুক্ত করায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা সম্ভবতঃ এক প্রজন্ম পরে তাঁর কন্যার সক্রিয়তাবাদী কার্যকলাপের চেয়েও বেশী উগ্র বামপন্থী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বিচারের অপেক্ষায় অ্যাঞ্জেলা ডেভিস যখন জেলে তখনও স্যালী ডেভিসের সাহস ও শক্তি কন্যার চিত্তে সান্ত্বনা ও প্রেরণা যুগিয়েছে। স্যালী ডেভিস শারীরিক দিক থেকে অক্ষম হওয়ায় ক্রাচে ভর করে চলাফেরা করতে বাধ্য হলেও তিনি সেই অবস্থায় আলাবামা থেকে নিউইয়র্কে জেলে তাঁর কন্যার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর পিতা ফ্র্যাঙ্ক ডেভিস বাড়িতে লোকচক্ষুর আড়ালে ও অ্যাঞ্জেলার পক্ষে পরিচালিত বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে দূরে থেকে যান। স্যালী ডেভিস শুধু জেলে তাঁর কন্যার সঙ্গেই সাক্ষাত করেন নি তিনি অ্যাঞ্জেলা ডেভিসকে মুক্ত করার জন্য নিউইয়র্ক কমিটির পরিকল্পিত আন্দোলনমূলক কার্যকলাপেও শরীক হতে সম্মত হন। পিতা ফ্রাঙ্ক ডেভিস কিংবা ফুটবল তারকা ভাই বেনী ডেভিসকে কোনওরকম খাটো করে না দেখিয়েও অ্যাঞ্জেলা ডেভিস তাঁর আত্মজীবনীতে ডেভিস পরিবারের সকল মেয়ের মাঝে অধিকতর শক্তিশালী রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপের দিকটি পরিষ্কার তুলে ধরেছেন। আর এ ব্যাপারে স্বভাবতঃই অগ্রণী হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন মা স্যালী, আঞ্জেলা নিজে ও তাঁর বোন ফানিয়া। স্বভাবতঃ কিছুটা দৃশ্যতঃ নিস্প্রভ হয়েছেন পরিবারের পুরুষেরা।

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নয়জন বিপ্লবী নারীর মায়েরা দল বা গোষ্ঠীগতভাবে প্রত্যেকে তাঁদের স্বামীদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। তাঁরা পরিবার কাঠামোর মধ্যেও ছিলেন স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা। একামাত্র লা পাসিওনারিয়ার মা ছাড়া সম্ভবতঃ আর সকল মা-ই অন্ততঃপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে আর্থ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। একইভাবে লা পাসিওনারিয়ার মা বাদে তাঁরা সকলেই সনাতন পারিবারিক জীবনধারার পরিমণ্ডলের মধ্যে কিংবা কোনও লোক 'পুরুষোচিত' পরিমণ্ডলে কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা বেশ যোগ্য ছিলেন। এমনকি, এইসব মায়েরা নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীদের মায়েদের তুলনায় বেশী হারে নিজেদেরকে তাঁদের কন্যাদের জন্য নারীস্বাধীনতা, সাফল্য, যোগ্যতা ও আত্মমর্যাদার আদর্শ করে তুলেছেন। এঁদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ছিল, স্বামী ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আর সকলের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীর মায়েদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। অন্যতম সন্ত্রাসবাদী নারী শার্লট কর্ডের মা শার্লটের বয়স তিন বছরে পড়ার আগেই মারা যান। গোণে বা এদিবের পিতার মত কর্ডের পিতা কর্ডেকে নিজের কাছে রেখে লালন-পালন না করে তাঁকে খৃস্টান কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার খৃস্টান সন্ন্যাসিনীদের কাছে কর্ডে লালিত-পালিত হন। ঐ সন্ন্যাসিনীরা তাঁর প্রতি দৃশ্যতঃ সদয় থাকলেও একটা

www.nagorikpathagar.org

পারস্কার ব্যবধান সব সময়ই ছিল। কোনও সনাক্তিযোগ্য মাতৃ — আদর্শ বা মডেল বা বিকল্প কর্ডের জীবনকে প্রভাবিত করে নি বলেই মনে হয়। বাবা মাঝে মাঝে কর্ডেকে দেখতে আসতেন। কর্ডের লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ সুনিশ্চিতভাবেই স্ত্রী কিংবা মায়ের নয়।

ভেরা জাসুলিচের বাবা তাঁর বয়স তিন বছর হবার আগেই মারা যান। মা অবশ্য বেঁচে ছিলেন। মা তাঁদের চলার মত পর্যাপ্ত অর্থোপার্জন করতে কিংবা উপযুক্ত চাকরি জোটাতে না পারায় কন্যা জাসুলিচকে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের হাতে তুলে দেন তাঁকে লালন-পালন করার জন্য। জাসুলিচের মা একজন গৃহিণী নারীর নজির বলা যায় যাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর মাথার ওপর — যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তিনি এমন এক জগতে কর্মসন্ধানে পা বাড়ান যেখানে যাবার মত প্রাক-প্রস্তুতি তাঁর আদৌ ছিল না। লোকজগতের মোকাবেলায় মায়ের এই অযোগ্যতা বা অক্ষমতা জাসুলিচের গোটা জীবন পরিক্রমায় প্রভাব রেখেছে। ফলে তিনি কখনও মনে করতে পারেন নি যে, আদৌ তিনি কোনও পরিবারের সদস্য, কিংবা কখনও তাঁর নিজের পরিবারের অস্তিত্ব চিল। জাসুলিচ ফ্রান্সে বিদেশ-বিভূঁইয়ে একজন ফরাসী গর্ভনেসের তত্ত্বাবধানে মানুষ হন। এতে তরুণী জাসুলিচ আরও বেশি করে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিতে আক্রান্ত হন। যদিও একথাও ঠিক যে, ঐ ফরাসী গভর্ণেস জাসুলিচের জন্য ছিলেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গভূমিকা মডেল বা আদর্শ। কার্যত জাসুলিচের প্রাপ্তবয়স্ক একান্ত জীবন ছিল তাঁর গভর্ণেসের প্রায় অনুরূপ। এই গভর্নেস তাঁকে ভলটেয়ার, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং উল্লিখিত পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীর মধ্যে উত্তম মেধার অধিকারিণী জাসুলিচই সর্বাপেক্ষা বেশি শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গভর্ণেস জাসুলিচের কাছে নিজেকে যোগ্যতর নারী মডেল হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। ঐ গভর্ণেস তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সুখী ছিলেন না। বস্তুত সত্যিকার অর্থে তাঁর একান্ত জীবন বলতেও কিছু ছিল না। তিনি যে জগতে বাস করতেন তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন মূলত জাসুলিচ স্বয়ং। ঠিক এমন এক পরিবেশে কারও পক্ষে যেমন কোন নতুন লিঙ্গ ভূমিকা রপ্ত করা সম্ভব নয় তেমনি কোনও বিরাজমান লিঙ্গ ভূমিকা সহজে গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।

এমা গোল্ডম্যান তাঁর মায়ের কাছ থেকে অবহেলা পেয়েছিলেন। এমার মা তাঁকে আদর থেকে বঞ্চিত করেছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিসদৃশভাবে তাঁর ভাইকে ভালোবাসতেন। বাবা যখন এমাকে মারপিট করতেন মা তখন অদৌ কখনও বাধা দিতেন না। সোফিয়া পেরভস্কায়ার মায়ের মত ও কিছুটা কম হলেও চিংউ চিনের মায়ের মতই এমার মা তাঁর স্বামীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। এমার মা যান্ত্রিকভাবে সন্তান ধারণ করেছিলেন, স্বামীর আদেশ পালন করেছেন এবং তৎকালীন সমাজে স্ত্রীর জন্য যা প্রাপ্য বলে মনে করা হ'ত সকল অবমাননা, লাঞ্ছনা ভোগ করতেন। এখানে কোনও যোগ্যতার প্রতিফলন নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার কোনও দৃঢ়বন্ধন বা অনুভূতিও ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

এমন একজন স্বামীর হাতে কেউ তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, একটি শিশু ঐ পুরুষের স্ত্রী তথা তার মায়ের ঐ আদলের সঙ্গে সে অভিন্নতা বোধ করবে। তবে পিতার অবর্তমানে এমার মা পরিবার কাঠামোর চৌহদ্দিতে পরে কিছুটা স্বাধীন চেতনার পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেফিয়া পেরভস্কয়ার মাকেও তাঁর স্বামী প্রহার করতেন। তবু এমা গোল্ডম্যান ও তাঁর মায়ের তুলনায় পেরভস্কায়া ও তাঁর মায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। পেরভস্কায়া অত্যন্ত তীব্র আবেগ সহকারে ভালোবাসতেন তাঁর মাকে আর ঠিক তেমনি প্রবল ঘৃণার চোখে দেখতেন বাবাকে। পেরভস্কায়ার মা তাঁর স্বামীর সঙ্গে যুঝবার চেষ্টা করতেন যা এমা গোল্ডম্যানের মা করতে পারতেন না। পেরভস্কায়ারা ছিল ধনী পরিবার। তাঁর বাবা ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের গভর্নর জেনারেল। তাঁর মা বিভিন্ন কার্য্যব্যাপদেশে স্বামীকে ছেড়ে রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ও ইউরোপে গিয়ে থাকতেন। পেরভস্কায়ার এই মা সবসময় তাঁর কন্যাকে সমর্থন করতেন। মেয়েও তাঁর অত্যধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তবে পেরভস্কায়ার মা নিজেকে লোকপরিমণ্ডলে যোগ্যতার কোনও মডেল করে তুলতে পারেন নি ; পারিবারিক একান্ত পরিমণ্ডলেও নিজেকে একজন সম্মানিত, ভালোবাসাধন্য, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব করে তুলতে পারেন নি। আর পেরভস্কায়ার মা যদি কোনও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেও থাকেন তাহ'লে সেটা কেবল স্বামীর নির্যাতনের হাত থেকে সরে থাকার কিংবা কন্যাকে রক্ষার ক্ষেত্রেই বড়জোর প্রযোজ্য। অবশ্য, স্বামী থেকে দূরে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে বা সেখানে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন বিষয় পরিচালনায় সাফল্যের পরিচয় দেন। তিনি খুব দুর্বল চিত্তের মহিলা ছিলেন না বটে তবে তিনি অপেক্ষাকৃত অদক্ষ, অসহায় ও সনাতন প্রকৃতিরই নারী ছিলেন যে নারীর দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ে হয়েছিল এমন এক পুরুষের সাথে যিনি একজন অভিজাত ভদ্রলোক হবেন এমন কাম্য হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন পাষণ্ড, অত্যাচারী, ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। লোকপরিমণ্ডলে পেরভস্কায়ার মায়ের অযোগ্যতা ও বিবাহিত নারী হিসেবে আইনত তাঁর অধঃস্তনসুলভ মর্যাদার কারণে তাঁর পক্ষে ঐ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করা খুব কঠিন হয়ে ওঠে।

চিঙ চিনের মা তাঁর সমসাময়িক আমলের আর দশটা চীনা নারীর মতই ছিলেন। একান্তভাবেই স্বামীর বাধ্য ছিলেন তিনি। শিক্ষা-দীক্ষা ছিল কম আর তাঁর ভূমিকা স্বামীর সংসারে স্ত্রী/ মা ও নিজ পরিবারে বা গোষ্ঠীতে কন্যার ভূমিকাতেই সীমিত ছিল। চিঙ চিনদের পরিবার মোটামুটি বেশ সচ্ছল ছিল। পিতাও মাকে বেশ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন বলে মনে হয়। মা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর পারিবারিক ভূমিকা পূরনে দৃশ্যত যোগ্য ও নির্ধারিত পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীন ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ মহিলা ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীর এই মায়েদের সংক্ষিপ্ত বিবরণে পুরুষশাসিত একদল নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবদমিত নারীর ছবিই ফুটে ওঠে। আমরা এর আগে অন্য যেসব গৃহিনী শ্রেণীর নারীর কথা আলোচনা করেছি তাঁরা স্বেচ্ছায়, এমনকি, সানন্দে পুরুষদেরকে তাঁদের ও লোকপরিমণ্ডলের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকাটি নিতে দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী নারীর মায়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্যই ছিল না। বলা যায়, এঁরা সকলে ছিলেন একধরণের সনাতন, গৃহিণী নারী যাঁরা জীবনে তাঁদের ভূমিকার জন্য ক্বচিৎ কোনও দৃষ্টিগোচরযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। পাঁচজন সন্ত্রাসবাদী নারীর তিন জনের বাবা-মা-ই তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন আর তাঁদের মায়েরা তাঁদের পিতাদের দ্বারা নির্যাতিতও হয়েছিলেন। ঐ নির্যাতিত মায়েদের তাঁদের নিজেদের জীবনের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না বা দুঃসহ অবস্থা থেকে কোনও সহজ পরিত্রাণও ছিল না। অবসিষ্ট দুই সন্ত্রাসবাদী নারী তাঁদের বাবা-মার একজনকে হারোনোর ফলে কার্যত তাঁরা বাবা-মা উভয়কেই হারিয়েছিলেন। যে নারী সন্ত্রাসবাদীরা রাজনৈতিক কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ব্যক্তিগতভাবে তৈরী ছিলেন তাঁদের বেলায় দেখা যায়, ওঁরা সাধারণত এসেছেন ভেঙে যাওয়া গৃহ বা পরিবার থেকে যে পরিবারে মা ছিলেন সনাতন, নির্যাতীত ও অবমাননার পাত্র।

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ছত্রিশজন নারীর মায়েদের বিবরণে দেখা যায় যে, সমীক্ষাকৃত ছয়টি নারী উপগোষ্ঠী বা গ্রুপের প্রতিটি গ্রুপের অনুকরণীয় নারী ভূমিকা মডেলগুলি ছিল কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। হতে পারে, অনবধানতাবশত আমরা এমন সব তথ্য বেছে নিয়েছি যেগুলি আমাদের এই অনুমিত সিদ্ধান্তের সমর্থক যে, আমাদের সমীক্ষার গৃহিণী নারীদের তুলনায় রাজনৈতিক নারীদের মায়েরা অধিকতর স্বাধীনচেতা, সক্রিয় ও অসনাতন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবেন আর সেই কারণেই আমরা আমাদের হাতে দু'টি সূচক পেয়েছি। প্রথম সূচকটি হ'ল ঃ পরিবার কাঠামোর মধ্যে মায়ের স্বাধীনতা সংক্রান্ত। এই সূচকের কাজ হচ্ছে, কন্যার কাছে মায়ের যে ভাবমূর্তি ও ভূমিকা মডেল উপস্থাপিত হয় এবং যেগুলি পরিবারিক কাঠামোর মধ্যে নারীর অভিমত, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণার যথার্থ্য মূল্যমান তুলে ধরে তার একটি মাত্রাগত পরিমাপ প্রদান। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এই সূচকটির কাজ, পরিবারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট নারী কী পরিসর অবধি একটা সক্রিয়, স্বাধীন ও প্রত্যয়ী ভূমিকা পালন করেছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। দ্বিতীয় সূচকটি দেখায়, সংশ্লিষ্ট মা পরিবার কাঠামোর বাইরে বহির্জগতে কতখানি ঐসব ভূমিকা পালন করবেন বা করতে পারেন। চিরাচরিত পুরুষ আধিপত্যাধীন জাগতিক এখতিয়ারে কী মাত্রায় ঐ মা এগিয়ে যেতে পারেন ও বাস্তবে গিয়েছেন সেটিই এখানে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। আমরা মনে করি, এই বিশেষ সূচকটি কন্যাদের এসব জিনিস প্রমাণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, বাইরের প্রসারিত বিশ্বকেও নারীরা প্রভাবিত করতে

www.nagorikpathagar.org

পারে আর তা করার জন্য যেসব দক্ষতা ও নৈপুণ্য দরকার সেগুলি মানব প্রজাতির একমাত্র পুরুষদের জন্মার্জিত একচেটিয়া গুণ নয়।

উল্লিখিত 'স্বাধীনতার' গঠনমূলক উপাদানগুলি খুবই জটিল ; এগুলিকে চিহ্নিত করাও বাস্তবিকপক্ষেই দুরূহ কাজ। এজন্যে 'স্বাধীনতার' সঙ্গে কী কী বিশেষ ধাঁচের কার্যকলাপ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কেবল তা নির্ণয় করলেই চলেনা সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাধীন যে ব্যক্তি বা নারীরা এসব ধাঁচগুলির চৌহদ্দির মধ্যে যেভাবে ক্রিয়াশীল হন বা তাঁরা কতগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের তুলনা ও শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টাও অবশ্যই করতে হয়। গুটম্যানের স্কেলোগ্রাম কাজটি আমাদের জন্য সহজতর করেছে।

গুটম্যান স্কেলোগ্রাম বিশ্লেষণের কাজ হচ্ছে, প্রয়োগ-যাচাই ও বস্তুনিরপেক্ষভাবে এই বিষয় নির্ণয় যে, সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কর্মধাঁচ ও বৈশিষ্ট্যগুলি বস্তুত ক্রমপুঞ্জিত কোনও পরিমাপ বা স্কেল কি না যার ফলে সমীক্ষাপাত্রদের পদ্ধতিসম্মতভাবে উল্লিখিত বিষয়ওয়ারী বিন্যস্ত করা যায়। আমাদের সমীক্ষায় প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে পরিমাণগতভাবে নির্ণয় করা হয়, একটি ধাঁচ বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার অর্থ সত্যিকার অর্থেই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ধাঁচ/ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া বোঝায় কি না। গৃহের ভেতর বা বাইরে স্বাধীনতার অধিকারী থাকার বিষয়টি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকা সাপেক্ষ কি না তাও এতে মূল্যায়ন করা সম্ভব। যেমন, প্রতিটি সূচকে আমরা যেসব ধাঁচ/ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করি তাতে আমরা ধরে নিই, এদের কতকগুলির অধিকারী হওয়া সব নারীর পক্ষেই সহজ, অন্য কতকগুলির অধিকারী হওয়া কঠিন। আমাদের ধারণা, স্কেলে অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির গরিষ্ঠসংখ্যক বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য যেসব মা '+' বরাদ্দ লাভ করেন সেইসব মায়েরা তাঁদের কন্যাদের কাছে অধিকতর স্বাধীন ভূমিকা মডেল তুলে ধরেন। আবার, যদি অর্জন করা কঠিন এমনসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন তিনি অপেক্ষাকৃত অনায়াসে অর্জন করা যায় এমনসব বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী হবেন। নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত আমাদের মূল তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে সফল রাজনৈতিক নারীদের মায়েরাও অরাজনৈতিক নারীদের মায়েদের তুলনায় বেশি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। এভাবে গুটম্যান স্কেলোগ্রামের সুবাদে আমরা পরিমানগতভাবে নির্ধারণ করতে পারব গৃহে কিংবা বাইরের জগতের নারী-স্বাধীনতা বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের একত্রে অধিকারী হওয়ার ওপর নির্ভরশীল কি না যে বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিটি সঙ্গতিপূর্ণ ও সমষ্টিগতভাবে কোনও নারীর পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। এখন যদি এ ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি (এভাবে গুটম্যান স্কেল গঠিত) নারী স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাহ'লে আমরা একটি ক্রমবিন্যাসমূলক স্কেল পাব। আর এর সাহায্যে আমরা সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাভুক্ত মায়েদেরকে তাদের আয়ত্তাধীন বৈশিষ্ট্যের সংখ্যার ভিত্তিতে ক্রমেই অধিকতর স্বাধীনচেতা নারীগোষ্ঠী বা সমষ্টি হিসেবে স্তরবিন্যস্ত করতে সক্ষম হব।

www.nagorikpathagar.org

পরিবারে মায়ের স্বাধীনতা

প্রথম সূচক (index) ঃ 'পরিবার কাঠামোর মধ্যে মায়ের স্বাধীনতা' — গড়ে তোলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট মায়েদের সম্পর্কে প্রাপ্ত জীবনীমূলক তথ্য থেকে। সেই তথ্য আবার সংসারে মায়েদের অবস্থান সম্পর্কিত ছয়টি ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক। যেসব মা ঐসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে '+'। আর যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মায়ের ঐসব বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা জীবনীমূলক উপকরণে সন্নিবেশিত বা লিপিবদ্ধ করা হয় নি এমন মায়েদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে '–'। আবার ব্যবহৃত জীবনীমূলক তথ্যসূত্র বা নির্দেশগুলির প্রকৃতি যে তথ্যগুলির জন্য অনুসন্ধান চলেছে সেগুলি সরবরাহের মত যথেষ্ট সর্বাঙ্গীণ না হ'লে সেসব ক্ষেত্রে কোনও '+' বা '–' কোনওটিই বরাদ্দ দেওয়া হয় নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে 'স্কোর' পদ্ধতিগুলিকে স্পষ্টতই রক্ষণশীল ধরা যায় কারণ, কোনও রকম সংশয় থাকার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নেও '+' বরাদ্দ দেওয়া হয় নি ; এমনকি, একটি ইতিবাচক বিষয়ের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না — এ ধরণের রায়ের পক্ষে পর্যাপ্তভাবে ব্যাপক উৎস — উপকরণাদি থাকলেই কেবল সেসব ক্ষেত্রে '–' বরাদ্দের ব্যাপারটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সকল সন্দেহজনক ও বিচার-বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্তকে 'হারানো তথ্য' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পুনরুৎপাদনাঙ্ক (Co-efficieat of Repoducibility) ও পরিমাপণাঙ্ক (Co-efficisut of Scalability) গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা কোনও একটা স্কেলের অস্তিত্ব আছে কি না আছে সে বিষয়টি নির্ধারণের জন্য উল্লিখিত পুনরুৎপাদনাঙ্ক ও পরিমাপণাঙ্ক পরিমাপগুলি ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ জন নারীর মধ্যে মাত্র ২৯ জন নারীর মায়েদের ভিত্তিতে আমরা এই গণনা করেছি। তিনজন মাকে (মিসেস থ্যাচার, গ্রিফিথ্স ও ক্রুশচভের মা) বাদ দিতে হয়েছে। কারণ বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনী থেকে বা অন্যকোনওভাবে তথ্য জানা যায় না। চার জন মা বাদ পড়েছেন কারণ তাদের কন্যার চার বছর বয়সের আগেই তাঁদের স্বামী গত হয়েছেন বা খোদ তাঁরা নিজেই মারা গেছেন। এই চারজন মা হচ্ছে এদিব, গোণে, জাসুলিচ ও কর্ডের মা। এঁদের কোনও স্বামী সম্পর্কে যেমন খুব কমই জানা যায় তেমনি এই মায়েদের প্রভাবও ছিল খুবই স্বল্পস্থায়ী। ফলে তাঁরা তাঁদের কন্যাদের কাছে তেমন একাট তাৎপর্যপূর্ণ অনুকরণীয় ভূমিকা মডেল হয়ে উঠতে পারেন নি।

'পরিবার কাঠামোর অভ্যন্তরে মায়ের স্বাধীনতা' — এই সূচকের বেলায় ছয়টি ধাঁচ বা বৈশিষ্ট্য এমন বিন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে একটা গ্রহণযোগ্য, ক্রমসঞ্চয়মূলক (সামষ্টিক), অপরিমেয়তাসূচক একটা পরিমাপক স্কেল গড়ে ওঠে। এ ছয়টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ (১) কোন্ চাকরি নেওয়া হবে কিংবা কখন পরিবার অন্যত্র গমন করবে কিংবা

www.nagorikpathagar.org

করবে না — এ ধরনের বড়রকমের সুনির্দিষ্ট পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের রেকর্ড থাকলে সংশ্লিষ্ট মাকে '+' বরাদ্দ দেওয়া হবে। আর যদি এরকম কোনও সিদ্ধান্ত তিনি না নিয়ে থাকেন তাঁকে '–' চিহ্ন বা কোড বরাদ্দ দেওয়া হবে। উল্লিখিত ধরনের সিদ্ধান্তে মেয়েরা থাকলে সুনিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া যায়, যেসব মহিলা ঐ ধরণের সিদ্ধান্তে জড়িত হন না তাঁদের তুলনায় ঐ মেয়েরা পরিবার কাঠামোর মধ্যে অধিকতর সমান মর্যাদা ও স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, জীবনীমূলক বিবরণে যদি মায়ের এধরনের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের উল্লেখ না থাকে তাহ'লে ঐ ধরনের সিদ্ধান্তে তাঁর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তবে সে যা-ই হোক, এ ধরনের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়ক এমন কোনও ঘটনার কথা যদি উল্লেখ থাকে তাহ'লে ঐ নারীকে ইতিবাচক 'মার্ক' বরাদ্দ করা হয়। এই ভিত্তিতে ২৯ জন মায়ের ৭৬ শতাংশ মা-ই '+' বরাদ্দ লাভ করেন। (২) ছেলেমেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধরা যাক, ওরা কখন স্কুলে যাবে, কোথায় পড়াশোনা করবে কিংবা কখন, কেন ও কেমন করে ওদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে — এধরনের বড় কোনও সিদ্ধান্ত মা নিয়ে থাকলে ঐ মাকে '+' বরাদ্দ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিশুর ওপর সহজে বোধগম্য প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াটি কী সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমরা ধরে নেই নি যে, মা-ই সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্ত্রী। অনেকে কে 'কর্তা' বা কর্ত্রী — এ বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে থাকেন যা আমরা করি না। বরং আমরা মনে করি, মাতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যের চেয়ে সক্রিয়তাবাদী, সমতাভিত্তিক ও প্রতিসম সম্পর্কের বিষয়টিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা কখন ঘুমোবে কিংবা ওরা তাদের খাবারের সবটুকু খেয়ে ফেলবে কি না — এমনসব বিষয়ের সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যের সম্পর্ক নেই আর এগুলির ভিত্তিতে পরিবারে মায়ের স্বাধীনতার বিষয়টিও প্রমাণিত হয় না। শিশুদের জরুরী বিষয়ে সুনিশ্চিত অংশগ্রহণের কোনও প্রমাণ না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট মাকে '–' চিহ্ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৪৫ শতাংশ মা পেয়েছেন '+'। (৩) পরিবারিক কিংবা কোনও সমাজ-রাজনৈতিক বিষয়ে মা তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে দ্বিমত পোষণ করেছেন, প্রকাশ করেছেন, এমন কোনও ঘটনার সুনির্দিষ্ট রেকর্ড থাকলে ঐ নারীকে '+' কোড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত দুই পরিস্থিতির যে কোনও পরিস্থিতিতে ধরে নিতে হবে, ঐ মহিলা স্বামীর সঙ্গে সদা একমত নারীর তুলনায় তাঁর মেয়ের জন্য অধিকতর সক্রিয়তাবদী আদর্শের পরিচয় রেখেছেন। ঐ নারীর এ ধরনের স্বাধীন চেতনা ও মনোভাব আছে — এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে এবং তাহ'লেই ঐ নারী '+' কোড লাভের অধিকারী হবেন। অন্যথায় ঐ নারী '–' বরাদ্দ পাবেন। ২৯ জন মায়ের ৪১ শতাংশ '+' বরাদ্দ পেয়েছেন। (৪) শিক্ষার স্তরটি

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট নারীর সামাজিক শ্রেণী, সময়, সংস্কৃতি ও তৎকালীন সমাজ — প্রত্যাশার চেয়ে উন্নত হলে ঐ নারীর জন্য '+' বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর যেসব নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের সমসাময়িককালের সকল নারীর শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা তার থেকে কম তাদের '–' বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এখানে স্পষ্টতই আমাদের '+' কোড বরাদ্দের শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মাকে একটা দৃঢ় ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যার কারণে তিনি অধিকতর স্বাধীনতাসহকারে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট নারীদের মাত্র ১০ শতাংশ এই শর্ত পূরণ করে '+' বরাদ্দ লাভের অধিকারী হয়েছেন। (৫) বিয়ের আগে সংশ্লিষ্ট মায়ের (নারীর) উচ্চতর আর্থ-সামাজিক মর্যাদা থেকে থাকলে তাঁকে '+' বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর স্বামীর সঙ্গে তাঁর ঐ মর্যাদা সমান কিংবা কম হলে তাঁকে '–' কোড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই কোড প্রদানের নেপথ্য ধারণাটি হচ্ছে এই যে, যে নারী জীবনে তাঁর তুলনায় উচ্চতর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ বিয়ে করেন তিনি হয়ত তা করে থাকেন সমাজের উঁচু স্তরে ওঠার একটা উপায় হিসেবে। তবে এটা করতে গিয়ে তাঁকে হয়ত মূল্য হিসেবে নিজের স্বাধীনতা ও পরিবারে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনাকে বিসর্জন দিতে হয়। কোনও উচ্চতর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী তাঁর চেয়ে নিম্নতর মর্যাদা ও অবস্থানের পুরুষকে বিয়ে করলে, এমনকি, তাঁর নতুন আর্থ-সামাজিক মর্যাদা স্বামীর সমান হয়ে গেলেও পরিবার পরিমণ্ডলে ঐ নারী স্বামীর মোকাবেলায় তুলনামূলকভাবে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখবেন — এমন সম্ভাবনাই বেশী। তবে এমনটি খুবই বিরলদৃষ্ট ঘটনা বলেই এমন মনে করার কারণও জন্মায় যে, ঐ সামাজিক নিয়মাচার তথা পুরুষপ্রাধান্য বজায় রাখার নীতিটি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে সেজন্য কিছু প্রবল সামাজিক চাপ অবশ্যই বজায় আছে। যেসব নারীর তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে তাদের মাত্র ১০ শতাংশ তাঁদের তুলনায় কম আর্থ-সামাজিক মর্যাদার পুরুষকে বিয়ে করেছেন। (৬) যেসব নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের স্বামীদের তুলনায় বেশি তাঁদেরকে '+' ও যাঁদের শিক্ষাস্তর স্বামীর সমান বা তারচেয়ে কম তাঁদের '–' কোড দেওয়া হয়েছে। এখানেও নেপথ্য ধারণাটি স্পষ্ট। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বেশি শিক্ষিত হওয়ার ঘটনা বিরল আর স্ত্রী যদি বেশি শিক্ষিত হয়ই তাহ'লে সেটা ঐ নারীকে পরিবার পরিবেশে অধিকতর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনা দান করবে। মায়েদের মাত্র ৭ শতাংশ তাঁদের স্বামীদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত ছিলেন।

একটা পরিষ্কার ধারণাগত দিক-নির্দেশনা থেকে উল্লিখিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য বাছাই করা হয় ; ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বিন্যস্ত করার ও সংশ্লিষ্ট নারীদের চেনার আগে উপাত্তগুলি সংগ্রহ ও কোডবদ্ধ করা হয় ; অপরিমেয়তার গ্রহণযোগ্য পরিমাপসমূহ (acceptable measures of

www.nagorikpathagar.org

Undimensionability) (পুনরুৎপাদনাঙ্ক (Co-efficient of reproducibility) (CR) = ·৯০ এবং পরিমাপণাঙ্ক (Co-efficient of scalability) (CS) = ·৬৭) নির্ণয় করা হয়। এসব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এইমর্মে আভাস পাওয়া যায় যে, পরিবার কাঠামোর মধ্যে নারী স্বাধীনতার নিহিত উপাদনসমূহ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিমাপক স্কেলে ফেলে মাপা যায়। এগুলি প্রয়োগ-যাচাইমূলক বাস্তবতা ও সেইসঙ্গে আমাদের তত্ত্ব-কাঠামোর সঙ্গেও সামাঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। বর্ণনামূলক সার-সংক্ষেপ হিসেবে এ সূচক যথেষ্ট মূল্যবান। পরিবারে নারী স্বাধীনতার অঙ্গ উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যায় বাক-সাশ্রয়ে এটি বিশেষ সহায়ক। প্রয়োগ-যাচাইমূলক বাস্তবতার পরিমাপক হিসেবে এর মুল্য অনেক হতে পারে। অবশ্য সম্ভাবনা যদি তেমনই হয় তাহ'লে অন্যান্য নমুনাসহকারে এই স্কেলের ওপর আরও গবেষণা প্রয়োজন।

'পরিবার কাঠামোর মধ্যে মায়ের স্বাধীনতা'র সূচকটির জন্য উল্লিখিত ৬টি বৈশিষ্ট্য দিয়ে বাস্তবিকপক্ষেই একটি গ্রহণযোগ্য ক্রমবিন্যাসমূলক স্কেল হতে পারে — এটা প্রমাণিত করার পর আমরা ঐ স্কেলের বিভিন্ন টাইপ বা ধরণগুলি তৈরী করেছি। এই টাইপগুলির পরিসর ধরা হয়েছে '০' (সবচেয়ে কম '+' প্রাপ্ত নারী যার মাধ্যমে পরিবারে নারীর ন্যূনতম স্বাধীনতা প্রদর্শিত) থেকে '৪' (সবচেয়ে বেশি '+' প্রাপ্ত নারী যার মাধ্যমে পরিবারে নারীর সর্বাধিক স্বাধীনতা সূচিত)। প্রতিটি মাকে একটি স্কেল টাইপে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং সমীক্ষাকৃত নারীদের প্রতিটি গ্রুপের জন্য 'মধ্যক' বা গড় নির্ণয় করা হয়েছে।

চিত্র ৫-১-এ লেখচিত্রের আকারে এই বিশ্লেষণের ফলগুলি দেখানো হয়েছে। পরিবার কাঠামোর মধ্যে মায়েদের স্বাধীনতার এই পরিমাপে লোকনারী, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী ও বিপ্লবী নারীদের মায়েরাই সর্বোচ্চ দল বা গোষ্ঠীগত স্কোর পেয়েছেন। অন্যকথায়, যদি পরিবার পরিমণ্ডলের বাইরে সংশ্লিষ্ট নারীদের আচরণ বিবেচনায় না-ও ধরা হয় তবু, অন্যান্য উপগোষ্ঠীর নারীদের তুলনায় উল্লিখিত নারীরা তাঁদের সামনে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গড়ে অধিকতর স্বাধীন, সক্রিয় নারী-আদর্শ বা ভূমিকা পেয়েছেন। এরপরেই যে নারীরা তাঁদের সামনে সবচেয়ে বেশি স্বাধীন লিঙ্গ-ভূমিকা মডেল পেয়েছেন তাঁরা সন্ত্রাসবাদী নারী। তাঁদের পরে আছেন গৃহিণী নারীরা। সর্বশেষে অবস্থান নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের যাদের মায়েরা স্বাধীনতার এই পরিমাপে পেয়েছেন সর্বাপেক্ষা কম স্কোর।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র নং ৫-১
পরিবার কাঠামোর ভেতরে স্বাধীনতার পরিসর সংক্রান্ত স্কেলে মায়েদের স্কোর

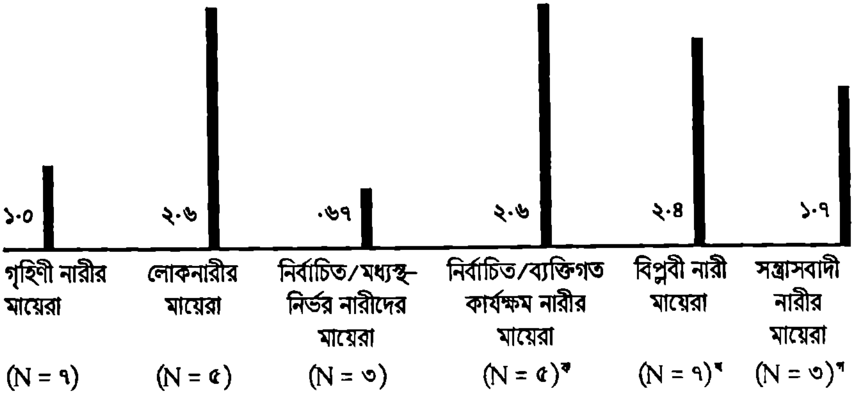

ক॥ উপাত্তের অভাবে মিসেস থ্যাচার ও মিসেস গ্রিফিথ্স-এর মা বাদ পড়েছেন।

খ॥ এদিব ও গোণের মা মৃত হওয়ায় বাদ পড়েছেন। তাঁরা তাঁদের কন্যাদের বয়স ৪ বছর হবার আগেই মারা যান।

গ॥ কর্ডে ও জাসুলিচের বয়স চার হবার আগেই তাঁদের উভয়ের মা মারা যাওয়ায় এই দুই নারী বাদ পড়েছেন।

এই অল্পসংখ্যক নারীর ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যাবলীর স্তর বন্টন-বিন্যাসের সম্ভাব্য তাৎপর্য নিয়ে আমাদের গবেষণায় বাড়তি নির্দেশনা লাভের জন্য আমরা বিভিন্ন নারী উপগোষ্ঠীর নানা সমন্বয়-বিন্যাসের ওপর 'ছাত্রদের পরিসংখ্যানিক 't' যাচাই পরীক্ষা চালিয়েছি। আমরা এতে দেখতে পেয়েছি যে, সনাতন নারী (গৃহিণী ও লোকনারী, N = ১১) ও অসনাতন নারীদের (আমাদের সমীক্ষার নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর/ নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষম, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারী, N = ·১৮) অভিন্ন দ্বৈততার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ নারীদের তুলনায় পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনও পার্থক্য নেই (ছাত্রদের 't' = ০·৭৮১ ; P = ·২২)। অবশ্য গৃহিণী নারী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের সঙ্গে লোকনারী, নির্বাচিত ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারী ও বিপ্লবী নারীদের একই যাচাই পরীক্ষার তুলনায় দেখা যায়, উল্লিখিত দুই নারীগোষ্ঠীর গড় স্কেলগুলির আকস্মিক ব্যবধান সম্ভাবনা (Probability of difference) ১০,০০০-এ ৭-এরও কম। দুই ধরনের নারী যাঁরা রাজনৈতিক স্ত্রী হয়ে ওঠেন তাঁদের মধ্যে উপবিশ্লেষণমূলক তুলনায় (লোক

www.nagorikpathagar.org

বনাম গৃহিণী নারী) ও নির্বাচিত কর্মকর্তা (নির্বাচিত/ মধ্যস্থ–নির্ভর নারী বনাম নির্বাচিত ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী) হয়ে ওঠেন তাদের মধ্যেকার উপবিশ্লেষণমূলক তুলনায় দেখা যায়, বেশ তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়েছে (যথাক্রমে, ছাত্রদের 't' = ২·২০৫ ; P = ·০২ ও ছাত্রদের 't' = ৪·৬৭ ; P = ·০০২)। শুধু একমাত্র যে উপশ্রেণী–বিভাজনভিত্তিক তুলনায় কোনও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি সেটি হচ্ছে, রাজনৈতিক নারীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধবাদী নারীশাখার বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী উপগোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে ঃ (ছাত্রদের 't' = ·৭৯৭ ; P = ·২৪)। আমাদের জীবনীমূলক উপাত্তগুলি থেকে দেখা যায়, পরিবার কাঠামোর মধ্যে গোষ্ঠী হিসেবে সন্ত্রাসবাদী নারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সক্রিয়তাবাদী মাতৃমডেল ছিল কিন্তু আমাদের প্রয়োগ–যাচাইভিত্তিক স্কেল থেকে দেখা যায় যে, সন্ত্রাসবাদী নারীদের তুলনায় বিপ্লবী নারীদের জন্য খুব যথেষ্ট সংখ্যায় বেশি স্বাধীন মা ছিল না।

ঘরের বাইরে নারীর স্বাধীনতা

আমাদের দ্বিতীয় সূচক "ঘরের বাইরে মায়ের স্বাধীনতা" সংক্রান্ত। রাজনৈতিক আচরণেরর জন্য অপরিহার্যভাবেই একান্ত পরিবার কাঠামোর বাইরে যথেষ্ট তৎপরতায় নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। লোক রাজনৈতিক জগত ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষের কর্মক্ষেত্র। যে মা এই জগতে পা বাড়াবেন তিনি হয় এই বহির্জগতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা শুধু রুজি–রোজগারের ক্ষেত্রে এসে নিয়োজিত হবেন। কোনও মাকে এমনটি করতে হ'লে তাঁকে এমন সব যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী হবে যা ক্ষুদ্র (আণব) পরিবারের ঘরোয়া পরিমণ্ডলে অপ্রয়োজনীয় কিংবা ঐ যোগ্যতা–নৈপুণ্য গড়ে তোলার দরকার নেই।

বাস্তব তথ্যাদির ভিত্তিতে চারটি ধাঁচ বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে দ্বিতীয় সূচকটি তৈরী করা হয়েছে। চারটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ঃ (১) আর্থ-সামাজিক–রাজনৈতিক বিষয়ের খবরাখবর রাখেন এমন মায়েদের '+' কোড বারদ্দ করা হয়েছে ; যাঁরা এধরণের খবরাখবর রাখেন নি তাঁরা পেয়েছেন '–'। সাধারণত আমরা জানতে চেষ্টা করেছি, সংশ্লিষ্ট মা সমসাময়িক লোকজগতের বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করতেন কি না কিংবা ঐসব বিষয়ে তিনি জ্ঞাত ছিলেন কি না। পরিবারের ঘরোয়া পরিমণ্ডলের বাইরের জগত সম্পর্কে জ্ঞান রাখার প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য হচ্ছে, বাইরের জগত সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ার অধিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আছে। অর্থাৎ ওটা ঐ ব্যক্তির কাছে আগ্রহ উদ্দীপক আর ঐসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপারে তাঁর কিছু যোগ্যতাও আছে। "জ্ঞান থাকার" একান্ত উদার সংজ্ঞার আলোকে 'মা লোকজগত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ' – এমন উল্লেখ বলতে যদি ঐ "জ্ঞান রাখা" বোঝায় সেই ভিত্তিতেও দেখা গেছে, ২৯ জন মায়ের মাত্র ৫২ শতাংশ এই

www.nagorikpathagar.org

বৈশিষ্ট্যের বেলায় ইতিবাচক স্কোর পেয়েছেন এবং দেখা গেছে এটা মেয়েদের 'সহজতম' অর্জনযোগ্য যোগ্যতা।

(২) জীবদ্দশায় কোনও চাকরি বা কর্মবৃত্তিতে আত্মনিয়োজিত মাকে "+" কোড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে মা কোনও চাকটি না করে থাকলে কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে খণ্ডকালীন চাকরি করে থাকলে তিনি পেয়েছেন "–" । আমরা এই বৈশিষ্ট্যের বেলায় যে শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছি তাতে মাসলোর চাহিদা স্তর ক্রম (Need hierarchy) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । আমাদের বিশ্বাস, নেহাত ক্ষুণ্নিবৃত্তি বা বস্তুগত লাভের জন্য কাজ বা চাকরি করার তাড়নার সঙ্গে আত্মোন্নতির প্রেরণা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময় পেশা বা কর্মবৃত্তি গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া বা প্রভাবগুলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একটা বাড়তি পারিবারিক আয়ের আকাঙ্খা ও নিজ ব্যক্তিগত জীবন পরিসরের ওপর সম্প্রসারক ক্রিয়ার অনুভূতির কারণে যে সব নারী নিয়মিত চাকরিতে নিয়োজিত তাদের নিজেদের পরিপোষণের যোগ্যতা সম্পর্কিত ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা অধিকতর হওয়ারই সম্ভাবনা। এমন সম্ভাবনাই বেশি যে, তাঁরা বাইরের জগতকে এমন এক পরিবেশ গণ্য করেন যে পরিবেশে তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষায় সক্ষম আর সেজন্যে সাফল্যের লক্ষ্যে তাঁরা সমস্যা নিরসন, অবগতি ও ব্যবস্থাপনামূলক যোগ্যতা ও অন্যান্য দক্ষতাও গড়ে তুলেছেন। একই কারণে, জীবনের প্রতি তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের কন্যাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে — এমন সম্ভাবনা স্বাভাবিক। এই নারীরা তাঁদের কন্যাদের জন্য সামনে উপস্থিত সনাক্তিযোগ্য মডেল বিশেষ। কর্মবৃত্তি সংক্রান্ত এই সংজ্ঞার বিচারে মাত্র ২৪ শতাংশ নারী '+' পেয়েছেন।

(৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহসহ যে কোনও ধরণেরর লোকসংগঠনের সদস্য মায়েদেরকে "+" বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গীর্জার ধর্মীয় প্রার্থনাসভায় নিয়মিত উপস্থিতি "+" বরাদ্দের জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় নি। গতানুগতিকভাবে গীর্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছাড়া যেসব নারীর নির্দিষ্ট একটি সংগঠনের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগের বিষয়ে প্রকাশ্য উল্লেখ আছে তাদের ইতিবাচক কোড দেওয়া হয়েছে। লোকসংগঠনের সদস্যভুক্তি ও ঐ সংগঠনে অংশীদারী সম্পর্কিত প্রশ্নে মাত্র ২১ শতাংশ মাকে "+" বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

(৪) বিয়ের আগে কোনও কর্মবৃত্তি/ চাকরিতে নিয়োজিত থাকলে ঐ মাকে "+" কোড দেওয়া হয়েছে। না থাকলে "–" কোড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কোনও না কোনওভাবে এই বৈশিষ্ট্যটি আগেরটির পুনরাবৃত্তি হ'লেও এতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে তা হচ্ছে, ঐ মহিলা যেসব যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তা করেছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রথম বয়সে যা তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে লালিত-পালিত হওয়ার জোর ইঙ্গিতবাহী। এর প্রভাবক বা পুনরুৎপাদক তাৎপর্যগুলি একান্তই স্পষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

আমরা অনুমান করি যে, কিছুটা স্বাধীনচেতা পিতামহী/ মাতামহী, আরও কিছুটা স্বাধীনচেতা মা এবং ঐ মা আরও বেশি স্বাধীনচেতা কন্যা সৃষ্টিতে অবদান রাখেন। আমাদের সমীক্ষার ২৯ জন নারী যাদের জীবন উপাত্ত ও তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে তাদের মাত্র ৭ শতাংশের বিয়ের আগে স্বাধীন চাকরি বা কর্মবৃত্তি ছিল।

ঘরের বাইরে মায়েদের স্বাধীনতা "শীর্ষক সূচকটি তৈরী করা হয়েছে, স্ত্রী ও মায়ের সনাতন ভূমিকার বাইরে মায়ের কার্যকলাপগুলির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার রাজনৈতিক আচরণের কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা নির্ণয় করার জন্য। প্রথম সূচকটির মত এই সূচকও কয়েকটি (৪) বৈশিষ্ট্য সমবায়ে গঠিত। এ সূচক একটি গ্রহনযোগ্য ক্রমবিন্যাসমূলক স্কেল (সি আর (পুনরুৎপাদনাঙ্ক) = ৯৪, সি এস (পরিমাপনাঙ্ক) = ·৬৯) গড়ে তোলে এবং এর ফলে আমরা '০' থেকে ৩ পর্যন্ত বিভিন্ন স্কেল টাইপে উপনীত হতে পারি (সর্বাপেক্ষা কম স্বাধীনতার জন্য '০' ও সর্বাপেক্ষা বেশি স্বাধীনতার জন্য '৩')।

গুটম্যান স্কেলোগ্রাম বিশ্লেষণের প্রণালী আরেকটি গ্রহণযোগ্য স্কেলের জন্ম দিয়েছে — এ বাস্তবতা আমাদের এই বিশ্বাসের সমর্থক যে, আমরা বাস্তবিকপক্ষেই দু'টি তুলনামূলকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ধাঁচ বা বৈশিষ্ট্যবলীকে আলাদা করে বের করতে সক্ষম হয়েছি। এও লক্ষ্য করার বিষয় যে, পরিবারের বাইরে স্বাধীনতার এই স্কেলের পরিমাপে এমন খুব কম নারীই পাওয়া গেছে যাঁরা আমাদের তত্ত্বে সন্নিবেশিত নারী স্বাধীনতার শর্তগুলি পূরণ করেছেন। কাজেই এ থেকে আমাদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে সমর্থন মেলে যে, এইসব সংক্ষিপ্ত সূচকগুলি আর যা-ই হোক তড়িঘড়ি নাকচ করা যাবে না। তাছাড়া, ২৯ জন মায়ের সূচক স্কোরগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা — যাচাই করে দেখা হয়েছে। যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, এলিনর রুজভেল্টের মা 'পরিবার কাঠামোর মধ্যে মায়ের স্বাধীনতা' সূচকের বেলায় ৪ নং টাইপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কিন্তু "ঘরের বাইরে মায়ের স্বাধীনতা" সূচকের বেলায় তিনিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ১ নং টাইপের। সংসর্গ পরিমাপ (Measure of Association) হিসেবে 'গামা' (Gamma) একককে ব্যবহার করে আমরা দেখেছি, দু'টি সূচকের মধ্যে সংসর্গ বা সম্পর্কের গামা পরিমাপ হচ্ছে .৪৮। দু'টি সূচকের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকলেও সূচক দু'টি একই মাত্রার হুবহু নকল নয়। 'স্বাধীনতা'র প্রতিটি দিক স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যণীয় ও বিবেচ্য। দু'টি সূচকের মধ্যে বেশীরভাগ মিলই এই কারণে যে, যেসব মায়েরা ঘরের বাইরে পরনির্ভর তাঁরা সাধারণত গৃহেও পরনির্ভর।

চিত্র ৫-২-এ ঘরের বাইরে মায়েদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আমাদের বিশ্লেষণের ফলাফল লেখচিত্রের আকারে প্রদত্ত হয়েছে। 'পরিবারের অভ্যন্তরে মায়ের স্বাধীনতা' সূচকের বেলায় যেমন এক্ষেত্রেও অনুমিত দিকনির্দেশনাগুলি আগের মতই প্রবল।

www.nagorikpathagar.org

স্পষ্টতঃই নির্বাচিত। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীদেরই এমন মা থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী যে মায়েরা বহির্জগতের "পুরুষোচিত" লোক পরিমণ্ডলে সহজ, স্বচ্ছন্দ পদচারণায় সক্ষম হয়েছিলেন। পরিবার বহির্ভূত পরিমণ্ডলে পদচারণায় এদের পরের অবস্থানে আছেন লোকনারীদের মায়েরা। অন্যদিকে, সনাতন গৃহিণী নারী/ নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের স্কোর প্রায় একই রকমের ; অত্যন্ত নিম্ন। এভাবেই বলা যায়, ধারাগুলি আগের মতই প্রবল রয়ে গেছে।

চিত্র নং ৫-২

ঘরের বাইরে স্বাধীনতার পরিসর সংক্রান্ত

স্কেলে মায়েদের স্কোর

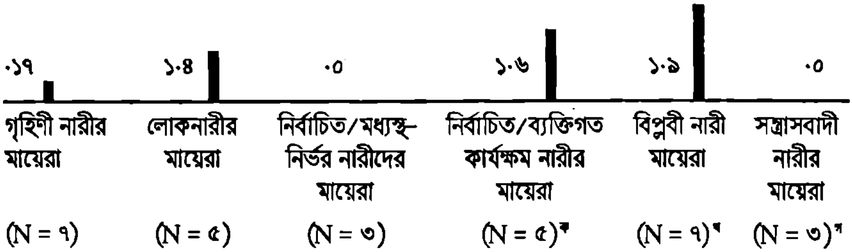

ক।। তথ্যের অভাবে মিসেস থ্যাচার ও মিসেস গ্রিফিথ্স-এর মা বাদ পড়েছেন।

খ।। এদিব ও গোণের মা মৃত হওয়ায় বাদ পড়েছেন।

গ।। কর্ডের মা মারা যান। জাসুলিচকে লালন-পালনের জন্য আত্মীয়দের দিয়ে দেওয়া হয়। এ দু'জনের মাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

"পরিবারে মায়ের স্বাধীনতা" সূচকের উপাত্তের বেলার মত এক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন বিন্যাসের অর্থ অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য আমরা "ছাত্রদের" যাচাই 't' পরীক্ষা প্রয়োগ করি। এতেও আগের মতই দেখা যায় যে, কন্যাদেরকে তাদের সনাতন/ অসনাতন আচরণের (বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্ত্রী বনাম স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক নারী) ভিত্তিতে গোষ্ঠি বিভক্ত করে তাদের মায়েদের মধ্যে সাদামাটা তুলনায় আদৌ তাৎপর্যপূর্ণ কোনও পার্থক্য নেই (ছাত্রদের 't' = ১·১৫ ; P= ·১৩)। অবশ্য গৃহিণী নারী বনাম লোকনারী (ছাত্রদের 't' = ২·২৯৯) ; P = ·০৩) ; নির্বাচিত / মধ্যস্থ-নির্ভর বনাম নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারী (ছাত্রদের 't' = ৬·৫৩ ; P = ·০০১) এবং বিপ্লবী নারী বনাম সন্ত্রাসবাদী নারীদের তুলনার ফলে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে (ছাত্রদের 't' = ১১·২০ ; P = ·০০০২)। প্রতিটি আন্তঃ উপগোষ্ঠিক তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীন,

www.nagorikpathagar.org

লোক পরিসরে সফল নারীদের মা অপেক্ষাকৃত বেশী সক্রিয় ছিলেন বলে দেখা যায়। চিত্র ৫-২ ও ছাত্রদের 't' যাচাই পরীক্ষায় দেখা যায়, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের পার্থক্য সবচেয়ে বেশী। বিপ্লবী নারীদের মায়েরা ঘরে — বাইরে উভয় পরিমণ্ডলেই স্বাধীন ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েরা গৃহে একটা মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করলেও বাইরের বৃহত্তর জগতে তাঁদের জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ খুব কমই ছিল; ছিলই না বলা যায়।

চিত্র ৫-১-এর উপাত্তগুলির সঙ্গে চিত্র ৫-২-এর উপাত্তগুলির তুলনা করলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচরণগত কিছু বিশেষত্ব, বিশেষ করে, মায়ের প্রভাব অত্যন্ত লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। গৃহিণী নারীদের গোটা জীবন পরিসরে তাঁরা তাঁদের সামনে অনুকরণীয় যে ভূমিকা মডেল পেয়েছেন তাতে পরিবারেই হোক কিংবা ঘরের বাইরের লোক পরিসরেই হোক পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অভিলাষী বা প্রত্যাশী হওয়ার সুযোগ তাঁরা খুব কমই পেয়েছেন। গৃহিণী নারীদের মায়েরা সাধারণতঃ পরিবার কিংবা পরিবারের বাইরে কোথাও স্বাধীন নন। কাজেই তাদের কন্যারাও তাদেরই অনুরূপ হলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

চিত্র ৫-১-এর অসঙ্গতিগুলির অন্যতম অসঙ্গতি হচ্ছে, গৃহে লোকনারীদের মায়েদের স্বাধীনতা — পরিসরের ব্যাপারটি। লোকনারীরা সফল রাজনৈতিক নারী ও বিপ্লবী নারীদের মতই সমান উঁচু স্কোর করেছেন। কিন্তু তাহলে তাঁদের রাজনীতিতে পরিপূর্ণ অংশীদার হতে আপত্তি কেন? চিত্র ৫-২-এ এই প্রশ্ন সম্পর্কে আরও একটু গভীর জ্ঞানলাভ করা যায়। কেননা, এতে আভাস রয়েছে যে, যদিও এই লোকনারীদের মায়েরা গৃহে অপেক্ষাকৃত বেশ স্বাধীন ছিলেন তাঁরা সাধারণতঃ নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীদের মায়ের মত বাইরের জগতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করেন নি। আমাদের জীবনীমূলক উপাত্তে দেখা যায়, এই নারীরা তাঁদের কন্যাদের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য লোকপরিমণ্ডলের খুব কমই পূর্বশর্ত পূরণের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। বরং ঐ মায়েরা বরাবরের মত বাইরের বৃহত্তর জগতে সঙ্গে সম্পর্করক্ষার প্রধান উপায় হিসেবে পুরুষ মধ্যস্থই ব্যবহার করেছেন। ফলত পরিবারের ঘরোয়া জগতের স্বাধীনতা লোকজগতে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীন যোগ্যতাবলীর চাহিদায় রূপান্তরিত করা হয় নি। এই মায়েদের কন্যারা তাই রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার প্রশ্নে দৃশ্যত মায়েদের পুরুষ মধ্যস্থ মডেল অবলম্বনের বিষয়টিকে বরাবর মেনে নেন।

চিত্র ৫-২ নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের প্রাপ্তবয়স্ক আচরণের ব্যাখায়ও অত্যন্ত সহায়ক। আমাদের তত্ত্বানুযায়ী, সনাতন, গৃহিণী ধরণের রাজনৈতিক স্ত্রীদের মায়েরা বাড়ির বাইরে স্বাধীন না হওয়ার কথা। আমরা আরও বলেছি যে,

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীগোষ্ঠীর নারীদের মায়েরাও উল্লিখিত রাজনৈতিক স্ত্রীদের মায়েদের মতই। আমাদের ধারণা, এই স্বাধীনতাহীনতার কারণেই এত দীর্ঘকাল ধরে এ মায়েরা তাঁদের রাজনৈতিক আচরণের জন্য পুরুষের মধ্যস্থতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মায়ের ইত্যকার প্রভাব বদলাতে কন্যার প্রাপ্তবয়সে একটা বড়ধরণের পুনঃ সামাজিকীকরণ আবশ্যক। মধ্যস্থ-নির্ভর/ নির্বাচিত নারীরা আক্ষরিক অর্থেই যতদিন বেঁচে থাকেন বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ রক্ষায় স্বামীকেই যথার্থ মধ্যস্থ হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা গৃহে স্বামীর সমান ও তাঁর মত স্বাধীন হলেও এই স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার চেতনাবোধকে তাঁরা বাইরের জগতের যোগ্যতা ও স্বাধীনতায় রূপান্তরের পথ খুঁজে পান না। কেবল দীর্ঘদিনের পূর্ণবয়স্ক নবিশীর পরই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই নারীদের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনা আসে। অথচ, যৌবনে হলে এত কষ্ট, তিতিক্ষায় এ দক্ষতা অর্জন করতে হ'ত না। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর পুনঃ সামাজিকীকরণের ব্যাপারটি আয়ত্ত করা বড় কঠিন (বুড়ো কুকুরকে কৌশল শেখানো যায় না)। কাঠামোগত নানা সুযোগ-সুবিধের এক পরম ও ব্যতিক্রমধর্মী সমাবেশ ঘটলেই কেবল এ ধরণের পুনঃসামাজিকীকরণমূলক যোগ্যতা অর্জন উৎসাহিত হতে পারে।

সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের স্কোর নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীগোষ্ঠীর নারীদের মায়েদের স্কোরের অত্যন্ত অনুরূপ যদিও ব্যাপারটি কিছুটা বিস্ময়করও বটে। যৌক্তিকভাবেই আমাদের ধরে নেওয়ার কথা যে, আমাদের সফল রাজনৈতিক নারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েরা ঘরের বাইরে স্বাধীনতার মাত্রার ক্ষেত্রে বিপ্লবী নারীদের মায়েদের সমকক্ষ হবেন। তবু আমাদের ওপরের বর্ণনা ও এই স্কেলে যা দেখা যাচ্ছে তাতে সন্ত্রাসবাদী মায়েরা গৃহিণী নারীদের মায়েদের মতই বিপ্লবী নারীদের বিপরীত। খোদ সন্ত্রাসবাদী নারীদের সঙ্গে মিল এখানে যে, তাঁরা কোনও সনাতন লিঙ্গ-ভূমিকাদর্শ গড়ে তোলেন নি তবে বিপ্লবী নারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী নারীদের পার্থক্য হচ্ছে, তাঁদের সামনে কোনও বিকল্প, ইতিবাচক নারী মডেল থাকে না যা তাঁদের কাঙ্খিত হতে পারে। প্রায় সকল বিপ্লবী নারীর মা-ই ছিলেন অসাধারণ যোগ্য, অগতানুগতিক মহিলা, নিজ গুণে ও অধিকারে বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এঁরা সকলেই তাঁদের স্বামীদের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। তবে সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের বেলায় ওপরের মত একই কথা বলা যায় না। সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েরা গৃহে কিছুটা স্বাধীনতার পরিচয় দিলেও সেটাও সম্ভব হয়েছে প্রধানত স্বামীদের গৃহে অনুপস্থিতিকালে কিংবা স্বামীর নির্যাতন ও প্রহার থেকে তাঁদের আত্মরক্ষার প্রয়াসের বেলায়। সন্ত্রাসবাদী নারীদের যা ছিল না ও বিপ্লবী নারীদের যা ছিল তা হচ্ছে, ভূমিকা মডেল বা বিকল্প চরিত্রধারী ব্যক্তি যাঁরা তাঁদের জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিলেন, সে নিয়ন্ত্রণ

www.nagorikpathagar.org

লোকপরিমণ্ডলেও সম্প্রসারিত করেছিলেন ও লোকপরিমণ্ডলে কীভাবে আচরণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

অনেকের মত রোলো যে উল্লেখ করেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষমতার চেতনা ও হতাশার কারণে সহিংসতা ঘটে। আমাদের সমীক্ষার পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীর ব্যক্তিগতভাবে সহিংসতায় লিপ্ত হওয়ার বাহ্য কারণ এধরনের হতাশাজনিত আক্রমণপ্রবণতা। পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীই তাঁদের লিঙ্গ ভূমিকা ও আচরণ বদলে অনেকখানি সেটাকে 'পুরুষোচিত' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতার অভাবই দৃশ্যত এদেরকে সহিংসতার পথে ঠেলে দেয়।

"যোগ্যতা" মাত্রাটির গুরুত্ব আরও লক্ষ্য করা যাবে চিত্র ৫–২–এ। এখানে নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের সরাসরি তুলনা করা হয়েছে। লোক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের আলোকে বিচার করলে এঁরা উভয়ে বেশ সনাতন ও পরনির্ভরশীল ছিলেন। তবে এই দুই ধরনের নারীরা যে বয়সে তাঁদের স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি শুরু করেন সেই বয়সের বেলাতেও তাঁদের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সন্ত্রাসবাদী নারীদের রাজনৈতিক কর্মজীবনের শুরু খুব অল্প বয়সে, কিশোরী বয়স থেকে। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের প্রথমে রাজনৈতিক পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। ঐ স্বামীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে স্ত্রীদের সহকারী হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কী ভাবে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, কীভাবে আচরণ করতে হয় তা শিখিয়েছেন। নারীর এই আচরণের মধ্যে অবশ্য পুরুষের প্রতি ও বিরাজমান কাঠামোয় ঐ নারীদের একটা আস্থাবোধ আগে থেকে আছে বলেই মনে হয়। এই নির্বাচিত/ মধ্যস্থ্য-নির্ভর নারীরা সাধারণত তাঁদের স্বাধীন নিজস্ব কর্মবৃত্তি তাঁদের বয়সের তিরিশ দশকের মাঝামাঝি পূর্ণতাপ্রাপ্ত, যোগ্যব্যক্তি হিসেবে শুরু করেছেন। পরের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে যে, সন্ত্রাসবাদী নারীরা সাধারণত তাঁদের পিতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন আর নিদেনপক্ষে অপছন্দ না করলেও অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এ বিষয়টি পুরুষের প্রতি সন্ত্রাসবাদী নারীদের বিশ্বাসের অভাবে নিঃসন্দেহে অবদান রেখেছে। তবে সে যা-ই হোক, অ-সনাতন আচরণের ধারণা কোন নারী ভূমিকা — মডেলের অনুপস্থিতি ও পুরুষকে অপছন্দ — রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্য আচরণে নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী নারীর সম্ভাবনাকে দারুণ সঙ্কুচিত করে। বিপ্লবী নারীদের সামনে কেবল যোগ্য ও নিপুণ অনন্যসাধারণ ভূমিকা মডেলই ছিল না, তাঁদের মা-ও স্বামীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েছিলেন ; ফলে, কন্যারাও অনুরূপ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। এভাবে বাবা-মা উভয়েই এই বিপ্লবী নারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশে সহয়তা করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র ৫-২ কে চিত্র ৫-১-এর সঙ্গে মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে ব্যক্তিগত/ রাজনৈতিক কার্যক্ষম নারী এবং বিপ্লবী গোষ্ঠীর নারীদের সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত একই ধরণের প্রলক্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। এই দুই গোষ্ঠীর নারীদের মায়েরা সম্ভবত কেবল পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই স্বাধীন ছিলেন না, স্বচ্ছন্দে লোকজগতের চাহিদা মেটানোর সামর্থ্যও তাঁদের ছিল। এক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লবী ও অবিপ্লবী আচরণের তারতম্য হয়েছে দৃশ্যত তাঁরা যে ধরণের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশে বাস করতেন সেই বিশেষ সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণেই তা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কার্যক্ষম, নির্বাচিত রাজনৈতিক নারীরা এমন কাল ও সমাজ-সংস্কৃতির অধিবাসী যেখানে নারীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নিজেদের সঙ্গত দাবী আরোপ, এমনকি, রাজনৈতিক স্তরক্রমের উচ্চপদের শূন্যতাও পূরণ করতে পারেন। একমাত্র অ্যাঞ্জেলা ডেভিস ছাড়া অন্য বিপ্লবীরা তা করেন নি। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যদি তাঁরা তেমন ইচ্ছে করতেন তাহলে তাঁরাও আইন পরিষদগুলিতে নির্বাচিত হতে পারতেন, কেবিনেট মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর পদও পেতে পারতেন। বস্তুতঃ এদের জীবিত অনেকে তাঁদের বিপ্লব সফল হওয়ার পর নতুন সরকারগুলির বড় বড় রাজনৈতিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোলোনতাই, মার্কিয়েভিজ ও লা পাসিওনারিয়ার নাম উল্লেখ করা যায়।

আমাদের সমীক্ষার ৩৬ জন নারীর জীবনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, মায়ের পূর্ণ বয়সের আচরণ কন্যার পূর্ণ বয়সের রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে জোরালোভাবে সম্পর্কিত। আমাদের সমীক্ষার গুণগত প্রকৃতির কারণে ঐ ধরনের রায় কার্যত সাময়িক। এ ধরনের রায় বা সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হলে উল্লিখিত ধাঁচ ও সম্পর্কগুলির সত্যতা বারংবার প্রমাণিত হতে হবে। ১৯৭৪ সালে রবার্টস সিগেল পরিচালিত এক সমীক্ষায় পেন্সিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যের পাবলিক স্কুলগুলিতে পাঠরত মাধ্যমিক পর্যায়ের বরিষ্ঠ ছাত্রদের শ্রেণীবিন্যাসকৃত নির্বিচার (দৈবচয়িত) নমুনা ব্যবহার করা হয়। এই সমীক্ষায় উল্লিখিত ধাঁচ ও সম্পর্কগুলির প্রয়োগ-যাচাইমূলক সমর্থন পাওয়া যায়। রবার্টস সিগেল তাঁর সমীক্ষা বিশ্লেষণে উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৪৬ জন ছেলেমেয়েদের তাদের রাজনীতিতে আগ্রহের স্তর, অংশীদারীর স্তর, ভবিষ্যতে তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পরিকল্পনা, তাদের রাজনৈতিক মূল্যায়ন, প্রবণতা ও ইস্যু বাছাই প্রশ্নে অতি অল্পই পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। ছেলে-মেয়ে দুই তরফেরই এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে রাজনৈতিক মুখ্যতা নাগরিক দায়-দায়িত্ব স্তরে অনুভূত হয়েছে বলে দেখা যায়। অবশ্য মোট নমুনার (১০৫ তরুণ-তরুণী) প্রায় ১৪ শতাংশের প্রমিত ব্যবধান রাজনৈতিক মুখ্যতার সূচকের গড়ের তুলনায় পূর্ণ '১' মাত্রা বেশী। সবচেয়ে রাজনৈতিককৃত এই তরুণ-তরুণীদের ৬৫ জন তরুণ (সমীক্ষাকৃত সকল ছেলের ১৭

www.nagorikpathagar.org

শতাংশ) এবং ৪০ জন তরুণী (সমীক্ষাকৃত সকল মেয়ের ১১ শতাংশ)। ১৯৭৪ সালে অন্ততঃ পেন্সিলভ্যানিয়া পাবলিক স্কুলগুলির ছাত্ররা ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিকীকৃত ছিল।

১০৫-এর এই উপনমুনার এক বিশেষ উপবিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিগেল এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, "রাজনৈতিক তরুণীরা বহুবিচিত্রভাবে সত্যিকার অর্থেই অন্যান্য তরুণীদের চেয়ে ভিন্ন"। তারা ছেলেদের থেকেও অনেকখানি ভিন্ন। রাজনৈতিকীকৃত তরুণেরা অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিকীকৃত তরুণদের চেয়ে খুব একটা লক্ষ্যণীয়ভাবে আলাদা নয়। রাজনৈতিকীকৃত ছেলে ও মেয়েদের এবং রাজনৈতিকীকৃত মেয়ে ও অরাজনৈতিকীকৃত মেয়েদের মধ্যে সিগেল যে প্রধান পার্থক্যটি লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে, তাদের মা গৃহিণী অর্থাৎ আমাদের ভাষায় গৃহিণী নারী ছিলেন কি না কিংবা তিনি ছিলেন একজন পেশাদার, কর্মবৃত্তিসম্পন্ন মহিলা (যা আমাদের বর্ণিত লোকনারী বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার সুপ্ত চেতনাসম্পন্ন নারীর অনুরূপ) (চিত্র ২-২ দ্রঃ)। আমাদের রাজনীতিতে জড়িত ৩৬ নারীর গুণগত বিশ্লেষণে আমরা যা দেখতে পেয়েছি তেমনি সিগেলও দেখেছেন যে, গৃহিণী ধরণের কর্মজীবী মায়ের (আধাদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কিংবা কেরাণী বা বিক্রয় কর্মচারী হিসেবে কাজে নিয়োজিত অপেশাদার নারী) কন্যা অতি সামান্য অনুপাতে (৬ শতাংশ) রাজনৈতিকীকৃত হয়েছে। এর বিপরীতে, পেশাদার নারীদের মেয়েদের রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠার অনুপাত অনেক বেশী-তাদের সকল মেয়ের ৩৩ শতাংশ। আমাদের মত সিগেলও তাঁর সমীক্ষায় লক্ষ্য করেন যে, মেয়েদের রাজনীতি সচেতন করার ব্যাপারে বাবার চাকরি বা মর্যাদা ও অবস্থানের কোনও সম্পর্ক নেই।

নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে মায়ের বয়স্ক আচরণের দারুণ তাৎপর্যের ব্যাপারে আমরা যে গুরুত্ব আরোপ করেছি তার যাথার্থ্য মায়ের চাকরি বা পেশার সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর রাজনৈতিকীকরণ সংক্রান্ত সিগেলের সমীক্ষা বিশ্লেষণে আবার প্রমাণিত হয়েছে। তিনি দেখেছেন যে, রাজনৈতিকীকরণের স্তর নির্বিশেষে ছাত্র/ছেলেদের প্রায় ৪৪ শতাংশের মা আধাদক্ষ বা অদক্ষ কাজে নিয়োজিত, ২২ শতাংশের মা পেশাদারী কর্মবৃত্তিতে নিয়োজিত। এইসব মায়ের গৃহিনী বা লোকবৈশিষ্ট্য ছাত্রদের রাজনীতি চেতনায় কোনও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব না ফেললেও মেয়েদের বেলায় তা এক নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

আমরা যুক্তি দেখিয়েছি যে, কেবল মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাই মেয়ের রাজনৈতিকীকরণের জন্য অন্যতম জোরালো কারণ নয় ; এ বিষয়টি সিগেলের সমীক্ষার ফলেও সমর্থিত হয়েছে। অরাজনৈতিকীকৃত মেয়েদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিকীকৃত মেয়েদের মায়েদের অন্ততঃ কলেজের শিক্ষা রয়েছে — এ বাস্তবতা সত্ত্বেও শতকরা হারের তারতম্য অত্যন্ত কম (যথাক্রমে ১৫ ও ৮ শতাংশ)। বরং উল্টো, কলেজে শিক্ষিত এই মায়েদের এইসব মেয়েদের, রাজনীতি সচেতন ৮৩ শতাংশ মেয়ের মা পেশাদার, সক্রিয় লোকনারী। অন্যদিকে, অরাজনৈতিকীকৃত মেয়েদের মাত্র ২৫ শতাংশের মা অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী। গৃহিণী ও লোক ধরণের মায়েদের কন্যাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মধ্যেকার বৈপরীত্যটি সিগেলের সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলেও পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সমীক্ষায় সিগেল লক্ষ্য করেছেন যে "কলেজ গ্রাজুয়েট পেশাদার মায়েদের শতকরা ৪০ জন কন্যা রাজনীতি সচেতন অথচ, একই রকমের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন গৃহিণী মায়েদের মাত্র ১৫ শতাংশ কন্যা রাজনৈতিকীকৃত। সিগেলের সমীক্ষার এইসব বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিকীকৃত তরুণীদের সংখ্যা ক্ষুদ্র হলেও আমাদের সমীক্ষা ও সিগেলের সমীক্ষা উভয় সমীক্ষাতেই দেখা যায় যে, মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পরিবারে তার আধিপত্য নয় বরং মা যে লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের বাহক সেটিই পরিবার কাঠামো ও মায়ের আচরণকে কন্যাদের রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে।

মা হতে দূরত্ব

লিনের মতে, যথার্থ লিঙ্গ ভূমিকা পাওয়ার সমস্যা থাকলে অর্থাৎ কোনও কিছু অন্ধভাবে অনুসরণ করার অবলম্বনের অভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে নির্দেশনা স্থির করার ব্যাপার হলে সেই পরিস্থিতিতে মেয়েদের সমস্যা সমাধান ক্ষমতা, সক্রিয় লিঙ্গ ভূমিকা ও চিন্তানুশীলনের অবগতিমূলক ধারা বাড়বে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, কন্যারা যত কম মায়ের ঘনিষ্ঠ হবে ততই কন্যাদের ঐ সমস্যা সামাধানের ধারণাগত স্টাইল ও সক্রিয়তা বাড়বে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, ঐ মেয়েদের সঙ্গে তাদের মায়েদের আবেগানুভূতির ব্যবধান অত্যন্ত বেশী হলে চলবে না। এ ধরণের আবেগানুভূতিগত ব্যবধান অত্যন্ত বেশী হলে অবগতি অসংলগ্নতা (Cognitive disorganisation) দেখা দিতে পারে যদিও তারপরও সংশ্লিষ্ট কন্যা (নারী) অসনাতন লিঙ্গ ভূমিকা বেছে নিতে পারেন। মা থেকে দূরত্বের এই সমস্যাটি তলিয়ে দেখার জন্য অথবা প্রতিটি নারী আবেগানুভূতিগত দিক থেকে মায়ের কত কাছাকাছি তার একটি স্থূল হিসেবে আমরা বের করেছি। এই হিসেব পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে ১ থেকে ১০ — এই স্কেল বা পরিমাপকের ভিত্তিতে। ১০ বলতে কন্যা আবেগানুভূতির দিক থেকে সবচেয়ে বেশী মায়ের ঘনিষ্ঠ বোঝাবে। চার বছর বয়স হওয়ার আগেই যেসব সমীক্ষাপাত্রের মা মারা গেছেন তাঁরা এ থেকে বাদ পড়ে গেছেন। মায়ের সঙ্গে কন্যার সম্পর্ক খুব নিবিড়ও নয়, দারুণ ঘৃণারও নয় বরং স্বাভাবিকভাবে ঘনিষ্ঠ এরকম ক্ষেত্রে স্কোর "৫" হবে বলে হিসেবে ধরা হয়েছে। উল্লিখিত হিসেবগুলি

www.nagorikpathagar.org

অনস্বীকার্যভাবেই একধরণের স্থূল হিসেব। এর স্কোরগুলির ধাঁচ সাধারণতঃ প্রত্যাশা-অনুমানের অনুরূপ ঃ গোষ্ঠী হিসেবে বিপ্লবী নারীরা অন্যান্য গোষ্ঠীর নারীদের তুলনায় সবচে' কম ঘনিষ্ঠ ; এঁদের বেলায় বরাদ্দ হয়েছে বিমিশ্র (Composite) স্কোর ৩·৭। বিপ্লবী নারীদের মায়েরা লোকপরিমণ্ডলে এত বেশী জড়িত ছিলেন — কর্মে বড় বড় সামাজিক কার্যকলাপ পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন যে, তাঁরা অন্য প্রায় সব মায়ের তুলনায় নিজ কন্যাদের অত বেশী সঙ্গ দিতে পারেন নি। ঠিক এর পরের বিমিশ্র স্কোর (Composite Score) হচ্ছে, নির্বাচিত /ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারী গোষ্ঠীর ঃ ৪·৫ ; লোকনারীদেরও ঃ ৪·৫ ; গৃহিনী নারীদের ৫·০ এবং নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের সর্বোচ্চ বিমিশ্র স্কোর হচ্ছে—৫·৭। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীরা তাঁদের জীবনের এত দীর্ঘকাল কেন তুলনামূলকভাবে সনাতন নারী হয়ে রইলেন এ থেকে তা বুঝবার সুবিধে হয়। সন্ত্রাসবাদী নারীদের কোনও বিমিশ্র স্কোর নেই কারণ, তাঁদের হয় মায়ের সঙ্গে পরম অনুরাগের নয়, চরম ঘৃণার সম্পর্ক ছিল আর না হ'লে ছোটবেলার বাড়ন্ত বয়সের সময় তাঁদের মা আদৌ বেঁচে ছিলেন না।

দু'জন বিপ্লবী ও দু'জন সন্ত্রাসবাদী নারীর মা মেয়েদের বয়স চার বছর হওয়ার আগেই মারা যান। এই দুই কন্যাও (জাসুলিচ ও এদিব) তাঁদের গভর্ণেস (পরিচারিকা), পিতামহী/মাতামহী কিংবা লালন-পালনকারী সন্নাসিনীদের বড় একটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। নারী বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা নির্ণয়-নিরূপণ করার কাজটি স্পষ্টত ঐ কন্যাদের (নারীদের) জন্য কেবল অনুকরণের মত সাদাসিধে কাজমাত্র ছিল না। এমা গোল্ডম্যান ও ব্রেশকো-ব্রেশকভস্কায়ার মা তাঁদেরকে দু'জনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে এমা ও ব্রেশকভস্কায়ার পক্ষেও তাঁদের লিঙ্গ ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে সমস্যায় পড়েন। পেরভস্কায়ার মা স্বামীর দ্বারা শারিরীকভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন। তাই পেরভস্কায়া গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর মায়ের সনাতন নারী ভূমিকা তাঁর জন্য নয়। আর একই কারণে কোন লিঙ্গ ভূমিকা তাঁর গ্রহণ করা উচিত হবে — সেটাও তাঁর জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে, তিনি মায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হলেও নিজ লিঙ্গ ভূমিকার প্রশ্নে তাঁর মায়ের চরম দুঃখ-কষ্ট, অসন্তোষ ও অবস্থানের কারণে পেরভস্কায়াকে স্পষ্টতঃই মায়ের ভূমিকার পরিবর্তে আচরণের অন্য কোনও বিকল্প বেছে নিতেই হয়।

সংক্ষেপে, খোদ লিঙ্গ ভূমিকা সনাক্তির বিষয়টি সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে সংশ্লিষ্ট নারীর আচরণে অগতানুগতিক, আরও পুরুষালী হবার সম্ভাবনা বাড়বে — লিনের এ প্রস্তাবনার পক্ষে সমর্থন স্পষ্ট। পেরভস্কায়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, মা ও কন্যার মধ্যেকার 'দূরত্ব' নয় বরং লিঙ্গ ভূমিকা সনাক্তির ব্যাপারটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কি না সেটিই গুরুত্বপূর্ণ চলক। এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, "দূরত্ব" ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও এ সমস্যা বা সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

মা হতে দূরত্ব সম্পর্কিত এই অনুমিত সিদ্ধান্তের অন্যতম উপঅঙ্গউপাদান হচ্ছে এই যে, মায়েদের থেকে যে মেয়েদের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল ও শৈশবের গোড়ার দিকে শারীরিক নিষ্ঠুরতা, নিগ্রহের শিকার হয়েছে তারা সাধারণত বিক্ষোভকারিণী ও সন্ত্রাসবাদী হয়ে থাকে। কর্ডে, জাসুলিচ, গোল্ডম্যান, পেরভস্কায়া ও চিঙ চিন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন অথবা প্রকৃতপক্ষেই তাদের হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কর্ডে ও জাসুলিচ এরা দু'জন যেভাবে লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাতে তাদের ওপর আদৌ তেমন মায়ের লিঙ্গ ভূমিকার প্রভাব ছিল না ; তবে তাঁদের ওপর নিষ্ঠুরতা চালানোর (মায়েদের ওপর) কোনও রেকর্ডও নেই। কর্ডে এক কনভেন্টে ও জাসুলিচ তাঁর ভাষায় কিছু 'আগন্তুক' ও একজন ফরাসী গভর্ণেসের কাছে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। জাসুলিচের মা ঐ সময় জীবিত থাকলেও কন্যা ও তাঁর মাঝে ব্যবধান ছিল বিস্তর। গোল্ডম্যানের মা-ও বেঁচেছিলেন ও কন্যার সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ছিল অনেক। এমার বাবা এমা গোল্ডম্যানকে প্রহার করলে এমার মা কখনও তাতে বাধা দেন নি। মায়ের সাথে কন্যার বিস্তর ব্যবধান এবং শিশুকালে কোনও শিশু নিষ্ঠুরতার শিকার হলে পরবর্তীকালে ঐ শিশুর মধ্যে সহিংসতার প্রবণতা দেখা দেয় বলে যে অনুমিত সিদ্ধান্ত রয়েছে, গোল্ডম্যানের পরিস্থিতি তার সঙ্গে স্পষ্টতঃই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য পেরভস্কায়ার পরিস্থিতি আদৌ ঐ অনুমিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খায় না। পেরভস্কায়া তাঁর মাকে তীব্রভাবেই ভালোবাসতেন, অসাধারণরকম মায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। ওদিকে, পেরভস্কায়া নয়, তার মা-ই ঘন ঘন তাঁর বাবার হাতে প্রহৃত হতেন। চিঙ চিনও যে শারীরিক নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন—এমন মনে হয় না। উল্টো বরং তিনি সকল সমীক্ষাপাত্রদের মধ্যে অন্যতম সর্বাপেক্ষা ভালোবাসা ও আহ্লাদধন্য নারী ছিলেন। তাঁর প্রতি তাঁর বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা ছিল তাঁর কিশোরী বয়সে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে দেওয়া।

এ অবস্থায় মনে হয়, আমাদের বর্ণিত অনুমিত সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়। পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীর তিনজন তাঁদের মায়েদের থেকে মানসিকভাবে দূরে ছিলেন ও এঁদের একজন বলা যায়, গৃহে থাকাকালে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। একজন নারীর সন্ত্রাসবাদী বা বিক্ষোভকারী হয়ে ওঠার সঙ্গে মায়ের সঙ্গে তার দূরত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে ; তবে শিশু হিসেবে শারীরিক নির্যাতন ভোগের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বা বিক্ষোভকারী হওয়ার প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়। বরং মনে হয়, এ ব্যাপারটির সঙ্গে 'পুরুষ' জগতের মোকাবেলায় মায়ের অতি অল্প দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার অর্থাৎ সনাতন নারী ভূমিকা প্রত্যাখ্যানের পর কাঙ্খিত উপযোগী বিকল্প নারী ভূমিকা মডেল না থাকারই অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

লিঙ্গ ভূমিকার অভিজ্ঞতা ও পিতা

মায়েদের ওপর বিপুল আলোচনা থেকে আমাদের ধারণা, সমীক্ষাপাত্র নারীদের লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শের বেলায় পিতাদের প্রভাব বা ক্রিয়াটি পরোক্ষ। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ও মায়ের প্রতি তাঁর মনোভাবে থেকে সংশ্লিষ্ট সন্তান (কন্যা) পুরুষের চোখে নারীর 'যথার্থ অবস্থানের' ও মূল্যের একটা আশু আদল পেয়ে যায়। পিতা সুনির্দিষ্ট লিঙ্গ ভূমিকার আচরণের জন্য মা ও মেয়ে উভয়ের জন্যই আশু পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করেন। মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের পিতাদের লিঙ্গ ভূমিকা অনুসরণ না করলেও মা ও বাবার মধ্যে আচরণের মিথস্ক্রিয়া কেমন এবং তাঁদের মায়েদের লিঙ্গ ভূমিকা আচরণ লাভজনক ও তৃপ্তিকর কি না তা তারা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকে। নারী হওয়াটা কী এবং পুরুষ ও পুরুষ জগতের তথা লোকজগতের সঙ্গে নারীকে কেমন করে সম্পর্কিত হতে হয় সে বিষয়ে তরুণীরা তাদের বাবাকে অনুসরণ করে নয় বরং মায়ের সঙ্গে বাবার মিথস্ক্রিয়া ও তাঁর প্রতি সাড়ার ওপর অবগতিমূলক চিন্তানুশীলনের মাধ্যমে তা শেখে।

নারীর স্বাধীন হওয়ার অনেক কারণ থাকে। এই নারীদের কারও স্বামী মারা গেলে অনিবার্যভাবেই ঐ বিধবার স্বাধীনতা অনেকখানি বাড়ে। তবে এ ধরণের স্বাধীনতা আমাদের বিচার্য নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিধবা হওয়ার কারণে ঐ নারীর পরিবার কাঠামোর ভেতরে বা বাইরে স্বাধীনভাবে ও যোগ্যতাসহকারে কাজ করতে পারবে। আমাদের জানা দরকার, এই মায়েরা স্বামীর উপস্থিতিতে স্বাধীন হতে পেরেছিলেন? না এটা কেবল তাঁর অনুপস্থিতিতেই সম্ভব হয়েছে? স্পষ্টতঃই কন্যার নারী লিঙ্গ ভূমিকা সম্পর্কিত ধারণা ও প্রশ্নের জবাবের ওপর নির্ভর করবে।

আমাদের সমীক্ষাকৃত জীবনীমূলক তথ্যাদিতে দেখা যায়, গৃহিনী নারীদের মাত্র একজনের পিতা ঘন ঘন পরিবার থেকে অনুপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদেরও মাত্র একজন বাবা ঘন ঘন পরিবারে অনুপস্থিত থাকতেন। অন্যদিকে, সন্ত্রাসবাদীসহ লোক/ সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের বাবারা সাধারণত আরও ঘন ঘন পরিবার থেকে অন্যত্র থাকতেন। আগে উল্লিখিত বয়ানমূলক উপাত্তগুলি থেকে দেখা যায়, সমীক্ষাকৃত সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েরা সচরাচর তাঁদের স্বামীদের অনুপস্থিতিকালেই প্রধানত স্বাধীন থাকতেন। আমাদের সমীক্ষার সফল রাজনৈতিকনারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের প্রাপ্তবয়স্ক আচরণের তারতম্যের অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে, সন্ত্রাসবাদী নারীদের অভিজ্ঞতায় নারীর স্বাধীনতার জন্য পুরুষের অনুপস্থিতি দরকার আর সফল রাজনৈতিক নারীদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এমনকি, পুরুষ সংসারে উপস্থিত থাকলেও স্ত্রী বা নারী অর্থবহ স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বাবা-মায়ের সম্পর্কের আরও সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য বাবা মাকে তাঁর সমমর্যাদার মানুষ ভাবতেন কি না সেটা উল্লিখিত জীবনমূলক উপকরণ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করেছি। ঐ ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল ঃ নারীরা 'মানুষ' গণ্য ছিলেন কি না- তাঁরা সমান ভূমিকা পালন, সমান আয় ইত্যাদি করেছিলেন কি না সেটা নয়। লোকনারী/ নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারী ও বিপ্লবী নারীদের বেলায়ও মোটামুটি প্রায় একই কথা বলা চলে। এইসব নারীর প্রায় সকলের মাকেই দৃশ্যত তাঁদের স্বামীরা তাঁদের সমান মর্যাদাসসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে করতেন। গৃহিণী নারীদের মায়েদের শতকরা ৫০ ভাগ মায়ের স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীকে তাঁদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি গণ্য করতেন। কেবল মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের মায়েদের একজনকে এবং সন্ত্রাসবাদী নারীদের কোনও মাকেই তাঁদের স্বামীরা তাঁদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ গণ্য করতেন না।

বাবা তাঁর স্ত্রীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে কতখানি মূল্য দিতেন ও শ্রদ্ধা করতেন-এ বিষয়টি একটা দৃষ্টিভঙ্গিগত মাত্রা যোগ করেছে। চিত্র ৫-১-এ নারীকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তিনি কতখানি শ্রদ্ধা পেয়েছেন — এসব নির্বিশেষে তাঁর বস্তু-নিরপেক্ষ আচরণ, প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণীত হয়েছে। পরিবার কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতার মানদণ্ডে (স্কেলে) একদিকে সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের স্কোর ঃ ১·৭, অন্যদিকে তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বামী তথা সন্ত্রাসবাদী নারীদের পিতাদের বাহ্যতঃ কোনওরকম শ্রদ্ধাবোধ না থাকার বৈপরীত্য থেকে মনে হয় ভূমিকার একটা ভাবমূর্তিগত অসঙ্গতি ঐ পরিবারে বিদ্যমান ছিল। একদিকে, সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েরা কিছু স্বাধীন চেতনার পরিচয় দিলেও তাঁরা তাঁদের স্বামীদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না। ঐ স্বামীরা আদৌ তাঁদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। এ ধরনের অসঙ্গতি একটি মেয়েশিশুকে প্রভাবিত করবেই। এতে সে খোদ তার নিজের মূল্য সম্পর্কে ভাবতে শুরু করবে। এ শিশু যদি সমস্যাটি নিয়ে আদৌ ভাবে তাহলে ঐ অসঙ্গতির কারণে কিছু না হলেও সে অন্ততঃপক্ষে তার মায়ের লিঙ্গ ভূমিকা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। সন্ত্রাসবাদী নারীদের জীবনীমূলক তথ্যাদি থেকে একথা তাদের বেলায় সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সফল রাজনৈতিক নারীদের বিকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ধারণায় বলা হয়, তাঁদের বাবা-মায়ের সম্পর্কটি অন্ততঃপক্ষে সমান অবস্থানভিত্তিক। বাবা সংসারে মায়ের ওপর আধিপত্য চালান নি। এক্ষেত্রে একটি মুখ্য উপবৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই নারীদের পিতারা তাঁদের চাকরি/ পেশা/ কাজকে কেবলমাত্র জীবিকাঅর্জনের উপায় হিসেবে দেখেন না। ঐ কাজ তাদের জন্য আগ্রহ উদ্দীপক, আকর্ষণীয় ও চিত্তবৃত্তিবিধায়ক। এই মনোভাব ঐ বাবার মেয়ের বিকাশে অনেকগুলি কাজ করে যেমন, (১) এর সুবাদে মনে হবে, ঘরের বাইরের জগত ভয়ভীতিপ্রদ জায়গা নয় ; বরং এ এমন এক স্থান যেখানে

www.nagorikpathagar.org

একজন মানুষ তার যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে, নিজেকে উপভোগ করতে পারে এবং লক্ষ্য তথা সাফল্য অর্জন করতে পারে। (২) এটি সাধারণত পিতার আগ্রহ ও উদ্যমকে পরিবার থেকে ভিন্নমুখী করে দূরে পরিচালিত করে ; ফলে, মা অধিকতর স্বাধীন ও মুক্ত হতে পারেন। এসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনীমূলক উপকরণ পর্যালোচনার পর আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সম্পর্কগুলির গতিপ্রবণতা সাধাণত উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ। কেবলমাত্র দু'জন সনাতন গৃহিণী নারীর বাবাদের বেলায় মনে হয়, তাঁরা তাঁদের কাজ/ চাকরি/ পেশার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। স্বল্প অনুপাতে সন্ত্রাসবাদী নারীদের পিতারাও অনুরূপ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। আর বলাই বাহুল্য, নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী/ লোকনারী ও বিপ্লবী নারীদের পিতাদের অন্য পিতাদের তুলনায় তাদের কাজের প্রতি অনেক বেশী হারে ইতিবাচক মনোভাব ছিল। এমনিভাবে, পিতার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার বিষয়টির সঙ্গে তাঁর সন্তানদের (এখানে তাঁর কন্যার) নিজ জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার, লোক, রাজনৈতিকজগতে নিয়োজিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের সম্পর্ক রয়েছে বলে যে মত প্রচলিত তার সপক্ষে সমর্থন এখানে সুস্পষ্ট।

জন্মক্রম, নারী-পুরুষ সহোদর (ভাইবোন) ও লিঙ্গ ভূমিকার বিকাশ

জন্মক্রম সমীক্ষায় দেখা যায়, সাধারণত পরিবারের প্রথম, দ্বিতীয় ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হয়ে থাকে। সাফল্য বা কর্মকীর্তি সম্পর্কিত সমীক্ষাতেও দেখা যায়, প্রথম দিকের সন্তান, বিশেষ করে, ছেলেরা অতিরিক্ত অসমানুপাতিক বেশী হারে সমাজে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে থাকে। আলটাসের গবেষণাতেও দেখা যায়, পরবর্তী সন্তানদের তুলনায় অগ্রবর্তী বা প্রথম দিকের সন্তানেরাই অপেক্ষাকৃত বেশী অনুপাতে কলেজ স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। টোম্যান তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেন, প্রথম সন্তান সাফল্য অর্জনের বিষয়ে বেশী সচেতন থাকে। কুশ্‌নার তাঁর গবেষণায় দেখতে পান, প্রথম সন্তানদের মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অত্যধিক হারে অনেক উন্নত। অবশ্য এধরণের ফলগুলির ভিত্তিতে আমরা হয়ত এধরণের অনুমিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, আমাদের সমীক্ষার রাজনৈতিক নারীদের মধ্যে অনেক বেশি অনুপাতে বাবা-মায়ের প্রথম দিকের সন্তান বা একমাত্র সন্তান থাকবেন। অবশ্য অধিকতর সাম্প্রতিককালের অন্যান্য গবেষণায় উল্লিখিত ফলগুলি সম্পর্কে প্রবল সংশয় সহকারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাছাড়া, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে যাচাই-পরীক্ষা করে দেখার ক্ষেত্রে 'জন্মক্রম' চলকটির খুব একটা বিশেষ উপযোগিতা নেই। পরিবারের আকার, সন্তানদের নারী-পুরুষ পরিচয়, সামাজিক শ্রেণী, পারিবারিক মূল্যবোধ, মা-বাবার সম্পর্ক, মায়ের

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে তাঁর নিজের মায়ের সম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তিতে সন্তানের জন্মক্রমের প্রভাবে অত্যন্ত দারুণ রকমে তারতম্য হয়ে থাকে। পরিবারের আকার সম্পর্কিত সমীক্ষায় নিকলস্ তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে, দুই, চার বা পাঁচ সন্তানের পরিবারের তুলনায় তিন সন্তানের পরিবারের প্রথম সন্তানের মাঝে উল্লিখিত ইতিবাচক প্রভাবগুলি অধিকহারে সংশ্লিষ্ট। সন্তানদের নারী-পুরুষ পরিবার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্পর্কে আলটাস জানান, দু'সন্তানের পরিবারে প্রথম মেয়ে সন্তান তার ছোট ভাইয়ের থেকে, ছেলে বড় ও মেয়ে ছোট এমন পরিবারের প্রথম সন্তানের তুলনায় দ্বিতীয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেশী বুদ্ধিমতী হয়ে থাকে। হজেস্ ও ব্যালো জানান, জড়বুদ্ধির ছেলেদের সাধারণত বোনের চেয়ে ভাইয়ের সংখ্যা বেশী। স্মেলসার ও স্টুয়ার্ট লক্ষ্য করেন যে, সাধারণত ছোট বিপরীত লিঙ্গের সন্তানের তুলনায় প্রথম সন্তানই শিক্ষায় কলেজ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয় বেশি।

আমাদের গবেষণার আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, পুরুষ ও নারীর বেলায় জন্মক্রমানুসার সম্পর্কিত গবেষণায় লব্ধ ফল এক নয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে, প্রথম পুত্র সন্তানের মেধা পরে জন্মগ্রহকারী পুত্র সন্তানদের চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে থাকে তবে মেয়েদের বেলায় ব্যাপারটি ঘটে উল্টো ; অর্থাৎ বড় বোনের তুলনায় ছোট বোনেরা সূক্ষ্ম ও জটিলতর মেধায় অধিকারী হয়ে থাকে। ম্যাকক্যাগুলেস ও ইভানস উল্লেখ করেছেন, জন্মক্রমের ওপর যে বিপুলসংখ্যক গবেষণা হয়েছে সেগুলি থেকে মাত্র তিনটি সাধারণ পরীক্ষামূলক প্রস্তাবনার সন্ধান পাওয়া যায়। এর প্রথমটির বক্তব্য হচ্ছে ঃ একটি ভীতি-হুমকির পরিবেশে বাবা-মায়ের প্রথম মেয়ে সন্তান অন্যদের সঙ্গ লাভে সাধারণতঃ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তবে এই একই বক্তব্য আবার প্রথম পুত্র সন্তানের বেলায় প্রযোজ্য নয়। এছাড়াও, প্রথম সন্তান বা কেবলমাত্র মেয়ে সন্তানের বেলায় পরিচালিত অনেক সমীক্ষায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অত্যন্ত সনাতন ধারায় সামাজিকীকৃত ও একটা সনাতন নারী ভূমিকাই তাঁদের কাম্য। ক্যামেয়ার গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম ভূমিষ্ঠ মেয়ে সন্তানেরা সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সাটন স্মিথ ও রোজেনবার্গ জানিয়েছেন যে, যেসব মেয়ের ভাইবোন নেই তারা যেসব মেয়েদের ভাইবোন আছে তাদের তুলনায় বেশী 'মেয়েসুলভ'।

সফল বা সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী — নারীদের সনাতন মূল্যমান নয় বিধায় আমাদের জানার বিষয়, নারীর রাজনৈতিক সাফল্যের সঙ্গে জন্মক্রমের সম্পর্ক আছে — এমন অনুমানের নেপথ্যে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা। পাশ্চাত্যের সনাতন সাংস্কৃতিক মান অনুযায়ী, এ ধরনের অনুমিত সিদ্ধান্তে পৌছানোই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে যে, যেসব গৃহিণী নারী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীদের বিয়ে করেছিলেন তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন কার্যসম্পাদক নারীদের তুলনায় নিজেদেরকে বেশি সফল মনে করেন, জনসাধারণের চোখেও তাঁরা অনুরূপ বেশি সফল বলে গণ্য। রাজনীতিকের স্ত্রীরা

www.nagorikpathagar.org

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সর্বাপেক্ষা সম্মানিত'দের মধ্যে গণ্য ; কারণ, তাঁরা সকলে পুরুষ জগতের কীর্তিমানদের বিয়ে করেছিলেন। নারী জগতে ঐ রাজনীতিকদের স্ত্রীদের সাফল্য অর্জনের কারণে যে মর্যাদা দেওয়া হয় সেটি অবশ্য নিম্নমানের। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত সাফল্যপ্রয়াসী নারীরা সাফল্য অর্জনকারী ; তবে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তাঁরা নির্ধারিত নারী লিঙ্গ ভূমিকা থেকে বিচ্যুত।

জন্মক্রম সংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য আমরা আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নারীদেরকে একমাত্র সন্তান বা প্রথম সন্তান বনাম পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণকারী সন্তান — এই ভিত্তিতে গোষ্ঠীবিভক্ত করেছি। তবে আলোচিত কোনও অনুমিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কোনও স্পষ্ট ধাঁচ বা বৈশিষ্ট্য তা থেকে পরিলক্ষিত হয় নি। সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ স্পষ্টতঃই তাঁদের পরিবারের কনিষ্ঠতর সন্তান বা সদস্য ; অন্যান্য গোষ্ঠীর নারীরাও তা-ই। বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্যে বলতে হয় যে, মেরী উইলসনই ছিলেন গৃহিণী নারীদের মধ্যে সর্বাধিক বয়স্কা ; তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। রাজনৈতিক নারীশ্রেণীর ব্যক্তি কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী উপগোষ্ঠীর নারীদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী ও এলা গ্র্যাসো — এই দু'জন কেবল সর্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠই ছিলেন না, তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তানও ছিলেন। অন্ততঃপক্ষে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজ পরিবেশ ও সংস্কৃতির তুলনায় যে অসনাতন ও ব্যতিক্রমী আচরণের পরিচয় দিয়েছেন তা কার্যতঃ তাঁর পরিবারের নিয়মাচারের লঙ্ঘন বলা যাবে না। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কাজেই তাঁর অত্যন্ত রাজনৈতিকীকৃত পরিবারের প্রভাব এড়ানো তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। তাঁর বেলায় জন্মক্রম চলকটি হয়ত তিনি যে মাত্রায় তাঁদের পরিবারের অনন্য ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন ও লালন করেছিলেন তার নির্ণায়ক হতে পারে। তবে সাধারণতঃ, নারীদের এইসব নমুনার উপাত্তগুলি থেকে বোঝা যায় না যে, জন্মক্রম ও নারীর রাজনৈতিক সাফল্য প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত।

কোনও কোনও সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নারীর প্রত্যাশিত/অনুমিত মাতৃভূমিকার কারণেই তার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত হয়। বয়স্কা কন্যা সন্তানেরা, বিশেষ করে, প্রথম ভূমিষ্ঠ কন্যা সন্তানেরা সাধারণত শিশুকালে তাদের অন্যান্য ভাইবোনের তুলনায় মাতৃভূমিকায় অপেক্ষাকৃত বেশি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ; কারণ, তাদেরকে ছোটবেলায় অনেকক্ষেত্রেই অন্যান্য ছোট ভাইবোনের জন্য বিকল্প মায়ের ভূমিকা পালন করতে হয়। মাতৃত্ব ও নারীর রাজনৈতিক আচরণের সম্পর্ক নিয়ে এ ধরনের বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের মধ্যে বিকল্প মায়ের প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখেছি। মাত্র একজন (প্যাট নিকসন) ছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল নারী যাঁরা নির্বাচিত নারীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাঁরা নিজ নিজ পরিবারের মাতৃ-বিকল্প বা মাতৃপ্রতিনিধি

www.nagorikpathagar.org

(mother surrogate) হিসেবে কাজ করেছিলেন। বড়বোন হওয়ার দরুণ তিনি বিকল্প মায়ের ভূমিকায় কাজ করেছিলেন বলেই অবশ্য যে সেটা তাঁর বা তাঁদের রাজনৈতিক আচরণে অন্তরায় হয়েছে অন্ততঃ দৃশ্যতঃ সে রকম মনে হয় না। একটা বিষয় বেশ কৌতূহলোদ্দীপক আর সেকারণেই এখানে উল্লেখ্য যদিও সেটার কোনও পরিষ্কার অর্থ নেই — সেটা হচ্ছে, বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী নারীদের কেউই কখনও মাতৃ-বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করে নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারও লিঙ্গ ভূমিকার বিকাশে তার মায়ের অন্যান্য সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিনের মতে, ভাই আছে এমন মেয়েদের মধ্যে ভাই নেই এমন মেয়েদের তুলনায় অধিকতর 'পুরুষোচিত' লিঙ্গ ভূমিকা ও আচরণ বিকশিত হবে। যেহেতু পুরুষসুলভতার বিষয়টি সচরাচর রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্ত এই যে, অরাজনৈতিক নারীর তুলনায় অনেক বেশি অনুপাতে রাজনৈতিক সাফল্যপ্রয়াসী নারীদের ভাই থাকবে। তবে স্পষ্টতঃই ঘটনা আসলে তা নয়। বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী, ও ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত ২৩ জনের মাত্র সাত (৩০ শতাংশ) জনের ভাই ছিল। এই মহিলাদের মাত্র পাঁচজন বিপ্লবী। ১৪ জন সনাতন, গৃহিনী, লোক এবং নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীর মধ্যে নয় জনের (৬৪ শতাংশ) ভাই ছিল।

আমরা এও দেখার চেষ্টা করেছি যে, এই নারীদের ভাইয়ের তাদের বড় ছিলেন কি না। এখানেও দেখা যায়, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারীদের কারও এ ধরনের ভাই ছিল না। একজন সন্ত্রাসবাদী, একজন লোকনারী এবং আটজনের তিনজন বিপ্লবী নারীর (৩৭ শতাংশ) বয়সে বড় ভাই ছিল। আরও যেসব নারী-উপগোষ্ঠীর নারীদের বড় ভাই ছিল সেইগুলি হচ্ছে, সনাতন গৃহিনী নারী (৬৭ শতাংশ) ও নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী (৬৭ শতাংশ)।

ভাই থাকলে, বিশেষ করে, বয়সে বড় ভাই থাকলে সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট বোনের তীব্র ও শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে বিঘ্নিত হয়। এটা হয়ত এমন কারণেও হতে পারে যে, তার ভাইদেরকেই হয়ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য একই সময়ে গড়ে তোলা হচ্ছিল। ধরা যাক, জহরলাল নেহরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য যদি ইন্দিরার একটি বড় ভাই থাকত তাহলে কী হ'ত? ইন্দিরা কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন? কোনও ভাই না থাকলেই বোধ হয় একটি মেয়ের জন্য সুযোগমূলক কাঠামো গড়ে ওঠে। ভাই না থাকলে সংশ্লিষ্ট নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় অপসারিত হয়। কেননা, তাঁরই মত একজন পুরুষই এসব ক্ষেত্রে নারীর মধ্যস্থ হবার নজীর রয়েছে। রাজনীতি যদি স্বকীয় গুণে

www.nagorikpathagar.org

'পুরুষোচিত' ক্ষেত্র হয়ে থাকে তাহলে এখানে সেই ধাঁচ উল্টে যাবে। সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলির কারণেই মনে হয় রাজনীতি এক 'পুরুষোচিত' ক্ষেত্র।

সঙ্গী-সাথী ও লিঙ্গ ভূমিকার বিকাশ

রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের সঙ্গে তাঁদের মায়েদের ব্যবধান বিস্তর। এ কারণেই আমরা অনুমান করি যে, গৃহিণী বা লোকনারীদের তুলনায় রাজনীতিসক্রিয় নারীরা লিঙ্গ ভূমিকা বিকাশের সমস্যা সমাধানের জন্য বেশি করে সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ঝুঁকবে। সঙ্গী-সাথীরা এই মেয়েকে তার সম্প্রসারিত জীবন পরিসরের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে এবং রাজনীতিতে ঐ মেয়ের আগ্রহের পরিসর বৃদ্ধি পাবে। পরিতাপের বিষয়, নারীদের খুব কম জীবনীমূলক উৎসেই পুরুষদের ওপর জরীপ গবেষণা সমীক্ষাগুলি কিংবা তাদের জীবনীমূলক সূত্রগুলির মত তাদের সঙ্গী-সাথীদের বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে। তাই লিঙ্গ ভূমিকার বিকাশে সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব কী সে বিষয়ে পদ্ধতিসম্মত অনুসন্ধানমূলক আলোচনার কোনও উপায় আমাদের হাতে নেই। সঙ্গী-সাথীগোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে কোনও তথ্যমূলক পটভূমিকা, উৎসাদি না থাকার কারণে আসলে তাদের তেমন সার্বজনীন ব্যাপক প্রভাব ছিল কি না — তা স্থির করারও কোনও উপায় নেই। লিনের অনুমানও তাই। এও বোঝার উপায় একই কারণে নেই যে, এটা নারী সম্পর্কিত সমীক্ষাগুলিতে আরেকটি স্বীকৃত চোখ-এড়ানো ভুল কি না! সে যাইহোক, আমাদের মোটামুটি ধারণাটি এই যে, সামাজিকীকরণের সকল উপাদান ঃ পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মগৃহ ও সঙ্গী-সাথী সবগুলিই গৃহিণী, নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারীর লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের বাহক হিসেবে কাজ করেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক নারী ও লোকনারীর বেলায় এ পরিস্থিতি অধিকতর মিশ্র। আমাদের ধারণা এবং সেটা নিছক একটি ধারণাই যে, এইসব নারীর সঙ্গী-সাথীদের অপেক্ষাকৃত কম — সনাতন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

উপসংহার

৩৬ জন নারীর ওপর পরিচালিত এই সমীক্ষার ভিত্তিতে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, একটি সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের বিকাশই বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর রাজনৈতিক আচরণের পূর্বশর্ত। এও পরিষ্কার যে, সংশ্লিষ্ট নারীদের মা কী ধরনের ও কী পরিসরের স্বাধীনতায়, কত সম্ভাবনাময় ও কী পরিমণ্ডলে তাঁর এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার প্রয়াস পেয়েছেন সেগুলি তাঁর কন্যা কখন ও কেমন করে শীর্ষ স্তরের রাজনৈতিক আচরণে নিয়োজিত হতে চেষ্টা করবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমীক্ষাকৃত যেসব নারীর মায়েরা অন্ততঃপক্ষে একটি অখণ্ড পরিবার কাঠামোর

www.nagorikpathagar.org

অভ্যন্তরে যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন সেই নারীদের স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনা কম। আবশ্য মা যদি কেবল পরিবারের গণ্ডিতে স্বাধীন-সত্তা বজায় না রেখে পরিবারের বাইরেও সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে থাকেন, 'পুরুষোচিত' বহিঃপরিমণ্ডলে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন তাহ'লে তাঁর কন্যার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ঐ কন্যাও একজন স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার প্রবল প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন।

জীবনীমূলক তথ্য ও উপাত্তগুলির বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, মেয়েদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যাপারে মাতৃ কিংবা পিতৃপ্রাধান্যকে যেভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করা হয় তা আসলে তেমন সুপ্রযুক্ত নয়। আমাদের সমীক্ষায় বোঝা যায়, মাতৃ বা পিতৃপ্রাধান্য — এ দু'টির যে কোনওটির চেয়ে বাবা-মায়ের সমান সমমাত্রিক দাম্পত্য সম্পর্কই বরং নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বেশি অনুকূল হতে পারে। এছাড়াও, বহির্জগতের মোকাবেলায় মায়ের দক্ষতার বিষয়টি সংশয়াতীতভাবেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ যাবতকালের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত তাবৎ গবেষণামূলক রচনায় যেসব বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে অভিন্নতা এত অসাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয় যে বলতে গেলে প্রায় কোনও পরীক্ষিত চলকই নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কিংবা তার রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা বোঝার ব্যাপারে আদৌ সহায়ক নয় বলেই মনে হয়। আমরা মনে করি, আমরা অন্ততঃপক্ষে আংশিকভাবে হলেও দেখিয়েছি কেন এই 'ফলাফল' নিরন্তর এযাবত বারংবার পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রায় কোনও রচনাই ঘরের বাইরে মায়ের যোগ্যতার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার করে নি। ল্যাংটনের গবেষণার অবদানে আধুনিক পরিবারের মায়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই গবেষণাতেই বাইরের জগতে মায়ের যোগ্যতার মৌলিক ইস্যুটি অনুপস্থিত। আমরা মনে করি, এই বিষয়টি ল্যাংটনের দৃষ্টি এড়িয়েছে এই কারণে যে, নারীর স্থান গৃহে-এ ধরনের একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। ঐ ধারণা অনুযায়ী, নারীকে যদি যোগ্য ও স্বাধীন হতে হয় সে কেবল গৃহের চৌহদ্দির ভেতরেই তা হতে পারে। ঠিক এই ভাবগত কাঠামোর গণ্ডিতে "কে আসলে কর্তা"? — এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আমাদের ও ল্যাংটনের গবেষণায় দেখা যায় যে, মেয়েদের জন্য ঐ "মাতৃ-আধিপত্যের' রাজনৈতিক তাৎপর্য যৎসামান্য। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের মূল চাবিকাঠি কেবল পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই নিহিত নয় বরং লোকজগতেও পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে মায়ের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

আরও একটি বিষয় আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। সেটি হচ্ছে, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী ও বিপ্লবী নারীদের মায়েরা তাঁদের স্বামীদের বিপুল ভালোবাসা ও উজাড় করা শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। এই মায়েদেরকে তাই বলে দেবীর মত বেদীতে বসানো হয় নি, অতিমাত্রায় নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয় নি, তাদের ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করা হয় নি। বরং উল্টো তাঁদের স্বামীরা তাঁদের আত্মঅভিব্যক্তি ঘটানোর প্রয়াসকে, লোকপরিমণ্ডলে পদক্ষেপের প্রয়াসকে উৎসাহিত করেছেন। এহেন নারীদের কন্যারা অনিবার্যভাবেই এমন এক মনস্তাত্বিক পরিবেশে বড় হয়েছেন যে পরিবেশে গৃহিণী নারী/ নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীর পরিবার-পরিবেশ থেকে একেবারেই ভিন্ন।

পুরুষদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত রচনাবলীতে ছেলের একই লিঙ্গাধিকারী বাবার সঙ্গে ছেলের লিঙ্গ ভূমিকার অভিন্নতাবোধ সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। আমরা কেন বাবার পেশা, শিক্ষা, আয়, অবস্থান, মর্যাদা ও আচরণ সম্পর্কে সমীক্ষা চালাই? আমাদের এযাবতকালের ভুল অবশ্য এইসব চলকের পরীক্ষা-যাচাইয়ে নিহিত নয় বরং আমরা যে মনে করে নিই যে, রাজনীতি মূলতঃ পুরুষের ক্ষেত্র আর তাই পুত্রের জন্যে যেমন তেমনি কন্যার জন্যে পিতার আচরণ ও সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — ভুলটা মূলতঃ সেখানেই। চলকগুলি স্পষ্টতঃই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এতদিন এগুলি যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত সেভাবে নয়, বরং এগুলি অনেক বেশি জটিল উপায়ে ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের ওপর তাঁর স্বামীর ও স্বামীর আচরণের এবং পরিবারের লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের কী প্রভাব আছে তার মধ্য দিয়ে চলকগুলিকে পরিশ্রুত হতে হবে আর তাহলেই সেগুলি কন্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মায়ের পেশা, কাজ, শিক্ষা, আয়, মর্যাদা ও আচরণই কন্যার রাজনৈতিকীকরণে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে।

এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, আমরা একথা বলতে চাচ্ছি না, মা ও মেয়ের মধ্যে বহিঃপ্রভাবমুক্ত 'একান্তই একজন থেকে একজনের' মধ্যেকার বিশুদ্ধ সম্পর্ক বিরাজ করে। আমরা যে ভূমিকা মডেল, অনুকরণ ও সনাক্তির কথা উল্লেখ করেছি সেগুলির সঙ্গে 'অবগতিমূলক ও প্রভাবক রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ' শীর্ষক বিষয়ের আওতায় সাধারণতঃ যে সমীক্ষা হয়ে থাকে তার রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ধারণার প্রাব্যিক বিষয় সম্পর্কিত নয়। এই অধ্যায়ে আলোচিত সামাজিকীকরণ অপেক্ষাকৃত মৌলিক। এ সামাজিকীকরণের সঙ্গে কারুর নিজের সম্পর্কে মৌলিক জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবশিষ্ট জগত তার সম্পর্কে কী মূল্যায়ন করে ও ঐ জগতের সাথে কেমন করে সে সম্পর্কিত এগুলির যোগাযোগ রয়েছে। অন্যান্য অবগতি ও প্রভাবজাত অভিজ্ঞতার জন্য এই শিক্ষা, বিশেষ করে, রাজনৈতিক প্রকৃতির শিক্ষার বুনিয়াদ বিশেষ। চিরাচরিতভাবে এ যাবত মেয়েদেরকে শেখানো হয়েছে যে, স্ত্রী ও

www.nagorikpathagar.org

মায়েদের জন্য চাকরি/পেশা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্ভব নয়। আর তাই উল্লিখিত পারিবারিক ও বহির্জাগতিক দুই ভূমিকার ভারসাম্যবিধায়ক রাজনৈতিক নারীদের মায়েরা যদিও দৃশ্যতঃ তাঁদের কন্যাদেরকে সচেতনভাবে শেখান নি কীভাবে লোকজীবনের সাথে স্ত্রী/মাতৃ ভূমিকার সাধন করতে হয় তবুও বলতে হয় প্রায় সব মায়েরাই কার্যতঃ ঐ ধরনের সমন্বিত, ভারসাম্যমূলক জীবনযাপন করেছিলেন। অন্য কথায়, আমরা এখানে যা সনাক্ত করেছি তা আদতে হচ্ছে মনোচালক (psychomotor) সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। আর এটি নারীর শীর্ষস্তরের রাজনৈতিক আচরণের পূর্বশর্ত। নারীদের (ও পুরুষদের) কেবল লোকজীবনে আকাঙ্ক্ষিত হলেই চলবে না, তাঁদেরকে তাঁদের একান্ত, ঘরোয়া ও পারিবারিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেও শিখতে হবে যাতে করে তাঁদের লোকজীবনও সম্ভব হয়ে ওঠে। যেসব নারীর মায়েরা বরাবর সাফল্যের সঙ্গে ঘরোয়া ও লোকজীবনের সকল সমন্বয়ে সক্ষম হয়েছেন সেই নারীরা জানেন কেমন করে মায়েদের, এমনকি, অচেতনে অনুকরণ করে কীভাবে ঐ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয়। অন্যান্য কন্যাকে তাঁদের মায়ের পরিবর্তে আবশ্যিক কারণেই অন্য কোনও লিঙ্গ ভূমিকা মডেল গড়ে নিতে হয়। নানামুখী ভূমিকার ও কাজের সমন্বয় সাধনের প্রয়োগ-পদ্ধতি উল্লিখিত গৃহিণী শ্রেণীর নারীদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না বরং এগুলি লোকজগতের ভূমিকায় ইতিমধ্যে নিয়োজিত মায়েদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। আধুনিক লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ এবং ঘরোয়া ও লোকভূমিকায় যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের মেয়েদেরই তাই সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারী হয়ে ওঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণের বিকাশ ও রাজনৈতিক আকর্ষণ-বৈশিষ্ট্য

আমাদের তত্ত্ব নির্মাণের এই পর্যায়ে সফল রাজনৈতিক নারীর বিকাশে অপরিহার্য শর্ত — একটা সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে তোলার জন্য একজন মেয়ের যে ধরনের পরিবার কাঠামো, মা বা নারী মডেলের প্রয়োজন আমরা তা নির্ধারণ করেছি। বক্ষ্যমান অধ্যায়ে সফল নারী বিকশের প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর আলোচিত হয়েছে। এ বিকাশের ২য় স্তরটি নিজ কর্মতৎপরতা, পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কগুলির ওপর তথা জীবন পরিসরের ওপর একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনা গড়ে তোলার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর বিকাশের তৃতীয় স্তরের সঙ্গে (আদৌ যদি এমন হয়) সম্পর্ক একজন নারীর জীবন পরিসরের কখন, কেমন করে, কোন্ কোন্ অবস্থায় রাজনীতি তাঁর কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে।

স্তর-২ ঃ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ চেতনার বিকাশ

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অনেক বিশারদের সঙ্গে আমরাও বিশ্বাস করি, পরিবার কাঠামো ও ঐ কাঠামোর মধ্যে আবেগতাড়িত ক্রিয়াকলাপ রাজনীতিতে জড়িত হবে বা হবে না তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের কাজ করে। রেনশনের মত আমাদেরও যুক্তি হচ্ছে, সন্তানের (ছেলে/মেয়ে) নিজ জীবন পরিসরের ওপর তার পরিবার তাকে কতখানি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনা গড়ে তুলতে দেবে সেটাই ঐ সন্তানের রাজনীতিতে জড়িত হওয়া বা না হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কিত কারণ। রেনশন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর তাঁর সমীক্ষায় দেখেছেন যে, মেয়েদের তুলনায় বেশি সংখ্যায় ছেলেদের মধ্যেই তাদের নিজ জীবনের ওপর তাদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনা প্রবল। আমরাও এটাই অনুমান করি, কেননা, তুলনামূলকভাবে মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র অনুপাত এখনও সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে তোলে নি। অবশ্য রেনশনের মত গবেষকদের

www.nagorikpathagar.org

সমীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না যে, আদর্শ, এ আদর্শ রক্ষা করা দরকার কিংবা এটা নারীর সহজাত — এ ধরনের নিম্নতর ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণের চেতনা 'স্বাভাবিক'। আমাদের সমীক্ষায় আমরা একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই অনুমান করি যে, সফল রাজনৈতিক নারীরা তাঁদের জীবন পরিসরের ওপর অনেক বেশি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের পরিচয় দেবেন এবং তাঁরা রেনশন কর্তৃক চিহ্নিত ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী হবেন।

সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের বিকাশ, মা ও বাবার সম্পর্ক ও পরিবারে বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনা বিকাশের বিষয়টি বাবা-মায়েরা (অথবা সম্পর্কিত বিকল্প ব্যক্তিগণ) সংশ্লিষ্ট নারীদের (শিশু ও তরুণী হিসেবে) প্রতি কেমন আচরণ করেন তার ওপর নির্ভরশীল।

শিশুরা এমন কিছু শারীরবৃত্তীয় চাহিদা নিয়ে জন্মায় যেগুলি অন্যের সাহায্য ছাড়া সে নিজে নিজে মেটাতে পারে না। রেনশন উল্লেখ করেছেন, "এইসব শারীরবৃত্তীয় চাহিদা মেটানোর প্রয়াস থেকে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদা উদ্ভূত হয়েছে। আর - - - ঐসব চাহিদা মেটাতে গিয়েই শিশু সাধারণভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য এবং বিশেষ করে, নিয়ন্ত্রণ আরোপে তার সামর্থ্য সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস গড়ে তোলে। জগতের ওপর একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য সম্পর্কিত এই মৌলিক বিশ্বাসগুলি তারপর ঐ ব্যক্তির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনার ব্যাপারে পরবর্তী অভিজ্ঞতা লাভের মৌলিক বুনিয়াদ হয়ে ওঠে। কার্যত এখানে মাসলো'র চাহিদা স্তরক্রম পুনঃবলবৎ হয়। ১ম স্তরের শরীরবৃত্তীয় চাহিদাগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ২য় স্তরের চাহিদা তথা নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের চেতনা প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। শারীরবৃত্তীয় স্তরের ওপর নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের কারণেই আমরা ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আলোচনার আগে আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নারীদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক যোগ্যতার বিষয়টিতে মনোনিবেশ করব।

স্বাস্থ্য ও উঁচু রাজনৈতিক মহলের সদস্যভুক্তি

মাসলো'র চাহিদা স্তরক্রম থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, নিম্নস্তরগুলির চাহিদা এখনও অত্যন্ত দীনহীণ অবস্থায় মিটছে — এমন অবস্থায় চাহিদার উন্নততর স্তরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মূলত এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জীবতাত্ত্বিক চাহিদাগুলির পূরণ ও তাদের দৈহিক কল্যাণ বজায় না থাকলে নারী বা পুরুষ কেউই রাজনীতিতে অংশীদার হবার প্রশ্নে উৎসাহিত হবে না ; তা নিয়ে মাথাও ঘামাবে না। পরবর্তী নির্বাচন

www.nagorikpathagar.org

অবধি দৈহিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মত পর্যাপ্ত খাদ্য না থাকলে কেউ ভোট দেবার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না।

আমরা কেবল অভিজাত রাজনৈতিক মহলের সদস্যদেরকে সমীক্ষাভুক্ত করেছি। সেজন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যেসব সূচক পাওয়া যায় সেগুলির ক্ষেত্রে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। রাজনৈতিক অভিজাত মহলের সদস্য হওয়া বলতে সাধারণত বোঝায় ঐ ব্যক্তি ১নং চাহিদা স্তরের ওপর ইতিমধ্যেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই অর্জন করেছে। তবু অন্যান্য উপাত্তের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বের সম্ভাবনা থাকার কারণে, তথ্য, উপাত্ত ও বিবরণে সংশ্লিষ্ট নারী ছোটবেলায় কিংবা তারুণ্যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের উল্লেখ না থাকলে ধরে নেওয়া হয় যে, ১নং স্তরের চাহিদা পূরণ ঘটেছে। জীবনীমূলক বিবরণগুলিতে কেবল খুব গুরুতর ধরনের অসুস্থতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্যতিক্রমধর্মী অসুস্থতা ও রোগব্যধির উল্লেখ করা হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিকাশকে প্রভাবিত করে।

সমীক্ষাপাত্রদের জীবনীগুলির বিবরণ অনুযায়ী, সকল সমীক্ষাপাত্রের স্বাস্থ্য সাধারণত ভাল ছিল। কিছুটা খারাপ/ ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী নারীদের মধ্যে আছেন, মেরি উইলসন, এলিনর রুজভেল্ট, ক্লেমেন্টাইন চার্চিল, ন্যান্সী অ্যাস্টর, ইন্দিরা গান্ধী, বার্ণাডেট ডেভলিন, রোজা লুক্সেমবার্গ ও লা পাসিওনারিয়া। নারীদের ছয়টি উত্তম সমীক্ষাগোষ্ঠীর মধ্যে এ বিষয়ে তারতম্য ন্যূনতম। শিশুকালে সকল সদস্যোর উত্তম স্বাস্থ্যের রেকর্ড রয়েছে — এরকম একমাত্র নারীগোষ্ঠীটি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী নারী। বাড়তি তথ্যাদি ছাড়া আমরা কেবল এটাই ধরে নিতে পারি যে, শিশুকালে রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও নারীরা একটা যুক্তিসঙ্গত শারীরবৃত্তিক নিশ্চয়তা ও ভাল থাকার মত অবস্থা অর্জন করতে পারে। তাঁদের অসুস্থতা এমন পর্যায়ের ছিল না যা কাটিয়ে ওঠা যায় না, যেত না বা নিয়ন্ত্রণ করা যেত না।

শারীরিক যোগ্যতা, খেলাধুলা ও রাজনৈতিক নারী

সনাতন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শগত কাঠামোর মধ্যে নারী, নারীর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও তাদের দেহের ব্যাপারে এক কৌতূহলোদ্দীপক পরস্পর বিরোধিতা আছে। জ্যান ফেলশিনের ভাষায় পরস্পরবিরোধিতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

> নারী ও বিশেষ করে, নারীদেহকে নারীত্বের একরকম ধারণায় প্রায় একান্তভাবে 'বস্তু' হিসেব ধারণা করা হ'লেও ঐ ধারণার মধ্যে ভৌত আচরণের তাৎপর্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত। নারীদের 'নিস্ক্রিয়তা' প্রত্যাশিত ; অবশ্য সেই নিস্ক্রিয়তা স্থবির, স্থাণু কিছুর মত নিস্ক্রিয়তা নয় বরং তাকে তার দেহবল্লরীকে সুস্থ, সুন্দর,

www.nagorikpathagar.org

নান্দনিক ব্যবহারে অতিরিক্ত আমন্ত্রণমূলক না করেও যৌন আবেদনময়ী হতে উৎসাহ দেওয়া হয়। অন্য কথায়, শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমিকা আচরণ উদ্ভূত হয় তার নারীসুলভ নির্মিতি থেকে। নারীর 'পুরুষবাদী বা পুরুষসুলভ' হওয়া অগ্রহণযোগ্য বিধায় ঐ নিন্দিত আচরণগুলি শক্তি, তৎপরতা, আগ্রাসন ও অত্যন্ত বেশি রকমের দৈহিক যোগ্যতা ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এখানে যে আদর্শিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে সেই কাঠামোর মধ্যে মনে হয় যে, নারীদেরকে দৃশ্যত দুইভাবে তাদের দেহ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে ঃ (১) ওরা কীভাবে সৌন্দর্যের সামাজিক মান বজায় রাখবে ও পুরুষদের কাছে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করে রাখবে, এবং (২) কীভাবে তারা তাদের এমনসব শারীরিক তৎপরতা পরিহার করবে যেগুলি তাদের 'পুরুষালী' বৈশিষ্ট্যাবলী বৃদ্ধি করে তাদেরকে পুরুষের প্রতিযোগী করে তোলে। যদিও নারীত্বসুলভতা সম্পর্কিত এই ধারণাটি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত, এটি কোনওভাবেই বিশ্বজনীন নয়। অন্তত সামাজিক রীতি-নীতি ও মানবীয় চাহিদা দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত। উঁচুশ্রেণীর নারীরা প্রত্যাশিতভাবেই কোনও কোনও সমাজে অশ্বারোহণে ও অন্যান্য সমাজে টেনিস খেলায় পারদর্শিতা দেখাতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর নারীরা বাধ্য হয়েছেন ক্ষেতে-খামারে কিংবা কলে-কারখানায় কঠোর কায়িক শ্রমের কাজ করতে। ফেলশিন যে "আদর্শের" বর্ণনা করেছেন জীবনের পরিস্থিতি এই নারীদেরকে ঐ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করেছে। তাই সম্ভবত যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায়, ঐ 'আদর্শ' থেকে এইসব বিচ্যুতি তুলনামূলকভাবে সামান্য। যেসব ক্রীড়ায় নারীগণ নিয়োজিত হয়েছেন, যে কাজগুলি করেছেন সাধারণত সেগুলিকে একধরনের কর্মে নিয়োজিত পুরুষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক না ধরে সম্পূরক বা পরিপূরক ধরা হয়েছে।

১৯৭০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক স্কুল ও চিত্তবিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে খেলাধুলোর ব্যাপারে সমান আচরণ নিয়ে বড়বড় রাজনৈতিক সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতীতে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠানে তহবিল বরাদ্দের বেলায় পুরুষরা (বালক ও যুবক) সেই বরাদ্দের প্রায় সবটুকু পেতেন। ফেলশিন, বার্লিন ও ওয়াইরিচ যেমন বারংবার উল্লেখ করেছেন, যদি সামাজিকীকরণের লক্ষ্যগুলিকে সমান নির্ধারিত লিঙ্গ ভূমিকাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করে নেওয়া হয় তাহ'লে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ক্রীড়াকে আমরা পুরুষের একান্ত ধরে নিতে পারি ও নারীদের অংশ গ্রহণের অনিয়মাচারের নিন্দাও জানানো যায়। এ প্রশ্নের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় নারীর অংশগ্রহণ নারীর বৃহত্তর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার ইঙ্গিতবাহী হতে পারে — এই ধারণায় আমরা আমাদের গবেষণাভুক্ত ৩৬ জন নারীর প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে ঐ ধরনের কিছু অস্তিত্বশীল ছিল কি না আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি।

www.nagorikpathagar.org

কতকগুলি কারণে নারীর ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া কঠিন বলে আমরা লক্ষ্য করেছি। আর এটাও ঠিক যে, আমাদের অনেক সমীক্ষাপাত্রের জন্ম হয়েছে প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায়। তখন ঐ দেশে মেয়েদের ক্রীড়া অবহেলিত ছিল। এছাড়াও, আমরা যা জানতে কৌতূহলী সকল জীবনীকার সেই বিষয়ে সমান উৎসাহী ছিলেন এমন নয়। আর তাই জীবনীমূলক তথ্য-উপাত্তে সমীক্ষাপাত্র প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় অংশ নিয়েছিলেন কি না যে বিষয়ে উল্লেখ আছে কি নেই আমরা কেবল সে বিষয়টিই উল্লেখ করতে পারি। আমরা কেবল ধারণা-অনুমান করতে পারি যে, মেয়েরা এধরনের তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে থাকলে সেটা সেই সময়ের তরুণী ও নারীদের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা যে সম্পর্কে জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করাটা জীবনীকারদের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়ে থাকতে পারে।

জীবনীমূলক তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ৩৬ জন নারীর মধ্যে ১৩ জন কোনও না কোনও সময় প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় অশংগ্রহণ করেছিলেন। তবে গৃহিণী বা লোকনারীদের তুলনায় রাজনৈতিক নারীরা এ ধরনের ক্রীড়ায় বেশি সংখ্যায় অংশীদার হয়েছিলেন এমন কোনও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। যেসব নারী প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় অংশ নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ঃ মেরি উইলসন, বেস ট্রুম্যান, প্যাট নিকসন, জ্যাকি কেনেডি, এলিনর রুজভেল্ট, ক্লেমেন্টাইন চার্চিল, ন্যান্সি অ্যাস্টর, মার্গারেট চেজ স্মিথ, এলা গ্র্যাসো, বার্ণাডেট ডেভলিন, হালিদা এদিব, অ্যাঞ্জেলা ডেভিস ও কনসস্ট্যান্স মার্কিয়েভিজ।

দৈহিক শক্তি প্রয়োগে মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি এমন আরেক ধরনের আচরণ ঐতিহ্যগতভাবে যা পুরুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত। একাজ আক্রমণাত্মক তৎপরতা ও দৈহিক সামর্থ্য — উভয়ের পরিচায়ক হতে পারে বলেই আমরা জানার চেষ্টা করেছি গৃহিণী বা লোকনারীদের তুলনায় সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের অপেক্ষাকৃত বেশি শারীরিক মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা আছে কি না। স্পষ্টতই ভদ্রমহিলাদের এ ধরনের কার্যকলাপ সমাজের অনুমোদন পায় না। ক্রীড়ার মত এ ক্ষেত্রেও তাই কোনও পরিষ্কার লক্ষ্যণীয় ধাঁচ বা ধারা নেই। যে কয়জন নারীর জীবনে একবার শারীরিক মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার নজির আছে তাঁদের একজন গৃহিণী নারী (বেস ট্রুম্যান), দু'জন নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী (লেডি ন্যান্সি অ্যাস্টর ও লিওনর সুলিভ্যান), দুজন নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠীর সদস্যা (এলা গ্র্যাসো ও বার্ণাডেট ডেভলিন) ও একজন বিপ্লবী নারী (লা পাসিওনারিয়া)। শুধু লোকনারী ও বিপ্লবী নারীগোষ্ঠীর কারও ক্ষেত্রে শারীরিক মারামারির ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। শারীরিক মারামারির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ধারা বা ধাঁচটি প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কিত পরিস্থিতির অনুরূপ। কোনও গোষ্ঠির মেয়েরাই অন্যান্য গোষ্ঠীর মেয়েদের চেয়ে অধিকতর সংখ্যানুপাতে শারীরিক মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে বলে দেখা যায় নি।

প্রমাণের জন্য নয় বরং ভবিষ্যতে প্রয়োগ-যাচাইমূলক পরীক্ষার জন্য অনুমিত সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প নির্ণয়েরই জন্য আমরা প্রয়াসী বিধায় এই বাস্তবতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ জরুরী যে, শারীরিক মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে বলে রেকর্ড আছে এমন কাউকে বিপ্লবী নারীদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। এ ধরনের কাজের রেকর্ড অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক নারীর রয়েছে বিধায় এর আদৌ তেমন তাৎপর্য না-ও থাকতে পারে। ঐ রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাঁরা যে ব্যক্তিগত শারীরিক আগ্রাসী তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করে নেওয়া চলে যে, তাঁদের কেউ কেউ তাঁদের ছোটবেলায়ও কারও না কারও সাথে, কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও ধরনের দৈহিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁদের কারও জীবনীতে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ নেই। তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক বা অপ্রতিযোগিতামূলক কোনও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের বিষয়েও কোনও উল্লেখ নেই। যাহোক, দুর্বল সাক্ষ্য-প্রমাণ ও উল্লিখিত ধরনের শারীরিক তৎপরতার অনুপস্থিতি থেকে আমরা বরং ধরে নিতে পারি যে, সন্ত্রাসবাদী নারীরা অনেকটাই সনাতন সামাজিকীকৃত নারী।

দৈহিক কসরৎমূলক তৎপরতা, প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার সঙ্গে নারীর প্রাপ্তবয়সের রাজনৈতিক কার্যকলাপের অধিকতর পদ্ধতিসম্মত সমীক্ষার প্রয়োজন স্পষ্টতই রয়েছে। যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক শরীরচর্চার ফলে মেয়েদের তাদের নিজ জীবনের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধিকতর জোরদার চেতনার সৃষ্টি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এমন হতে হবে যাতে দৈহিক আকার, শক্তি, ও 'স্রেফ স্থূল গায়ের জোর' যেন কোনও পক্ষকে একচেটিয়া একতরফা সুবিধে না দেয়। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর জনপ্রিয় খেলাধুলো যেমন, ফুটবল, বেসবল, বাস্কেটবল ও হকি ইত্যাদিতে মেয়েদেরকে ছেলেদের প্রতিযোগী কিংবা অংশীদার করতে হলে বলা যায়, রীতিমত একটি বড় আদর্শিক বিপ্লব সাধন করতে হবে। জনসাধারণ যে এরকম পরিবর্তন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। নজির হিসেবে বলা যায়, মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসে অনেক বিবাহিত দম্পতি ধীরগতির সফটবলের এমন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলা পুরনো খেলার পরিবর্তে চালু করেছেন যাতে নারী ও পুরুষ — উভয়েই অংশগ্রহণ করতে পারবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণের ফলে প্রয়োজনীয় সমাজ পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

শৈশব ও তারুণ্যে স্বাধিকার

ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণচেতনা রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'লে দেখা যায়, রাজনৈতিক নারী, বিশেষ করে, আমাদের উল্লিখিত সকল গোষ্ঠীর নারীরা অরাজনৈতিক নারীদের চেয়ে ছোটবেলায় কিংবা বয়ঃসন্ধিকালে অধিকতর স্বাধিকার ভোগ করে থাকেন। আর তাঁদের সেই স্বাধিকার তাদের অন্যান্য ভাইবোন, বিশেষ করে, ভাইদেরকে (যদি থাকে) দেওয়া স্বাধিকারের সঙ্গে তুলনীয় বা সমান।

বিভিন্ন জীবনী পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাধিকার ছিল কি না তা নির্ধারণের জন্য আমরা অতঃপর বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি ঃ তিনি তাঁর ইচ্ছেমত কাজ করতে পারতেন? উল্লিখিত প্রতিটি কাজের জন্য কি তাঁকে বাবা-মায়ের অনুমতি নিতে হ'ত? প্রথম প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক ও শেষের দু'টি প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হ'লে 'সমীক্ষার আদর্শ উপাত্ত ফরম' — এ সন্নিবেশিত 'শিক্ষা কালে সমীক্ষাপাত্রকে নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হ'ত'? — এই প্রশ্নের একাট ইতিবাচক রায় পাওয়া যেত।

সকল উপগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী নিজেরাই উল্লেখযোগ্য কিছু কিছ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তাদের জীবনীগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা গেছে। শুধু গৃহিণী নারী এবং নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীগোষ্ঠীর নারীরাই অপেক্ষাকৃত কম স্বাধিকার ভোগের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রবণতাটি যদিও আমাদের অনুমানে ছিল তবু বিভিন্ন নারী গোষ্ঠীর মধ্যে এ ব্যাপারে তারতম্য তেমন প্রচণ্ড হয় নি যা আমাদের প্রত্যাশিত হতে পারত। পার্থক্য বা তারতম্য খুব তীব্র বা প্রচণ্ড না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, আমরা সমীক্ষাপাত্রের ১৮ বছর বয়স হওয়া অবধি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলাম। জীবনীগুলি থেকে খোদ কিছু নজিরও সাক্ষ্য দেয় যে, বিপ্লবী এবং নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের জন্য জীবনীকার স্বাধিকারের যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেগুলি সাধারণত ঐ মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের, বিশেষত গৃহিণী নারীদের স্বাধিকারমূলক ঘটনাগুলি সাধারণত শেষ তারুণ্যের। মেয়েদের এই পরবর্তীকালের সিদ্ধান্তগুলি যেমন, মেয়ে কাকে বিয়ে করবে কিংবা বিয়ে হবে — এই সাপেক্ষে ডেটিং-এর মত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড়পরিবর্তনমূলক সিদ্ধান্তগুলিই সাধারণত সম্পর্কিত। আর শৈশব-তারুণ্যের গোড়ার দিকের স্বাধিকারমূলক সিদ্ধান্তগুলি শিশু হিসেবে সংশ্লিষ্ট মেয়েটি কোথায় খেলবে, কার সাথে খেলবে, কী খেলবে — সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের উপলব্ধি বা চেতনা গড়ায় এরকম ধারণা সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত যে, ঐ ব্যক্তির জন্য ছোট বেলায় ঐ ধরনের স্বাধিকারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি — ঐতিহ্য প্রায় প্রাপ্তবয়সে পৌঁছে মাত্র একটি বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের তুলনায় অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যময়।

www.nagorikpathagar.org

শৈশবে বিপ্লবী নারীদের প্রদত্ত স্বাধিকারের প্রদর্শনীমূলক নজির হিসেবে আমরা এমন নারীদের বাছাই করেছি যাঁদের মায়েরা তাঁদের ঐ সন্তানদের শৈশবের প্রায় সারাটা সময়ই পূর্ণকালীন চাকরি বা কর্মজীবী হিসেব কাজ করেছেন। ব্রয়ডো, কোলোনতাই, লা পাসিওনাসিয়া ও অ্যাঞ্জেলা ডেভিস — এই শ্রেণীর নারীদের অন্তর্ভুক্ত। এদের জীবনী থেকে পরিষ্কার যে, তাদের মায়েরা কর্মজীবী হওয়ায় তাঁরা আর সব মেয়েদের তুলনায় অনেকখানি আপন ভুবনে, আপন ইচ্ছায় বড় হয়ে উঠেছেন। কোলোনতাই প্রায়ই মন্তব্য প্রসঙ্গে ছোটবেলায়, বিশেষ করে, বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি কতখানি একাকীত্বে কাটিয়েছেন তার উল্লেখ করেছেন। ব্রয়ডো উল্লেখ করেছেন, তাঁর চার থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যবর্তী সময়ে মা যখন তাঁর কাজ বা ব্যবসায় নিয়ে তুমুল ব্যস্ত তখনকার সময়টা তাঁকে একা একাই কাটাতে হয়েছে। মা লম্বা দিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরলেই কেবল পরিবারিক পরিবেশে গরম, টাট্‌কা আহারের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। মা যখন বাইরে, ঘরে তখন দৃশ্যত তাঁকে কেউই দেখাশোনা করার ছিল না। তিনি বনে-বাদাড়ে অবাধে ঘুরে বেড়াতেন, ইচ্ছেমত অন্যসব ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলা করতেন। তবে তাঁর স্বাধীনতার এই অনুভূতি, মুক্তির জন্য এই ভালোলাগার অনুভূতি দৃষ্টত কখনও তাঁকে মায়ের বিরুদ্ধে কোনও বিপ্লবে কিংবা তাঁকে তাঁর ভালোবাসায় ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধে কোনও ভাটা পড়ায় প্ররোচিত করতে পারে নি। সুদূর হিম-শীতল সাইবেরিয়ায় শ্রম শিবিরে নির্বাসিত হলে ব্রয়ডোর মা সাইবেরিয়ায় সেই কঠোর শ্রমমূলক কারা কলোনীতে ব্রয়ডোর সাথে যান।

শিশু লা পাসিওনারিয়া রুগ্ন থাকায় তাঁকে কয়লা খনিতে ভাইবোনদের কঠোর শ্রমের কাজে অংশীদার হতে হয় নি। এর বদলে তাঁকে কারাগার ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যালয়ের পাশে এক দিবা স্কুলে ভর্তি করা হয়। তাঁকে দেখাশোনার কথা থাকলেও, তাঁর দলের ছেলেমেয়েরা ছিল দাঙ্গাবাজ ও খুনশুটে প্রকৃতির। ওরা নিজেদের মধ্যে ঘন ঘন মারামারি করত এবং কয়েদী ও অন্যান্য শান্তশিষ্ট প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে নানা নোংরামি, দুষ্টুমিতে লিপ্ত থাকত। তবে তার সময়ের যে কোনও স্পেনীয় মেয়ের তুলনায় পাসিওনারিয়ার জীবন অত শৃঙ্খলের বেড়াজালে আঁটা ছিল না।

অ্যাঞ্জেলা ডেভিস আর দশটা গতানুগতিক মেয়ের তুলনায় ঢের বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তাঁকে মা-বাবা থেকে অনেক দূরে নিউইয়র্কে এক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। স্কুলটা অবশ্য কোনও বোর্ডিং স্কুল ছিল না ফলে তার এ পরিস্থিতিটি অধিকাংশ মেয়ের জন্যই সচরাচর ব্যাপার ছিল না। এর আগেও অ্যাঞ্জেলা ডেভিসকে বেশ কিছুদিন একাকী স্বাধীনভাবে থাকতে হয়েছে কেননা তাঁর মা ছিলেন বরাবরই কর্মজীবী। তিনি তাঁর কাছে দায়িত্বশীলতা আশা করতেন।

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের কেউ কেউ শৈশবে মেয়েদের ব্যতিক্রমধর্মী স্বাধিকার লাভের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত ছোটবেলায় ইন্দিরা গান্ধীকে মাঝে মাঝেই পরিবারের তত্ত্বাবধানবিহীন অবস্থায় একা কাটাতে হত। রাজনৈতিক কারণে বাবা-মা প্রায়ই দূরে থাকার জন্য শৈশবেই তাঁকে নিজের প্রতি অনেকখানি দায়িত্বশীল হতে হয়েছিল। গোল্ডা মেয়ার ছোটবেলাতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনন্য স্বাধীনতায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, মাত্র এগারো বছর বয়সেই গোল্ডা গরীব ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার টাকা যোগাতে চাঁদা তোলার ব্যাপারটা কীভাবে পরিচালনা ও সংগঠিত করেছিলেন, চাঁদা সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বর্ক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, ১৪ বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ডেনভারে বোনের সাথে থাকার জন্য গিয়েছিলেন। তিনি যা করতে চাইতেন সেটা তাকে করতে দেওয়া হয় নি এবং তাঁর মা তাঁকে স্কুলে যাওয়া ছাড়াতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। একবার তাঁর বোন তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে ও তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিতে চাইলে তিনি তাঁর ঐ বোনের বাড়ি থেকেও কেটে পড়েন। আমরা এভাবে রাজনৈতিক নারীদের ছোটবেলায় তাদের কাজের স্বাধীনতার অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ সহজেই করতে পারি।

গৃহিণী নারীদের শৈশব ও কৈশোরে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা এত বেশি ও নাটকীয় না হলেও উল্লেখ করার মত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলি তরুণী জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও হ্যারী ট্রুম্যানের সঙ্গে মিলিত হওয়া বজায় রাখার কারণে বেস ট্রুম্যান স্বাধিকার রক্ষায় ইতিবাচক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। গোল্ডা মেয়ারকে একইধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা স্বাধিকার প্রয়োগের জন্য একই 'ইতিবাচক' অবদানের কৃতিত্ব দেওয়া যায় তবে তাঁর স্বাধিকার চেতনার উপাদানগত ভিন্নতা অনেকখানি। তিনি বিয়ের ব্যাপারে তাঁর হবু স্বামীকে এই মর্মে শর্ত দেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে ফিলিস্তিনে না গেলে তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন না। এখানে এমনকি, বিয়ের ব্যাপারে তাঁর স্বাধিকারের বহিঃপ্রকাশটি স্পষ্ট। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও উৎকর্ষগত প্রশ্নে এই উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা ও বয়সের যে ব্যবধানে স্বাধিকার প্রয়োগ ঘটেছে তাতে আমরা সাধারণত এ ধারণাই করি যে, জীবনী উপাত্ত ভিত্তিতে স্বাধিকারের যে পরিমাপ উদ্ধার করা হয় তা থেকে উল্লিখিত অপেক্ষাকৃত পরিশীলিত স্বাধিকার আরও বেশি পরিশীলিত হবে ও এমন ফল পাওয়া যাবে যা আমাদের প্রস্তাবিত অনুসিদ্ধান্তের সহায়ক হবে।

স্বাধিকার প্রশ্নে আমরা সফল নারী , তাঁর ভাই বা বোনদের তুলনায় বেশি স্বাধিকার চেতনাসম্পন্ন হবেন কিনা — এই সম্ভাবনাটিও যাচাই করার চেষ্টা করেছি। তবে আমাদের সমীক্ষাপাত্র ও তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে এরকম কোনও পার্থক্য আছে বলে দেখা যায় নি।

www.nagorikpathagar.org

যেসব নারীর শিশুকালে সামান্যই স্বাধিকার ছিল তাঁদের ভাইবোনদেরও ঐ স্বাধিকার ছিল সামান্য। আর ঐ নারীর বেশ অনেকখানি স্বাধিকার থেকে থাকলে তাঁর ভাইবোনদেরও তা ছিল। সম্ভবত এসব নারীর স্বাধিকার কম ছিল না — এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর তাই স্পষ্টতই এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

নিয়ম-কানুন প্রয়োগের সুসঙ্গতি

রেনশন প্রস্তাবিত তত্ত্ব-কাঠামোয় জীবন পরিসরের ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনার বিকাশে নিয়ম ও বিধিনিষেধ প্রয়োগে সুসঙ্গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন নিজস্ব ভুবন বা জগতের নিয়ন্ত্রণ পেতে চাইলে অবশিষ্ট জগত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থিতিশীল ও অনুমানযোগ্য হতে হবে। তাই আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্ত এই যে, অন্যান্য শ্রেণীর নারীর তুলনায় সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর পরিবারের মধ্যেই আবার আচরণের নিয়ম-কানুন অধিকতর সুসঙ্গতিময়। অবশ্য, এই অনুমিত সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই এই দাবী করে না যে, সাফল্যপ্রয়াসী নারীরা অন্যান্য শ্রেণীর নারীদের তুলনায় কম নিগ্রহ ভোগ করতেন বরং বলা যায়, তাদের প্রতি আচরণ নির্দেশনাবিহীন ছিল এবং প্রকৃতি বা তীব্রতা নির্বিশেষে বাবা-মা প্রত্যেকের আচরণ ছিল সঙ্গতিময়। বাবা-মায়েরা শিশুর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারেন, কেউ কোমল, কেউ কঠোর হতে পারেন। কিন্তু তারপরেই আমরা বলতে চাই, বাবা-মা প্রত্যেকে শিশুর প্রতি যে আচরণ দেখান তা অনুমান বহির্ভূত নয়। অবশ্য আমরা অনুমান করি, যে শিশু মা-বাবা উভয়ের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি রকম একই রকমের আচরণ পেয়েছেন সেই শিশু (মেয়ে) সাধারণত শেষাবধি সনাতন-অসনাতন যে ক্ষেত্রেই হোক তাদের সামাজিকীকরণ সবচেয়ে বলিষ্ঠতর হয়।

এই চলকের নিরিখে আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ জন নারীর তুলনা করতে গিয়ে আমরা তাদের জীবনীমূলক তথ্য ও উপাত্তে, তাদের পরিবারে আচরণগত নিয়ম-কানুন প্রয়োগের সুসঙ্গতির ব্যর্থতার সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা দৃষ্টান্তের সন্ধান করেছি। তবে এরকম কোনও তথ্যের উল্লেখ না থাকার কারণে আমরা ধরে নিয়েছি যে, অনুরূপ সুসঙ্গতি ছিল।

এভাবে যে ধাঁচ বা আদলটি পাওয়া যায় তা কয়েকধরনের ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ। আমরা সেই ব্যতিক্রমগুলির প্রসঙ্গ নিয়ে এখন আলোচনা করব। লোকনারী, নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী এবং বিপ্লবী নারীদেরই শিশুকালে তাদের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ চেতনার নিরাপত্তামূলক অভিজ্ঞতালাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পরিবারিক আচরণমূলক নিয়মকানুনগুলি পরিবারের অভ্যন্তরে নিয়মিত বলবৎ ছিল আর তা থেকে প্রত্যাশিত আচরণও ঘটতে

www.nagorikpathagar.org

পারত। এলিনর রুজভেল্টের ক্ষেত্রে আচরণের এমন এক ধরনের নিয়ম-কানুনের সাক্ষাত মেলে এমন এক সময়ে যেগুলির প্রয়োগ নেতিবাচক। আবার অন্য সময়ে সেগুলিরই প্রয়োগ ইতিবাচক বলে লক্ষ্য করা গেলেও উভয় মেয়াদে ঐ নিয়ম-কানুন প্রয়োগে সঙ্গতি বজায় ছিল। এলিনরের মা বিভিন্নভাবে এলিনরের আত্মসার্থকতার চেতনানাশের মত নেতিবাচক হ'লেও তার আচরণ ছিল বরাবর সঙ্গতিপূর্ণ। পরবর্তীকালে এলিনরের কিশোরী বয়সে রুজভেল্ট যখন লণ্ডন বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়তেন তখনও এলিনরের পরিবারের আচরণের নিয়ম-কানুন প্রয়োগ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যদিও কী পুরস্কৃত ও কী দণ্ডিত হচ্ছিল তা ছিল কিছুটা অসঙ্গতিময়। তবে আচরণে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য — উভয়ক্ষেত্রেই সমীক্ষাপাত্র ঐসব নিয়ম-কানুনের গতানুগতিক প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিণত ব্যক্তিদের ওপর আস্থাশীল থাকতে পারতেন।

গৃহিণী নারী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নারীরা অন্যান্য শ্রেণীর নারীদের তুলনায় পরিবারে নিয়ম-শৃঙ্খলামূলক বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সুসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করলেও, তফাৎ খুব একটা বড় কিছু নয়। অল্প নজিরের পরিপ্রেক্ষিত বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট উপগোষ্ঠীগুলির নারীদের বেলায় আমাদের সমীক্ষার ধারণার অনেকটা মিল লক্ষ্য করা গেলেও সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি অতন্ত দুর্বল। অবশ্য আবারও জীবনী উপকরণগুলির থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, অন্তত সন্ত্রাসবাদী নারীদের বেলায় উল্লিখিত ধরনের কিছু অসঙ্গতির ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর। যেমন, চি'উ-চিন একটি সময়ে এসে তার ভাইদের মত 'স্বাধীনচেতা' ও বেপরোয়া হ'তে উৎসাহিত হওয়ার অনিরাপত্তার দিকটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁকে কিশোরী বয়স অবধি ভাইদের মতই ঘোড়ায় চড়তে ও তাদের মত কাজ করতে উৎসাহিত করাও হয়েছিল। তারপরেই তার বাবা-মায়ের হঠাৎ মনে হয়, তার মত তরুণীর এ ধরনের আচরণ যথার্থ নয়। এভাবে হঠাৎ করে, এতদিনের নিয়ম-কানুন বদলানোর ফলে চি'উ-চিনের মানসজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বাবা-মা ও মেয়ের এই দ্বন্দ্বের অবসান ও সমস্যা সুরাহার জন্যে বাবা-মা তাকে বিয়েতে বাধ্য করেন। আধুনিককালে তরুণীদের বেলায় পরিবারের আচরণগত নিয়ম-কানুনের প্রয়োগে এ ধরনের অসঙ্গতি কত ঘন ঘন ঘটে তা আমদের জানা নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদেশের অনেক পরিবারে তাদের মেয়েদেরকে শৈশব ও কৈশোরে 'গেছো মেয়ে' হতে, এমনকি, বুদ্ধিমত্তায় ও দৈহিকভাবে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে উৎসাহিত করা হলেও ঠিক তার পরবর্তীকালেই ঐ সব মেয়েরা 'যথার্থ তরুণী ভদ্রমহিলা' হয়ে উঠবে — এমন প্রত্যাশা করা হয় যারা এমন পুরুষদের সঙ্গে বিবাহিত হবে যে পুরুষেরা তাদের শৈশবের ধারা

www.nagorikpathagar.org

প্রায় বজায় রেখে চললেও সংশ্লিষ্ট বিবাহিত নারীদের ঘরণী হয়ে গৃহে থাকতে হবে। আমরা অবশ্য মেয়েরা সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠুক — আদৌ তা চাই না। আমরা শুধু বলতে চাই, মেয়েদের কাছ থেকে প্রত্যাশার এই অসঙ্গতি এবং তার পুরস্কার ও নিগ্রহপ্রাপ্তির মাঝের অসঙ্গতি মেনে নেওয়াটা সত্যিই কঠিন।

জন্মক্রম ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ

কোনও কোনও সমাজবিজ্ঞানী এমন প্রমাণ পেয়েছেন যে, ব্যক্তিত্ববিকাশে তারতম্যের সঙ্গে জন্মক্রমের সম্পর্ক রয়েছে। একথা আমরা ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। জন্মক্রমের গুরুত্বের অন্যতম কারণ হ'ল, শৈশবের জীবন পরিসরের ওপর ঐ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ অর্জনে তাঁর নিজের সামর্থ্যের সঙ্গে জন্মক্রম সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। রেনশনের মতে, জন্মক্রমানুসারে যে শিশুর জন্ম যত পরে ততই জীবন পরিসরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ অর্জনের সম্ভাবনা বেশি হবে। এই অনুমিত সিদ্ধান্তের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাচ্চার (শিশুর) আচরণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক কর্তৃত্বধারী মা-বাবা কী মাত্রায় ঐ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন তার সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যে শিশুর জন্ম যত পরে তার (ছেলে/মেয়ে) জীবনের ওপর মা-বাবার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ততই কম হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। বাবা-মা তাদের প্রথম সন্তানের জন্য সূচনার উদ্যোগ হিসেবে তার আচরণের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে সর্বপ্রযত্নে বেঁধে দেবার চেষ্টা করবেন — সেটাই স্বাভাবিক। আমরা মনে করি, প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে স্থির করে দেওয়া নিয়ম-কানুন পরবর্তী ছোট সন্তানগুলির তুলনায় অনেকখানি কঠোর হবে। দ্বিতীয়ত, প্রথম সন্তানকে বাবা-মায়েরা তাদের কোনও কোনও ইচ্ছা বা বাসনা পূরণের মাধ্যমে হিসেবে দেখতে পারেন ও ওদের মাধ্যমে সে বাসনা পূরণের প্রয়াসী হতে পারেন যা অপ্রত্যাশিত নয়। সমীক্ষার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাবা-মায়ের প্রথম সন্তানই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। নিঃসংশয়ে এর সাথে প্রথম সন্তানের মাধ্যমে বাসনা পূরণের প্রয়াস সম্পর্কিত।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি, জন্মক্রম ও লিঙ্গ ভূমিকা বিকাশের বেলায় আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৫ জন নারীর সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ওঁরা তাঁদের নিজ নিজ পরিবারের অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ ছিলেন না যদিও ইন্দিরা গান্ধী ও এলা গ্র্যাসো ছিলেন তাঁদের বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। খুব বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলেও আমাদের সমীক্ষাভুক্ত রাজনৈতিক নারীদের জীবন সম্পর্কিত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, সকল সফল রাজনৈতিক নারীর সঙ্গে জন্মক্রমের বিষয়টি সম্পর্কিত আর এই সম্পর্কটি উদ্ভূত হয়েছে তাদের জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ অর্জনের বেলায় শিশুদের প্রাপ্ত সুযোগ-

www.nagorikpathagar.org

সুবিধে এবং তাদের জন্মক্রমের যোগাযোগ থেকে। আমরা এই সম্পর্কপরম্পরার ক্ষেত্রে এ বাস্তবতাটিও যোগ করতে চাই যে, প্রথম সন্তানটি সবার আগে জন্মায় বলেই সে শিক্ষা, অর্থ-সংস্থান এবং সাফল্য অর্জনের জন্য অন্যান্য জরুরী খাতে পরিবারের অপ্রতুল সম্পদ থেকে বরাদ্দ পাওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার পায়।

পিতার প্রতি বিশ্বাস

রেনশন এই মর্মে আরও প্রমাণ পেয়েছেন যে, বাবা-মায়ের প্রতি একটি শিশুর (ছেলে/মেয়ে) বিশ্বাস কতখানি সে বিষয়টি তার উন্নত ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণ চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাবা-মায়ের কাছ থেকে পুরস্কৃত হতে কাজ করতে সমর্থ হওয়ার জন্য বাবা-মা হিসেবে ঐ শিশুকে এমন কাউকে অবশ্যই পেতে হবে যাকে যিনি শুধু উপলব্ধিই করতে পারেন না বরং সেই বাবা-মা তার প্রতি সংবেদনশীলও বটে। শিশুকে তার একনাগাড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও স্বেচ্ছায় এ সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট মিথস্ক্রিয়া তার কাছে অবশ্যই প্রীতিপদ ও যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক হতে হবে। ব্রাউন ও ইলিগ্রপ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন, শৈশবে এ ধরনের আন্তঃব্যক্তি আস্থা ও বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে শিশু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক-সামাজিক পর্যায়ে যৌথভাবে কাজ করার প্রেরণা পায়। রবার্ট অ্যাজার ও তাঁর সহলেখকবৃন্দ বলেছেন যে, বাবা-মায়ের প্রতি শিশুর বিশ্বাসের সঙ্গে পরবর্তীকালে দেশের সরকারেও তার আস্থা ও ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একজনের কাজ সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে — এমন অনভূতি জাগার সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করি যে, সকল রাজনৈতিক নারীর বিকাশের জন্য বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে খুব কমই অন্যতম উপাদান হিসেবে বর্তমান থাকবে। এ বিষয়ে এযাবত যত গবেষণা-সমীক্ষামূলক রচনার অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলির যুক্তি-প্রমাণ থেকে দেখা যায়, এই নারীদের তাদের বাবা ও মা — উভয়ের প্রতি বিশ্বাসের মাত্রা হবে কম। অন্তত বাবা-মা একজনের প্রতি ও সম্ভবত বাবার প্রতি বিশ্বাস একেবারেই থাকবে না। গবেষণামূলক রচনাগুলির যুক্তি যা-ই হোক না কেন, আমাদের সমীক্ষায় নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী এবং বিপ্লবী নারীদের পরিবারে আচরণগত নিয়ম-কানুনের সুসঙ্গতি থেকে এই সম্ভাবনাই জোরদার হয় যে, একজন নারী রাজনৈতিক নারী হবে কি হবে না তার চেয়ে বরং সে একজন বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী নারী হবে কি না তা নিরূপণের অন্য উল্লিখিত আস্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

তরুণীদের সামাজিকীকরণ সমীক্ষায় দেখা গেছে, সরকার সম্পর্কে তাদের মূল ধারণা-অনুমানগুলি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবেই প্রভাবশীল ও তাদের ধারণায়, গুরুত্বপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃত্বগোষ্ঠীর আদল অনেকাংশেই একজন দয়ার্দ্র, উপকারী, পিতৃবৎ ব্যক্তিত্বেরই অনুরূপ। গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষীয় আদলটি খোদ বাবার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এছাড়া, বাবার প্রতি মেয়ের বিশ্বাসের কাজটিতে অনুকরণের আশু অবলম্বন মায়ের প্রতি তার বিশ্বাসের তুলনায় অনেকখানি স্থানান্তরণের দরকার হতে পারে বলে বাবার প্রতি কন্যার ঐ ধরনের বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিশ্বাসের একটা বিবর্ধিত চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। ঐতিহ্যগতভাবে বাবা একক পরিবারের এমন একজন সদস্য যাঁরা সাথে বিশ্বরাজনীতি ও পরিবারের বাইরের অন্য যৌথ ইউনিট বা সংগঠনগুলির একটা সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক আছে বলেই এই বিশ্বাস বা আস্থা রাজনৈতিক প্রবণতা বিকাশের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। সন্ত্রাসবাদী ও সম্ভবত বিপ্লবী নারী ছাড়া অরাজনৈতিক নারীদের তুলনায় সফল রাজনৈতিক নারীদের তাদের বাবার ওপর অনেক বেশি মাত্রায় বিশ্বাস ও আস্থা থাকা উচিত।

বাবাদের প্রতি মেয়েদের বিশ্বাসের একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়ার জন্য শৈশবে বাবাদের ওপর দৃশ্যত তাদের কতখানি বিশ্বাস ছিল সেটা দেখতে প্রত্যেকের পরিমাপ নেওয়া হয়েছে। এই পরিমাপের সাংখ্যমানের সর্বনিম্ন পরিমাপ ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০ পর্যন্ত একটি স্কেল ঠিক করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, '১'-এই রাশিটি ন্যূনতম পরিমাপ নির্দেশক। আস্থা (বিশ্বাস) বা অনাস্থার কোনও সুনির্দিষ্ট ঘটনার নজির বা উল্লেখ না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাস বা আস্থার পরিমাপ ধরা হবে ঐ স্কেলে ঃ '৫'।

বিভিন্ন প্রধান নারীগোষ্ঠী যেমন, গৃহিণী নারী, লোকনারী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী, নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীগোষ্ঠীর গড় পরিমাপগুলির তুলনায় খুব সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম সন্ত্রাসবাদী নারীগোষ্ঠী। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠীসহ সকল গোষ্ঠীর নারীরা যাঁরা সরকারের বৈধতা স্বীকার করেন তাঁদের পরিমাপের মধ্যক বা গড় হচ্ছে '৫'। বিশ্বাস বা আস্থা চলক যদিও এই সকল নারীর প্রায় সকলের কর্তৃত্বগোষ্ঠীর প্রতি প্রভাবজনিত প্রবণতার কারণ অনেকখানি বুঝতে সাহায্য করে তবু কেন এদের কেউ কেউ শুধু রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, অন্যেরা নিস্ক্রিয় পর্যবেক্ষক হয়ে থাকে এবং কেন যে কোনও নারীগোষ্ঠীর তুলনায় বিপ্লবী নারীদের তাদের পিতার প্রতি বিশ্বাসের পরিমাণ বা স্কোর সর্বাধিক হয় তার ব্যাখ্যা আজও অজ্ঞাত।

কর্তৃত্বগোষ্ঠীর বৈধতাকে বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীগোষ্ঠী অস্বীকার করলেও এই দুই শ্রেণীর নারীর মধ্যে অত্যন্ত লক্ষ্যনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক পার্থক্য রয়েছে। এই দুই নারী উপগোষ্ঠীর মেয়েরা বাবার প্রতি তাদের আস্থার মানদণ্ডে চরম বৈপরীত্যের পরিচয় দেয়। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নয়জন বিপ্লবী নারী সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী হিসেবে তাদের নিজ নিজ

www.nagorikpathagar.org

পিতার প্রতি সর্বাধিক আস্থার পরিচয় দিলেও সন্ত্রাসবাদী মেয়েদের বেলায় এই অবস্থা ছিল ন্যূনতম। ঐ তারতম্য প্রাপ্তবয়স্ক আচরণের তারতম্য উৎপাদক কারণগুলির ইঙ্গিতবহ হতে পারে। বিপ্লবী নারীদের বেলায় মনে হয়, পিতার প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃশ্যত তাদেরকে এমন রাজনীতিমুখী করে তুলেছে যা ক্ষমতায় কর্তৃত্বগোষ্ঠীর বিরোধী অথচ সেই বিরোধিতা চলেছে এমনভাবে আমরা যাকে সম্মিলিত সঙ্গত ও যৌক্তিক তৎপরতা বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী নারীদের বেলায় ব্যাপারটি আদৌ তেমন ছিল না। আমাদের সন্দেহ, পিতার প্রতি তাদের বিশ্বাসের একান্ত ঘাটতির কারণেই তারা পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বগোষ্ঠীরও নেতিবাচক মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছে। আমরা আরও আশঙ্কা করি যে, বাবার প্রতি তাদের বিশ্বাসের একান্ত ঘাটতির অর্থ তাদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও ধারণা অনুমানের চেতনাও কম। আর এর ফলশ্রুতিতে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা ও অক্ষমতার ধারণা নিয়ে ওরা রাজনীতির পথে পা বাড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এধরনের অক্ষমতার চেতনার সঙ্গে প্রায়ই সহিংসতা ও সন্ত্রাসের প্রয়োগ ঘটে। বলতে গেলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদীদের সহিংস কাজগুলির নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা উদ্দেশ্য নেই। যেমন, কর্ডে মারাতকে খুন করেছিলেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক তাৎপর্যটি, এমনকি, খোদ কর্ডের কাছেও দৃশ্যত কখনও স্পষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। অনেকক্ষেত্রেই হত্যা, বোমা হামলা, ইত্যাদি কাজগুলিকে একটা নিপীড়ক, অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক তৎপরতার চেয়ে বরং পিতার কারণে ঐ নারীদের ব্যক্তিগত হতাশা — বঞ্চনারই একটা প্রতিফলনমূলক কিছু বলেই মনে হয়। ল্যাসওয়েলের একটি বক্তব্য হচ্ছে, "রাজনৈতিক নারী হচ্ছেন ঐ মহিলা যিনি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা প্রেষণাগুলিকে লোকআধেয়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে (আরোপ করে) সেগুলিকে লোকস্বার্থ বলে যৌক্তিক, বৈধ করে তোলেন।' সোফিয়া পেরভস্কায়ার প্রেরণায় 'নারোদনায়া ভোলিয়া' (গণ ইচ্ছা) নামে রুশ সংগঠনটি রুশ জার ২য় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। শুধু তাই নয়, পেরভস্কয়া এ হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে জিঘাংসা ও প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও পালন করেন। অনুমান করা যায়, তিনি জারকে ঘৃণা করতেন। তবে তাঁর সে ঘৃণা তাঁর বাবাকে ঘৃণার চেয়ে অনেক কম।

আমাদের সমীক্ষায় বাবার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি রাজনৈতিক নারী ও অরাজনৈতিক নারীর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে বিশেষ সহায়ক হয় নি। অবশ্য, এর ভিত্তিতে বিপ্লবী নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীর পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায়। বিপ্লবী নারীরা তাদের পিতাদের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ এই বাস্তবতা থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা ঘটেছে। গবেষণামূলক বিপুল কলেবরের লেখায় পিতার উপকারী ভাবমূর্তি — আর সেখানেই

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত প্রশ্নের — সংশয়ের অবতারণা স্বভাবতই ঘটে। এ প্রশ্ন হয়ত এই আভাসের বাহক হতে পারে যে, বিপ্লবী নারীদের বেলায় পিতার প্রতি আস্থা ও রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতি এ শ্রেণীর নারীর অনুকূল অনুভূতি হয়ত এ কারণেই লক্ষ্য করা গেছে যে, এ ধরনের সমীক্ষাগুলিতে যে সব ধরনের নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে সেসবের প্রায় সবগুলিই এমন পিতাদের নিয়ে গঠিত যাঁরা তাঁদের সমসাময়িক কর্তৃত্বগোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন। অন্যকথায়, একজনের বাবার প্রতি ঐ ব্যক্তির (নারীর) আস্থা হয়ত পিতার কর্তৃত্বগোষ্ঠী সমর্থনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। অথচ আগে সরাসরি সম্পর্কের কথাই ভাবা হ'ত।

পরিবারের প্রাধান্য

রেনশন তাঁর সমীক্ষায় আরও লক্ষ্য করেন যে, সন্তানের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার বিকাশে পরিবারের আবেগানুভূতিগত সংহতি ও একাত্মবোধ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লক্ষ্য করেন ঃ

> প্রবল ও মধ্যম রকমের সংবেদনশীল (সহানুভূতিশীল) বাবা-মায়ের পরিবারের সন্তানেরা কম সংবেদনশীল বাবা-মায়ের সন্তানদের তুলনায় ছয়গুণেরও বেশি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার অধিকারী হয়ে থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, বাবা-মায়ের সহানুভূতি সন্তানের ব্যক্তিগত চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা হলেও ভূমিকা পালন করে। বাবা-মায়ের সহানুভূতি অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। সেই পরিবেশে সন্তান ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে অতিরিক্ত ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যয়দৃঢ়ভাবে সাফল্যপ্রয়াসী হ'তে পারে।

সহানুভূতি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত হ'লেও আমরা যে ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সেগুলির ভিত্তিতে যাচাই করার মত চলক এটি নয়। অবশ্য আবেগানুভূতির ঘনিষ্ঠতার উপাদানের একটি দিকও রয়েছে যা আমাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক এবং আমাদের মূল্যায়নে অধিকতর অনুকূলও বটে। অধিকতর বেশি পরিমাণে আবেগানভূতিগত ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে নারীর রাজনৈতিক আচরণের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে কি না — সে বিষয়ে আমরা রেনশনের চেয়ে কম নিশ্চিত। কেননা, সবক্ষেত্রে ও সম্পর্কের বেলায় পরিবারকে যদি আবেগানুভূতিগত ঘনিষ্ঠতাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় তাহ'লে তা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথে অন্তরায় হ'তে পারে। এধরনের পরিবারে লালিত-পালিত একটি মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে পরিবারের বাইরের সভা-সমিতি অনুষ্ঠান ও পরিস্থিতিকেও পারিবারিক কার্যাবলীর সঙ্গে সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে — এমন সম্ভাবনা দৃশ্যত কম। আমরা একথা বলি না

www.nagorikpathagar.org

যে, খোদ আবেগানুভূতিমূলক সংহতি একটি অন্তরায় বরং আমরা বলি যে, আবেগানুভূতিগত নিবিড়তার কিছু কিছু সীমারোপমূলক বৈশিষ্ট্য আছে। পরিবারের বেলায় এই বিধিনিষেধগুলি পরিবারের তরুণ ও পুরুষদের তুলনায় তরুণী ও নারীদের জন্য অধিকতর দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে পারে।

আবেগানুভূতির নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পরিবারের এ ধরনের বিধিনিষেধমূলক পরিস্থিতির বিপরীত পরিস্থিতি থাকতে পারে আরেক পরিবারে যে পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাধ্যতামূলকভাবে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার পরিবর্তে নিজের খুশিমত কোনও বন্ধুর পার্টিতে যাওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে। আমাদের ধারণা, শৈশবে এ ধরনের বেছে নেবার স্বাধীনতার কারণে একাধিক নজিরের সৃষ্টি হয় আর সেগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশিক্ষণের কাজ দেয় ; কেননা, পরবর্তীকালে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে পারিবারিক ও ঘরের বাইরের অঙ্গীকার — এ দু'য়ের যে কোনও একটিকে বেছে নিতেই হয়। এই বিকল্প বেছে নেবার সিদ্ধান্তটি একজন নারীর জন্য বিশেষ করে কঠিন। কেননা, এতদিনের কালপরিক্রমায় সে-ই পরিবারের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ছিল। সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশীল ধ্যান-ধারণার স্বার্থে যদি নারীকে পরিবরের মধ্যে তাঁর মৌলিক স্বার্থকতা ও মূল্য খুঁজে পেতে হয় তাহ'লে তাকে এই পরিবার (প্রতিষ্ঠান) ও পরিবারের কাজগুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেই হবে। (প্রায় সকল জনসমাজেই পুরুষকেও পরিবারের বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও, ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ পরিবারের পোষণকারীর ভূমিকাপালনকারী — সেটাই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত। আমরা কোনওভাবে বলতে চাই না যে, পুরুষেরা নানাভাবেই পরিবারিক প্রাধান্যকে অস্বীকার করে। অবশ্য আমরা জোর দিয়েই বলি, পুরুষ যদিও তাদের জীবনে পরিবারে মুখ্যতার কারণে রাজনীতিতে সক্রিয় হবে না, একই কারণে নারীর রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা হবে অনেকখানি বেশি। সে কারণেই সে রাজনীতিতে সক্রিয় হবে না।

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নারীরা পারিবারিক অনুষ্ঠান বা কাজে যোগদানের পরিবর্তে ইচ্ছেমত পরিবার বহির্ভূত অনুষ্ঠান বা কাজে যোগ দেবার অনুমতি পেয়েছিলেন কি পান নি সে ব্যাপারে তাদের জীবনী তথ্যাবলী থেকে এ ইতিবাচক জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি ঃ পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে সংশ্লিষ্ট তরুণী কী পরিবার বহির্ভূত কোনও অনুষ্ঠানে নিজের ইচ্ছেমত যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন? বিশেষ করে, মা কি মেয়ের সাথে শারীরিক বা আবেগগত ঘনিষ্ঠতার চেয়েও অন্য কিছুকে বেশি মূল্য দিতেন? এ মূল্যায়নে আবারও আগের মত সচরাচর ধাঁচের ফল পাওয়া যায়। প্রত্যাশা-অনুমান অনুযায়ী দেখা যায়, গৃহিণী নারী যাঁরা তাঁদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে অন্য সবকিছুর চেয়ে পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতেন তাঁরা এমন বাবা-মায়ের পরিবারের সন্তান যেসব

www.nagorikpathagar.org

পরিবার পারিবারিক মুখ্যতায় গুরুত্ব আরোপ করেছে। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য ; এঁদের স্বামী বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁরা কোনও সক্রিয় রাজনীতিক হতেন না। তুলনামূলকভাবে নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী, লোকনারী, বিপ্লবী কিংবা সন্ত্রাসবাদী নারীদের খুব কম নারীই এমন পরিবারে জন্ম নিয়েছে যেসব পরিবারের বাবা-মা তাঁদের পরিবারকে সবকিছুর উর্ধে বিবেচনা করতেন।

বিষয়টির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ এক্ষেত্রে আবশ্যক। ইন্দিরা গান্ধী ও গোল্ডা মেয়ার তাঁদের নিজ নিজ দেশের সরকারপ্রধান হয়েছিলেন। চিশল্‌ম যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে চেয়েছিলেন তাঁদের বেলায় দেখা যায়, তাঁদের পরিবারগুলি পারিবারিক অখণ্ডতা বা ঐক্যকে সবার ওপরে স্থান দেয় নি। এসব পরিবারে স্পষ্টতই বাবা-মা ও সন্তানের একক (ক্ষুদ্র) পরিবারে অখণ্ডতার চেয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হ'ত।

নিজ রাজনৈতিক তৎপরতা বিসর্জন না দিয়ে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ক্ষান্ত না দিয়ে নেহেরু পরিবার নিরন্তর জেলহাজত ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি গ্রহণ করেন। ইন্দিরার বাবা-মা ও পিতামহ সকলেই স্বেচ্ছায় পারিবারিক অখণ্ডতা ও একত্র থাকাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর প্রভাব পড়েছিল ইন্দিরার জীবনে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রচণ্ড গুরুত্ব তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আর একইসঙ্গে সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর মনে সনাতন স্ত্রী/ মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। আমরা শুধু একথাটিই উল্লেখ করতে চাই যে, অধিকাংশ নারীর কাছে যেমন ইন্দিরার কাছেও ঐ সনাতন/ স্ত্রী / মা ভূমিকা তেমন মুখ্য ছিল না।

গোল্ডা মেয়ারের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও পরিষ্কার। তাঁর সুকুমার বয়সেই এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে তাদের বাবা-মা ও সন্তানদের আণব (ক্ষুদ্র) পরিবারটি অল্প কিছুদিনের জন্য বিভক্ত হয়ে যায়। রাশিয়ার কিয়েভে বসবাস ছিল মাবোভিচ পরিবারের। পরিবারটির জীবনযাত্রা বিশেষ কঠিন হওয়ার একটি কারণ ছিল। তাঁরা ছিলেন ইহুদী। মোশে মাবোভিচ ছিলেন একজন ছুতার। গোটা পরিবারের জন্য অপেক্ষকৃত উন্নত জীবনের আশায় তিনি নির্ধারিত ইহুদী জনপদ 'pale of settlement' (সোভিয়েট ইউনিয়নে ইহুদীদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত এলাকা ; একটি বিশেষ পরীক্ষায় পাশ না করা পর্যন্ত ইহুদীরা ঐ এলাকার বাইরে চলে যেতে পারত না) ছেড়ে কিয়েভে এসেছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি টের পেলেন যে, কিয়েভে আর যা-ই হোক তাদের জীবনযাত্রার কোনও উন্নতি হবে না। পরিবারের খরচ সামলাতে না পেরে মোশে ও ব্লুম মাবোভিচ যুক্তরাষ্ট্রে উন্নততর জীবনের সন্ধানে পারিবারিক

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্নতার কষ্ট স্বীকারের সিদ্ধান্ত নেন। বাবা যখন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন গোল্ডার বয়স তখন পাঁচ। এরপর মাবোভিচ পরিবার যখন যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়াকিতে পুনঃর্মিলিত হয় তখন তাঁর বয়স আট। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ সব বাস্তবতাগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে। তিনি তাঁর হবু স্বামী মরিস মেয়ারসনকে (মেয়ার-এ পরিবর্তিত) শর্ত দেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে ইসরাইলে না গেলে তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন না। তিনিও তাঁর বাবা-মায়ের মত পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মজীবনে পরিবারের একত্রে থাকা, অখণ্ডতা ও মুখ্যতার চেয়ে বাইরের পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামজিক বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেন।

চিশল্‌ম পরিবার এধরণের অনেক কিছুই বেছে নিয়েছিল। ঐ সময় বারবাদোস থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়ে ব্রুকলিনে আসত তাদের একান্ত কাম্য ছিল দু'টি জিনিস ঃ এক, বাদামী পাথরের তৈরী আবাসিক বাড়ি আর দুই, ছেলেমেয়েদের জন্য কলেজের শিক্ষা। কিন্তু এই দু'টি সাধ যুগপৎ মেটাতে না পেরে চিশল্‌মের মা তাঁর তিন মেয়েকে বারবাদোসে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। বেদনাদায়ক এই পারিবারিক বিচ্ছেদ বাবা-মা মেনে নেন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

এই তিন রাজনৈতিক নারী ও ম্যামি ডাউড আইসেনহাওয়ারের মত গৃহিণী নারীর পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। ডাউড পরিবারের সদস্যদের প্রায়ই বেড়াতে যাওয়া কিংবা কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে গণ্য হ'ত। পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি করে সময় কাটানোর জন্য বাবা অপেক্ষকৃত কম বয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। এ ব্যাপারে অল্ডেন হ্যাচ উল্লেখ করেছেন যে, সকলে একত্রে চড়ুইভাতি কিংবা থিয়েটারে যাওয়ার ব্যাপারটা ডাউড পরিবারে প্রায় আইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি, কারুর অনিচ্ছা থাকলেও তাতে যেতে হ'ত। এ পরিবারে পারিবারিক প্রাধান্যের বিষয়টি ছিল প্রশ্নাতীত। একই কারণে, ম্যামি আইসেনহাওয়ারের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জীবনে এই ধরণের পরিবার নিষ্ঠা বাবা-মা সূত্রে যদি লক্ষ্য করা যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষাগত যোগ্যতা কতদূর অর্জিত হয়েছে — এটা যে কারও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বিকাশের বেলায় অন্যতম প্রধান বিষয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে দক্ষতা লাভ করে ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণত নারীদের কাছ থেকে এমনটা আশা করা হয় না। আর যে কারণে কোনও নারীর অসাধারণরকম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হলে তাকে তার জীবন পরিসর সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা হচ্ছে আজকাল ; সে এখন তার ক্ষুদ্র (আণব)

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের বাইরের জগতেও কিছুটা হ'লেও পা বাড়াবার আশা করতে পারে। এটি বিশেষ করে সেইসব মেয়েদের বেলায় বিশেষ করে প্রযোজ্য যারা 'অ-নারীসুলভ' বিবেচিত বিষয়ে বিকাশ লাভ করেছে। গার্হস্থ্য অর্থনীতি, শিক্ষকতা, নার্সিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ নারীর জন্য সমাজ নির্ধারিত ও প্রত্যাশিত লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ; তবে ব্যবসায় প্রশাসন, আইন ও প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে নারী শিক্ষা অপেক্ষকৃত কম সনাতন নারীজীবনের বুনিয়াদ রচনারই সামিল। এজন্যে আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সফল রাজনৈতিক নারীরা শৈশবে তাদের বয়স, সমাজ ও সামাজিক শ্রেণীর জন্য স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি শিক্ষা পেয়েছিলেন। আমরা আরও মনে করি, এই নারীরা অরাজনৈতিক নারীদের তুলনায় আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মত অ-সনাতন বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন আর সে সম্ভাবনাই বেশি।

৬-১ নং চিত্রে ছ'টি গোষ্ঠীর নারীদের অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক, অর্জিত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে ঃ স্কুল গ্রেড বা সমতুল্য-১ ; উচ্চ বিদ্যালয় গ্রেড বা সমতুল্য-২ ; অতিরিক্ত অ-পেশাদারী প্রশিক্ষণ (যেমন, মুদ্রাক্ষরিক, কেরাণী, ধাত্রী ও ব্যবহারিক নার্সিং-এ প্রশিক্ষণ)-৩ ; কলেজ প্রশিক্ষণ তবে উচ্চতর পেশাদারী প্রশিক্ষণ নয় (এক্ষেত্রে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের উপযোগী বিএ. বিএসসি ডিগ্রী) ও মাধ্যমিক শিক্ষা-৪ এবং উচ্চতর ডিগ্রী বা পেশাদারী প্রশিক্ষণ (যেমন, ফার্মাসিষ্ট, আইনজীবী, ডক্টরেট ডিগ্রী)-৫।

৬-১ নং চিত্রের ধাঁচটি আজকের পরিচিত নারী পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি বলা যায়। লোকনারী, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীরা এক অন্যের অনুরূপ। মিল রয়েছে গৃহিণী নারী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মধ্যেও। প্রথমোক্ত নারীগোষ্ঠীত্রয় স্পষ্টত শেষোক্ত নারীগোষ্ঠীগুলির তুলনায় অধিকতর উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ও তারই ফলে ঐ গোষ্ঠীগুলির নারীরা যে জীবন পরিসর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই জীবন পরিসরে ব্যাপক পর্যায়ে প্রত্যাশা পূরণের সুযোগও পেয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁরা পরিবার বহির্ভূত ক্ষেত্রেও অধিকতর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নিয়ন্ত্রণের চেতনাও অর্জন করেছিলেন।

আমাদের অনুমান অনুযায়ী প্রবল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক নারীগণ তাঁরা তাঁদের যথাস্থান লাভ করেছেন। গোষ্ঠীগতভাবে তাঁরা সমীক্ষাভুক্ত সকল শ্রেণীর নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত। লোকনারীরা আবার বেশিরভাগ সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীর তুলনায় কম শিক্ষাপ্রাপ্ত। আমাদের আদত আদর্শ ধরনের নারীর গোষ্ঠী বিভাজনের চিত্রায়নে সন্ত্রাসবাদী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর

www.nagorikpathagar.org

নারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এমন মিলের কথা কল্পনা করা না হলেও, লব্ধ ফলগুলির সঙ্গতি দৃষ্টে এই সৌসাদৃশ্যের বিষয়টি নিয়ে আর বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। গৃহিণী নারীদের তুলনায় সন্ত্রাসবাদী এবং নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্কোর তুলনামূলকভাবে নিম্ন স্তরের। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরটি উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সমতুল্য।

চিত্র নং ৬-১

সমীক্ষাভুক্ত নারীদের গড় শিক্ষাগত যোগ্যতা

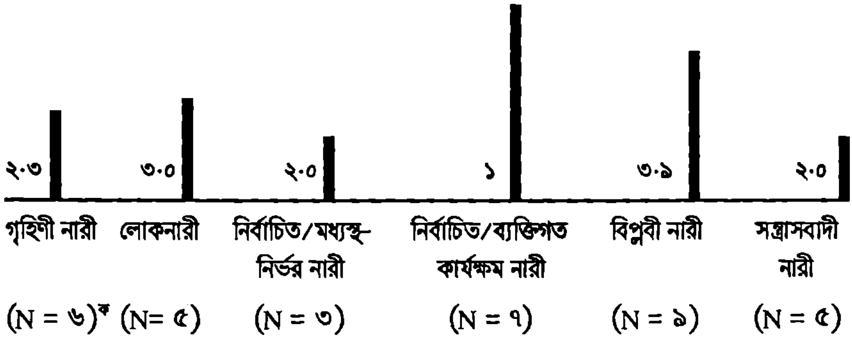

প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সমমান = ১
উচ্চবিদ্যালয় বা সমমান = ২
অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ (অপেশাদারী) = ৩
কলেজ = ৪
উচ্চতর ডিগ্রী বা পেশাদারী প্রশিক্ষণ = ৫

ক॥ তথ্যাভাবে ক্রুশ্চভ পত্নীকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি কী কী ছিল সেগুলি অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তররের মতই সম্ভবত সমান গুরুত্বপূর্ণ। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করা কিংবা সনাতন নারীসুলভ বিষয়ে ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষালাভ মেয়েদের জীবন পরিসরে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে না কিংবা ঐ শিক্ষা লোক পরিমণ্ডলে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতায় যোগ্য করে তোলে না। ৬-২ চিত্রে এধরনের ৩৪ জন নারীর শিক্ষার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য প্রদত্ত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র নং ৬-২
সমীক্ষাভুক্ত নারীদের শিক্ষার বিষয়বস্তু

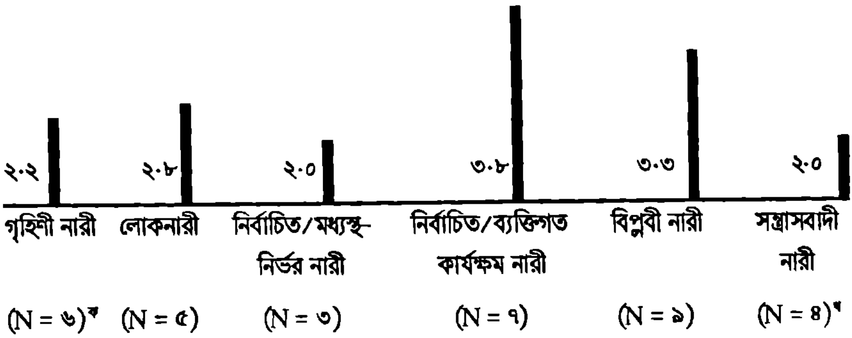

স্কুলের শিক্ষা = ১
মানবিক (কলা) = ২
শিক্ষা, শিক্ষকতা, নার্সিং, চিকিৎসাবিজ্ঞান = ৩ (পিএইচডি স্তর = ৪)
সামাজিক বা নৈতিক দর্শন = ৪
ব্যবসায়, অর্থনীতি, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান = ৫

ক।। মিসেস ক্রুশ্চভ ও খ।। মিসেস গোল্ডম্যান বাদ পড়েছেন ; কারণ, তাঁদের শিক্ষার বিষয় সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

আমাদের বিশ্বাস, সফল রাজনৈতিক নারী অরাজনৈতিক নারীর তুলনায় সনাতন বিষয় কম এবং অসনাতন ধরনের বহুসংখ্যক বিষয় অধ্যয়ন করেন। আর তিনি যদি তা করেন তাহ'লে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা, জীবন পরিসর, ঐ জীবন পরিসরের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনাও বৃদ্ধি পাবে। অন্যকথায়, নিজেদের শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অরাজনৈতিক নারীদের তুলনায় সফল রাজনৈতিক নারীরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার 'প্রশিক্ষণ' লাভ করবেন। এছাড়াও, এই প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণের মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা ততই বাড়বে এবং তাঁদের মধ্যে থেকে অধিকহারে রাজনৈতিক নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

চিত্র ৬-২ -এ ঐ শিক্ষার বিষয়বস্তুকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত ভিত্তিতে ঃ কেবলমাত্র সমাজশোভনতার খাতিরে শিক্ষা যদি প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা বুঝিয়ে থাকে তাহ'লে তার কোড দেওয়া হয়েছে '১'। সাধারণ মানবিক বিষয়সহ শিক্ষা সমাপনের জন্য- '২'। এই বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষকতা, নার্সিং ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে (এই বিষয়গুলি ডক্টরেট ডিগ্রী স্তরের হলে স্কোর হবে - ৪ এ কারণে যে শিক্ষার এই স্তরে সামাজিক বা

www.nagorikpathagar.org

নৈতিক দর্শনমূলক বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে)। ডক্টরেট স্তরের চেয়ে নিম্নস্তরের শিক্ষার জন্যও বরাদ্দ – ৪ ; ঐ শিক্ষাস্তরের শিক্ষার বিষয়বস্তু ব্যবসায়, অর্থনীতি, ভৌতবিজ্ঞানসমূহ (প্রকৃতিবিজ্ঞান), আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হলে বরাদ্দ স্কোর – ৫। এই শ্রেণী বিভাজনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। নারীদের শিক্ষা যতই অসনাতন বিষয়বস্তুমূলক তাদের গড় স্কোরের অঙ্কও তত বেশি। আর স্কোর যত বেশি হবে ঐতিহ্যগতভাবে 'পুরুষালী' হিসেবে চিহ্নিত লোক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতার জন্য মেয়েদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র ৬–২ এ অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরগুলি সংক্রান্ত লব্ধ ফলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীরা উচ্চতর শিক্ষাগত ডিগ্রী অর্জন করলে ধরে নিতে হবে, ওরা এমনসব ক্ষেত্রে এই শিক্ষা পাচ্ছে যে, শিক্ষার সুবাদে ওরা ঐতিহ্যগতভাবে 'পুরুষালী' বিবেচিত কর্মক্ষেত্রগুলিতেও পুরুষদের সঙ্গে সাফল্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। ফলত এই চলকের পরিপ্রেক্ষিতে আবারও রাজনৈতিক পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক নারীদের (নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারী) মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মিল পরিলক্ষিত হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, গৃহিণী নারী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ–নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। শিক্ষার স্তর ও বিষয়বস্তু রাজনৈতিক নারীদের থেকে অরাজনৈতিক নারীদের পার্থক্য দৃশ্যত সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে তোলে। একই কারণে, 'কার্যকর' (বিপ্লবী) ও অকার্যকর (সন্ত্রাসবাদী) রাজনৈতিক নারীদের পার্থক্যটিও ফুটে ওঠে।

ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক নারীগোষ্ঠীর নারীদের তুলনায় নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের তুলনামূলকভাবে নিম্নতর স্কোর পরিলক্ষিত হয়। বোঝা যায়, এই নারীরা অনেক বিলম্বে স্বাধীন কার্যসম্পাদক হিসেবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করাতেই এমনটি ঘটেছে। এছাড়া, অসনাতন পেশা বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বয়স্ক অবস্থায় যোগ্যতামূলক পুনঃসজ্জার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার প্রতিও এ বিষয়টি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের জন্য অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী কাঠামোগত সুযোগ–সুবিধে এলে সম্ভবত এরা কোনওকালেই রাজনীতিক হতেন না।

৪র্থ অধ্যায়ে রাজনৈতিক নারীর বিকাশে সহশিক্ষা চলকের সম্ভাব্য অবদানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টতই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীরাই সকল স্তরে, বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে গৃহিণী, লোক বা নির্বাচিত/ মধ্যস্থ–নির্ভর

www.nagorikpathagar.org

নারীদের তুলনায় অধিকতর সহশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। এ থেকেও ধরে নেওয়া যায়, একজন নারীর শিক্ষা যত বেশি হবে তাঁর অসনাতন শিক্ষার স্তরও তত বেশি উন্নত হবে। আর এই নারী যতবেশি সহশিক্ষা লাভ করবে ততই তার স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে। সফল রাজনৈতিক নারী সাধারণত এমন শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে শিক্ষা তার জীবন পরিসরকে আরও প্রসারিত করে এবং লোকপরিমণ্ডলও তার সেই সম্প্রসারিত জীবন পরিসরের আওতায় আসে। আর এর ফলেই এ নারী লোকপরিমণ্ডলে কাজ করার যোগ্যতা লাভ করেন।

স্বাধীন কর্মবৃত্তি ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ

যুগপৎ নারী ও কর্মবৃত্তি বা পেশার কথা ঐতিহাসিকভাবে তেল-জলে মিশ না খাওয়ার মতই ব্যাপার ; একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক থাকতেই হবে — এমন নয়। কর্মবৃত্তি বা পেশার সঙ্গে জড়িত থাকে লোক/ সামাজিক/ রাজনৈতিক জগত, আর নারীর সাথে সচরাচর জড়িত ঘরোয়া বেষ্টনী ঘেরা অরাজনৈতিক জগত। স্ত্রী/জননী হওয়ার কারণে বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর কর্মবৃত্তি তার প্রধান চিন্তা-ভাবনা হবে — এমন প্রত্যাশা বলতে গেলে করাই হয় না। একজন নারী জননী বা স্ত্রী 'হন' কিন্তু নারীর 'কর্মবৃত্তি' বা পেশা 'থাকে'। জননীর ভূমিকায় 'হওয়া'ই প্রধান আর পেশা ভূমিকায় 'কোনও কিছু করাই বড়'।

মেয়েদের শিক্ষার বেলায় যেমন তেমনি কর্মবৃত্তি বা পেশার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকভাবে নেতিবাচক কিছুই প্রত্যাশিত। কোনও নারী কোনও পেশা গ্রহণে ইচ্ছুক হলে সে কেন সেটা চায় তার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হয়। যদি পরিবেশের সঙ্গে তার মুখ্য পুরুষ মধ্যস্থ — বাবা না স্বামী না থাকেন কিংবা তাঁরা তাঁকে সহায়তা করতে না পারেন কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই ঐ নারীর কর্মবৃত্তি বেছে নেবার বাসনাটি স্বীকৃতি লাভ করে। অন্যথায় কোনও পেশা বা কর্মবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে নারীদের উৎসাহিত করা হয় না।

অবশ্য নারী ও রাজনীতির মধ্যে ব্যবধান যতখানি কর্মবৃত্তি ও নারীজগতের মধ্যেকার ব্যবধান তত বেশি নয়। বহিঃস্থ লোকপরিমণ্ডল হিসেবে কর্ম সংস্থানের অর্থনৈতিক জগতের তুলনায় মানব প্রজাতির পুরুষের সঙ্গে রাজনীতির অনেক দীর্ঘকালের একান্ত সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস আছে। আর মেয়েদের অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ইতিহাসের চেয়েও লম্বা। ভোটের ন্যূনতম নাগরিক আধিকার লাভের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তির একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল নারী। বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক চাহিদার কাছে ঘরই মেয়েদের যথার্থ স্থান — এই লালিত নান্দনিক ধারণা আদৌ হালে পানি পায় না।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন কর্মবৃত্তিসম্পন্ন নারী স্পষ্টতই এমন এক ব্যক্তি যিনি তার জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করেছেন। এজন্যে আমাদের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, রাজনৈতিক নারীরা অরাজনৈতিক জীবনে নিয়োজিত হবার আগে অন্যান্য পুরুষ পরিমণ্ডলে পা রাখার অভিজ্ঞতা সাধারণত রাজনৈতিক জীবনে নারীদের হয়ে থাকে বলে রাজনীতি তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম বিজাতীয় মনে হওয়ার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়ে থাকেন। আমাদের সমীক্ষার স্কোরিং পরিকল্পনা অনুযায়ী, নারীর 'পেশা' বা কর্মবৃত্তি আছে — এরকম বিবেচিত হতে হ'লে ঐ নারীকে খণ্ডকালীন কর্মজীবী হলে চলবে না, এমনকি, আর্থিক অভাবজনিত কারণে কর্মে নিয়োজিত হলেও হবে না। আবার কোনও নারী যদি কেবল তার জীবনমান বজায় রাখার জন্যই কর্মে নিয়োজিত হন, এমনকি, সেই কর্মজীবন দীর্ঘ কয়েক বছর স্থায়ী হলেও তা কর্মবৃত্তি বা পেশা বলে গণ্য হবে না।

আমরা আমাদের সমীক্ষাপাত্র নারীদের জীবনীগুলি পর্যলোচনা করে দেখার চেষ্টা করেছি, রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার আগে তাদের কোনও পেশা/কর্মবৃত্তি ছিল কি না। আমরা এতে দেখেছি, গৃহিণী নারী ও লোকনারীদের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় গৃহিণী নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীর মধ্যে মিল অনেক বেশি। কেবল গৃহিণী নারীদের একজন ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের একজন প্রাপ্তবয়স্কাবস্থায় পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে নিয়োজিত হবার আগে কোনও না কোনও ধরণের পেশা বা কর্মবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। লোক ও বিপ্লবী নারীদের অন্তত এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিয়ে করা ও পরে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে স্বাধীন পেশা বা কর্মবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। এক্ষেত্রে একটি বিচ্যুতি অবশ্য লক্ষ্য করা যায়, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের বেলায় ; কর্মবৃত্তিধারী/ পেশাজীবী — এই শ্রেণীর নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। আমাদের অনুমান ছিল, এই লোকনারী বা নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের তুলনায় এই শ্রেনীর বহুসংখ্যক নারীই স্বাধীন কর্মবৃত্তির বা পেশার অধিকারী হবেন। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠীর তিন নারী ঃ গোল্ডা মেয়ার, ইন্দিরা গান্ধী ও বার্ণাডেট ডেভলিন হচ্ছেন তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র তিন নারী যাঁদের রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরুর আগে কোনও স্বাধীন কর্মবৃত্তি বা পেশা ছিল না। এঁদের তিনজনেরই স্বাধীন কর্মবৃত্তি বা পেশা না থাকার কারণ, রাজনীতিই ছিল তাদের জীবনের প্রথম ও আদি কর্মবৃত্তিগত অঙ্গীকার। খুব অল্প বয়সেই এই তিন নারী রাজনীতিতে জড়িত হন। গোল্ডা এগারো বছর বয়স থেকেই মানবিক কারণে চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে ব্যাপৃত হন। ডেভলিন কলেজ ছাত্রী থাকা অবস্থায় সরাসরি সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হন। ইন্দিরা কার্যত তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এত অল্প বয়সে

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি এই তিন নারীর কাছে অসাধারণরকমে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে ওঠায় রাজনীতি তাঁদের জীবনের শুরু থেকেই কর্মবৃত্তি হয়ে ওঠে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি কর্মবৃত্তির বেলাতেও কোনও কর্মবৃত্তি গ্রহণের মত ঐ কর্মবৃত্তির প্রকৃতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি, লোক কর্মপরিমণ্ডলেও নারী ও পুরুষের কাজ হিসেবে সামাজিক শ্রম বিভাজনের বিষয়টি স্পষ্টত ব্যাপক পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে। বিষয়টি সর্বজনবিদিত। সচরাচর পুরুষ অধিকতর অংশীদার বলে বিবেচিত — এমন কোনও ক্ষেত্রে সমীক্ষাপাত্র নারীর কর্মবৃত্তি থেকে থাকলে সে বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় ইতিবাচক দিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নার্স, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষয়িত্রী, দর্জি, ও আয়ার কাজ স্পষ্টতই নারীর চিরায়ত সনাতন কাজ। পক্ষান্তরে, মার্গারেট থ্যাচারের কাজ বা কর্মবৃত্তি অসনাতন। তিনি প্রথমত, একজন রসায়নবিজ্ঞানী ও দ্বিতীয়ত, কর আইনের বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার।

আমাদের সমীক্ষার ৩৬ জন নারীর কর্মবৃত্তির ধরন সম্পর্কিত তথ্যাদি আমাদের অনুমানের অধিকতর কাছাকাছি বলেই দেখা যায়। গৃহিণী নারী কিংবা সন্ত্রাসবাদী নারী — কোনও নারীর জন্য 'অসনাতন' বিবেচিত ক্ষেত্রগুলিতে কর্মবৃত্তি ছিল না। এদের মধ্যে যাদের স্বাধীন কর্মবৃত্তি ছিল সেগুলি দৃশ্যত এমন কিছু ছিল না যা তাদের জীবন পরিসরে বড় রকমের পরিবর্তন এনেছে কিংবা জীবন পরিসরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে। লোকনারী, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারী সকলেই অসনাতন, কর্মবৃত্তিতে/ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর শ্রেণীর নারীদের কেবল একজনের কর্মবৃত্তি/ পেশা ছিল অসনাতন। এভাবে, সন্ত্রাসবাদী নারীগোষ্ঠী বাদে সফল নারীদের অর্জিত যোগ্যতা ও দক্ষতা রাজনীতির পরিমণ্ডলে স্থানান্তরযোগ্য হয়। অন্যদিকে, গৃহিণী নারীদের কারও এধরনের প্রশিক্ষণ ছিল না। লোকনারীদের যাঁরা তাঁদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে কিছুটা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের বিখ্যাত স্বামীদের সুবাদে ; এঁদের সকলেই গোড়ার দিকে কোনও না কোনও পেশা বা কর্মবৃত্তি ছিল ; সেটাও তাদের স্বাধীন জীবনযাত্রা সম্ভব করে তুলতে সহায়ক হয়।

ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক নারীর বিকাশ

পূর্বাহ্নে আলোচিত ১২টি বিষয় ঃ শিশু স্বাধিকার, পরিবারে নিয়ম-কাননের সুসঙ্গতি, জন্মক্রম, পরিবারের প্রাধান্য, পিতার প্রতি আস্থা, স্বাধীন কর্মবৃত্তি/পেশা, অসনাতন পেশা, মারামারি, প্রতিযোগিতামূলক কীড়ায় অংশ গ্রহণ, অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার বিষয়বস্তুর 'নারীসুলভতা' ও 'পুরুষসুলভতা' — ইত্যাদি প্রয়োগের ভিত্তিতে

www.nagorikpathagar.org

সংক্ষেপে আমরা গুটম্যান স্কেল তৈরীর প্রয়াস পেয়েছি। জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের একটি সূচকও ঐ স্কেল থেকে পাওয়া গেছে। তবে এ প্রয়াস সার্থক হয় নি (এই স্কেলের সি আর ছিল মাত্র ·৮৫ ও সি এস মাত্র ·৫৫ — উভয়ই গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়েও কম)। বিষয়টি পুনঃপরীক্ষা করার পর আমরা বলতে পারি যে, বাবা-মায়ের ক্ষুদ্র একক পরিবারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নারীদের নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ধিত জীবন পরিসরে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে একটি তুলনার ভিত্তিতে উল্লিখিত ১২টি বিষয় নিহিত রয়েছে। সংক্ষেপে, সংশ্লিষ্ট নারীদের মায়ের জন্য তৈরী স্কেলগুলির সঙ্গে (৫ম অধ্যায় দ্রঃ) তুলনীয় দু'টি স্কেল এখানে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই স্কেল বা পরিমাপক দু'টি হচ্ছে ঃ (১) 'শৈশবের পরিবারের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ' ও (২) 'গৃহের বাইরে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা'।

'শৈশবের পরিবারের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের' স্কেলটি নিম্নবর্ণিত চারটি উপাদানের বিত্তিতে গড়ে উঠেছে ঃ (১) শৈশবে স্বাধিকার ভোগের রেকর্ড আছে — এমন নারীর জন্য '+' বরাদ্দ করা হয়েছে। জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে সমীক্ষভুক্ত এমন ৩৪ জন নারীর ৭৯ শতাংশ নারী শৈশবে উল্লিখিত স্বাধিকার ভোগ করতেন (মিসেস ক্রুশ্চভ ও মিসেস গ্রিফিথ্স-এর মূল্যায়নের বেলায় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি না থাকায় তাঁরা মূল্যায়ন থেকে বাদ পড়েছেন) ; (২) পিতার প্রতি আস্থা/ বিশ্বাসের প্রশ্নে ৫ স্কোর পাওয়ার কারণে এই নারীদের ৭৪ শতাংশ একটি '+' পেয়েছেন ; (৩) পারিবারিক নিয়ম-কানুনের সুসঙ্গতির অভিজ্ঞতার জন্য ৩৪ জন নারীর ৬৮ শতাংশকে দেওয়া হয়ে '+' ও পরিশেষে (৪) ৫০ শতাংশ নারীর জীবন উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা তাঁদের জন্য কোড বরাদ্দ দিয়েছি '+', কারণ এদের বেলায় পরিবারের প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রেই সর্বাগ্রগণ্য ছিল না অর্থাৎ পরিবার ও অন্য একটি সামাজিক অনুষ্ঠান বা ঘটনার মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে ঐ পরিস্থিতিতে পরিবারের মেয়েদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই অন্য কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হ'ত।

উল্লিখিত চারটি বিষয়কে গুটম্যান স্কেলোগ্রামের নিরিখে বিশ্লেষণ করে তা থেকে যথাক্রমে 'পুনরুৎপাদনাঙ্ক (co-efficient of reproduciblity) ও পরিমাপনাঙ্ক (co-efficient of scalability) যথাক্রমে ·৯১ ও ·৬১ পাওয়া গেছে। এরপর পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের জন্য নারীদের স্কেল টাইপগুলির '৩' থেকে শুরু করে সর্বাপেক্ষা কম নিয়ন্ত্রণের জন্য '0' পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মাত্রায় অবস্থিত প্রতিটি টাইপের জন্য গড় স্কোর নিম্নে ৬–৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র নং ৬-৩

নারীর শৈশবের পরিবারে তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার গড় স্কোর

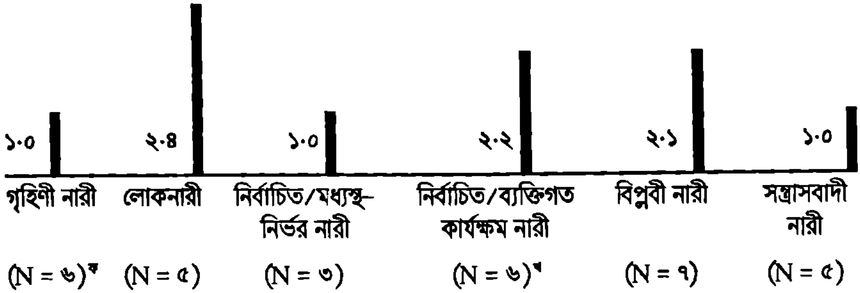

ক॥ মিসেস ক্রুশ্চভ ও খ॥ মিসেস গ্রিফিথ্‌স-এর তথ্যাদি পাওয়া যায় নি বলে তাঁরা বাদ পড়েছেন।

৬-৩ চিত্রে দেখা যায়, আবারও পরিচিত (একইধরনের) ফলই পাওয়া গেছে। পরিবার কাঠামোর আওতায় মায়ের স্বাধীনতা পরিমাপের বেলায় যেমন তেমনি কয়েক গ্রুপের নারীগোষ্ঠীর বেলাতেও একত্রে একই ফল পাওয়া গেছে। গৃহিণী নারী, নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর ও সন্ত্রাসবাদী নারীগোষ্ঠী পেয়েছে নিখুঁতভাবে একই গড় স্কোর। অন্যদিকে, অন্য তিন নারীগোষ্ঠী যেমন, লোকনারী, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীদের স্কোরও একই রকমের।

৫ম অধ্যায়ে প্রণীত স্কেলগুলির বেলায় যেমন তেমনি ৬-৩ এত প্রদর্শিত-বিভিন্ন উপশ্রেণীর (গোষ্ঠীর) বেলাতেও আমরা 'ছাত্রের 't' টেস্ট প্রয়োগ করেছি। এইসব যাচাই পরীক্ষায় দেখা গেছে, নারীদেরকে সনাতন (রাজনীতিকের স্ত্রী) ও অসনাতন (রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক ব্যক্তি) — এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করার পরেও তা থেকে লব্ধ ফলাফলে খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নি। গৃহিণী ও লোকনারী এবং বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মধ্যে অবশ্য যথাক্রমে ·০০১ ও ·০৩ স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারগোষ্ঠী এবং নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠীর গড় স্কোরের তুলনায় দেখা যায় যে, প্রতি ১০০ বারে ঘটনাক্রমে ৭ বারের মত সম্ভাবনা নিবেশন (probability of distribution) ঘটতে পারে। শৈশবের পরিবার কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের এই পরিমাপক স্কেলের নিম্নতম গ্রুপের (গৃহিণী নারী, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারী) স্কোরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোরসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির নারীদের (নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী, লোকনারী ও বিপ্লবী নারী) গড় স্কোরগুলির পার্থক্যে ·০০০০৬-এরও আকস্মিক সম্ভাবনা নিবেশনের আভাস পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

'ঘরের বাইরে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা' শীর্ষক ২য় স্কেলটিও চারটি বিষয় নিয়ে গঠিত। সমীক্ষাপাত্র নারীর কোনও কর্মবৃত্তি বা পেশা থাকলে, ঐ পেশার প্রকৃতি অসনাতন হ'লে, অর্জিত শিক্ষা ঐ নারীর তৎকালীন সময় ও সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষার তুলনায় বেশি ও উন্নততর হলে এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু ও ক্ষেত্র 'নারীসুলভ' বিষয়ের তুলনায় 'পুরুষালী' ক্ষেত্র ও বিষয়ের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত হ'লে ঐ নারীর বেলায় বিষয়ওয়ারী + বরাদ্দ দেওয়া হয়। যে বিষয়গুলির কথা এইমাত্র উল্লেখ করা হ'ল ও যে অনুক্রমে উল্লেখ করা হ'ল স্কেলেও সেগুলির অনুক্রম অনুরূপ। প্রতিটি বিষয়ে + স্কোর করেছেন এমন নারীদের শতকরা হার যথাক্রমে ৫১, ৪৩, ৪০ ও ২৯ শতাংশ। এই স্কেলের একমাত্রিক (Unidimensionality) পরিমাপগুলি আরও বেশি ; সি আর ·৯৮ ও সি এস ·৮০।

চিত্র ৬-৪-এ-এই স্কেলে নারী গোষ্ঠীগুলির বিমিশ্র (composite) স্কোরগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। পরিক্ষেপ বা পরিসর (range) '০' থকে '৪'। এক সম্প্রসারিত জীবন পরিসরে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাময় নারীকে দেওয়া হয় '৪'।

পূর্ববর্তী স্কেলের মত এই স্কেলেরও একই নারীগোষ্ঠীগুলির ফল একই রকমের। এই সূচক অনুযয়ী, সম্প্রসারিত জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ আরোপের সম্ভাবনা সন্ত্রাসবাদী নারীগোষ্ঠীর নারীদের সবচেয়ে কম। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরবর্তী নিম্নতম সম্ভাবনার স্কোর গৃহিণী নারী এবং নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারীগোষ্ঠীর। নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারীর তুলনায় লোকনারীর স্কোর প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার পরেও তাদের অবস্থান বিপ্লবী ও ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারীদের নীচে।

চিত্র ৬-৪

ঘরের বাইরে নারীর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনার গড় স্কোর

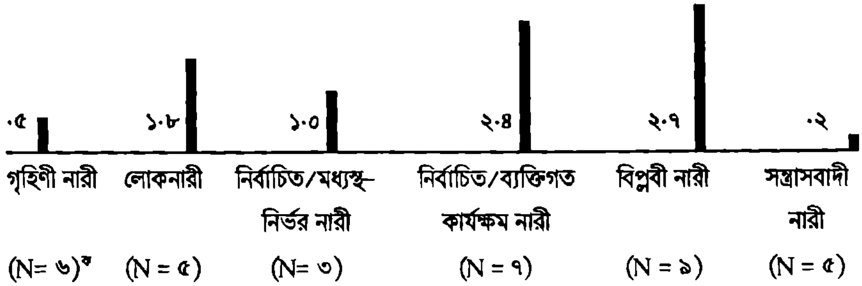

ক॥ মিসেস ক্রুশ্চভ বাদ পড়েছেন কারণ, তাঁর ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায় নি।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন উপগোষ্ঠী/ শ্রেণীর বেলায় ছাত্রদের 't' টেস্ট প্রয়োগে আবারও দেখা গেছে যে, সনাতন ও অসনাতন আচরণের ভিত্তিতে (রাজনীতিকের স্ত্রী বনাম রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক নারী) নারীদের মাত্র দু'টি গোষ্ঠীতে শ্রেণীবিভক্তির ব্যাপারটি সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে আদৌ তাৎপর্য বহন করে না (P = ·০৯৮) ; গৃহিণী নারী ও লোকনারীগোষ্ঠীর মধ্যেকার তুলনাতেও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থ্যক্য পরিদৃষ্ট হয় না (P = ·১০)। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীকে ও নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষম নারীগোষ্ঠীর গড় স্কোরগুলির সম্ভাবনান্তর (probability of difference) ঘটে ·০৭ আকস্মিকতায়, পক্ষান্তরে, বিপ্লবী নারীদের বেলায় এই সম্ভাবনা হয় ·০০৯।

বাস্তবের এই সমীক্ষাপাত্র নারীদের বৈশিষ্ট্যাবলী স্পষ্টত আমাদের গবেষণার আদর্শ নারীর সার্থকতাকে যেমন তুলে ধরে তেমনি আমাদের এই ধারণাকেও প্রমাণিত করে যে, সামজিকীকরণের অভিজ্ঞতার তারতম্যের কারণেই রাজনৈতিক আচরণের বেলায় তীব্র পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

মায়ের স্বাধীনতা ও মেয়ের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা

রেনশন পরিবার সম্পর্কিত সকল চলকের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে (Multivariate analysis) লক্ষ্য করেছেন যে, বাবা-মায়ের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার স্তরই তাদের সন্তানের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা স্বরের সর্বপ্রধান নির্ধারক বা নির্ণায়ক। আমরা রেনশনের এই অভিমতের সঙ্গে আগেই বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একমত প্রকাশ করেছি যে, নারীর লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের ওপর তার বাবা-মায়ের প্রভাব আছে। মা যদি তাঁর জীবদ্দশায় পরিবার কাঠামোর মধ্যে ও বিশেষ করে, সংসারের বাইরে তাঁর নিজ জীবনের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করে থাকেন তাহ'লে আমাদের যুক্তি ছিল এই যে, তার কন্যারও এমন ধারণা লাভের সম্ভাবনা আছে যে সে-ও তার জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম হবে। পিতাদের বেলায় আমাদের যুক্তি ছিল এই যে, রাজনৈতিক নারীদের পিতারা এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যাঁরা বহির্মুখী, বহির্বিশ্বের সুবিশাল জগত তাঁদের সাফল্য ও আত্ম-আকাঙ্খা পূরণের ক্রীড়াক্ষেত্র' — বৈরী এমন কোনও পরিমণ্ডল নয় যেখান থেকে তারা সরে পড়ার কথা ভাবেন। শৈশবে আমাদের সমীক্ষার ৩৬ জন নারী ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার যে অভিজ্ঞতালাভ করেছেন তাকে ভিত্তি করে যে দু'টি স্কেল বা পরিমাপক পড়ে উঠেছে তার পটভূমিতে কেবল জীবন পরিসরের ওপর কন্যার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার (স্বাধীনতার) বিকাশের সঙ্গে মায়ের নিজের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার স্তর কতদূর পর্যন্ত সম্পর্কিত শুধু সে বিষয়েই নয় রবং রাজনৈতিক নারীর

www.nagorikpathagar.org

বিকাশের প্রশ্নে বাড়তি জ্ঞান লাভের জন্য আমরা এখন পদ্ধতিসম্মতভাবে উদ্যোগী হতে পারি।

চিত্র নং ৬–৩–এ সন্নিবিষ্ট নানা ধরনের নারীগোষ্ঠী ও মায়েদের চিত্র ৫–১–এ প্রদর্শিত প্রতিটি ধরন বা টাইপ সহযোগে নানা বিন্যাসের চাক্ষুষ তুলনায় খুব পরিষ্কার ধরা পড়বে যে, 'পরিবারের মধ্যে মায়ের স্বাধীনতা'র সূচকের স্কোরগুলির সঙ্গে তাঁর কন্যার 'শৈশবে পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা'র সূচকের স্কোরগুলির কত মিল। মা ও মেয়ের এই স্কোরগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের গামা পরিমাপ হচ্ছে .৬৪। চিত্র ৬–৪–এর সঙ্গে চিত্র ৫–২–এর নারীগোষ্ঠীগুলির নানা বিন্যাসের চাক্ষুষ তুলনা থেকে দেখা যায়, 'ঘরের বাইরে মায়ের স্বাধীনতা'র সূচকের স্কোরগুলি 'ঘরের বাইরে (কন্যার) ব্যক্তিগত নিত্রণের সম্ভাবনা'র সূচকগুলির মধ্যেও অত্যন্ত মিল রয়েছে। এই মা–মেয়ের দুই সূচকের মধ্যেকার সম্পর্কের গামা পরিমাপ হচ্ছে ঃ .৭১। পরিস্থিতি দৃশ্যত স্পষ্ট। জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতাসম্পন্ন মায়েদের কন্যারা সাধারণত তুলনীয় (সমান) স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভের বিরাট সম্ভাবনাসম্পন্ন হয়ে থাকে। যে মায়েদের এ ধরণ্যের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের মেয়েদের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। মা ও মেয়ের মধ্যে তুলনাগুলি আমাদের এই ধারণার সমর্থক যে, একজন মেয়ে জীবন পরিসরের সম্প্রসারণ ও ঐ জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নারীকে এক সক্রিয়তাবদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের অধিকারী হতে হবে।

৩য় স্তর ঃ রাজনৈতিক প্রাধান্য চেতনার সূচনা

এ পর্যন্ত রাজনৈতিক নারীর বিকাশের চারটি স্তর সম্পর্কিত আমাদের তাত্ত্বিক মডেলে (আদর্শ তত্ত্বে) আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী অসনাতন নারীর বিকাশের জন্য জরুরী দু'টি স্তর অর্থাৎ স্তর–১ ঃ একাট সক্রিয়তাবাদী (যদি আপত্তি না থাকে, আধুনিক লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ) এবং দুই, ঃ একজনের জীবন পরিসরের ওপর তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার বিকাশ ও ঐ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার সামর্থ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত উপাত্তগুলি এপর্যন্ত আমাদের এ যুক্তির সমর্থন করেছে যে, বিকাশের ১ ও ২ নং স্তরে নিহিত চলকগুলি কেন এই দুনিয়ার বহু নারী আর পরিবার ও গৃহের একান্ত ঘরোয়া পরিমণ্ডলে থাকবে না। তবে বাকী যে বিষয়গুলি নিস্পত্তির জন্য থেকে যায় সেগুলি হচ্ছে ঃ সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শসম্পন্ন এইসব নারীর কেউ কেউ কেন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছে, কেউ কেউ করে নি বা করবে না? কেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই মেয়েরা রাজনৈতিক তৎপরতার তুলনায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বেশি আকর্ষিত হয়? এখানেও আবার এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে অবশ্য আমাদেরকে আমাদের সমীক্ষাপাত্রদের সামাজিকীকরণের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি তলিয়ে দেখতে হবে। পুরস্কার বা

www.nagorikpathagar.org

লাভ এবং শাস্তি বা লোকসানের সম্ভাবনা বা ঝুঁকির কারণে একজন ব্যক্তির কাছে রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এজন্য এতে ধরে নেওয়া যায়, অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাবের উপাদান আছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ সংক্রান্ত পিয়াজে'র মডেল অনুযায়ী অনূর্ধ ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমরা রাজনীতির পক্ষে বলিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা আশা করি না। অবশ্য, এমন আশা করা যায় যে, তাদের বাবা-মা বা পরিবারের পুরুষদের কাছে রাজনীতি ও সরকার গুরুত্বপূর্ণ কি গুরুত্বপূর্ণ নয় সে ব্যাপারে ঐ শিশুরা অনুধাবণ করতে পারে। এমন যদি হয়, এমন সব ব্যক্তির কাছে রাজনীতি ও সরকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যারা সংশ্লিষ্ট শিশুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তাহ'লে তেমন ক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি যে, ঐ শিশুটির (মেয়ে/ছেলে) কাছেও রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হবার অধিকতর সম্ভবানা থাকবে। অবশ্য আমাদের কাছে এ বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে, রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ – কেবল এই বিষয়টিই নারীকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। অত্যন্ত রাজনৈতিক এক পরিবারের মেয়ে যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, কেনেডি পরিবারের মেয়েকে এক স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হয়ে উঠতেই হবে এমন নয় যদি ঐ পরিবারের রাজনীতি সরাসরি তার জীবনকে প্রভাবিত না করে থাকে। বিকাশের ১ ও ২ নং স্তরের জন্য নির্ধারিত পূর্বশর্তগুলি ছাড়া কোনও প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত ও স্বাধীন রাজনৈতিক আচরণ ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক অত্যন্ত বেশি রকমের রাজনৈতিক পরিবারের মেয়েদেরকে পরিবারের একান্ত ঘরোয়া পরিমণ্ডলে নিয়স্তর অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতেও নারীরা যদি রাজনীতিতে অংশীদার হয়ও, তাহ'লে সেটা সাধারণত হয়ে থাক কোনও পুরুষের সহায়ক হিসেবে কিংবা স্ত্রীর ভূমিকায়। তাই বলে রাজনীতির মুখতার কারণেই ইন্দিরা গান্ধী, গোল্ডা মেয়ার, মার্গারেট থ্যাচার বা এলা গ্র্যাসোর মতো নারীর সৃষ্টি হয় না। রাজনৈতিক মুখ্যতা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি গড়ে ওঠার ব্যাপারটি আসলেই সোজা, সরল। রাজনীতি সমীক্ষাপাত্রদের কাছে মুখ্য করে তোলার জন্য তাদের বাল্যজীবনে যে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন অনুমিত সিদ্ধান্তসমূহ সেগুলি চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়। আমরা প্রথমে পারিবারিক পটভূমির আওতায় উল্লিখিত চলকগুলি নিয়ে ও পরে অধিকতর সামাজিক স্তরের ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

বাবা-মায়ের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ও রাজনৈতিক মুখ্যতা

প্রায় সব শিশুদের কাছে আবেগানুভূতিগত কারণে বাবা-মায়ের গুরুত্ব রয়েছে। এজন্য আমরা অনুমান করে নিয়েছি যে, রাজনৈতিক নারীদের বাবা-মায়েরা (কিংবা বিকল্প ব্যক্তিরা) অরাজনৈতিক নারীদের বাবা-মায়ের তুলনায় ঐ শিশুদের প্রাক-বয়ঃসন্ধিকালে অনেক বেশি ঘন ঘন ও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক কিংবা রাজনীতি সম্পর্কিত সামাজিক ও নৈতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

www.nagorikpathagar.org

জীবনী তথ্যাবলী থেকে পরিষ্কার যে, নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারী ও বিপ্লবী নারীদের বাবা-মায়ের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উল্লিখিত ধরনের বিষয় তাদের ঐ মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সন্ত্রাসবাদী ও নির্বাচিত/মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের বাবা-মায়েরা অবশ্য এ ধরনের সচেতনভাবে আলোচনার মাধ্যমে রাজনীতিকে নিজেদের মেয়েদের কাছে উপস্থাপিত করতেন না। অন্যতম সন্ত্রাসবাদী নারী ভেরা জাসুলিচ তাঁর গভর্ণেসের (পরিচারিকার) সঙ্গে ভল্টেয়ার ও অন্যান্য সমাজ চিন্তাবিদদের বিষয়ে আলোচনা করতেন বটে ; তবে সে আলোচনা খোদ রাজনীতি নিয়ে নয়। তিনি তাঁর স্মৃতিকলথায় পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, ১৮।১৯ কিংবা ২০।২৫ বছর বয়স অবধি রাজনীতি ঠিক কী সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্তকালের সম্পর্কের কারণেই রাজনীতি ঐ নারীদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। কেন প্রাপ্তবয়স্ক পুনঃসামাজিকীকরণ আবশ্যক হয়ে ওঠে সেটা বুঝতেও এটা সহায়ক।

শিশুকালে যেসব ধরনের আলোচনার কারণে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের কাছে রাজনীতি মুখ্য হয়ে ওঠে সেগুলির ব্যাখ্যামূলক নমুনা হিসেবে কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা করা যেতে পারে। অন্যতম দৃষ্টান্ত ইন্দিরা গান্ধীর জীবন। তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জীবন বলতে গেলে নিরন্তর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় পূর্ণ। বিবিসি'র সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে নিজ শৈশবের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইন্দিরা বলেন ঃ "আমার ছোট বেলায় তখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। ঐ সময় পুলিশ আমাদের বাড়িতে একনাগাড়ে হানা দিচ্ছিল। আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ত। আমাদেরকে ঐ অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগপত্র ও দলিল লুকিয়ে রাখতে হ'ত। মোট কথা, আমার ছোটবেলা চরম নিরাপত্তাহীনতায় কাটে। কে বেঁচে থাকবে না থাকবে, কে বাড়িতে থাকবে না থাকবে ও পরেই বা কী ঘটবে — এ ছিল নিত্যদিনের উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা।" বার্ণাডেট ডেভলিন তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে জানিয়েছেন, তাঁর বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে চমৎকার সব ঘুমপাড়ানি গল্প বলতেন এবং ঐ সব গল্পে আইরিশ জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবাত্মক গানও তাঁকে গেয়ে শোনাতেন। গোল্ডা মেয়ার ছোটবেলায় রাশিয়ায় থাকার সময় তাঁর বোন শেইনা'র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্কের বিষয় নিয়ে ঝগড়া ও মারামারির ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। গোল্ডার মায়ের আশঙ্কা ছিল শেইনা বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত — একথা জানাজানি হলে শেইনা'র বাবার রোজগারের ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। আর তাই শেইনা যাতে তার বিপ্লবী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ ছাড়ে সেজন্য বরাবর তাকে চাপ দিয়ে আসছিলেন। শেইনা অবশ্য বিপ্লবীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে নি। শার্লি চিশল্‌ম উল্লেখ করেছেন, তাঁর বাবা অনেক সময় তাঁর সঙ্গে মার্কস গার্ভের রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায় সংখ্যালঘুদের জন্য ঐ আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্গারেট থ্যাচারের পরিবারেও রাজনীতি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। কেননা, মার্গারেটের পিতা মুদি দোকানদার হ'লেও তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে গ্রান্থাম কাউন্সিলের নির্বাচনভিত্তিক পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং মেয়র অবধি পদে নির্বাচিত হন। কাজেই মার্গারেটদের বাড়িতে তার বাবা কী করছেন তা নিয়ে সবসময় প্রচুর আলোচনা চলত। কারণ, শহরে কোনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটলে তাঁর বাবা হ'তেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। গ্রিফিথসও জানিয়েছেন, তাঁর শৈশবে বাবা-মায়ের সাথে তাঁর প্রায়ই রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হ'ত।

বিপ্লবী নারীদের ছয়জনের সাথে তাঁদের বাবা-মায়ের এধরণের আলোচনা হ'ত। হ্যালিদা এদিবের বাবা সনাতন তুর্কী সংস্কৃতির লোক হলেও তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েকে পাশ্চাত্য আদলের তরুণী হিসেবে গড়ে তুলতে। আর এজন্য রাজনীতি ও সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি হ্যালিদার সঙ্গে আলোচনা করতেন। গোণের বাবা উদার মতাবলম্বী ও আইরিশ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন যদিও তিনি নিজে ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। গোণে তাঁর বাবাকে ভালোবাসতেন। শৈশবে ও তারুণ্যে গোণে তাঁর বাবার চেয়ে বেশী করে আইরিশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। তবে বাবার মৃত্যু অবধি বছরের পর বছর বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেবার জন্য তিনি বক্তব্য দিতে পারেন নি। তাঁর বাবা ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার একথা আগেই বলা হয়েছে। গোণের উল্লিখিত অপারগতার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে এর একটা যোগসূত্র রয়েছে।

রোজা লুক্সেমবার্গের বাবা একজন সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর সব সন্তানকে সুশিক্ষিত করার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ডের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং পোল বিদ্যালয় পদ্ধতির উন্নয়নে একনিষ্ঠভাবে কাজে করেন। রোজা লুক্সেমবার্গের জন্ম আবেগানুভূতির দিক থেকে একাত্ম নিবিড় এক পরিবারে। তাঁর মা ছিলেন বুদ্ধিমতী, প্রচুর পড়াশোনা ছিল তাঁর। ছোটবেলার পরিবারে রাজনৈতিক আলোচনা থেকে রোজা উপকৃত হ'ন। কোলোনতাইয়ের বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। তাই তাঁকে কাজ উপলক্ষ্যে বেশীরভাগ সময় বাড়ি থেকে দূরে কাটাতে হ'ত। বাড়িতে থাকাকালে কোলোনতাইয়ের বাবার বেশীর ভাগ সময় কাটত বুলগেরীয় যুদ্ধের ইতিহাস রচনায়। তাঁর সমসাময়িককালের বিবেচনায় তিনি বেশ উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন এবং আসলে তিনি ছিলেন চরম বামপন্থী। তিনি বুলগেরিয়ার সংবিধান রচনায় সহায়তা করেন এবং ঐ সংবিধান জারের আপত্তির মুখেও গৃহীত হয়। ছোট্ট শিশু হিসেবে কোলোনতাই প্রায়ই তাঁর

www.nagorikpathagar.org

মাকে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুনতেন যে, জার হয়ত তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। বাবাকে হারানোর আশঙ্কায় ছোট্ট মেয়ে কোলোনতাই (কোলোনটাই-এর ভিন্ন উচ্চারণ) প্রায়ই জার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হতেন।

ব্রেশকো ব্রেশকভস্কায়া ছিলেন বাবার খুবই আদরের। তাঁর বারা ছিলেন প্রশস্ত হৃদয়, উদার চিন্তাধারার লোক। তিনি মেয়েকে সামজিক ও নৈতিক দর্শন বিষয়ক অসংখ্য বই পড়ায় উৎসাহিত করতেন। ১৩ বছর বয়সে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ফরাসী বিপ্লবকে তিনি অন্তর দিয়ে চিনেছিলেন। তিনি ফরাসী, জার্মান ও রুশ ভাষা অল্প বয়সেই শিখেছিলেন বলে তিনি বাবাকে ঐ ভাষায় লেখা বিভিন্ন মূল রচনা পড়ে শোনাতেন। তিনি তাঁর সফরসঙ্গী হতেন আর ঐ সময় তাঁর বাবা তাঁর জমিদারী দেখাশোনার কাজ সারতেন। তাঁরা দু'জনে মিলে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই চাষীদের সাহায্য করতে ও তাদের মাঝে সংস্কার আনতে বিভিন্ন উপায়ে উদ্যোগী হন। 'জেম্‌সতভো' ছিল জন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে প্রথম রুশ উদ্যোগ। এ বিষয়ে বাবা-মেয়ে উভয়েই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে জনৈক অভিজাত ব্যক্তির বাড়িতে গভর্ণেস হিসেবে কাজ করে ও বিভিন্ন উদারনৈতিক মতবাদী মহলে সক্রিয় থাকার দেড় বছর পর ব্রেশকভস্কায়া বাবার অনুরোধে বাড়িতে ফিরে আসেন। মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় জেনে তাঁর বাবা ধনবান পরিবারের মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্রেশকভস্কায়াকে সাহায্য করেন। এছাড়া, মেয়ে যাতে বিনা পয়সায় চাষীদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাদান করতে পারে সেজন্য তাঁকে একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্মণে করে দেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে ব্রেশকভস্কায়া বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য বাবা, স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ছোট বেলায় বাবা ও মেয়ের আলাপ-আলোচনার কারণে রাজনীতি ব্রেশকভস্কায়ার কাছে মুখ্য হয়ে উঠলেও তিনি একজন বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হন স্বৈরাচারের নিপীড়নের কারণে। অ্যাঞ্জেলা ডেভিসও শিশুকালে পরিবারের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করতেন। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী ও বিপ্লবী নারীর নজির থেকে একথা স্পষ্ট যে, ঐসব অলোচনা বিদগ্ধ, অথরা আলোচনামাত্র ছিল না। তাঁদের কাছে রাজনৈতিক আলোচনার গুরুত্ব ছিল বিপুল কারণ, বাবা-মায়ের কাছে, বিশেষ করে, পিতাদের জন্য রাজনীতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ছিল।

অন্য তিন নারীও (একজন গৃহিণী, অ্যালিলুয়েভা স্তালিন, ও দু'জন লোকনারী ঃ ক্লেমেন্টাইন চার্চিল ও নাদেঝ্দা স্ক্রুপস্কায়া) তাঁদের বাড়িতে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। তবে তাঁদের ঐসব আলোচনা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ছিল না। অ্যালিলুয়েভার বাবা মার্কসবাদী হলেও তিনি আবেগানুভূতি বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগে তাঁর মেয়েকে বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িত করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। মার্কসবাদী আদর্শ সত্ত্বেও অ্যালিলুয়েভার পরিবারে এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয় যে, মেয়েরা

www.nagorikpathagar.org

সহযোগিতা যতটুকু পারা যায় করা দরকার। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত গৃহিণী নারীর দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, সুযোগ-সুবিধে ছিনিয়ে নেবার আকাঙ্খায় সজ্জিত হবার জন্য আগে প্রয়োজনীয় সামাজিকীকরণ না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট নারীর জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হিসেবে নানা সুযোগ-সুবিধের মূল্য ও গুরুত্ব অতি সামান্য। অনেক সময় অবস্থা বৈগুণ্যে নারীদের জন্য রাজনীতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ-বৈশিষ্ট্যময় ও মুখ্য হয়ে উঠলেও এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাদের সত্যিকার প্রাক-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকলেও দেখা যায় তারা তাদের একান্ত জীবনে রাজনীতি অবাঞ্ছিত, অনুপ্রবেশ হিসেবে আপত্তি তুলেছে। এরই বিপরীত ঘটনা লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক নারীদের বেলায়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলেও কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঐ প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হন না — সে বাধা খোদ কর্তৃত্বগোষ্ঠী থেকেই আসুক কিংবা ঘনিষ্ঠ কোনও ব্যক্তিদের তরফ থেকেই আসুক। এথেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, গোড়ার দিকের অভিজ্ঞতায় প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কী জ্ঞান লাভ হয়েছে সেটাই বড় ; আর 'যা' প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক নয় তা কার্যত এক সক্রিয়তাবাদী কিংবা সমসাময়িক লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ।

সন্ত্রাসবাদী নারী

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত সন্ত্রাসবাদী নারীদের সামাজিকীকরণ সংশ্লিষ্ট যেসব উপাত্ত আমরা পেয়েছি তাতে আমাদেরকে দারুণ বিস্মৃত হতে হয়েছে। আমাদের অনুমান ছিল সন্ত্রাসবাদী নারীরা হয়ত সাধারণত অন্যান্য রাজনৈতিক নারীদের, বিশেষত বিপ্লবী নারীদের মতই হবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সন্ত্রাসবাদী নারীদের সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে সনাতন গৃহিণী নারীদের সঙ্গে। সন্ত্রাসবাদী নারীরাই একমাত্র গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীর বেলায় ল্যাসওয়েলীয় ও ফ্রয়েডীয় এই মতবাদ সত্যি বলে মনে হয়েছে যে, ব্যক্তিপর্যায়ের হতাশা স্থানচ্যুত হয়ে শেষাবধি লোকবিষয়ে গতিলাভ করতে পারে। গোড়ার দিকে আমাদের সমীক্ষাধীন সন্ত্রাসবাদী নারীরা তাঁদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতি অত্যন্ত একনিষ্ঠ, কেননা, তাঁদের প্রায় সকলেই শেষপর্যন্ত কোনও না কোনও রাজনৈতিক কারণে জীবনদান করেন। 'প্রকৃত' ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পরিচালিত অনুমিত সিদ্ধান্ত উৎপাদক মহড়ার তাৎপর্যটি ঠিক এখানেই। প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার অভাবে, এমনকি, ক্ষীণভাবে হলেও, বাস্তবতার সঙ্গে একান্ত চিরসম্পর্কহীন একটি তত্ত্ব যদি আমরা গড়ে তুলতাম তাহলে আমরা যে 'বিস্ময়ের' কথা উল্লেখ করেছি তার আর অবকাশ ঘটত না। আমাদের সমীক্ষাধীন সন্ত্রাসবাদী নারীরা প্রমাণিত হয়েছেন তাঁরা আদৌ তেমন বেশি রাজনৈতিক নন। তাঁরা গোষ্ঠী হিসেবে কুশলী, দক্ষ ও বিচক্ষণ খুব একটা নন তেমনি রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক হিসেবেও তেমন যোগ্য নন। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁরা

www.nagorikpathagar.org

কাজকে 'অনারীসুলভ' বলে জানেন ও ঐ সব কাজকে 'অনারীসুলভ' ও তাঁর জন্য উপযুক্ত নয় বলেও স্বীকার করেন। খেলাধুলো, কোনও রকমের শরীরচর্চা, আক্রমণাত্মক আচরণ এবং স্বকীয় আশু পরিবেশের ওপর কারও প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অনুমোদন পায় না বরং তা দণ্ডযোগ্য। তাই এগুলি অকল্পনীয়ও বটে। সফল ও সার্থক জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে, এমন কোনও পুরুষকে যথাশীঘ্র বিয়ে করে ফেলা যে হবু স্বামীটির আর্থ-সামাজিক মর্যাদা তার বাবার চেয়ে কিছুটা উন্নত আর সন্তানের মা হওয়া।

মায়ের জন্য তো গৃহিণী নারী মডেল থাকেই। সেইসঙ্গে ঐ মডেল বা আদর্শকে আরও জোরদার করার অনুকূল শিক্ষা ও গুরুজনদের উৎসাহের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট নারীর জীবন পরিসরের ওপর কোনও বড়ধরণের ঘটনা আপতিত না হ'লে লোক-চৈতন্য বা লোক-জীবনের আহ্বান তাঁর কাছে পৌঁছাবে না বা তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দেবেন না। বড়জোর তিনি ব্যাপক লোক-রাজনৈতিক জগতকে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব দেন সে ব্যাপারে তিনি তাঁর জীবনের যথাসম্পর্কিত পুরুষের ওপরেই সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেন বা তাঁর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। আর্থ-সামাজিক আধুনিকীকরণের ব্যাপক বিষয়গুলি নারীকে অধিকতর সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের প্রেরণা যোগায়। অবশ্য এগুলি ব্যতিরেকে রাজনীতিতে নারীর আগ্রহ তাঁর নিজ মায়ের আগ্রহের চেয়ে বেশি হবার সম্ভাবনা নেই। ঘটনাক্রমে একজন 'রাজনৈতিক পুরুষের' সঙ্গে এ ধরনের এক নারীর বিয়ে হলেই ঐ নারীকে তার আগ্রহের চেয়ে বেশি করে রাজনীতিতে উৎসাহিত হওয়ার দরকার হতে পার। কারণ, তাঁর হবু স্বামী রাজনীতিকে তাঁর পেশা বা কর্মবৃত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট নারী তাঁর মায়ের মতই অবশ্য এই বিশ্বাসে আস্থাশীল যে, একজন নারীর বড় ও সম্ভবত একমাত্র দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে, তাঁর স্বামী ও সন্তানের প্রতি। আর তাই এই নারী তার স্বামীর বেছে নেওয়া রাজনৈতিক জীবনে সহযোগিতা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবারই চেষ্টা করবেন। তবে এও ঠিক, তিনি যে জিনিসকে একান্ত বিষয় রাখার পক্ষপাতী সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন — এমন সম্ভাবনাও আছে। অবশ্য সনাতন নারীদের সিংহভাগই ঠিক এই বিষয়টি মোকাবেলা করেন না, করতে হয় না ; কারণ, তাঁরা এমন পুরুষকে বিয়ে করেন যাঁরা রাজনীতির মাঝে তাঁদের কর্মবৃত্তি ও জীবন সন্ধান করেন নি। যেসব সনাতন নারী তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় মনে করেন যে, এমন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা লোকজীবনের কারণে ঐ নারীর একান্ত গৃহিণী জীবন কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়, তাঁরা রাজনীতির জগতকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে দারুণ উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকেন। তাঁর মা যে একান্ত নির্জনতায় জীবন কাটিয়েছেন সে ব্যাপারে গৃহিণী নারী প্রায় ক্ষেত্রেই ঈর্ষান্বিত হলেও তাঁরা তাঁদের মায়ের মতো এও উপলব্ধি করেন যে, স্বামীকে সাহায্য-

www.nagorikpathagar.org

কর্তব্যের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তবে তিনি রাজনৈতিক উৎসাহের কারণে নয় বরং কর্তব্যবোধেই ঐ কাজ করে থাকেন বা পরিবারের ব্যাপারে তার রক্ষামূলক ভূমিকার সঙ্গে ঐ কাজ নিবিড় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারীর জন্য রাজনীতির জগত নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সনাতন লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শের ধারক মা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই মা তথা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নারী ভূমিকা মডেল অনুসরণ করার ফলে কন্যা এটা শেখে যে, স্বামী ও পুত্র-কন্যার স্বার্থে নিরঙ্কুশভাবে আত্মনিবেদিত হওয়ার কাজটি ছাড়া নারীকে উচ্চতর কোনও ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে না। পরিবারের বাইরে ও ভেতরে ঐ নারীর মা পুরুষদের ও পুরুষ মধ্যস্থতার ওপর অত্যন্ত বির্ভরশীল। পরিবারের মধ্যে কিংবা ঘরের বাইরের বৃহত্তর জগতে ঐ নারী তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করেন না ; আর এর গুরুত্ব আছে বলেও মনে করেন না। তিনি তাঁর পুরুষের (স্বামী/ পিতার) কারণেই ঐ সব বিষয়ের 'চাহিদা' থেকে মুক্ত।

গৃহিণী নারীর মায়ের তাঁর নিজ জীবন পরিসরের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আর এক্ষেত্রে তাঁর জীবন পরিসর বলতে তাঁর পরিবারকেই বোঝাবে। এই নারী সংসার পরিমণ্ডলে তাঁর অবস্থানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে নেন। তিনি তাঁর ঘরোয়া সংসার জগতের গণ্ডি অতিক্রম করতে চান না। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই তিনি রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করেন না। তিনি রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত নন। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর নিজ জ্ঞানবৃদ্ধিতেও যেমন আগ্রহী নন, তেমনি এতে বিশেষ আগ্রহও বোধ করেন না। তাঁর এই মনোভাব ও আচরণের ধারা ও ধাঁচ সাধারণত তাঁর কন্যাকে অনুসরণ করতে দেখা যায়। অনুকরণ করার জন্য কোনও বিকল্প সক্রিয়তাবাদী ভূমিকাদর্শ উপস্থিত না থাকলে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই সে তার মায়ের ধারারই পুনরাবৃত্তি করবে ধরে নেওয়া যায়।

গৃহিণী নারীর এমন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষালাভের সুযোগ নেই যার জন্য তিনি মায়ের চেয়ে ভিন্ন এক জীবনধারার প্রত্যাশী হবেন। শিশু তার বাবা-মায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা ও ধারা অর্জন করবে — এটা প্রত্যাশিত বলেই সংশ্লিষ্ট নারী (শিশু) সাধারণত মায়ের মতই তাঁর ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলি তাঁর পরিবারের অগ্রাধিকার অনুযায়ী নির্ধারণ করেন। কোনও কর্মবৃত্তির জন্য কোনও প্রশিক্ষণ কিংবা সম্প্রসারিত জীবন পরিসরের প্রয়োজন — তাঁর এমন অনুভূতি বা উপলব্ধির সম্ভাবনা কম। তাঁর শৈশবের পরিবারে যে নারী-পুরুষ ভূমিকার বিভক্তি লক্ষ্য করেছেন তিনি সেটা মেনে নিতে তৈরি। আর তাই বাবার তৈরী ধারার পুনরাবৃত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ যখন ভাইকে দেওয়া হয় তাতে তাঁর আপত্তি তোলার সম্ভাবনাও থাকে কম। শৈশব থেকেই এই নারী কিছু কিছু

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ঃ

গৃহিণী, সনাতন নারী

গৃহিণী নারীর বয়ঃপ্রাপ্ত জীবন পরিসরে রাজনীতির স্থান তেমন নেই। আর যদি তেমন কিছু আদৌ থেকেই থাকে তাহ'লে সেক্ষেত্রে তার নাগরিক বাধ্যবাধকতাই বড়। সে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেয় ; কারণ, কর্তব্য হিসেবে তাকে তা করতেই হয়। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তার এই করণীয় বলতে খুব বড় কিছু তৎপরতাকে বোঝায় না। তিনি ভোট দেন, কথা শোনেন। আর, বড় কোনও রাজনৈতিক ঘটনা তার জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করলে, তিনি তাতে প্রতিবাদ জানান। তাঁর কাছে রাজনীতি হয় বৈশিষ্ট্যহীন নয় খুবই কম তাৎপর্যময়। গৃহিণী নারীর কর্তব্যের সংজ্ঞা বা ধারণা নগণ্য। তাই গৃহিণী নারীর বেলায় উল্লিখিত দুই পরিমণ্ডলের মধ্যে তীব্র সংঘাত বিরল। তাঁর বেলায় পরিবার যে ব্যাপক প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে অনুষঙ্গ বিষয়গুলি সেই ধরণের গুরুত্ব বা সহানুভূতি আদৌ পায় না। তাঁরা এক্ষেত্রে তেমন সচেতনও হয়ে ওঠেন না।

গৃহিণী নারী তাঁরই মত এক গৃহিণী নারীর কন্যা। বাবার তুলনায় তাঁর মা কড়াকড়িভাবে নারীপুরুষ শ্রম বিভাজন মেনে চলবেন — এমন সম্ভাবনাই বেশি। তাঁর মা পরিবারের চৌহদ্দিকে তাঁর নিজ ভুবনের গণ্ডি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পরিবারে এই নারী স্বামীর তুলনায় খুব বেশি একটা কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন — এমন সম্ভাবনা কম। গৃহ ও পরিবারের ব্যাপারে স্বামীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পরিবারের কীসে কল্যাণ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে স্বামীকেই বৈধ ও একমাত্র সত্যিকারের যোগ্য বিচারক গণ্য করা হয়। মর্যাদা, অবস্থান, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অসমতা সংশ্লিষ্ট পরিবারের বৈশিষ্ট্য। এই পুরুষ তার পরিবারে যে অবদান যোগান মেয়েদের তুলনায় তাঁর সে অবদানকে ঢের বেশি মূল্য দেওয়া হয়। গৃহিণী নারী পরিবারের ও পরিবারের আভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষনের সঙ্গে অধিকতর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও এখানেও পুরুষের (স্বামীর) সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। নারীর একান্ত ও প্রধান ভাবনার বিষয় হচ্ছে, পরিবার — এই ধারণাটি এতই প্রবল যে, পরিবার ইউনিটের জন্য অনিরাপদ হলে যে কোনও পরিবর্তনকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখা হয়। গৃহিণী নারীর শৈশবের পরিবারে পিতাই চূড়ান্ত বিধায়ক। অধিকতর লোকক্ষেত্রের তুলনায় বরং ঘরোয়া সংসার ক্ষেত্রেই এই পিতার সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনাও জড়িত থাকার সম্ভাবনা বেশি। পিতার (পুরুষের) দৃষ্টিতে বহির্জগত বৈরিতাময়, নিজ গৃহ তাঁর কাছে তাঁর নিজের 'দুর্গ প্রাসাদ'। তিনি কর্তব্যের আহবানে অধিকতর তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ প্রয়াসে নাগরিক

www.nagorikpathagar.org

সক্রিয়তা উপযুক্তভাবে বর্ধিত হতে পারে নি। রাজনৈতিক নারীরা (সন্ত্রাসবাদী নারী বাদে) সাধারণত সামাজিকীকরণের চারটি স্তরই অতিক্রম করেছেন বলে দেখা যায়। নারীর সুনির্দিষ্ট ধরণের রাজনৈতিক আচরণের কারণ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার তারতম্য নির্ধারণে আমাদের প্রস্তাবিত তত্ত্বকাঠামোটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করার সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট উপায় হচ্ছে, সমীক্ষাকৃত প্রতিটি নারীগোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য তুলে ধরা। এই জীবনালেখ্যগুলিতে আমাদের সমীক্ষায় লব্ধ ফলগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। এগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আমাদের তত্ত্বকাঠামো সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ জন নারীর প্রাপ্তবয়স্ক রাজনৈতিক আচরণের পার্থক্যগুলির একটা সুষ্ঠু ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

আমাদের তত্ত্বকাঠামোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যথা, সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ, জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও রাজনীতের বৈশিষ্ট্যাকর্ষণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নারীর রাজনৈতিক আচরণের কতকগুলি ধরণ নির্ধারণের মাধ্যমে আমরা নারী আচরণের পরস্পর ভিন্ন কতকগুলি শ্রেণী চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি যেগুলি আমরা শুধু বাস্তব রাজনৈতিক মর্যাদা ও সাফল্যের নিরিখে আচরণের বিচার-বিবেচনা করলে কখনও তা করতে পারতাম না। আমাদের উল্লিখিত তিন নারী গোষ্ঠীর — রাজনৈতিক নারী, নির্বাচিত নারী কর্মকর্তা ও নারী বিপ্লবীদের সামাজিকীকরণের গবেষণা শুধু কেউ করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ সম্ভব হ'ত না। কেননা, উল্লিখিত তিন গোষ্ঠীর প্রতিটি গোষ্ঠীর নারী ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করে থাকে। রাজনৈতিক স্ত্রীদের মাঝে গৃহিণী ও লোক — উভয় শ্রেণীর নারীই আছেন। নির্বাচিত নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে পুনঃসামাজিকীকৃত 'গৃহিণী' ও 'লোক' নারী রয়েছে। আরও রয়েছে এমন সব রাজনৈতিক নারী যাদের মধ্যে জীবনের গোড়ার দিকেই গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার এক বলিষ্ঠ চেতনা। তৃতীয় নারী গোষ্ঠী বিপ্লবী নারীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন সন্ত্রাসবাদী নারীরা যাঁদের আচরণ সাফল্যপ্রয়াসী বিপ্লবী নারীদের চেয়ে ভিন্ন। আমাদের তত্ত্বকাঠামো ও নারীদের ধরনগত শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতি ছাড়া নারীদের উল্লিখিত রাজনৈতিক ধরণগুলির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি নির্ণয় এত সহজসাধ্য হ'ত না। তাদের সুসঙ্গতিপূর্ণ ধাঁচগুলিও এত সহজে দৃষ্টিগোচর হ'ত না। কেবল তাই নয়, একই কারণে গৃহিণী রাজনৈতিক স্ত্রীদের বেলায় প্রাপ্ত ফলগুলির কারণে লোক রাজনৈতিক স্ত্রীদের বেলায় লব্ধ ফলগুলি নাকচ হয়ে যেত। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীর বেলায় প্রাপ্ত ফলগুলি নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীর বেলায় এবং সন্ত্রাসবাদী নারীর ক্ষেত্রে লব্ধ ফল বিপ্লবী নারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে বাতিল করে দিত।

www.nagorikpathagar.org

তেমন কিছুই অবদান রাখতে সক্ষম হবে না। অন্য কথায়, মেয়েদের বা নারীদের কাছে রাজনীতি বৈশিষ্ট্যময়, আকর্ষণীয় ও মুখ্য হয়ে উঠতে পারে ; তবে ওরা যদি একটা সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে না তোলে তাহ'লে রাজনীতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যময় আকর্ষণ তাদেরকে রাজনীতি জগতে জড়িত করতে পারে না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ পুরুষ মধ্যস্থ অবলম্বন ছাড়াই স্বাধীনভাবে মেয়েদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সম্ভাবনা সম্পর্কে নারীকে সজাগ, সচেতন করে তোলে। আমরা অবশ্য একথাও বলি যে, একটি মেয়ে উল্লিখিত বিকাশ স্তরগুলির ১, ২ ও ৩ নং পর্যায় সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে পারলেও তারপরেই দেখতে পায় যে, রাজনীতিতে মেয়েদের সাফল্যের সুযোগ কার্যত অনুপস্থিত, আর যা-ও বা আছে তা-ও একান্তই সীমিত।

বিকাশের উল্লিখিত চারটি পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তির (নারীর) জীবনকে অনুদৈর্ঘিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। প্রথম দুই পর্যায়ের জন্য শৈশবের সামাজিকীকরণকে, বিশেষ করে, আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও বয়স্ক অবস্থার পুনঃসামাজিকীকরণের সম্ভাব্যতাকেও আমরা নাকচ করি না। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ জন নারীর জীবনীর বুনিয়াদে আমরা মনে করি যে, বয়স্কদের বেলায় লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের পুনঃসামাজিকীকরণের ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন এবং ঐ পুনঃসামাজিকীকরণের দিক-নির্দেশনা যা-ই হোক না কেন খুব কমক্ষেত্রেই তা সফল। মেয়েদের জন্য লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ ও ব্যক্তিগত স্বনিয়ন্ত্রণ চেতনালাভ এত নিবিড়ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত যে, নারীর মাঝে একটি সক্রিয়তাবাদী, স্বাধীন আদর্শকে সম্পূর্ণত দমন করা হ'লে তার পরিণতিতে প্রায় স্বতঃক্রিয়ভাবেই ঐ নারীর জীবন পরিসর একটা সীমিত চৌহদ্দিতে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে এবং জীবন পরিসর সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত জীবন পরিসর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জন, বিশেষ করে, লোক/ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রসরমান জীবন পরিসর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অন্যান্য উপায় অর্জনের সুযোগ সঙ্কুচিত হবে।

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ জন নারীর জীবন বৃত্তান্তের নানা উপাত্তে সফল নারীর সমাজিকীকরণের চার পর্যায় মডেলটি সমর্থিত হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। কেবল প্রাপ্তবয়স্ক আচরণের প্রেক্ষাপটেই নয় বরং গৃহিণী, লোক বা সফল রাজনৈতিক নারী উল্লিখিত চার পর্যায়ের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার কতগুলি পর্যায় অতিক্রম করেছেন সেই প্রেক্ষাপটেও একটি ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী হিসেবে গৃহিণী নারী, এমনকি, ১নং পর্যায় অবধিও পৌঁছুতে পারে নি। গৃহিণী নারীদের মাঝে সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে ওঠে নি। লোকনারীদের মাঝে অধিকতার সক্রিয়তাবাদী আদর্শ গঠে উঠলেও তাঁদের আগে তাঁদের মায়েদের মতই রাজনীতিতে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে অংশীদার হওয়ার জন্যে তাঁদের মাঝে প্রয়োজনীয়ধরণের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ও সেজন্য প্রয়োজনীয়

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত, নারী ও রাজনীতি সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ সমীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এই গবেষণার তাৎপর্য কি কি? আমাদের ধারণাগত উপস্থাপনা পদ্ধতিবিজ্ঞান কি প্রতিশ্রুতিময়? অর্থাৎ ভবিষ্যতে ব্যাপক পরিসরে এর প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে কি? আমাদের গবেষণায় লব্ধ ফলাফলগুলি ও পরিস্থিতিগুলি কি একজন নমুনা রাজনৈতিক নারীর মধ্যেও লক্ষ্য করা সম্ভব হবে যার ফলে আমাদের গবেষণা অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীলতার দাবীদার হতে পারে? সম্পর্কিত যেসব ক্ষেত্রে গবেষণা চলছে সেইসব গবেষণায় আমাদের পদ্ধতি কতখানি তাৎপর্য ধারণ করে?

সবশেষে, ছত্রিশ জন নারীর বিকাশ সম্পর্কিত আমাদের এই গবেষণা লোক-নীতি সম্পর্কে কি কোনও আভাস সূচিত করে? আমরা যদি ধরে নিই নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কাম্য, তাদের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক জগতকে মূল্যবান মাত্রা দিতে পারে আর তাই রাজনীতিতে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা উচিত, তাহ'লে এই গবেষণা কি এমনসব নীতি গ্রহণের পরামর্শ — প্রস্তাব দিতে পারে যা এগুলিকে উৎসাহিত করবে? আমরা স্পষ্টতঃই নীতির ক্ষেত্রে কোনও বড়রকমের পরিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে সক্ষম নই, তবে আমাদের বিশ্বাস, এই সমীক্ষার লব্ধ ফলগুলি মেয়েদের সামাজিকীকরণের প্রশ্নে নিঃসন্দেহে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছে যা বিবেচনার যথার্থ দাবী রাখে।

আমাদের তত্ত্ব-কাঠামো সম্পর্কিত উপসংহার

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আমাদের তত্ত্বকাঠামোটি বিকাশের চারটি স্তর বা পর্যায়ের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, শিশুকে অবশ্যই একটা সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ নারীকে (শিশুকে) অবশ্যই স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে জীবন পরিসর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্প্রসরমান জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অধিকারী হতে পারেন ; তৃতীয়ত, তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিকে অবশ্যই বৈশিষ্ট্যময়/ মুখ্য হয়ে উঠতে হবে, এবং চতুর্থত, জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণের প্রয়াস অবশ্যই পর্যাপ্তভাবে পুরস্কৃত এবং রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি বজায় রাখার ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণার জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা অবশ্যই যথেষ্ট ফলদায়ক হতে হবে। আমাদের তত্ত্বের শর্তানুযায়ী, উল্লিখিত পর্যায়গুলি অবশ্যই ক্রমান্বয়ে অতিক্রান্ত হতে হবে। অর্থাৎ, ২নং পর্যায় সম্ভব হয়ে ওঠার আগে অবশ্যই ১নং পর্যায়ের শর্তগুলি সাফল্যের সঙ্গে পূরণ হতে হবে। আর পর্যায়-পরিক্রমার ধারা — বিন্যাসের বিপরীত কিছু ঘটলে স্বাধীন রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে তা

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গবেষণার তাৎপর্য

বিশেষায়িত উচ্চস্তরের রাজনৈতিক ভূমিকায় নারীদের সামাজিকীকরণ সম্পর্কে চলতি চিন্তাধারা তথা সাধারণ মানুষ ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রচলিত চিন্তাধারার পুনঃধারণায়নের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের এই সমীক্ষা-উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সনাতন রীতি-ঐতিহ্যে নারী হওয়ার কারণেই শুধু তাদের যেসব ভূমিকায় যাওয়ার পথ রুদ্ধ ছিল সেইসব প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকায় সাফল্য অর্জন করতে মেয়েরা কেমন করে সামাজিকীকৃত হয়েছে আমরা সে আলোচনা করেছি। আমাদের পদ্ধতিটি ছিল অবরোহ ও আরোহ উভয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণ। আমরা এটা অনুসরণ করেছি এই আশায় যে, রাজনৈতিক উঁচুমহলের নারী সদস্যদের সত্যিকারের জীবন পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে সব অনুমিত সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বনির্মাণ প্রয়াসে নিযুক্ত সেই সম্ভাব্য অনুমিত সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বগুলি অধিকতর বিদগ্ধ ও শানিত হয়ে উঠবে।

উপসংহার ও সংক্ষিপ্ত জীবনীর আকারে আমরা তিনটি প্রধান বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। প্রথমত, আমরা যে, রাজনৈতিক উঁচুমহলের নারীদের সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত মডেল তত্ত্বটি দিয়েছি তা সমীক্ষাধীন এই ৩৬ জন নারীর বাস্তব জীবনের কর্মতৎপরতা, প্রেষণা ও আচরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কতটুকু অর্ন্তদৃষ্টি দান করেছে? এছাড়াও, তাত্বিক পর্যায়ে যে আদর্শ টাইপগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলির জন্য আমরা কী এই মাটির পৃথিবীতে যাচাই-প্রয়োগ-প্রমাণযোগ্য কোনও বাস্তব নমুনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পেতে সক্ষম হয়েছি? এই নারীদের জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে কী অনেক বাস্তব পার্থক্য আছে যা ব্যাখ্যায় সাহায্য করবে — কেন তারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়েছে বা হয় নি কিংবা তাদের কাছে রাজনীতির শৈলী, তীব্রতা ও বৈশিষ্ট্যময় আকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হবে? সংক্ষেপে, আমাদের সমীক্ষাধীন ৩৬ জন নারীর প্রাপ্তবয়স্ক রাজনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা আমাদের মডেল (নমুনা) তত্ত্বটি থেকে পাওয়া যায় কি না?

www.nagorikpathagar.org

আমরা পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের তত্ত্বের একটি ৪নং স্তর রয়েছে। এই স্তরের শর্ত হচ্ছে, একজন মানুষকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ তৎপরতা বজায় রাখতে হ'লে তার জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনীতিতে সফল অংশগ্রণের একটা ইতিহাস-ঐতিহ্য অবশ্যই থাকতে হবে। রাজনৈতিক নারী বিকাশের জন্য বিকাশের ৩ ও ৪ নং স্তর গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বিকাশের ১ ও ২ নং স্তর দুটি অনেক অনেক বেশি জরুরী। তরুণ বয়সে বিকাশের ১ ও ২ নং স্তর ডিঙ্গিয়ে পুনঃসামাজিকীকরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত কর্মকর্তা হতে পারলেও ঐ ধরনের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুনঃসামাজিকীকরনের নজির খুবই বিরল। আর আমাদের এই গবেষণায় মনে হয়, এরকরমটা বাস্তবে পরিণত হতে হ'লে প্রায় অলৌকিক শর্ত হিসেবে একজন নারীর স্বামীকে রাজনৈতিক পদে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় প্রাণ দিতে হবে। আর স্বামীর মৃত্যুর পর ধরা যাক, কয়েক বছর লাগবে। ঐ ক'টি বছর উত্তীর্ণ হবার পর বিধবাটি তাঁর খোদ নিজের ও তাঁর নির্বাচনভিত্তিক পদলাভের সমূহ সম্ভাবনাটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য এ ধরণের পুনঃসামাজিকীকরণের ফলশ্রুতিতে জাতীয় রাজনৈতিক অভিজাতমহলে নারীর অনুপাত যেমন বৃদ্ধি পারে না তেমনি বর্ধমান সংখ্যায় নারীপ্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টেরও সৃষ্টি হবে না।

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে ও তা কার্যকর করা হয়েছে। তাই ওরা সীমিত ও সাময়িক ধারনায় রাজনৈতিক কার্যসম্পাদক মাত্র। তদের পুনঃসামাজিকীকৃত হওয়ার কোনও বিকল্প বা উপায় ছিল না। গৃহিণী অরাজনৈতিক নারীদের কর্মক্ষেত্রেই তাদের জীবন পরিসরের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদা ও চেনতা অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে কম ছিল। লোকনারীরা গৃহিণী নারীদের তুলনায় পরিবারিক পরিবেশে তাদের নিজ অস্তিত্বের ওপর অধিক ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিলেন কিন্তু তাঁরা আবার গৃহিণী নারীদের মত জীবন পরিসর সম্প্রসারণের সামর্থ্য ও প্রলক্ষসমূহ অর্জন করবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না।

ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারীদের কাছে গোড়ার দিকে রাজনীতি মুখ্য হয়েছে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাবা-মা, বিশেষ করে, বাবার সঙ্গে তাঁদের আলাপ-আলোচনার পটভূমিতে। তবে একাধিক জনগোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে ভূমিকার অধিকারী। আর সেজন্যই কেউ দাবী করে বলতে পারেন না যে, কোনও একটি সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা বা সামাজিকীকরণের বাহন অন্য একটি বাহনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী নারীরা সাধারণত নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের চেয়ে মোটামুটি সামাজিক ঘটনারলীতে অধিকতর প্রভাবিত হয়েছেন ; তবে তাঁরাও যে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক প্রভাবে পড়েন নি এমনও নয়।

নারীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত আমাদের তত্ত্ব মডেলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে আমাদের ভাষ্য অনুযায়ী সনাতন গৃহিণী নারী ও আমরা যাদেরকে রাজনৈতিক স্বার্থ ও তৎপরতার প্রতি সর্বাপেক্ষা আত্মনিবেদিত বলি সেই ধরনের নারীদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় সাদৃশ্য বজায় থাকতে লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের বিশ্লেষণের অগ্রসর স্তরে এটা পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, আমাদের সমীক্ষাভুক্ত সন্ত্রাসবাদী নারীরা বেশ সনাতনভাবে সামাজিকীকৃত হয়েছিলেন। আর এও মনে হয় যে, তাঁদের সহিংস কাজগুলি আসলেই মূলত একদিকে যেমন হতাশা ও সামর্থ্যহীনতাসঞ্জাত অন্যদিকে আবার গভীর রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত। এই নারীরা দৃষ্টত সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু ঐ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও যোগ্যতা কখনও অর্জন করতে পারেন নি। পরিশেষে, আমাদের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের সঙ্গে বিপ্লবী নারীদের সবচে' বেশি মিল রয়েছে তাদের উভয়ের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় ; আর গৃহিণী নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের পটভূমিকার মিল সবচেয়ে বেশি। এই যে রায় — সুনিশ্চিতভাবেই আমরা কিন্তু আমাদের গবেষণার প্রারম্ভে আশা করি নি।

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা নয় বরং সঙ্গীসাথী, এমনকি, শিক্ষকদের রাজনৈতিক আলোচনাও নিশ্চয়ই এই ধারণাকে যৌক্তিকতা দিতে সহায়ক হয়েছে যে, রাজনীতি কেবল মেয়েদের আগ্রহের ক্ষেত্র হতে পারে না, হওয়াটাও উচিত নয়। বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান থেকে একজনের জীবন পরিসরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সমাবেশ ও যারা বা যে প্রতিষ্ঠানগুলি নারীদের জন্য রাজনীতির গুরুত্বকে তুলে ধরবে — এমন কাকতালীয়তা অত্যন্ত বিরল।

এখানে আবারও জোর দিয়ে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেসব মেয়েরা রাজনৈতিক বিকাশের ১নং স্তর (সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ বিকাশ) ও ২নং স্তর (সম্প্রসারিত জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার চাহিদার ও সামর্থ্যের বিকাশ) সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে পারে নি তারা ৩নং স্তরে (রাজনৈতিক মুখ্যতাবোধের উপলব্ধি) উত্তরিত হ'লে তাদের সেই রাজনৈতিক মুখ্যতা নাগরিক দায়দায়িত্ববোধের স্তরে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট নারীরা ভোট হয়তবা দিতে পারে কিন্তু তাই বলে সরাসরি, স্বাধীন, আশু পদক্ষেপের মাধ্যমে ওদের প্রভাব প্রতিপত্তি করতে চাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমনকি, ওরা রাজনৈতিক অংশীদার হবার জন্য সুনির্দিষ্ট দাবীও জানাবে না।

উপসংহার

রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা ও রাজনৈতিক অংশীদারী একজনের জীবন পরিসরের ওপর তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের চাহিদা ও সামর্থ্যের ফলশ্রুতিতে বিকশিত হয়। এ অধ্যায়ে এই অভিমতের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী ও বিপ্লবী নারীদেরই এমন অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যার সুবাদে তারা তাদের জীবনের ওপর অধিকতর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের অধিকারী হতে পারত। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটিকেও জীবন পরিসরের আওতাভুক্ত করার মত জীবন পরিসরের সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য অর্জনের সম্ভাবনাও এই নারীদের সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। রাজনীতির জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা গড়ে তোলার ব্যাপারে তারুণ্যে নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীরা নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের বেলায় এই ব্যর্থতার অর্থ তারা তাদের বয়প্রাপ্ত অবস্থায় এক মন্থর ও কষ্টসাধ্য পুনঃসামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে কার্যকর রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য। ভেরা জাসুলিচ ছাড়া আর কোনও সন্ত্রাসবাদী নারী রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। বেশীরভাগ সন্ত্রাসবাদী নারীকেই তাদের ২২।২৫ বছর বয়সের মধ্যে সহিংসতার জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া

www.nagorikpathagar.org

চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত সফল রাজনৈতিক নারীদের বেলায় আমরা উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হ'লেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুরুজন সান্নিধ্য যে রাজনৈতিক মুখ্যতা বিকাশে অবদান যোগায় এমন সম্ভাবনা খুবই প্রবল। আমরা জানার চেষ্টা করেছি, মেয়েদের জন্য যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গতানুগতিক বিবেচনা করা হয় সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তার চেয়ে অধিকতর রাজনৈতিক পরিবেশসম্পন্ন ছিল কি না। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারীদেরই এ ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর নারীদেরই অন্যান্য গোষ্ঠীর নারীদের তুলনায় অনেক ঘন ঘন ও বেশি করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। এই নির্বাচিত / ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের সামাজিকীকরণের খোদ প্রক্রিয়াটি সুনিশ্চিতভাবেই গৃহিণী, লোক, নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে একান্তই ভিন্ন।

বিপ্লবী নারীদের বেশিরভাগই সাধারণত গভর্ণেসদের দ্বারা লালিত-পালিত ও শিক্ষিত বলে ওদের ব্যাপারে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব না হলেও, ওদের জীবনীসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ওদের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার বেলায় গুরুজন গোষ্ঠীর সদস্যদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। প্রায় সকল রুশ বিপ্লবী নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীই তাদের শেষ তারুণ্যে এসে ছাত্র বা শ্রমিক সমীক্ষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের বিবেচনায় নারী-পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাঁরা আরও যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে, সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) সক্রিয় হওয়া উচিত। নারী-পুরুষ সকলকেই সমাজ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। রোজা লুক্সেমবার্গ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল ইহুদী ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়ত। ওরা ছিল ঘোর রুশ ও সরকার বিরোধী। লেবাননের বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদদ্যালয়ে হালিদা এদিবের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছিল গুরুজন সমতুল্যদের সাথে। অ্যাঞ্জেলা ডেভিসও জোর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করতেন।

রাজনৈতিক মুখ্যতা সৃষ্টিতে সঙ্গীসাথী গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রভাবের ধাঁচটি মূলত এই সমীক্ষায় ইতিপূর্বে প্রদত্ত ধাঁচেরই অনুরূপ। বিপ্লবী নারী ও রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের কাছে রাজনীতি নানাভাবে মুখ্য হয়ে ওঠে। স্পষ্টতই নানা সূত্র থেকে মুখ্যতা গড়ে উঠেছে। এই নারীদের অধিকাংশই তরুণী বয়সে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, কিংবা সঙ্গীসাথীদের মধ্যেই কেবল নয়, গৃহে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনায়, চিন্তা-ভাবনায় উৎসাহিত হতেন। কেবল বাবা-মায়ের

www.nagorikpathagar.org

তাঁর কাছে, তাঁর আবেগানুভূতিতে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায়দের বিরুদ্ধে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্যের বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে।

লা পাসিওনারিয়া শৈশবে রুগ্ন ছিলেন। আর তাই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন অফিস ও জেলের পাশে একটি বিদ্যালয়ে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই স্পেন সরকারের অত্যাচার-নিপীড়ন ও প্রায় সকল শ্রমিকের অমানুষিক কাজের পরিবেশ সম্পর্কিত কথাবার্তা তাঁর কানে আসত। তাঁর স্মৃতিতে তিনি বাবাকে কয়লা খনির ঠাণ্ডা, বুক পানিতে দাঁড়িয়ে কাজ করতে দেখে ক‌খানি ব্যথা পেয়েছিলেন সেকথা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর বাবার এ অমানুষিক দুঃখ-যাতনার কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আপন হয়ে ওঠে। বস্তুত, তাঁর মা-ও এ ধরণের সমস্যারই শিকার ছিলেন।

বাবার জমিদারীর আইরিশ প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্কের কারণে কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনায় রাজনীতি গোণে ও মার্কিয়েভিজের কাছে বিশেষ তাৎপর্য তথা মুখ্যতায় প্রতিভাত হয়। তাদের দু'জনেরই শৈশবে জমিদারীর বিশেষ বিশেষ জমির ভিটেমাটি ও আবাদী ক্ষেত থেকে আইরিশ প্রজা তথা নারী-পুরুষ-শিশুকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে তাদের ঐ ভিটেমাটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ছিল প্রথা। এই ধরণের সহিংস ঘটনায় বহু প্রজা নিহত হ'ত আর প্রায় সকলেরই দুর্ভোগের একশেষ হ'ত। অবশ্য এই দু'ই মেয়ের বাবা-মায়েরা এ ধরনের নীতিতে সায় দিতেন না বরং তাঁরা নিজেরা ঐ নীতি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। তাঁদের কন্যারা বন্ধুপ্রতিম চাষীদের সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। শৈশবে তাদের অনুভূতির সংবেদনশীলতাসূচক তৎপরতা ও বৃটি, নীতির বিরোধিতার মধ্যে স্পষ্টত তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের কার্যকলাপের সিংহভাগ আভাস নিহিত।

এ থেকে পরিস্কার যে, এইসব শিশুর জীবনে এইসব রাজনৈতিক ঘটনা ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি তাদের ইতিবাচক অনুভূতির পরিবর্তে বরং নেতিবাচক চেতনার জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে, রাজনীতি তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে রাজনীতির মধ্যে নিগ্রহ বা সাজার সম্ভাবনার কারণে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রাথমিক জীবনের সঙ্গে এসব দৃষ্টান্তের মিল থাকায় এটা উল্লেখ সার্থক যে, তাঁর বাবা তাঁর সাফল্যজনক কর্মবৃত্তি তথা রাজনীতির চূড়ান্ত পুরস্কার হিসেবে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। সরকার বদলের ফলে রাজনীতির মুখ্যতার কারণ শাস্তি-নিগ্রহ থেকে পুরস্কার হয়ে ওঠে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীসাথী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক মুখ্যতা

গুরুজনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশও রাজনৈতিক মুখ্যতা সৃষ্টির উৎস হতে পারে। অনেক বিদ্বৎজনের মতে সামাজিকীকরণের এই দুই শক্তি পরিবার প্রতিষ্ঠানের

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারণ করে বলেই মনে হয়। যদি তাঁর বাবা বিরাজমান স্থিতাবস্থা ও কর্তৃত্বগোষ্ঠীর সমর্থক হয়ে থাকেন এবং তাঁর কন্যা তাঁকে বিশেষভাবে ভালোবেসে থাকেন তাহ'লে ঐ কন্যাও ঐ ব্যবস্থা বা শাসনপদ্ধতিকে মেনে নেবেন। যদি তাঁর বাবা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়ে থাকেন ও কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেজন্য সাজা দিয়ে থাকেন কিংবা দেবেন এমন আশঙ্কা করার কারণ থাকে তাহ'লে তাঁর কন্যা তাঁকে বিশেষভাবে ভালোবেসে থাকলে ঐ কন্যা সাধারণত বিরাজমান ব্যবস্থা বা শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা করার জন্য বিপ্লবী হয়ে উঠবে। অন্যকথায়, কারুর বাবার প্রতি আবেগানুভূতিগত আকর্ষণ কিংবা তাঁর সদাশয়তা সম্পর্কিত ধারণা অথবা এই গুণের অভাব কন্যার কর্তৃত্বগোষ্ঠীর সমর্থনের তুলনায় বরং বাবার রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলি গ্রহণ বা বর্জনের সঙ্গেই অধিকতর সম্পর্কিত।

বিশেষ বিশেষ ঘটনার কারণে রাজনৈতিক মুখ্যতা

রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা নারীকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করে কি না সে বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, অন্য কোনও নারীগোষ্ঠীর তুলনায় বিপ্লবী নারীদের বেলায় এই পরিস্থিতি বা ঘটনা বেশি ঘটেছে। মেয়ে ও তাদের বাবাদের সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকালে আমরা এ ধরনের কয়েকটি নমুনা পরিস্থিতি বা ঘটনার উল্লেখ ইতিমধ্যে করেছি। কোলোনতাই বুলগেরীয় সংবিধান সংক্রান্ত ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তুরস্কের প্রাশ্চাত্যকরণ প্রয়াসে হালিদা এদিবের জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে তবে সেগুলির সঙ্গে বাবাদের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত কম সরাসরি।

ইহুদী পরিবার থেকে আগত তিন মেয়ে ঃ ব্রয়ডো, লুক্সেমবার্গ ও মেয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হতে পেরেছিলেন একারণে যে, সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবস্থা — বিধান অনুযায়ী তাঁদের মত ইহুদী পরিবারগুলিকে এক একটা নির্ধারিত এলাকায় বাস করতে হ'ত আর ঐ পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের নির্ধারিত বিদ্যালয়গুলিতে পড়তে হ'ত। ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্য স্বৈরাচারী রুশ কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক আচরণ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে এই নারীরা অবহিত ছিলেন। তবু এটা স্পষ্ট যে, ঐ ধরণের অবগতি সঙ্গত রাজনৈতিক আচরণ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত নয়।

অ্যাঞ্জেলা ডেভিস শিশুকালে এক মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এক গীর্জায় বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও আরও কয়েকজন কৃষ্ণকায় শিশু ঐ ঘটনায় প্রাণ হারায়। তিনি এ ঘটনায় মানসিক আঘাত পান। আর স্পষ্টতই এ কারণেই

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টত এটা পরিস্কার যে, রাজনীতি সম্পর্কে ব্যক্তিস্পর্শমাখা আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট তরুণীর ওপর ও তাঁর জীবনের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব রাজনৈতিক নারীর বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের জীবনীগুলিতে আলোচনাগুলির যে প্রকৃতির আভাস রয়েছে তা থেকে মনে হয়, বিমূর্ত, অথবা বিদগ্ধ আলোচনা ছোট মেয়েদের কাছে রাজনীতিক জোরদারভাবে মুখ্য হয়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত নয়। আরও গবেষণার দরকার।

বাবা-মায়ের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা বা ঘৃণার কারণে রাজনৈতিক মুখ্যতা

সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল সমীক্ষাপাত্র মেয়েরই তাদের বাবা কিংবা মায়ের সঙ্গে বিশেষ ভালোবাসা, আকর্ষণ কিংবা ঘৃণা, বিকর্ষণের সম্পর্ক ছিল না। আমরা আশা করব, যে বাবা-মায়ের কাছে রাজনীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁদেরকে তাঁদের সন্তান বিশেষ ভালোবেসে বা ঘৃণা করে থাকলে সেই সন্তানের (মেয়ের) কাছে রাজনীতি অধিকতর মুখ্য হয়ে উঠবে। চিশল্ম, থ্যাচার ও ডেভলিন— এই তিন নারী ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক নারী। মনে হয়, এঁরা তাঁদের বাবাদের বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। তাঁদের বাবারা রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের ও অন্যদের জীবনে এর প্রভাব নিঃসন্দেহে তাঁদের মেয়েদের জন্য রাজনীতির মুখ্যতাকে তীব্রতর করেছে। বিপ্লবীদের মধ্যে কোলোনতাই, এদিব, গোণে ও ব্রেশকো-ব্রেশকভস্কায়া তাঁদের বাবাকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ভালোবাসা দৃশ্যত ঐ মেয়েদের কাছে রাজনীতির মুখ্যতাকে তীব্র করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। পেরভস্কায়া তাঁর মাকে তীব্রভাবে ভালোবাসতেন, বাবাকে প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর বাবা বস্তুত ছিলেন রুশ জারদের এক অধঃস্তন পুরুষ। বিভিন্ন সময়ে তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গের গভর্ণর জেনারেল হওয়াসহ শীর্ষ স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তার পদে আসীন ছিলেন। আর এর ফলে তাঁর মেয়ে রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। পেরভস্কায়া রুশ জার ২য় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এই হত্যার প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর পিতার প্রতি প্রবল ঘৃণার আবেগানুভূতি জড়িত — এমন মনে করার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বাবার প্রতি কন্যার বিশ্বাস ও আস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশেষ ভালোবাসা ও ঘৃণার এই চলক সম্পর্কিত যেসব উপাত্ত আমাদের হাতে রয়েছে সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীর কর্তৃত্ব গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন ও ঐ গোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যানের কোনও সাধারণ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এখানে উল্লিখিত নজিরগুলির বেলায় বাবার জন্য ভালোবাসা ও প্রশংসায় কন্যা তার বাবার বিশ্বাস ও মতামতকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করবে কি না করার চেষ্টা করবে তা

www.nagorikpathagar.org

পুরুষদের মত রাজনীতিতে আগ্রহী নয়। অ্যালিলুয়েভার মধ্যে যে ধরণের রাজনৈতিক মুখ্যতার চেতনা বিকশিত হয় তা সাধারণতঃ একটি মেয়েকে রাজনীতিক পুরুষ যেমন, স্তালিনের মত পুরুষ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। অ্যালিলুয়েভা স্তালিনকে বিয়ে করেছিলেন।

লোকনারী শ্রেণীভুক্ত ক্লেমেন্টাইন চার্চিল ও নাদেঝ্‌দা ক্রুপস্কায়ার সাথে তাঁদের বাবা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন তবে, কিছু পাঠক জেনে বিস্ময় বোধ করবেন যে, এলিনর রুজভেল্ট এই দুই নারীর শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। এর কারণ, তাঁর জীবনীর তথ্য ও উপাত্তগুলি থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর ১৫/ ১৬ বছর বয়সে লণ্ডনে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত রাজনীতি কেবল পুরুষের এখতিয়ার — এমন বিশ্বাসই তাঁর সমসাময়িক সমাজে প্রচলিত ছিল। থিয়োডোর রুজভেল্টের কার্যকলাপের কথা পরিবারে আলোচনা হত তবে সে আলোচনা হ'ত মূলত তিনি আত্মীয় বলেই — এলিনর রুজভেল্ট কিংবা তার বাবা - মায়ের কাছে রাজনীতি অত্যন্ত জরুরী বা প্রাসঙ্গিক বিষয় সেই হিসেবে নয়।

ক্লেমেন্টাইম চার্চিলের দাদী ও ফুফুরা তাঁর সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। অধিকাংশ রাজনৈতিক নারী যে ধরনের আলোচনায় শরীক হয়েছিলেন সেগুলির তুলনায় ক্লেমেন্টাইনের ঐ আলোচনার প্রকৃতি অধিকতর অধরা বা বিমূর্ত। তাঁর মা বা বাবা কেউই তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস বা কার্যকলাপের জন্য পুরস্কৃত কিংবা নিগৃহীত হন নি। উল্লিখিত আলোচনাগুলি এমন প্রকৃতির নয় যেগুলি ছোট বালিকা হিসেবে ক্লেমেন্টাইন চার্চিলের পক্ষ থেকে ব্যক্তি-স্পর্শমাখা সাড়া সৃষ্টি হওয়ার কথা। যাদের বাবা এবং অথবা মা বাস্তবিকপক্ষেই ঘটনার কারণে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাদের থেকে ঐ পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত ভিন্ন।

ক্রুপস্কায়ার ব্যাপারটি বিপ্লবী নারী ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক নারীদের সঙ্গেই অধিকতর তুলনীয়। তাঁর বাবা তাঁর সমসাময়িককালের তুলনায় কিছুটা চরম বামপন্থী ছিলেন। তিনি অনুমোদিত রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত — এই সন্দেহের কারণে তাঁকে সরকারী চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যদিও ক্রুপস্কায়া তাঁর বাবা আসলে কী ধরনের কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন সে বিষয়ে তেমন বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেন নি তবুও মনে হয় ঐ রকম ভাল একটা সরকারী চাকরি থেকে বাবাকে বাধ্যতামূলকবাবে অপসারণ করার কারণে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও বেশি করে তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। আর এ কথাও ঠিক, সকল লোকনারীর মধ্যে তিনিই তাঁর গোটা জীবনে সবচেয়ে বেশি একটানা রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তাঁদের কাজে এমন একটিমাত্রও রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করতে পারেন নি যে কাজের জন্য তাঁদের শেষপর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়। গৃহিণী নারীর বেলায় অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় সামাজিকীকরণ স্তরগুলির ধাঁচেরই অনুরূপ ধাঁচ সন্ত্রাসবাদী নারীদের ক্ষেত্রেও পুনরাবর্তিত হতে লক্ষ্য করা গেছে। তবে একটি মাত্র বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, একান্ত পরিবারিক চৌহদ্দির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী নারীদের একটি সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ বিকশিত হয়েছে। বাস্তব তাগিদের নিরিখে বরং এটাই প্রত্যাশিত যে, সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েরা এমনসব তৎপরতায় নিয়োজিত হবেন যেগুলিকে মেয়েদের জন্য ঐতিহ্য-বহির্ভূত ব্যতিক্রম তৎপরতা বলা যায়। সন্ত্রাসবাদী নারীরা তাঁদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চেতনার কারণেই সনাতন নারীর কর্মক্ষেত্রের বাইরের ক্ষেত্রে সক্রিয় হন নি।

সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের সঙ্গে গৃহিনী নারীদের (এবং নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীগোষ্ঠী) মায়েদের যে মাত্রায় সাদৃশ্য খুবই বেশি আমরা সে মাত্রাটির পরিচিতি বা লেবেল দিয়েছি 'পরিবারের বাইরে স্বাধীনতা'। আসলে তাদের ঘরে বা বাইরে কোথাও স্বাধীনতা ছিল না। অবশ্য নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের মায়েদের থেকে তাদের পার্থক্য এখানেই যে, তারা সাধারণত পরিবারের স্বামীর হাতে নির্যাতিত ছিলেন ও তাঁদের ভূমিকার জন্যে তাঁদের কোনই মর্যাদা দেওয়া হত না। আমাদের তত্ত্বের ২য় পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী নারীদের স্কোর' গৃহিণী নারীদের স্কোরের মতই নিম্ন ছিল। তাঁরা কখনও তাঁদের জীবন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে বা হবে না — এমন বিশ্বাস গড়ে তুলতে তারুণ্যে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা হয় নি। তাঁদেরকে এমন দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অধিকারীও করা হয় নি যা তাঁদের জন্য উল্লিখিত বিকল্পকে সম্ভব করে তুলতে পারত। অসনাতন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের বুনিয়াদসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সন্ত্রাসবাদী নারীদের আপাত পরস্পরবিরোধী নানা দাবীর মোকাবেলা করতে হয়। আকাঙ্খার দিক থেকে অসনাতন নারী হ'লেও, অসনাতন জীবনের চাপ মোকাবেলায় অক্ষম এই নারীরা বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এইসব তৎপরতা দৃশ্যত ও প্রধানত ঐ নারীদের রুদ্ধ আবেগ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ব্যক্তিগত হতাশার শেষাবধি লোকবিষয়ে গতি হওয়ার মধ্যে এই গোষ্ঠীর নারীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অবশ্য আমাদের ব্যক্তিবিকাশ তত্ত্বে যেমন, তেমনি যে কোনও ফ্রয়েডীয় বা ল্যাসওয়েলীয় তত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী নারীদের জীবনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিকপক্ষে যেহেতু আমরা বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক আচরণের পার্থক্য চিহ্নিত করতে ও ঐ পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যায় কারণিক সূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম সেহেতু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আমাদের তত্ত্বটির অত্যন্ত ব্যাপক প্রাসঙ্গিকতা ও সম্ভাবনা রয়েছে। যেসব আচরণে সমাজ পরিবর্তন ঘটে অথবা ঘটে না সেইসব আচরণ ও সামাজিক ধাঁচ ও ধারা রক্ষণাবেক্ষণের অবশ্যই ব্যাখ্যা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের তত্ত্বটি এ ধরণের অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষার জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন করেছে।

লোকনারী

লোকনারী/ রাজনৈতিক স্ত্রী শ্রেণীর নারীদের মাঝে মায়ের ভূমিকা মডেলের তারতম্যের গুরুত্বটি উন্মোচিত হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, রাজনীতিকদের স্ত্রীদের মায়ের বা গৃহিণী নারীদের মায়েদের থেকে ভিন্ন হওয়ার চেয়ে বরং অনেকখানি অনুরূপই হবে। ফলে, গোড়ার দিকে কী মাত্রায় এই দুই শ্রেণীর নারীর মায়েদের পার্থক্য একটি প্যাটার্ণ বা ধাঁচ গড়ে তোলে আমরা সে বিষয়ে জ্ঞাত ছিলাম না। গৃহিণী নারীদের মায়েদের তুলনায় পরিবারিক পরিমণ্ডলে লোকনারীদের মায়েদেরই সমান অংশীদার বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। লোকনারীরা তাদের জীবন পরিসরের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে থাকে। আর এই বাড়তি নিয়ন্ত্রণ প্রধানত পরিবারিক পরিমণ্ডলেই অনুশীলিত হয়। তবে এক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে সংশ্লিষ্ট কন্যার পক্ষে (নারীর) অনুকরণ করার মত একজন নারীচরিত্র থাকেন যিনি নিস্ক্রিয় নন যদিও প্রধানত তিনি আনুগত্যশীল না হ'লেও খোদ পরিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত নেওয়া হয়।

গৃহে মায়ের বৃহত্তর স্বাধীনতার প্রায় সবটুকুই নিবিড়ভাবে বাবার প্রত্যাশাসমূহের পরিবর্তিত ধাঁচ বা প্যাটার্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মায়েরা আপাতদৃষ্টে বৃহত্তর জগতের প্রেক্ষাপটে একটা গুরুত্ববোধকে প্রশমিত করার জন্যে ঘরোয়া পরিমণ্ডলে আধিপত্যের চাহিদা অনুভব করেন না। এতদসত্ত্বেও কন্যার জন্য মা ও বাবার সম্পর্কটি এই প্রত্যাশাকে পাল্টে দেয় না যে, নারী ও রাজনীতির বৃহত্তর জগতের মধ্যেকার প্রধান সম্পর্কসূত্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে একজন পুরুষ কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে স্বামীর মধ্যস্থতায়। এই কন্যারা (নারীরা) বয়স্ক জীবনে — যেমন তাঁদের মায়েরা একদিন তাদের বাবাদের মধ্যস্থ মেনে নিয়েছিলেন — তেমনি নিজ রাজনীতিক স্বামীদের মধ্যস্থ মেনে নেবেন। তবে মায়ের মত আশু জীবন পরিসরের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে অনেকখানি বেশি এবং পুরুষদের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা সনাতন নারীর তুলনায় কম হবে।

লোকনারীরা তথা অত্যন্ত লক্ষ্যগোচর এই শ্রেণীর নারীরা তাঁরা নিজেরা কেন তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মবৃত্তি কখনও চান নি তার একটি ব্যাখ্যা তাদের জীবনের মধ্যেই ওতোপ্রোতভাবে নিহিত। যদিও এই নারীদের মায়েদের পরিবারিক গণ্ডিতে তাঁর স্বামীর সমান ভূমিকার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তবু ঐ নারীরাও ছিলেন এমন মা যাদের লোকপরিমণ্ডলে স্বাধীনতার কোনও অভিজ্ঞতাই কার্যত ছিল না। যে প্রশিক্ষণ ও

www.nagorikpathagar.org

নৈপুণ্যে সজ্জিত হলে লোকনারীরা অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতির মত পুরুষ আধিপত্যময় কর্মক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার পেতে পারেন সেরকম একটি প্রত্যক্ষ অনুকরণীয় আদর্শ ঐ নারীদের মায়েরা কখনও হয়ে উঠতে পারেন নি। প্রাপ্তবয়স্ক নারী হিসেবে লোকনারী আগের মতই পুরুষ (স্বামী) মধ্যস্থ-নির্ভর থেকে যান। ওরা তাঁদের জীবন পরিসর লোকক্ষেত্রগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয় এবং তাদের মায়ের তুলনায় তাদের সাফল্যের সীমা বা মাত্রা কেবল এ পর্যন্তই গিয়েই সীমিত। তবে এধরণের বিকাশও তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে অর্জিত সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা স্পষ্টতই তাদের মাঝে পরে গড়ে উঠেছে। আর তাই এর ফলশ্রুতিতে তাঁদের পুরুষ মধ্যস্থবিহীন রাজনৈতিক অংশীদারীতে সাফল্যের পুরস্কার প্রাপ্তির সুযোগ-সম্ভাবনাও একান্তই সীমিত। লোকনারীদের মধ্যে খুব কৃচিৎ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা গড়ে উঠতে লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য বোঝা যায় যে, এই শ্রেণীর নারীদের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বামীর অনুপস্থিতি বা মৃত্যুর ফলে তাদের জন্য প্রাপ্তবয়স্কের যে কাঠামোগত একটা সুযোগ ঘটনাক্রমে উপস্থিত হয়েছে তার ফলেই প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় নবিশীকালে গড়ে তোলা দক্ষতা ও প্রতিভার ব্যক্তিগত প্রয়োগ-ব্যবহার করতে ঐ নারীকে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। যৌবনে লোকনারীরা গৃহিণী নারীদের তুলনায় অধিকতর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই নারীদের অসনাতন লিঙ্গ ভূমিকায় শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ফলে এরা প্রধান নির্বাহীর (রাষ্ট্রপতির) স্ত্রী হিসেবে লোকজীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার সামর্থ্যের যে সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি লোকনারীদের মধ্যে তার সবগুলি উপাদান থাকার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। এদিক থেকে, লোকনারীরা গৃহিণী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের তুলনায় রাজনৈতিক নারীদের অনেক কাছাকাছি।

গৃহিণী নারীর চেয়ে লোকনারী তাৎপর্যপূর্ণভাবেই ভিন্ন। আমাদের বিশ্বাস, এ ধরনের নারীরা কার্যত অধিকতর রাজনৈতিক চেতনা ও আগ্রহসম্পন্ন নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতার ধারাবাহিকতায় এক ক্রান্তিকালীন ভূমিকার প্রতিনিধি। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষের মধ্যস্থতায় নারীর রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়িত ও সেটাই বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠলেও, একবার নারীরা এভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলে ঐসব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ লোকনারীর রাজনৈতিক নারীতে রূপান্তর ঘটে। আমাদের সমীক্ষার লোকনারীরা ছিলেন প্রধান রাজনৈতিক নির্বাহীর স্ত্রী। আর সে কারনেই ঐ রূপান্তর ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান করতে সক্ষম হই নি। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে 'লীগ অব উইমেন ভোটার্স' -এর মত সংগঠনের লোকঅভিজ্ঞতার রূপান্তর কিংবা লোকপদে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য পর্যাপ্তভাবে সুবিকশিত ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা গড়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা কেবল একথাই বলতে

www.nagorikpathagar.org

পারি যে, যেসব নারী এমন পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়েছেন যে পরিবেশ তথা পরিবারের মাঝে তাঁরা নিজেরা এমনসব দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করেন যেগুলি লোক পরিমণ্ডলে অংশীদারীর অনুকূল। তাঁদেরই এসব অভিজ্ঞতাকে একটা রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনায় রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারী

যেসব রাজনীতিকের স্ত্রী লোকনারী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীর জীবনী বেশ কয়েক ক্ষেত্রে অনেকখানি নিবিড়ভাবে মিলে যায়। অন্যান্য উপাদানের বেলায় এ জীবন পটভূমিটি গৃহিণী নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীর জীবনের পটভূমির খুবই কাছাকাছি যে নারী রাজনীতিতে সক্রিয় পুরুষের চাপে, উৎসাহে কিংবা তাঁর মৃত্যুর ফলে রাজনৈতিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং যে নারী ব্যক্তিগতভাবে পরিকল্পনামাফিক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছেন — এই দুই শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমরা এই দুই নারীগোষ্ঠীর উপাত্তগুলি আলাদা করে রাখি। অবশ্য এই দুই গোষ্ঠীর নারীই চূড়ান্ত পর্যায়ে একই রকমের নির্বাচিত নারীর মর্যাদা লাভ করেছে।

মায়ের লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ প্রাপ্তবয়স্ক নারী আচরণের প্রধান নির্ধারক বলে এখানে আবারও মনে হয়। আর যে মাত্রায় নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের সঙ্গে সনাতন মায়েদের সম্পর্ক তা সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। এই গোষ্ঠীর নারীদের মায়েদের সঙ্গে গৃহিণী নারী ও সন্ত্রাসবাদী নারীদের মায়েদের খুবই মিল রয়েছে। এই মায়েরা অন্যান্য লোকনারীর মায়েদের চেয়েও অধিকতর সনাতন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

যেসব নারীর মা তাঁদের স্বামীর মাধ্যমে উচ্চ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যাবলীতে এমন খুব কম বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল যেগুলি আমাদের বিবেচনায় লোকপরিমণ্ডলমুখী সক্রিয়তাবাদী প্রবণতাবৃদ্ধির জন্য জরুরী। এই মায়েরা নিজ নিজ সংসারে যেমন খুব একটা স্বাধীন নন তেমনি লোকপরিমণ্ডলের দিকে পা বাড়াতে হলে যেসব দক্ষতা অর্জন আবশ্যক সেগুলি আয়ত্ত করার ব্যাপারেও তেমন আগ্রহী নন ; ফলে ঐসব মায়েরা তাদের কন্যাদের কাছে সনাতন নারী আদর্শ বা মডেল হিসেবেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। এই মায়েদের স্বাধীনতার মাত্রার মাপটি দৃশ্যত গৃহিণী নারীদের মায়ের চেয়ে কিছুটা বেশি তবে তা লোকনারীদের মায়েদের মত অত উন্নত নয়। নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের একই সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হ'লে আলোচ্য নির্বাচিত কর্মকর্তা নারীদের তুলনায় লোকনারীদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনা আরও সর্বাত্মকভাবে বিকশিত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত ধাঁচগুলি গোড়ার দিকের সামাজিকীকরণ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ও প্রাধান্যের বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অরাজনৈতিক গৃহিণী নারী থেকে তাঁদের রাজনৈতিক স্বামীদের রাজনৈতিক সহায়তাকারী ও পরবর্তী পর্যায়ে নিজেদেরকে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যসম্পাদকে রূপান্তরের জন্য এই শ্রেণীর নারীদের বয়ঃপ্রাপ্তির পর পুনঃসামাজিকীকরণ পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তবে এই পুনঃসামাজিকীকরণের সুবাদেও সংশ্লিষ্ট নারীদের জীবনপরিক্রমার প্রত্যাশিত ধারাকেও তাঁরা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এ থেকে ধারণা করে নেওয়া চলে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনধারা তারুণ্যের জীবনধারার যে মাত্রায় বিপরীত সেই মাত্রার সঙ্গে নবিশীর মেয়াদ সরাসরি সম্পর্কিত। প্রারম্ভিক সামাজিকীকরণ যত সনাতন হবে এই গোড়ার দিকের জীবনধারা কাটিয়ে ওঠার জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত পর্যায়ে পুনঃসামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া অবশ্য আরও কেন্দ্রীভূত বা দীর্ঘায়িত হবে।

এই নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের পিতাদের মনোভাব লোকনারীদের পিতাদের তুলনায় গৃহিণী নারীদের পিতাদেরই অধিকতর কাছাকাছি। এই পিতাদের (পুরুষদের) কাছে তাদের গৃহই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। তারা তাদের চাকরি ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে তাদের একধরণের স্বকীয় অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশের চেয়ে পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের উপায় বলেই মনে করেন।

শিশুকালে নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীদের জীবন পরিসরের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের সম্ভাবনা ছিল কম। পরিবার পরিমণ্ডলে অর্জিত আস্থাকে আরও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত করার সামর্থ্য এদের খুব একটা বেশী ছিল না। আর এরা তাদের রাজনৈতিক স্বামীদের বয়স্ক মধ্যস্থতা ছাড়াও সম্ভবত রাজনৈতিক নারী হয়ে উঠতেন না। 'দরজায় সুযোগ কড়া নাড়ছে' — এটুকু শোনাই যথেষ্ট নয়; বরং এর সম্ভাবনা ও উপকারী ফলশ্রুতিগুলি কী তা বুঝে উঠতে পারার জন্যে কিছু কিছু সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। মধ্যস্থ-নির্ভর/ নির্বাচিতগোষ্ঠীর প্রায় সকল নারীই 'দরজায় সুযোগের কড়া নাড়া' শোনার বৈশিষ্ট্যাবলী ঠিকই অর্জন করেছে তবে তা কেবল ভালভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ওঠার পর।

রাজনীতির ব্যাপারে গোড়ার দিকে তাদের মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি হয় দৃশ্যত তাদের পূর্ণবয়স্ক জীবনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে। তাদের শৈশবের পরিবারে এ ব্যাপারে কোনও প্রাক-প্রস্তুতির অস্তিত্ব কার্যত পরিদৃষ্ট হয় না। স্বকীয় ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত চেতনার অধিকারী এই নারীরা ইতঃস্তত ভাব নিয়ে রাজনৈতিক জগতে পদার্পন করে — যে বৈশিষ্ট্যটি রাজনীতিক পুরুষদের সনাতন স্ত্রীদের বেলাতেও সমান লক্ষণীয়। তাদের কাছে রাজনীতি মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠার ব্যাপারটি স্বামীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উপজাত ফসলমাত্র। তাছাড়া, এই নারীরা যেসব রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হন সেগুলি বরাবরের মতই মধ্যস্থ মাধ্যমেই চলতে থাকে। আমরা মনে করি,

www.nagorikpathagar.org

এটাকে রাজনৈতিক পদে নির্বাচিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা যে সাফল্য অর্জন করেন ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করেন তার কিছুটা ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু প্রায় সকল নারীই তাদের রাজনৈতিক স্বামীর পদে নির্বাচিত হয় — এ ব্যাপারে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ব্যক্তিগত নির্দেশনা নির্ধারণের সম্ভাবনাও কম থাকে। বাহ্যত মনে হয়, তারা নিজেরা পরিস্থিতি তৈরি করার চেয়ে বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাদের বেলা উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনার বিষয়টি বিরলদৃষ্ট ব্যাপার। এই নারীদের আগ্রহ-কৌতূহলের উৎস তাদের রাজনৈতিক স্বামী। প্রায়ক্ষেত্রেই তারা এটাকে তাদের পিতাদের ওপর তাদের মায়েদের নির্ভরতা ও নিষ্ঠার ধারানুসরণের একটা উপায় হিসেবে দেখে থাকে। একই কারণে তারা যেসব মনোভাব ও নীতি-অবস্থান গ্রহণ করে থাকে সেগুলির সঙ্গেও তাদের স্বামীদের মনোভাব ও নীতির অত্যন্ত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই, গোড়ার দিকে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের দাবীর জন্য কর্তত্বগোষ্ঠী যেমন খুব একটা উদ্বিগ্ন বোধ করেন নি, সেই একইভাবে নির্বাচিত/ মধ্যস্থ-নির্ভর নারীর রাজনৈতিক আচরণেও তেমন বড়রকমের কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেননা, এই নারীরা তাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত পুরুষদের 'অবস্থান' গুলির অনুকরণ করে থাকে মাত্র।

সফল রাজনৈতিক নারী : নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠী

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নারীরা এই নারীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই নারীদের সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতা আমাদের সমীক্ষা উদ্ভূত তত্ত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের অধিকারী। কেননা, একমাত্র বিপ্লবী নারীগোষ্ঠী ছাড়া আর কোনও নারীগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই নারীর চার স্তরের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সঙ্গে সুসঙ্গতিসম্পন্ন তথ্যাদি সমীক্ষায় পাওয়া যায় নি। অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই অবশ্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আমাদের সমীক্ষাভুক্ত সাফল্যপ্রয়াসী নারীরাই আমাদের অনুমিত নারী মডেলের সবচেয়ে কাছাকাছি যে মডেল নারীর রাজনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যাদানে সক্ষম। অবশ্য নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে আরও অনুসন্ধান সমীক্ষার দারুণ আবশ্যকতা রয়েছে। তবে আমরা এখানে যেসব অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছি উল্লিখিত বাস্তব জগতের নারীদের জীবনীমূলক নানা তথ্য ও উপাত্তে তার পক্ষে অনুমোদন-সমর্থন মিলেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই সমীক্ষায় যে পরিমাণ নমুনার সন্নিবেশ ঘটেছে সেগুলি যথেষ্ট ব্যাপক নয় কিংবা নারীজগতের জন্য

www.nagorikpathagar.org

পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। তবু আমাদের সমীক্ষাধীন এই নারীগোষ্ঠীর ধাঁচগুলির যে সুসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট।

একজন অল্পবয়স্কা বালিকার জন্য আদি মাতৃভূমিকা আদর্শ — তার মায়ের জরুরী প্রভাব — আলোচ্য শ্রেণীর নারীদের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রবল বৈশিষ্ট্য। এইসব অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের লোকনারীদের খোদ মায়েরাও অনেকখানি কন্যাদের মতই ভিন্নধর্মী লোকনারী ছিলেন। এই রাজনীতি — সফল নারীরা তাদের মায়েদের অনুকরণের মধ্য দিয়ে শৈশবেই পরিবারে একটা সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করে থাকে যে ভূমিকা তাদের মায়েরা একদিন সুনিশ্চিতভাবেই পালন করেছিলেন। এরা এভাবে এমন একটি ধারণায় বিশ্বাসী হয় যে, তারা একইসঙ্গে নারী ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি — উভয়ই হতে পারে। যদি কেউ একথা বলেন যে, এই নারীদের মায়েরাও সম্ভবত তাদের জীবন পরিসরের সম্প্রসারণ এমন ক্ষেত্রাবধি শুরু করেছিলেন যেগুলি চিরাচরিতভাবেই পুরুষের এখতিয়ার বলে এ যাবত চিহ্নিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এই মতের পক্ষে অধিকতর সমর্থন লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় ও সক্রিয়তাবাদী, লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ বিকাশে এ এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

মা মডেলের প্রাধান্যের দিকটি তুলে ধরার জন্য বারংবার এর উল্লেখ বাহুল্য মনে হলেও আমাদের বিশ্বাস, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলেই এ ধরনের উল্লেখের আবশ্যকতা রয়েছে। নিজ জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে যেসব নারী ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনা অর্জন করেছেন তাঁদের অত্যন্ত ছোটবেলার জীবনে তাঁদের সামনে অনুকরণীয় একজন কার্যকর ভূমিকা মডেল (আদর্শ) বর্তমান ছিল। অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে এই মডেলের সম্পর্ক ছিলই এমন নয়, তিনি (মডেল) কেবলমাত্র তাঁর নিজ জীবন পরিসরে প্রধানত পরিবারের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিলেন এবং এক পরিবর্ধিত জীবন পরিসরের প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক নারীদের মায়েরা তাদের গোটা জীবনকে পরিবারের একান্ত ঘরোয়া দিকগুলির সঙ্গে এক করে দেখতে অস্বীকৃতি জানান। সমাজ পরিগৃহীত নগ্ন প্রেক্ষাপটে নারী — পুরুষের শ্রম বিভাজনকে তাঁরা গোচরে না এনেই পরিবার ইউনিটের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁদের ও সেইসঙ্গে তাঁদের স্বামীরা সমানভাবে পরিবারকে সমর্থন যোগানো এবং এর পরিবৃদ্ধি, উন্নতির প্রশ্নে দায়িত্বশীল ছিলেন। এই নারী ও সেইসঙ্গে তাদের স্বামীদেরও নিজেদের ও নিজ পরিবারের জন্য লোক পুরুষ পরিমণ্ডলে তাঁদের অংশগ্রহণকে লাভজনক করে তোলার মত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা ছিল। এই নারীরা তাঁদের কার্যকলাপের ওপর আরোপিত 'অনারীসুলভ' সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। বলিষ্ঠ মানসিকতার নারীরা যাঁরা স্বকীয় মূল্য ও সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন, সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী, স্বকীয় সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও অবহিত তাঁরা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে পরিবেশে

www.nagorikpathagar.org

নারী পরিচয়ের সনাতন ধারা-ঐতিহ্য তাঁদের কন্যাদের বিকল্পগুলিকে তাদের জন্মলগ্ন হতেই সীমিত করতে পারে নি। একটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে বিশ্বজনীন এক প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্রিয়তাবাদের নজির বিখ্যাত কন্যাদের জন্য এই মায়েদের বড় ধরনের অবদান।

বিকাশ মডেলের ২য় স্তর পর্যায় তথা একটা ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা বিকাশের বিষয়, প্রথম স্তর বা পর্যায়েরই মতই নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠীর বেলাতেও সমান জোরালোভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। এই নারীদের শৈশবের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত উপাত্তগুলিতে উপস্থাপিত ধাঁচের সুসঙ্গতি লক্ষ্যণীয়। নিজেদের একটি 'অসনাতন' ভূমিকার জন্য ব্যতিক্রমধর্মীভাবে একজন সক্রিয়তাবাদী মায়ের কারণে উৎসাহিত হয়ে আলোচ্য নারীরা এমনসব ক্ষেত্রে গোড়ার দিকেই গিয়ে পড়েন যা প্রায় সকল তরুণীর অপরিচিত। এইসব নারী যা হতে পারে সে পথে বড় কোনও অন্তরায় তাঁদের চোখে পড়ে নি। তাঁরা এটা বুঝতে শেখেন নি যে, নারী হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যক্তি হতে পারবেন না। যেসব দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলে সেগুলি অর্জন করার পথে কোনও অন্তরায় ছিল না। এই নারীরা তাঁদের জীবনের খুব গোড়ার দিকে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার ও যুগপৎ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব তুলে নেবার মুক্তির চেতনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এদের গোড়ার দিকের জীবনে পুরুষ যতখানি মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিক জীবনে পুরুষ মধ্যস্থতা থাকে ঠিক অনুরূপ। এরা পুরুষ বিরোধী হয় না তবে এও সত্যি যে, এই নারীরা স্ত্রী, মা হওয়ার অনুমিত বিধিনিষেধের প্রভাবে এতখানি আনত হন না যার জন্য তাঁরা যা করতে সক্ষম যে পথে উল্লিখিত বিধিনিষেধ তথা অন্তরায়গুলি তাঁদের কাছে অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে।

এই নারীদের তাঁদের আশু জীবন পরিসর তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে — এমন প্রশিক্ষণ ও জীবন অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়। যৌক্তিক সমস্যা সমাধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার সুযোগও তাঁদের দেওয়া হয়। ছোটবেলা থেকেই পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ও এরকম প্রত্যয় ওরা গড়তে শেখে — 'কেবল মেয়ে বলেই ওরা পরাজিত হবে, তাহ'তে পারে না'। ওদের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ কিংবা ওদের স্বকীয় যোগ্যতার চেতনাকে দাবিয়ে রাখার যে কোনও প্রয়াসের বিরুদ্ধে ওদের মধ্যে প্রচণ্ড জঙ্গী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কেননা, ব্যক্তিগত বিকাশের বেলায় কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ওদের প্রত্যাশিত নয়। ওরা ও ধরণের কোনও অন্তরায়ের বৈধতা মেনে নিতেও তৈরী নয়।

এসব মনোভাব তাদের বয়স্ক জীবনেও উত্তরিত হয়। তারা মনে করে না, তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিয়ে ও সন্তানধারণ বিসর্জন দেওয়ার দরকার আছে। অবশ্য যেসব

www.nagorikpathagar.org

নারীর তাদের মিশনের (জীবনের উদ্দেশ্যের) সংজ্ঞা সম্পর্কে কিছুটা ব্যক্তিগত সংশয় আছে কেবল তাদের বেলাতেই পরিবার সত্যিকার অর্থেই একটা অন্তরায়। তাঁদের লোক ও ঘরোয়া 'একান্ত' অস্তিত্বের একটি সংমিশ্রণের ব্যাপকতর বিধিব্যবস্থা সমাজ করবে — এমন প্রত্যাশাও তাদের থাকতে পারে। অবশ্য যে নারী তার পরিবারের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে নিবেদিত তার জন্য বিপুল সামাজিক অনুমোদন সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন মর্যাদা খোদ সমাজ না দিলেও এই নারীরা তাতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাদের তারুণ্যে অর্জিত ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণবোধ এদের জীবন পরিসরের সম্প্রসারণ ঘটায় ও মাসলো বর্ণিত চাহিদাস্তরগুলির প্রতিটির ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অর্থ বদলে দেয়। আত্মসংজ্ঞায়ন (উপলব্ধি) ও ধারণাও প্রসারিত হয়। এছাড়া, এই নারীরা দৃশ্যত যে সব নারীসমাজ অনুমিত ধারা ভেঙ্গেছে অথচ ঐ ধারা ভাঙ্গার যাথার্থ সম্পর্কে চেতনাবোধের অধিকারী নয় সেইসব নারীর অতি-আত্মবিশ্বাস থেকে তারা মুক্ত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর নারীদের জন্য গৃহে স্ত্রী/ মায়ের সমাজ অনুমোদিত মডেল বা ভাবমূর্তি নাকচ, হ্রাস বা ক্ষুণ্ন হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীগোষ্ঠীর নারীদের নিজেদের মাঝে আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট। তারা এমন কিছু বেছে নিয়েছে যার ফলে তাদের পরিবারের ও মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকারের আবশ্যকতা নেই। এটা তাদের মায়েদের সম্পর্কে উঁচু ধারণার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হতে পারে।

আমাদের মডেলের প্রথম দু'টি স্তর বা পর্যায় পরিবারের বাইরে নারীর এক অগতানুগতিক ভূমিকার বুনিয়াদ গড়লেও এই ভূমিকার ক্ষেত্র কেন রাজনৈতিক হবে তার ব্যাখ্যা দেয় নি। ৩য় স্তরে এই ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায়। আমাদের সাফল্যপ্রয়াসী রাজনৈতিক নারীদের নানা তথ্য থেকে এই ধারণার সপক্ষে আবারও বলিষ্ঠ সমর্থন মেলে যে, আমাদের তত্ত্ব কাঠামোর প্রয়োগ-যাচাই ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্যতা রয়েছে।

কর্তৃত্বগোষ্ঠীর বৈধতা স্বীকার করেন এমন প্রতিটি নারীই রাজনৈতিক পদে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন, ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনা অর্জন করেছেন, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কাজ করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন এবং শৈশবে রাজনীতি তাদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। শিশুর অতি শৈশবে পরিবারে রাজনীতির বিষয় আলোচিত হলে ঐ বিষয়ে ঐ শিশুর আগ্রহ বৈধতা পায় এবং শিশুর জন্য ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির পরিমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এখানে বাবা ও পরিবারের ছেলেদের গুরুত্ব বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমীক্ষার প্রায় সকল রাজনৈতিক নারী, পুরুষের প্রভাবের কারণেই রাজনীতিতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে পুরুষের প্রভাব ও মধ্যস্থতা দু'টি ভিন্ন ও অত্যন্ত স্পষ্ট জিনিস। ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন গোষ্ঠীর এই নারীরা কী বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে, কীভাবে ভোট দেবে বা কেমন করে কাজ করবে — তাদের বলে দেওয়া হয় নি। ঐ ধারণার পরিমণ্ডল মধ্যস্থবিহীন পরিমণ্ডলই বটে। সাধারণ, সচরাচর 'লোক'

www.nagorikpathagar.org

পরিমণ্ডল বলে গণ্য পরিমণ্ডলে পুরুষের মধ্যস্থ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাকে নারীদের মায়েরা যেভাবে পাশে ঠেলে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে বাবা/ মায়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিংবা রাজনীতির বাহ্য বৈশিষ্ট্যময় তাৎপর্য জীবন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে কিংবা পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার কারণে হয়ত তাঁরা রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে থাকবেন। তবে এর সকল ক্ষেত্রেই সাড়া দেবার প্রেরণা এসেছে বাহ্যত তাদের স্বকীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা থেকে।

বিপ্লবী নারী

আমাদের গবেষণার অন্যতম আবিষ্কারের কথা আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি। এটি হচ্ছে নির্বাচিত/ ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নারীদের সাথে আমাদের গবেষণালব্ধ ফলের সম্পর্কের মাত্রাটি কী — এটি বিপ্লবী নারীদের বেলাতেও সমান সত্য। রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আমাদের মডেলের বেলাতেও উল্লিখিত ফলগুলি জোরদার সমর্থন যোগায়। স্পষ্টত বিপ্লবী নারীর বিভিন্ন নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতা ও এই শ্রেণীর নারীর নমুনার অভাবের বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এসত্ত্বেও, নির্বাচিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফল নারীদের যেসব ধাঁচ/ ধারা লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে বিপ্লবী নারীদের জীবনের ধাঁচের মিলের মাত্রাটিও অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়।

বিপ্লবী নারীদের মায়েরা পরিবার ও লোক জীবন — উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বেশিমাত্রায় স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদেরকে সচরাচর স্বামীর সমকক্ষ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই মায়েরাই তাঁদের বিপ্লবী কন্যাদের এই আশা-আকাঙ্খার বুনিয়াদ গড়ে দিয়েছিলেন যে, ঘরোয়া বা লোক — যে পরিমণ্ডলেই হোক প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে তারা পুরুষদের মতই সমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তাঁরা এও বুঝতে শিখেছিলেন যে, লোকজগতে পা রাখার জন্য উপযুক্ত দক্ষতা ও যোগ্যতাও তাদেরকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। বিপ্লবী নারীর মায়েরা তাঁদের যুগের লোকজগতের ব্যাপারে খুবই আগ্রণী ছিলেন এবং লোকজগতের চ্যালেঞ্জেরও মোকাবেলা করতেন। এই একই কারণে তাঁদের কন্যারাও লোকপরিমণ্ডলে জড়িত হওয়ার বিষয়টিকে বেশ আনন্দ সহকারেই গ্রহণ করেন। এই লোকপরিমণ্ডল স্বভাবতই বিপ্লবী নারীদের কাছে একান্ত অজানা জগত ছিল না। তার তাই ঐ লোকজগত গৃহিণী নারীর কাছে ততটা ভয়-ভীতির উদ্রেক করতে পারে নি। লোকজগত পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জের প্রতিশ্রুতিময়। বিপ্লবী নারীরা তাদের মায়েদের মতই ঐ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যগ্র।

বিপ্লবী নারীরা অত্যন্ত বিকশিত ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত সকল নারীগোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্লবী নারীদের এই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাঁরা ছোটবেলা

www.nagorikpathagar.org

থেকেই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদাটি অনুমোদন ও গ্রহণযোগ্য এবং এই ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে ঐতিহ্যগতভাবে 'নারীসুলভ নয়' — এমন পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত করাও বৈধ ও ন্যায্য বিষয়। এদের জীবনে বিভিন্ন প্রভাব তাদেরকে এ ধরণের বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছে। তাঁদের জন্য খুব কমই সুসংজ্ঞায়িত, স্পষ্ট ও নিষিদ্ধ পরিমণ্ডল ছিল যেগুলি কেবলমাত্র 'ছেলেদের জন্য' বলে মনে হ'ত। যা-ইচ্ছে হ'তে পারে বা করতে পারে — এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতা থাকায় বিপ্লবী মেয়েরা সাধারণত পূর্ণ প্রাপ্তবয়সে গৃহিণী নারীর জীবনধারায় মিশে যেত না। এক্ষেত্রে তাদের দৃঢ়সংকল্পের অন্যতম পরিচায়ক হচ্ছে, তাঁদের রাজনৈতিক আচরণের বৈপ্লবিক প্রকৃতি। আমরা তাই সঙ্গতভাবেই ধরে নিতে পারি যে, এই বিপ্লবী নারীদের যদি জন্ম হ'ত অন্য দেশে ও কালে, ওরা হয়ত রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পথে সামাজিক অন্তরায়গুলি পেরিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনভিত্তিক রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারত।

নির্বাচিত সফল নারী ও বিপ্লবী নারীদের (ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাধারণ কাল ও সমাজের বাইরে) রাজনৈতিক আচরণের বৈচিত্রের একমাত্র বড় ব্যাখ্যাটি সামাজিকীকরণের ৩য় স্তরে নিহিত। রাজনৈতিক নারীদের তুলনায় বিপ্লবী নারীদের কাছে রাজনীতির গুরুত্ব সুনিশ্চিতভাবেই কম তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল না কিংবা এ বিপ্লবী নারীরা সাধারণত রাজনীতি পরিমণ্ডলে পুরুষের সহায়তা গ্রহণে আর আগ্রহী ছিলেন না। তবে তাঁরা কর্তৃত্বগোষ্ঠীর সমর্থক না হয়ে বরং ঐ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। রাজনীতি তাঁদের কাছে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার মধ্যে এ কারণটি নিহিত বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে অন্য যে কোনও নারীগোষ্ঠীর তুলনায় বিচ্ছিন্নতাবাদী নারীরা রাজনীতির নিগ্রহ/ শাস্তি পরিমণ্ডলের লোক। কারও ওপর এ ধরণের নিগ্রহ বা বিয়োগান্তক পরিস্থিতি নেমে এলে সেটার জন্য বিপ্লবী নারীরা অন্তত আংশিকভাবে হলেও বিরাজমান রাজনৈতিক পদ্ধতিকে দোষারোপ করে। আর সুনিশ্চিতভাবেই এটি কর্তৃত্বতন্ত্র বা গোষ্ঠী বিরোধিতামূলক রাজনৈতিক আচরণ সৃষ্টির অনুকূল।

আমাদের সমীক্ষাকৃত বিপ্লবী নারীদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ থেকে সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যায় আমাদের তত্ত্ব-কাঠামোর মূল্য বোঝা যায়। একমাত্র ডেভিস ছাড়া আমাদের সমীক্ষাধীন সকল বিপ্লবী নারীর তৎপরতার শুরু হয় উনিশ শতকে। ঐ যুগ ও বয়সের নারীদের রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নিঃসন্দেহে বড় রকমের পরিবর্তনের সূচক। কট্টর পুরুষ আধিপত্যবাদের শৃঙ্খলমুক্ত সক্রিয়তাবাদী বাবা-মায়েদের কর্মতৎপতার নজিরের কারণেই এই পরিবর্তন আসে। অবশ্য যেসব ঘটনার কারণে এই বিপ্লবী নারীগণ খোদ রাজনৈতিক কর্তৃত্বগোষ্ঠীর

www.nagorikpathagar.org

বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে তার মাঝেই এ পরিবর্তনের সমধিক গুরুত্ব নিহিত। তাদের রাজনৈতিক আচরণের বিষয়বস্তু, তীব্রতা ও দিক-নির্দেশনায় এক বৈপ্লবিক মাত্রা যোজনার ব্যাপারে ঐসব কারণগুলি সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

গবেষণার তাৎপর্য

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ নারীর জীবন তথ্যাবলীর অধিকাংশই আমাদের প্রস্তাবিত তত্ত্ব-কাঠামোর অনুরূপ ধাঁচের। এই তত্ত্ব-কাঠামোর কল্যাণে কেবল বাস্তব পৃথিবীর নারীদের প্রাপ্তবয়স্ক আচরণের শ্রেণীকরণ সম্ভব হয়েছে। ওদের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক শিক্ষা-অভিজ্ঞতার ধরণগুলি (Types) নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে — সম্ভব হয়েছে একটা নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক রাজনৈতিক আচরণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলি নিরূপণ করা। এই প্রারম্ভিক সাফল্য থেকে আমরা অনুমান করছি, সাধারণভাবে সামাজিকীকরণ, বিশেষ করে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ধরনের নানা রাজনৈতিক আচরণ ও নারী আচরণ সমীক্ষা তথা ব্যাপক ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে এই সমীক্ষার বহুমুখী তাৎপর্য রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান অনুমিত সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প যাচাইয়ের (hypothesis testing) ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এর অর্থ কোনও বিষয়ের গবেষণায় অবরোহ পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একজন গবেষক অপেক্ষাকৃত জটিল ও অমসৃণ সত্যতার ব্যাখ্যা ও সরলীকরণের কাজটি কোনও একটি তত্ত্ব দিয়ে শুরু করেন এবং পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেন। তারপর তত্ত্বটি সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করেন। এরপর ঐ গবেষকের সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস অধিকতর জোরদার হয় (বাহ্যত যা বিষয়গতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়) কিংবা অপেক্ষাকৃত বিরলক্ষেত্রে তিনি তত্ত্বের সংশোধন করেন কিংবা তত্ত্বের পুনর্বিবেচনায় ব্রতী হন। বিশেষ করে, মেয়েদের বিষয় জড়িত বলে আমরা এই একান্ত রকমের অবরোহ পদ্ধতির নানা সীমাবদ্ধতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের ব্যাপক প্রভাব ও সেই একই কারণে নারীকে অ-লিঙ্গবাদী প্রেক্ষপটে বিবেচনার স্বাভাবিক অসামর্থ্যের কারণে নারীবিষয়ক গবেষণায় নানা সমস্যা বিদ্যমান। বস্তুত এমন তাত্ত্বিক মডেল বিরল যাতে পুরুষের তুলনায় নারীর যথার্থ সাড়া বা সংবেদন কী হবে তার পূর্ব অনুমিত ধারণা নেই। এছাড়া, এমন গবেষণা ডিজাইন ও পরিমাপ-পরিমিতি ব্যবস্থা বিরল যেগুলি সম্মিলিতভাবে খোদ নারীদের সম্পর্কে একটা পূর্ব অনুমিত প্রত্যাশা গড়ে তোলে না ও সেইভাবে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রত্যাশা পূরণ ঘটে না।

www.nagorikpathagar.org

ভৌতবিজ্ঞানসমূহের আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রক্রিয়াগুলির আলোচনায় টমাস কান উল্লেখ করেছেন যে, কোনও একটি সুপরিচিত ও সনাতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্কিমা প্রচলিত থাকার ব্যাপারে আগ্রহী কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী ততদিন সংশ্লিষ্ট প্যারাডাইম পুনর্নির্মাণ করতে চাইবেন না যতদিন না পর্যন্ত একটি বিজ্ঞানসম্মত প্যারাডাইমের স্ববিরোধী নানা নজির ও অব্যাখ্যাত নানা বিচ্যুতির দারুণ রকমের সংখ্যাধিক্য ঘটে। বহুবার এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভৌতবিজ্ঞানের প্যারাডাইমগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম প্রতিরোধের মোকাবেলা করতে হয়। কেননা, ঐ ধরনের প্যারাডাইমের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ ক্বচিৎ সম্পর্কিত থাকে। পক্ষান্তরে, সাধারণ দেহাতি মানুষের পক্ষ থেকে সামাজিক তত্ত্বগুলির প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। এ ধরনের প্রতিরোধ স্কিমা ব্যাবহারকারী গবেষকের তরফ হতেও আসতে পার। বিশেষ করে, সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারণায়ন ও ভাষ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠলে এ ধরনের প্রতিরোধ দেখা দেয়। নারী সমীক্ষা ঠিক এধরণেরই বিষয়।

রাজনৈতিক আচরণ সমীক্ষায় নারীর নিছক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানে একটা বড় ধরণের বিপ্লবের দরকার হয়েছিল যেমনটি হয়েছিল মেয়েদের ভোটাধিকারদানের ক্ষেত্রে। নারী ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার হয়েছিল বড় সমাজ বিপ্লবের। নারীর রাজনৈতিক আচরণ সমীক্ষার বিষয়বস্তুটির প্রকৃতি প্রাক-ধারণা ও পূর্ব নির্ধারিত প্রত্যাশার ছাঁচে এমন প্রভাবিত যে, কার্যত যে তাত্ত্বিক মডেলই হোক না কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমীক্ষা থেকে নারীকে বাইরে রাখার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক স্কিমার ধারাবাহিকতা বা নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার পক্ষেই তা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রবণতা দেখাবে — এমন সম্ভাবনাই সমধিক। রাজনৈতিক উঁচুমহলে নারী সদস্যের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় তাদের বিষয়টি প্রধানত উপেক্ষিত হয়েছে কিংবা বিষয়টি ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। যতদিন এই 'অনন্য' প্রপঞ্চটিকে এমন সব তত্ত্ব দিয়ে সমীক্ষার চেষ্টা না করা হবে যে তত্ত্বগুলি আবশ্যিকভাবে প্রত্যাশিত কিছুর চেয়ে অন্যকিছু হিসেবে ঐ রাজনৈতিক উঁচুতলার নারী আচরণ ব্যাখ্যা করে ততদিন অবশ্যই চলতি তত্ত্বগুলির সূচনার এই বাস্তবতার জটিল প্রকৃতির প্রতি 'খোলা মনোভাব' থাকতে হবে। সত্য ও বাস্তবতাই আমাদের আবশ্যিক প্রাথমিক বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। সংশিষ্ট আচরণ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় সক্ষম অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি যাচাই করা না হোক, অন্তত প্রণয়ন করার আগে আমাদেরকে দেখে শুনে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। বাস্তবতাগুলি তাদের নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই প্রদান করে না। তত্ত্বগুলির বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এগুলিকে একটি বৃহত্তর জগতের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় যাতে নিহিত থাকে প্রচ্ছন্ন ধারণা-অনুমান ও নানা আলোচ্য বিষয়। অবশ্য এই তত্ত্বগুলি 'যাচাই' করার জন্য কলেজ ছাত্র/ছাত্রী বা অন্য কোনও ধরনের 'বিশেষ জনসমষ্টির' নির্বিচার প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনাসমূহের সমীক্ষা

www.nagorikpathagar.org

নারীদের উঁচুতলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বশর্তাবলী কিংবা সমাজ পরিবর্তনের উৎসগুলি চিহ্নিত করার জন্য সঠিক, নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে কি না সেটা স্পষ্ট নয়।

জীবনীকারগণ নিজেরা নারী সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব ধারণার নিগড়ে বন্দী আর আমাদের আর সবার সম্পর্কে যেমন তেমনি নারীদের সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী যা কিছু নিয়ে তাঁরা সমীক্ষা করেন সে সম্পর্কিত ধারণাও তাঁদের একান্ত নিজস্ব। এই জীবনীকারেরাও তথ্য সন্ধান করেন ও ভাবাদর্শগতভাবে গৃহীত ধারণার কাঠামোর মধ্যে ঐসব তথ্য নথিবদ্ধ রাখেন। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত নারীদের জীবনীগুলি পাঠ-কালে আমরা বারংবার এই প্রচ্ছন্ন মূল্যায়নমূলক উপলব্ধিতে বিস্মিত হয়েছি যে, কন্যার রাজনৈতিক বিকাশের বিষয় ব্যাখ্যায় তার বাবা সম্পর্কিত তথ্যাবলী অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে। কোনও নারী ব্যক্তিগতভাবে কোনও রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হতে না পেরে থাকলে গোটা বিষয়টির কারণ পরীক্ষার জন্য তার বাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। তবু এই ক্ষেত্রে মায়ের ব্যাপারেই বেশি মনোনিবেশ করা হবে — এমন সম্ভাবনাই বেশি। সংশ্লিষ্ট নারী যদি 'ব্যতিক্রমী' ও রাজনৈতিক হয়ে থাকেন তাহ'লে অনুরূপ ক্ষেত্রে জীবনীকারেরা নিঃসন্দেহে নিজ নিজ প্রত্যাশা-অনুমান অনুযায়ী ঐ নারীর ঐ ধরণের বিকাশকে ঐ নারীর জীবনে সংশ্লিষ্ট পুরুষদের প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসেবেই দেখবেন। প্রায় সকলক্ষেত্রেই ব্যস্তবতা হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে, রাজনৈতিক নারীর মায়ের 'ব্যতিক্রম' স্বভাব-প্রকৃতিকে জীবনীকারেরা উপেক্ষা করতে পারেন না ; আর বলাই বাহুল্য, সেটাই ঐ নারীরা কেমন অসনাতন ও সক্রিয়তাবাদী ছিলেন তার সর্বোত্তম প্রমাণ। খুব বিরলক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের ঐ বৈশিষ্ট্যে রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করেন। জীবনীগুলিতেও তুলনামূলক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যসুলভ অনুপস্থিতির কারণে প্রচলিত লিঙ্গ ভূমিকাদর্শে নিহিত প্রভাব প্রবণতাগুলি কাটিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা আশা করি, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও পরিমণ্ডল — যে কোনও পরিমণ্ডলেই হোক না কেন, সাফল্যপ্রয়াসী নারীর জীবনীকারগণ এই সমীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত চলকগুলির আওতায় তথ্যাদি আরও বেশী বিজ্ঞানসম্মতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন। এছাড়াও, অধিকতর তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞান সহায়ক হবে। যেমন, যার জীবনী লেখা হয়েছে তার মা ও ঐ মায়ের সাথে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যাদি জানাও জরুরী। বাবার মত মায়ের লোক পরিমণ্ডলে দক্ষতা ও সামর্থ্য কন্যার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকলেও মায়ের ঐ গুণাবলীর ক্বচিৎ উল্লেখ করা হয়।

'শীর্ষ রাজনৈতিক নারী'র তুলনামূলক নতুন প্রপঞ্চের (Phenonmenon) গবেষণামূলক অনুসন্ধানে তত্ত্ব-কাঠামো হিসেবে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনার ক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.org

আমরা 'মাসলো'র চাহিদা স্তরক্রম ও রেনশন কর্তৃক ঐ স্তরক্রমের প্রয়োগকে কাজে লাগিয়েছি। অতীতেও এ ধরনের নারীর অস্তিত্ব ছিল। তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন রাজকীয় পরিবার বা অভিজাত পরিবারের কন্যা। আর পারিবারিক পরিস্থিতির কারণেই তাঁদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জরুরী হয়ে উঠেছিল। নিজ যোগ্যতায় নির্বাচিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অভ্যুদয় কার্যত তাই একান্তভাবেই বিশ শতকের বিষয়।

মাসলো'র চাহিদা স্তরক্রম ঐসব মানব প্রজাতির একাট মূল্যায়নের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। এই মূল্যায়ন অনুযয়ী, মানুষের লিঙ্গ-বৈষম্য গ্রাহ্য নয়। বিষয়টি চাহিদা ও আচরণ ধাঁচের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। মাসলোর চাহিদা স্তরক্রমে পুরুষের জন্য এক চাহিদা স্তরক্রম ও নারীর জন্য আরেক চাহিদা স্তরক্রম স্বীকৃত নয়। সমাজে শ্রম বিভাজন ও ভূমিকা বন্টন — এদুটি জিনিসকেই বরাবরই মানব প্রজাতির পুরুষ ও নারীদের আলাদা করে দেখালেও বলা যাবে না — এ ধরনের পার্থক্যের কারণেই দু'টি আলাদা স্বাভাবিক চাহিদা স্তরক্রমের অস্তিত্ব রয়েছে। আসলে একই চাহিদার বিকাশ ও পূরণের ধারা পর্যায় একই রকমের। পুরুষ যারা একটা মাত্রায় দৈহিক স্বাস্থ্য, শারীরবৃত্তীয় ও জীবতাত্ত্বিক সুবিধে অর্জন করতে পারে নি তারা চাহিদা স্তরক্রমের ২য় স্তর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে নি। আর শুধুমাত্র চাহিদার এই ২য় স্তরে মানব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে হিসেবে রাজনৈতিক বিষয়াবলী মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। মানুষ তার দৈনন্দিন অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা ভাল বোধ না করা পর্যন্ত সে সুনির্দিষ্টভাবে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। নারী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

ভবিষ্যৎ গবেষণায় নারী-পুরুষ — উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন চাহিদা স্তরক্রমের (এবং বিকাশের একই ধারাপর্যায়) প্রয়োজনীয়তার নানা তাৎপর্য রয়েছে। এধরণের কতকগুলি তাৎপর্য এতই সুস্পষ্ট প্রতিভাত যে, সেগুলির উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারী ও পুরুষের মধ্যে আচরণগত তারতম্য সম্পর্কিত প্রাক-ধারণা ও লিঙ্গ পক্ষপাত এত ব্যাপক যে অত্যন্ত মৌলিক ধরনের বিষয়গুলিকেও বাড়তি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ না করলে চলে না।

প্রথমত, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, রাজনীতি একমাত্র পুরুষেরই জন্মগত এখতিয়ার নয়। রাজনীতি ও রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত গবেষণা এ ধরণের অনুমানবর্জিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিক ও জনগণের এধরনের ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া উচিত নয় যে, নারী রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে কিংবা রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সক্রিয়ভাবে সামিল শেষাবধি হলে তার ফলে লোকনীতিতে বা লোক স্বার্থের সংজ্ঞায়নে পরিবর্তন আসবে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যকক্ষমার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী বা

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লবী নারীদের বলতে গেলে কেউই সক্রিয়ভাবে 'নারীবাদী' খেতাব কামনা করেন নি। এদের কেউই নারীবাদী আন্দোলনের বিরোধিতাও করেন নি। তবে ঐ আন্দোলনে খুব কম বিপ্লবী নারীই সক্রিয় জঙ্গী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একজন বিপ্লবী নারী মার্কিন সংবিধানের সমঅধিকারমূলক সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে ভোট পর্যন্ত দিয়েছেন। এই কৃতকর্ম নারীরা পুরুষ অধিপত্যসম্পন্ন সমাজকাঠামোর কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ধরে নেওয়া যায় যে, নারীরা তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের দোষগুণের অনুরূপ দোষগুণ অর্জন করেছেন। 'নারীদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দাও দেখ, ভোজবাজির মত যুদ্ধ, দুর্নীতি, ক্ষুধা উবে গেছে' — এধরনের দাবী আমরা মেনে নিতে পারি না। রাজনৈতিক নারী বিকাশের ফলশ্রুতি সম্পর্কিত এই ধারণা-অনুমান মানব প্রকৃতির এক মৌলিক তত্ত্বকে স্বীকার করে নেয়। ঐ তত্ত্বানুযায়ী ধারণা করা হয় যে, মানব প্রজাতির নারী ও পুরুষের প্রকৃতি সত্যিই ভিন্ন। মাসলো'র চাহিদা স্তরক্রমের স্ত্রী-পুরুষ নিরপেক্ষ প্রকৃতি থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, আমরা উল্লিখিত ধারণাকে নাকচ করে দিতে পারি। লোকনীতির অগ্রাধিকারগুলির সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ পরিচয় কীভাবে সম্পর্কিত সে প্রশ্ন নিয়ে নয় বরং লোকনীতির অগ্রাধিকারগুলির সঙ্গে জীবন পরিসর ও যোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়েই গবেষণার দরকার। অতীতে, গবেষণা চলক হিসেবে লিঙ্গ পরিচয় ফলদায়ক ছিল কেননা, এটি পুরুষ/ নারীর জীবন পরিসর ও অভিজ্ঞতার তারতম্যগুলিকে কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করে দেয়। ২১ শতক এসে পড়ার মুখে এই চলকটির কার্যকরিতা বহুলাংশেই হ্রাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের বিশ্বাস, রাজনৈতিক নারীর ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর 'যথার্থ স্থান' সম্পর্কিত সামাজিক ধ্যান-ধারনায় নিহিত লিঙ্গ পক্ষপাতমূলক তত্ত্বগুলির গ্রহণযোগ্যতার চৌহদ্দিতে গিয়ে পড়েছে। স্ত্রী ও মাতার ভূমিকা এবং রাজনৈতিক কর্মবৃত্তির মধ্যেকার ভূমিকা সংঘাতের ধারণা সম্বলিত ঐসব গবেষণাকর্ম নারীর রাজনৈতিক কর্মজীবনের এই অন্তরায়গুলির ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আমার বলতে চাই না যে, এই অন্তরায় বা বাধাগুলি সত্যিকারের নয়। বাস্তবের নারীর জন্য এগুলি যে, বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমরা তা কোনওভাবে খাটো করে দেখাতে চাই না। তবে আমরা বিশ্বাস করি, বেশ শৈশবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার ওপর ভূমিকা সংঘাতের মানস ধারণার খোদ প্রকৃতি নির্ভরশীল। আমার এ কারণে জ্যাঁ কার্কপ্যাট্রিকের মতই বলতে চাই, ওরা স্ত্রী/ মা এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতা হিসেবে ওদের ভূমিকাগুলির সংঘাত সমস্যার সমাধানে অক্ষম। জ্যাঁ কার্কপ্যাট্রিক ১৯৭৪ সালে 'পলিটিক্যাল উইমেন' শীর্ষক তাঁর এক সমীক্ষায় এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন। এখানে এই নারীদের সমস্যাটি তাদের অপেক্ষাকৃত কম সুবিকশিত সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকার, অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ চেতনা এবং যেসব নারী তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন

www.nagorikpathagar.org

তাঁদের জন্য একটা আত্মনির্ধারিত (সংজ্ঞায়িত) বৈশিষ্ট্যারোপের রাজনীতির ব্যর্থতায় নিহিত। নারী সম্পর্কে এতে কী বলা হচ্ছে এবং তাদের খোদ ভূমিকাগুলি কী যার জন্য ওরা বিশেষ বিশেষ ধরণের কার্যকলাপে অংশীদার হতে পারছেন না — এ ধরণের সব বিষয়ে খুব বেশি গবেষণার দরকার নেই। যেসব নারী উল্লিখিত সব তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে তাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি কী সে বিষয়ে ঢের গবেষণা-সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে চিহ্নিত 'পুরুষ কর্মতৎপরতার পরিমণ্ডলে' নারীরা কেন অংশ গ্রহণ করে না — এই বিষয়ে সমীক্ষার অর্থই হচ্ছে, আগে থেকে লিঙ্গ গতানুগতিকায়নের (Sex stereotyping) বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত এবং একটা বৈধতার সীলমোহরপ্রাপ্ত। অসনাতন ও সাবেক 'পুরুষ' ভূমিকাগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণের কারণগুলি সমীক্ষা করার জন্যে অতীত বা স্থিতাবস্থামূলক পরিস্থিতির ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে যেসব বিষয় সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসে সেগুলির প্রতিই বরং মনোনিবেশ প্রয়োজন।

চতুর্থত, মাসলোর চাহিদা কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের মত নরগোষ্ঠী, বর্ণ বা বিশ্বাসবিষয়ক আনতি (biases) বা প্রবণতা না থাকায় এখানে নারীদের জন্য প্রদত্ত কাঠামোর রূপরেখাটি ব্যবহার করে উঁচুতলার রাজনীতিতে অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে উপসাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীগত তারতম্য সম্পর্কে গবেষণা-অনুসন্ধান দৃষ্টত বেশ অর্থবহ হবে বলেই মনে হয়। এসব সমীক্ষার মৌলিক ধারণাগত তারতম্য হবে সমীক্ষাধীন বিশেষ উপজনগোষ্ঠীর জীবন পরিসরের অনন্যতা চিহ্নিতকরণ ও অনুসন্ধানে। আমরাও আলোচ্য সমীক্ষায় সেই পথই অনুসরণ করেছি। আমরা অবশ্য বক্ষ্যমান সমীক্ষায় সত্যিকার অর্থেই যে প্রশ্নটি বিবেচনায় আনি নি সেটি হচ্ছে সক্রিয়তাবাদী আদর্শের বিকাশে এবং ঐ ব্যক্তির জীবন পরিসরের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির নর ও জাতিগোষ্ঠী পরিচয়ের প্রভাব। এই কাঠামোর আওতায় জাতি ও নরগোষ্ঠীর পরীক্ষা-যাচাইয়ের ফলে জাতিগোষ্ঠী বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক আচরণ কীভাবে সম্পর্কিত সে ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় এক বড়রকমের অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। নারী সংক্রান্ত আলোচ্য সমীক্ষায় সামাজিকীকরণের যে চার স্তরের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক উঁচুমহলে প্রবেশ করতে হ'লে পুরুষ-নারী সকলকেই ঐ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ১ম স্তর, একটি সক্রিয়তাবাদী আদর্শের বিকাশ, অর্থাৎ কী করে সময়ের সঙ্গে এবং খোদ নিজের সঙ্গে একটা সক্রিয় বহির্মুখী প্রকাশ্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে সেটাই এই প্রক্রিয়ার মর্মমূলে নিহিত। সামাজিকীকরণের এ ধরণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। উঁচুতলার রাজনীতিকেরা কেমন করে এ ধরণের সক্রিয়তাবাদী আদর্শ রপ্ত করে ও কী ভাবে রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত সে ব্যাপারে, বিশেষ করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আরও বেশী করে গবেষণা করা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চমত, আলোচ্য সমীক্ষার মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যেসব ধারণা করা হয়েছে সেগুলি কোনও কাল বা সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের ধারণা, মানব প্রকৃতি মূলত তুলনামূলকভাবে ধ্রুব বা চিরায়ত ; আমাদের গবেষণায় বিভিন্ন ধরণের প্রাপ্তবয়স্ক মানবাচরণ পর্যবেক্ষণ থেকেও আমরা এ ধারণার পক্ষে সমর্থন পেয়েছি। মানবাচরণ ও সংস্কৃতিতে তারতম্য আনতে সময়ের কালপরিক্রমায় যা বদলেছে সেটি মানব স্বভাব বা প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ যা খোদ নিজে মানব প্রকৃতি বা স্বভাব নয় বরং তা মানুষের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও সুযোগ-সুবিধের সমষ্টি। কোনও কোনও কাল বা সমাজ-সংস্কৃতিতে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া মানব বিকাশের অনুকূল হয়। অর্থাৎ ঐ প্রক্রিয়ার আওতায় মানুষ উচ্চতর চাহিদা স্তরগুলিতে উত্তীর্ণ হতে পারে। অবশ্য সব কাল ও সমাজ সংস্কৃতিতে একটা বাছাই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় যা এই আভাস দেয় যে, জনসমষ্টির একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের লোকজনই কেবল সাফল্য অর্জনকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুক্রমিক ধরণের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হয়ে থাকে।

এসবের আলোকে আমরা আবার এই প্রধান প্রশ্নটির মুখোমুখি হই যে প্রশ্ন উঠেছে বক্ষ্যমান গ্রন্থের সূচনাতেই। আমরা ইতিহাসের ঠিক এইক্ষণে কেন এত বেশী নারী রাজনীতিকের উদ্ভব লক্ষ্য করছি? এদের অস্তিত্ব কি এক অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম? না ওদের অস্তিত্ব কায়েমী হবে ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে? এসব প্রশ্নে স্পষ্টত অনেক বেশি সমীক্ষা-গবেষণার প্রয়োজন থাকলেও আমাদের বিশ্বাস, এগুলির যুক্তিসঙ্গত জবাবও রয়েছে।

আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ৩৬ নারীর কেউ 'অস্বাভাবিক' ব্যক্তি ছিলেন না। বাস্তবিকপক্ষে, বিপ্লবী নারীসহ বহু রাজনৈতিক নারীই ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃত, মার্জিত, সুন্দরী ও তাঁদের যুগের কাঙ্খিত নারীদের অন্তর্ভুক্ত। স্পষ্টতই রাজনীতি নারীর অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতা নয় ; রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অংশীদার হওয়ার বিরুদ্ধে স্বকীয় বক্তব্য কিছুই নেই। ঐতিহ্য, রীতি, লোকপ্রথা ও সমাজিক বাঞ্ছনীয়তা ইতিহাসগতভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ না করার প্রধান কারণ। 'দুর্বল নারী' তত্ত্ব নারীর রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত কম অংশ গ্রহণের কারণ হতে পারে না, হবেও না। বহু রাজনৈতিক নারীর অস্তিত্ব রয়েছে, ওদের সংখ্যাও বাড়ছে — এ বাস্তবতা থেকেই সেটা বোঝা যায়, মেয়েরা আর যা-ই হোক, প্রকৃতির 'আজব খেয়াল' নয়। রাজনীতিতে মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধির এ যুগে তাদের নব অভ্যুদয় ও বিশেষ বিশেষ দেশে তাদের বহুল উপস্থিতির বিষয় ব্যাখ্যা করার মত কারণ থাকার জন্যই এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তারা ইতিহাসের পরিক্রমায় কোনও 'আজব' ব্যতিক্রম ও দুর্ঘটনা নয়।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের বিবেচনায় সামষ্টিক পর্যায়ের নানা বিকাশ ঘটছে আর সে কারণে এই আভাসও পাওয়া যায় যে, রাজনীতিতে নারী অংশীদারের সংখ্যা বাড়বে। বাড়তে থাকবে। আমাদের সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বুনিয়াদ, অবস্থা, মর্যাদা ও অভিজ্ঞতার সাম্যের জন্য বিপুল জনসমষ্টির উদ্যম ও প্রয়াস শিল্পায়নের ওপর নির্ভরশীল। শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত পণ্য ও পরিসেবা যোগানোর জন্য এগুলির বিপুল আকারে ও পরিমানে উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল না। এই বৈষয়িক বুনিয়াদের নানা তাৎপর্য পুরুষের মত নারীর বেলাতেও সমান প্রযোজ্য হলেও পরিবারের ওপর শিল্পায়নের তাৎপর্যের ফলাফলের প্রভাব ছিল নারীজীবনের বেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি। এ বিষয়ে টমসন উল্লেখ করেন, 'শিল্পে বিভিন্নায়ন ও বিশেষায়নের প্রতিটি স্তর পারিবারিক অর্থনীতিকেও আঘাত হানে। এতে বাবা-মা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যেকার রীতি-মাফিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয় এবং 'কাজ' ও 'জীবনের' মধ্যেকার পার্থক্য আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ, শানিত হয়ে ওঠে।' পরিবার এভাবে বিঘ্নিত হওয়ার ফলে বিশেষত নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন বেশ কয়েক ধরণের পরিবারের উদ্ভব ঘটে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মাইকেল ইয়ং ও পিটার উইলমট -এর 'The Symmetrical family' শীর্ষক আলোচনা ও পরিবারের বিভিন্ন ধরণ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহে এই মর্মে আভাস পাওয়া যায় যে, সঙ্গী-সাথীসুলভ ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধভিত্তিক পরিবার আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আশাবাদী হতে পারি যে, ভবিষ্যতে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়বে।

এই ধরণের ৩য় স্তরের পরিবার ইতিহাসে সবচেয়ে বিরল বলেই মনে হয়। এই ধরনের পরিবারই (ও সমাজ যা ঐ ধরণের পরিবার বিকাশে উৎসাহিত করে) — কন্যা সন্তান তার মানবীয় সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত করার সুযোগ দেয়। গ্রন্থের ১ম অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন ধরনের সকল পরিবারেরই অস্তিত্ব ছিল গোটা ইতিহাসের কালপরিক্রমায়। বস্তুত শুধু তাই নয়, নিঃসন্দেহে আরও অন্যান্য ধরনের পরিবারের অস্তিত্বও ছিল। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের এই স্তরগুলিতে পরিবারগুলির অনুপাতে যথেষ্ট তারতম্য ঘটেছে। ইয়ং ও উইলমট বেশ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, শুধু বিশ শতকে এসেই কেবল তিন স্তরের পরিবারগুলির অনুপাত গোটা সমাজের ওপর প্রভাব ফেলার মত পর্যাপ্তরকমে বড় আকার নিয়েছে।

আমরা ৩য় স্তর ধরনের পরিবার ও রাজনৈতিক নারীর বিকাশের মধ্যে পরিস্কার সম্পর্ক লক্ষ্য করছি। আমাদের সমীক্ষাভুক্ত ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার চেতনাসম্পন্ন নির্বাচিত নারী ও বিপ্লবী নারীরা এসেছেন সঙ্গী-সাথীর ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলি থেকে যেসব পরিবারে বাবা ও

www.nagorikpathagar.org

মায়ের মধ্যে মৌলিক সম-অধিকারমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। হাতে গোনা কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া এসব পরিবারের বাবা ও মা — উভয়েই দৃশ্যত তাদের নিজ নিজ জীবনের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ এবং সম্প্রসারিত জীবন পরিসর লাভের অধিকারী। এই বাবা-মায়েরা ঠিক অভিন্ন নন তবে অর্থবহভাবেই তাঁরা পরস্পরের সমান। আমরা বিশ্বাস করি, যতদিন সামষ্টিক পর্যায়ের আর্থ-প্রযুক্তিগত বিকাশ এধরনের পরিবারকে আনুকূল্য প্রদান করবে ততদিন সাফল্যপ্রয়াসী লোক ও রাজনৈতিক নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

ষষ্ঠত, আমরা কন্যার আচরণের সূচক হিসেবে কন্যার অভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ধারী মায়ের একান্ত গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছি। এটা ধরে নেওয়া মনে হয় যৌক্তিক যে, মা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকেন তাহ'লে বিভিন্ন নারীবাদী আন্দোলনের উত্থান-পতনের অন্যতম বড় কারণটি পাওয়া গেছে। নারীবাদীদের বিয়ে করার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম, তাঁরা কন্যা লালন-পালনও করেন কম ও তাঁরা একটা সক্রিয়তাবাদী আদর্শ কাঠামোয় সামাজিকীকৃত হন বলে ধরা গেলে ঐ পরিসর অবধি নারীবাদী স্বার্থ চড়াই-উৎরাইয়ের চরিত্র নেবে। প্রায় আর সব সামাজিক আন্দোলনের মত নারীবাদী ও নারী মুক্তি আন্দোলনগুলির প্রবণতা হচ্ছে, 'সচেতনতা' — এগুণটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। এসব আন্দোলন নারী ও তরুণীদের জন্য সুনির্দিষ্ট 'ইস্যুকে' তাদের জন্য মুখ্য ও বৈশিষ্ট্যময় করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। বলা যায়, এ ধরনের প্রায় সব আন্দোলনই আমাদের জবানীতে আমাদের সামাজিকীকরণ স্তরক্রমের ৩নং পর্যায়ে তাদের অভিযান বা তৎপরতা পরিচালনা করেছে। ব্যক্তির জীবন পরিসর ও যোগ্যতায় সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে গিয়ে তারা বেশ ঝামেলায় পড়েছে। যুদ্ধ, মন্দা, স্থানান্তরগমন, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং অনুরূপ ধরনের বড় ঘটনাপ্রবাহের কারণে ঐ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে যা সামাজিক আন্দোলনগুলি ঘটাতে পারে না। জীবন পরিসরের বড়রকমের পরিবর্তনের পরেই সাধারণত সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

জনগণকে কেবল রাজনীতি কিংবা কোনও একটি সুনির্দিষ্ট ইস্যু সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমেই একাট সম্প্রসারিত সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হতে পারে। কিন্তু তাতে স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নারীদের রাজনীতিতে যাবার ব্যাপ্যারে মা ছাড়া সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকা আদর্শ বা বিকল্প কিছু প্রভাব রাখলেও আমাদের ধারণা, মা নয় এমন লিঙ্গ ভূমিকা মডেলের গুরুত্ব গৌণ। অন্য কথায়, অমাদের সমীক্ষার জোর প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, একাট সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ ছিল অথবা কেউ অসনাতন নারী আচরণ প্রবণ ছিলেন, ঐ আচরণ বেছে নিয়েছিলেন বা এ আচরণে বাধ্য হয়েছিলেন — এমন মায়েদের কন্যাদের মাঝে ঐ মায়েদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণে সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শ ও অসনাতন নারী আচরণের ধাঁচ বিকশিত

www.nagorikpathagar.org

হয়। আর এ হ'লে আমরা মনে করি, রাজনীতি পরিমণ্ডলে নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষ করে, নারীবাদী আন্দোলনের প্রসারের বিষয়টি ইতিমধ্যে মুক্ত, স্বাধীন নারীর সন্তান ধারণ ও পালনের ধাঁচ ও ধরণের ওপর অত্যন্ত বেশি করে নির্ভরশীল। অতীতে ও আজকাল 'বহু' 'মুক্ত' নারীর মাঝে বিয়ে না করার, সন্তান ধারণ না করার এবং সন্তান থাকলেও তাদের লালন-পালন না করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রধানত যদি গৃহিণী, সনাতন নারীরাই সন্তান লালন-পালন করে তাহ'লে নারীদের জন্য অর্জিত সুবিধে ও স্বাধীনতার সুফল কতখানি স্থায়ী হবে সেটা ভাবনার বিষয়। আর ইতিহাসের কালপরিক্রমায় বিভিন্ন নারীবাদী আন্দোলনের উত্থান-পতন সরাসরি পরিবার ও সন্তানদের থেকে নারীদের 'মুক্ত' স্বাধীন হওয়ার এবং তাদের এই নতুন স্বকীয় গোষ্ঠীকে কায়েমী করার প্রয়োজনের মধ্যে নিহিত স্ববিরোধিতার সঙ্গে সম্পর্কিত কি না সেটাও বিবেচ্য বিষয়। মুক্তনারীর সংখ্যাবৃদ্ধি যদি না ঘটে, তারা নিজেরা যদি তাদের বংশবিস্তার' (?) না ঘটাতে পারে তাহ'লে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি সামষ্টিক স্তরের বিষয় ও ইতিহাসের আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল না হয়ে পারে না।

আরও বহু সমীক্ষার মতই আমাদের সমীক্ষাতেও দেখা গেছে, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও সমতাবোধের বুনিয়াদে সুপতিষ্ঠিত অখণ্ড পরিবার থেকে রাজনীতিতে সফল নারীর অভ্যুদয় ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০-এর দশকের নারী মুক্তি আন্দোলনের কারণ হিসেবে অনেকে এক মা/ বাবাকেন্দ্রিক পরিবারের হঠাৎ ব্যাপক সংখকাবৃদ্ধি, বিয়ে বিচ্ছেদের দ্বিগুণ হার এবং একা একা বসবাসকারী নারীর বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন। অন্যান্য সমীক্ষাসহ আমাদের সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফল যদি নির্ভুল হয়ে থাকে ও সেই ফল অনুযায়ী রাজনীতি সফল নারীরা সাধারণত যদি ৩নং স্তরের পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসে থাকেন কিংবা সেই পরিবেশ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয় তাহ'লে সেটা কেবল সফল নারীরই নয় বরং সফল পুরুষেরও উদ্বেগের কারণ। কারণ, সেক্ষেত্রে তাদেরকে সমাজের ঐ বৈশিষ্ট্য ও আদর্শগুলির সংশোধনের দায় নিতে হবে যেগুলির কারণে সমসাময়িককালে নেতিবাচক সামাজিকীকরণ পরিবেশের অত্যন্ত দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ১নং স্তর ও ২নং স্তরের পরিবারে সাফল্যপ্রয়াসী ধরনের নারীর বিকাশ ঘটে না। আমাদের সমাজের উচিত এমন লোকনীতি তৈরী করা যেগুলি ৩নং স্তরভুক্ত পরিবারের বিকাশে উৎসাহ ও সহায়তা দেবে। আমাদের বিশ্বাস, এধরণের পরিবারের মেয়েরা তাদের জীবন পরিসরের সম্প্রসারণ ঘটাবে ও নিজ নিজ জীবনের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বাড়াবে। খোদ পরিবার বা পুরুষ নিজে নারীমুক্তির অন্তরায় নয়, আসলে কোনও কোনও ধরনের পরিবার ও পুরুষেরাই শুধু অন্তরায়।

www.nagorikpathagar.org

লোক-নীতি সংক্রান্ত তাৎপর্য

গবেষণা তাৎপর্যের তুলনায় আমাদের এই সমীক্ষার লোক-নীতির তাৎপর্য সম্ভবত অনেক, অনেক বেশি। আমরা আলোচনার এই অংশে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হব। কারণ, আমরা আমাদের পরিচালিত ও ভবিষ্যতে পরিচালনাযোগ্য সমীক্ষা অনুসন্ধানের নিরীক্ষাধর্মী প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ। যদি কথা ওঠে ৩৬ জন নারী সংক্রান্ত গবেষণা অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে হয়ত আমরা লোকনীতির একটা বিশেষ ধারা প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছি তাহ'লে সেটা নির্বোধসুলভ না হ'লেও অবিমৃষ্যকারী বলতেই হবে। অবশ্য আমরা যদি অন্তত এই আভাস না দেই যে, রাজনৈতিক নারীর সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত আমাদের তত্ত্বের সুগভীর ও তীব্র তাৎপর্য রয়েছে, তাহ'লে খুবই ভুল হবে।

এই প্রত্যয়ে এক মৌলিক ধারণা নিহিত। ধারণাটি হচ্ছে, মানুষকে যেভাবেই সামাজিকীকরণ করা হয় সেভাবেই সে গড়ে ওঠে। সমাজে বিশাল, বিপুল বিচিত্র ধরনের মানুষের জন্ম হয়। আমরা যদি বিশ্বাসী হই যে, সামাজিকীকরণই নির্ধারণ করবে সমাজ কী ধরনের মানুষ সৃষ্টি করবে তাহ'লে অতিপ্রাকৃত ইচ্ছার কাছে কিংবা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনও প্রক্রিয়ার কাছে মানুষের আত্মসমর্পনের প্রবণতা কমে যাবে। সামাজিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা আমাদের মনে বরাবর এই বিশ্বাস জাগরূক রাখে যে, দায়-দায়িত্ব আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বহিঃশক্তির। এই অজ্ঞতার কারণে ঐ অলৌকিক শক্তি এক প্রাতিষ্ঠানিক কায়েমী আকার পায়। আর এই অজ্ঞতামূলে ধারণা গড়ে ওঠে, ঐ অলৌকিক শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। তবে মানুষের বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে যতই জ্ঞান বাড়ে ঐ জ্ঞান সহকারে ও ঐ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সক্রিয় তৎপরতা আরও লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আরও বাড়ে। লোক পরিসরে যা বেছে নেওয়া হয় বা হয় না তার মূল্যগত তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

কেউ যদি এমন ধারণা পোষণ করেন যে, সমাজের সকল ব্যক্তিরই লোকব্যক্তিত্ব বা সত্তা হওয়া ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সক্রিয় হওয়া গুরুত্বপূর্ণ তাহ'লে নারী ও পরিবারের একান্ত ঘরোয়া জগতের ধারণা-অনুমানের পরিবর্তিত ধাঁচটির একটা চিত্রও অবশ্যই তাকে দিতে হবে ; কেননা, তার প্রারম্ভিক ধারণা অনুযায়ী, নারী এমন লোকজগতের অন্তর্ভুক্ত যে লোকজগত অতীতে নারীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় লোকনীতির তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার। যদি ১নং ও ২নং স্তরের পরিবার নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অন্তরায় হয় কিংবা তাতে বাধার সৃষ্টি করে তাহ'লে ঐ পরিবারের সমর্থক বা পরিপোষক লোক-নীতিগুলি কী নারীর নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী হয়ে উঠবে? যদি তা-ই হয়, তাহ'লে ঐ নীতিগুলি কি অনিয়মতান্ত্রিক নয়? পরিবার ও বাবা-মায়ের সম্পর্ক সংক্রান্ত

www.nagorikpathagar.org

লোক-নীতির জন্য এই সমীক্ষার সম্ভাব্য তাৎপর্য বস্তুত অত্যন্ত ব্যাপক। সরকার যদি বিভিন্ন নীতিগ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবী মায়েদেরকে পূর্ণকালীণ কর্ম/ শ্রমজীবী করার ব্যবস্থা করেন — সেটা গুরুভার হবে না বরং আনন্দের ব্যাপার হবে? পিতাদের কি কোনও কোনও সন্তান লালন-পালন ও সামাজিকায়নের ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে যে ভূমিকাগুলি চিরাচরিত সনাতন প্রথায় মায়ের ভূমিকার গণ্ডিতে এতদিন সীমিত ছিল? আমরা কি পুরুষের সমান হিসেবে মায়েদেরকে রাজনীতিতে অংশীদার দেখতে চাই? এ প্রশ্নের জবাব দৃশ্যত ইতিবাচক। কেবল বেতন নয়, মাতৃত্ব ছুটি (Maternity leave), শিশু পরিচর্যার সুযোগ-সুবিধে, পিতৃত্ব ছুটি (Paternnity leave) ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধেমূলক নীতিগুলি মুখ্য হয়ে ওঠে। পরিবারের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ও লোকপরিমণ্ডলের সঙ্গে এর সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু তাৎপর্য আরও পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট করার জন্য স্যাফিলিওস রথ্সচাইল্ড -এর গবেষণাকর্মের সাহায্য নিতে হবে।

আমাদের সমীক্ষায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রধান উৎস হিসেবে পরিবারের প্রাধান্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা হলেও স্পষ্টতই এ ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এমন একটা বিশ্বাসের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে যে, স্বাভাবিকভাবেই নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে ; এগুলিই লিঙ্গ ভূমিকার পার্থক্যগুলিকে কায়েমী করে। আমাদের সমীক্ষার বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় মেয়েদের প্রতি সমান আচরণ করা না হলে ওদের স্বাধীন রাজনৈতিক অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা তেমন থাকেই না। 'মার্কিন নারীদের লিঙ্গ ভূমিকাগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন' (১৯৬৪–৭৪) শীর্ষক এক অনুদৈর্ঘ সমীক্ষায় দেখা যায়, (যেমন আমরাও দেখেছি) কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্ম সংস্থানই মনোভাব নিরূপণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কগুলির অন্তর্ভূক্ত।' স্পষ্টতই যে জাতি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে, এমনকি, নারীর সক্রিয়তাবাদী লিঙ্গ ভূমিকাদর্শকে উৎসাহিত করতে আগ্রহী ঐ জাতিকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে নারী-পুরুষের জন্য অসম শিক্ষাগত সম্পদ বরাদ্দের অবসান ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক নারী সৃষ্টির জন্য পেশাদারী প্রশিক্ষণের বেলায় নারীদের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধের অবশ্যই অবসান হতে হবে। এছাড়াও, যেসব সাংস্কৃতিক নিয়মাচার ও আইন মেয়েদেরকে ছেলেদের তুলনায় কয়েক বছর আগেই বিয়ে করতে উৎসাহিত করে ও সে কারণে তাদের লেখাপড়ার অবসান ঘটায় কিংবা তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সেইসব নিয়মাচার ও আইন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

প্রায় অধিকাংশ লোকের জন্য ধর্ম বিশ্বজগত সম্পর্কে তাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় সকল ধর্মমতেই নারীর লোকভূমিকাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয়। অধিকাংশ বড় ধর্মে এ পৃথিবীতে নারীর জন্য একটি অধঃস্থান

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারণ করা হয়েছে যদিও সচরাচর ঐ সব ধর্মে পরলোকে নারীকে পুরুষের সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও ধর্মে নারীকে এটুকু থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। গোটা ইতিহাস পরিক্রমায় চার্চ বা ধর্ম প্রতিষ্ঠান নারীদের নাগরিক অধিকার দেওয়ার বেলায় একটি দায়পড়া ভাব দেখিয়েছে আর সে অধিকার শেষাবধি দেওয়া হ'লেও তা চিরকালই পুরুষের মধ্যস্থতা-নির্ভর। ইতিহাসগতভাবে এ ধরনের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে স্বাধীন কার্যসম্পাদক হয়ে ওঠার পথে কী এক প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায় না? অধিকাংশ চার্চের যাজকমণ্ডলীতে নারীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি অন্যান্য সমীক্ষার মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীদের অংশীদার না হওয়া বা কম অংশীদার হওয়ার সম্পর্ক আছে তাহ'লে এ থেকে একটি বড়রকমের সাংবিধানিক প্রশ্নের উদ্ভব হতে বাধ্য। সেই প্রশ্নটি হবে, চার্চ (ধর্ম) ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ব্যবস্থায় কি বিভিন্ন ধর্মে নারী-পুরুষ পৃথকীকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে কোনও জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হ্রাসের পরিস্কার সম্পর্ক থাকে? যদি ধর্মীয় বিশ্বাস নারীর একটি অধঃস্তন লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের পক্ষে মৌলিক আদর্শিক সমর্থন যোগায়, তার ঐ আদর্শ যদি নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার এবং তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ অসামর্থ্যের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল হয় তাহ'লে ঐ বিশ্বাস বদলানোর জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী হবে?

তাই নারীমুক্তি আন্দোলন যেসব মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেগুলির ওপর অবশ্যই আলোকপাত করতে হবে : আমরা কী নারী জনসমষ্টির মাঝে সক্রিয় সমতামূলক লিঙ্গ ভূমিকাদর্শের বিকাশকে উৎসাহিত করতে চাই? শিক্ষা ও কর্মজীবনের ক্ষেত্রে পুরুষের মত নারীরও স্বাধীনতা থাকা উচিত — এই বিশ্বাসকে কি আমরা সত্যিকার অর্থেই রূপায়িত করতে চাই? একটা লোকনীতি হিসেবে গৃহে ও গৃহের বাইরের জগতে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও অধিকারের সমান অংশীদারী কি আমাদের কাম্য? অ-লোক, অ-রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবে থাকার প্রয়োজনীয়তা যদি নারীর প্রকৃতিতে না থেকে থাকে তাহ'লে রাজনৈতিক নারীর বিকাশ সম্পর্কিত আমাদের এই সমীক্ষার তাৎপর্য কী আমরা অনুসরণ করব? যদি তা না করি ও আমরা নারীদের মানুষ বলে গণ্য না করি তাহ'লে সম্ভবত 'আমাদের গণতন্ত্র জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা' — এই দাবী হবে দ্বিরাচারের সামিল।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

উপাত্ত ফরম ঃ রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়

১। সাধারণ পটভূমিকামূলক উপাত্ত/তথ্য

১) পাত্রের পূর্ণ নাম (কুমারী নামসহ) ------------------

----

২) জন্ম তারিখ ---------------------------------

৩) মৃত্যু তারিখ ---------------------------------

৪) রাজনৈতিক আচরণের মুখ্য ধরনসমূহ (টাইপ) (একাধিক আইটেম চেক করা যেতে পারে) ঃ

ক) রাজনৈতিক স্ত্রী

খ) নির্বাচিত রাজনৈতিক কর্মকর্তা

গ) রাজনৈতিক বিপ্লবী

৫) জাতীয়তা (জাতিগোষ্ঠীগত সম্পর্কসূত্র) ------------------

৬) নর/জাতিগোষ্ঠী ------------------------------

৭) যে দেশে জন্ম ---------------------------------

৮) যে/যেসব দেশে রাজনৈতিক আচরণ ঘটেছে। একাধিক দেশ হলে প্রতিটি দেশে কি কি রাজনৈতিব তৎপরতা সম্পাদিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ ঃ ----------------------------------

----

৯) সংশ্লিষ্ট নারী যেসব নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ নিয়েছেন, যে পদে আসীন থেকেছেন, উল্লিখিত তৎপরতা ও পদের মেয়াদ এবং অন্যান্য বিশেষ রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কর্মকীর্তি/সাফল্যের একটি তালিকা আলাদা কাগজে দিন।

www.nagorikpathagar.org

১০) সংশ্লিষ্ট নারী যে সময়ে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়েছেন সেই সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরন/বৈশিষ্ট্য (চিহ্নিত করুন) ঃ

ক) সনাতন স্বৈরতন্ত্র/একনায়কতন্ত্র

খ) আধুনিক একনায়কতন্ত্র, কিন্তু কম্যুনিষ্ট নয়

গ) পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা (সোভিয়েট ইউনিয়নসহ)

ঘ) পশ্চিম ইউরোপীয় ও মার্কিন ধরনের শাসনতান্ত্রিক উদার গণতন্ত্র।

১১) যে বয়সে সংশ্লিষ্ট নারী প্রথমবারের মত রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হন ঃ

ক) ১৯ বা কম	ঙ) ৩৫—৩৯
খ) ২০—২৪	চ) ৪০—৪৪
গ) ২৫—২৯	ছ) ৪৫—৪৯
ঘ) ৩০—৩৪	জ) ৫০—তদূর্ধ

১২) পদে প্রথম আসীন হওয়ার সময় কিংবা বিপ্লবী হওয়ার সময়কার বয়স ঃ

ক) ১৯ বা নীচে	ঙ) ৩৫—৩৯
খ) ২০—২৪	চ) ৪০—৪৪
গ) ২৫—২৯	ছ) ৪৫—৪৯
ঘ) ৩০—৩৪	জ) ৫০—তদূর্ধ

১৩) রাজনীতিতে প্রবেশকাল থেকে মৃত্যু বা বর্তমানকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকার মেয়াদ ঃ

ক) ২ বছর বা তারও কম	ঙ) ১৬—২০
খ) ৩—৫	চ) ২০—২৫
গ) ৬—১০	ছ) ২৫ বা তদূর্ধ
ঘ) ১১—১৫	

২। শৈশবে সমীক্ষাপাত্রের পরিবারের গঠন

১) সমীক্ষাপাত্রের শৈশবে একক (ক্ষুদ্র) পরিবারটির আকার কি অটুট ছিল (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাবা-জীবিত)?

----- হ্যাঁ ----- না

ক) জবাব না হলে, বাবা-মায়ের কে ছিলেন না?

----- মা -----বাবা -----উভয়েই

খ) ঐ বাবা বা মা/উভয়ে মারা গেছেন না ছেলেমেয়েদের ছেড়ে গেছেন?

----- গেছেন যখন সন্তানের বয়স ছিল ---- বছর

----- যান যখন সন্তানের বয়স ---- বছর

গ) মৃত্যু বা চলে যাওয়ার পরিস্থিতির কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দিন। মৃত্যুর বা চলে যাওয়ার প্রধান কারণ কি? রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কারণ হিসেবে সমীক্ষাপাত্র কি সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতে পারতেন? যতটা সম্ভব বিস্তারিত লিখুন ঃ -----------------------------------

----

----

২) ছেলেবেলার পরিবারে কয়জন ভাইবোন/শিশু ছিল?

ক) ক'জন ভাই? ----------

১। ক'জন ভাই অপেক্ষাকৃত বড়?

২। ক'জন ভাই অপেক্ষাকৃত ছোট?

খ) ক'জন বোন?

১। ক'জন বোন অপেক্ষাকৃত বড়?

২। ক'জন বোন অপেক্ষাকৃত ছোট?

৩) জন্মের ক্রমিক পরম্পরা ----------- (জানা থাকলে পরিবারে সঠিক অবস্থানটি উল্লেখ করুন) ঃ

ক) পরিবারের প্রাবীণতম অংশ

খ) পরিবারের মধ্যাংশ

গ) পরিবারের তরুণতম অংশ

৪) মা বা বাবা সন্তানদের ছেড়ে গিয়ে থাকলে/কিংবা মৃত্যুবরণ করে থাকলে বাবা-মায়ের চলে যাওয়ার কিংবা মৃত্যুর প্রভাব যে ব্যক্তি সমীক্ষাপাত্রকে মানুষ করেছে তার ওপর ও কী-ভাবে সমীক্ষাপাত্রকে বড় করা হ'ল তার ওপর কেমন তার বিবরণ যথাসম্ভব বিস্তৃত আকারে লিখুন ঃ -------

----

৩। **সমীক্ষাপাত্রের মায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ**

১) মায়ের পুরো নাম ---------------------------------

www.nagorikpathagar.org

২) মায়ের সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা ঃ

ক) কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

খ) প্রাথমিক শিক্ষা বা তুল্য ---- অন্ততঃ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন

গ) উচ্চ বিদ্যালয় বা সমতুল্য।

ঘ) দক্ষতাজাতীয় কিছুতে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ (পেশাবহির্ভূত, যেমন ধাত্রীবিদ্যা, কেরাণী, মুদ্রাক্ষরিক, সচিব ইত্যাদি)।

ঙ) কলেজ, প্রশিক্ষণ, তবে কোনও পেশাদারী প্রশিক্ষণ নয় (এতে প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষকতার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অপেশাদারী অশ্রমিকসুলভ কাজ বা চাকরি)।

চ) পেশাদারী প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা/ ডিগ্রী (যেমন, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, এম এ ও পিএইচডি)।

ছ) পিএইচডি/ডক্টরেট থাকলে উল্লেখ করুন।

৩) মায়ের প্রধান পঠিত বিষয় ঃ

ক) ব্যবসায়, অর্থনীতি, আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি বা রাজনীতি।

খ) সামাজিক বা নৈতিক দর্শন।

গ) শিক্ষা, শিক্ষকতা, নার্সিং (সেবাব্রত)।

ঘ) সাধারণ মানবিক বিষয়সমূহ।

ঙ) প্রধানতঃ স্কুলের পাঠ সমাপ্ত, সমাজ-শোভন ধরণের।

৪) মা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়েছেন সেগুলির কোনটিতে সহশিক্ষা ব্যবস্থা ---- ছিল কি না? ----- ছিল ----- ছিল না।

জবাব ইতিবাচক হলে কোন্ কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? -----------
----

৫) মায়ের বিয়ের সময় তাঁর বয়স কত ছিল? ---------------
----

৬) কোন ধর্ম অনুসরণ করতেন তিনি? -------------------

ক) মা কি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় অনুশীলনকারী ছিলেন?

----- হ্যাঁ ----- না

খ) তিনি কি কোনও চার্চ সংগঠনের সমাবেশ-অনুষ্ঠানে নিয়মিত শরীক হতেন?

(সপ্তাহে একদিন বা ততোধিকবার)? ----- হ্যাঁ ----- না

www.nagorikpathagar.org

জবাব ইতিবাচক হলে এ বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন ------------

----

৭) সমীক্ষাপাত্রের মা কোন জাতিগোষ্ঠীর মেয়ে? ---------------

----

৮) মায়ের নরগোষ্ঠী -----------

৯) মায়ের বাবার জীবিকা/পেশা কী ছিল? -----------

১০) আপনি কি বলবেন সমীক্ষাপাত্রের মা এসেছিলেন —

ক) নিম্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবার থেকে?

খ) নিম্ন মধ্যবিত্ত আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবার থেকে?

গ) উচ্চ মধ্যবিত্ত আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবার থেকে?

ঘ) উচ্চ আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর পরিবার থেকে?

১১) বিয়ের আগে মায়ের চাকরি/কর্মজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করে এমনি কিছু কাজের শ্রেণীবিভাগমূলক বিনির্দেশ নিম্নে দেওয়া আছে। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি সমীক্ষাপাত্রের মায়ের জন্য সর্বোত্তমভাবে প্রযোজ্য নির্দেশ করুন ঃ

ক) কখনও কোনও কাজ/চাকরি করেন নি, অল্প বয়সে বিয়ে হয়;

খ) কখনও কাজ করেন নি, বাবার বিত্তে জীবন কাটিয়েছেন;

গ) কখনও কাজ করেন নি, নিজেই বিত্তবান ছিলেন;

ঘ) নিম্নস্তরের দক্ষতামূলক কাজ করেছেন;

ঙ) আধা-পেশাদারী কাজ (যেমন, শিক্ষকতা, নার্সিং ইত্যাদি) করেছেন;

চ) পেশাদারী কাজ করেছেন।

১২) সমীক্ষাপাত্রের বাবার সাথে বিয়ের আগে যদি মা কাজ/চাকরি করে থাকেন তাহলে কী ধরনের জীবিকায় প্রধানতঃ তিনি কাজ করেছেন? -------

----

১৩) নিম্নে কতকগুলি কাজকর্মের শ্রেণী ভাগ করে দেওয়া আছে। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি মায়ের জন্য সুপ্রযোজ্য?

ক) অর্থের জন্য কিংবা চুক্তিতে কখনও কাজ করেন নি।

খ) পরিবারের প্রয়োজনে খণ্ডকালীন কাজ করতেন।

গ) পরিবারের প্রয়োজনে পূর্ণকালীন কাজ করতেন।

www.nagorikpathagar.org

ঘ) আত্ম-অভিব্যক্তি বা বাহ্য কোনও প্রেরণায় খণ্ডকালীন কাজ করতেন।

ঙ) আত্ম-অভিব্যক্তি কিংবা বাহ্য প্রেরণায় পূর্ণকালীন কাজ করতেন।

১৪) বিয়ের পর মা কাজ/চাকরি করে থাকলে তিনি কোন প্রধান জীবিকায় কাজ করতেন? --------------------------------

১৫) বিয়ের আগে ও পরে মায়ের কোনও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় কর্মবৃত্তি থেকে থাকলে সমীক্ষাপাত্র জন্মাবার পর কিংবা অন্যান্য সন্তান হবার পরেও সেই কর্মবৃত্তি কি তিনি বহাল রেখেছিলেন?

-----হ্যাঁ -----না

১৬) সমীক্ষাপাত্রের মা সদস্য ছিলেন এমন সব (কোনও) সংগঠনের তালিকা ঃ

ঐ (সব) সংগঠনে তিনি কোনও পদের দায়িত্ব পালন করে থাকলে তার উল্লেখ করুন ----------------------------

১৭) মা কি তাঁর দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের খোঁজখবর রাখতেন?

-----হ্যাঁ ----না ----জানা নেই।

১৮) মা কি দেশের অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের খোঁজখবর রাখতেন?

-----হ্যাঁ ----না ----জানা নেই।

১৯) পরিবারের অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে কোনও অবদান যোগাতেন? নমুনা স্বরূপ, কোনও চাকরি বদল করা হবে কি না হবে কিংবা কোনও নতুন অঞ্চলে যেতে হবে কি না হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতেন?

-----হ্যাঁ ----না ----জানা নেই।

২০) মা কি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রশ্নে খোলাখুলি বাবার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করতেন?

-----হ্যাঁ -----না

জবাব হ্যাঁ সূচক হলে, সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন ------------

----

www.nagorikpathagar.org

২১) ছেলেমেয়েদের আচরণের রীতি-নীতি ও অন্যান্য বিধি-বিধান স্থির করে দেওয়ায় মা পরিবারে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন কি না? নিম্নে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে এক্ষেত্রে সর্বোত্তম প্রযোজ্য সম্পর্কসূত্রটি নির্দেশ করুন :

ক) হ্যাঁ, অবশ্যই। বাবার প্রায় কোনও ভূমিকা ছিলই না।
খ) হ্যাঁ, বাবা কখনও অমত করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর মত মায়ের সিদ্ধান্তের কাছে টিকতো না।
গ) না, বাবা ও মা দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিতেন।
ঘ) বাবার প্রাধান্য ছিল তবে তিনি মায়ের মতামত বিবেচনা করতেন।
ঙ) মা যা-ই ভাবুন না কেন, সুনিশ্চিতভাবে বাবাই সিদ্ধান্তের বেলায় আধিপত্য করতেন।

২২) মা কি ছেলেমেয়েদের শারীরিক শাস্তি দিতেন/মারতেন?

ক) হ্যাঁ, সব সময় ; বাবা এটা করতেন ক্বচিৎ বা আদৌ করতেন না।
খ) হ্যাঁ, কখনও কখনও, বাবাও অনুরূপ।
গ) না, ক্বচিৎ অথবা কখনও নয় ; বাবাই দায়ী।
ঘ) না, কখনও শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।
ঙ) জানা নেই।

৪। সমীক্ষাপাত্রের বাবার বৈশিষ্ট্যাবলী

১) বাবার পুরো নাম ---------------------------

২) বাবার সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ঃ

ক) কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।
খ) প্রাথমিক শিক্ষা বা সমতুল্য — অন্ততঃপক্ষে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।
গ) উচ্চ বিদ্যালয় বা সমতুল্য।
ঘ) দক্ষতা বা ট্রেড জাতীয় কিছুতে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ (অপেশাদার যেমন, ছুতারমিস্ত্রির কাজ, দক্ষ শ্রমিকের কাজ ও সামরিক বাহিনীর কাজ ইত্যাদি)।
ঙ) কলেজ প্রশিক্ষণ, তবে কোনও পেশাদারী প্রশিক্ষণ নয়।

www.nagorikpathagar.org

চ) পেশাদারী প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা/ডিগ্রী (যেমন, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, এম এ ও পিএইচডি)।

------ পিএইচডি/ডক্টরেট থাকলে উল্লেখ করুন।

ছ) ---- জানা নেই।

৩) বাবার পঠিত প্রধান বিষয় সমূহ ঃ

ক) ব্যবসায়, অর্থনীতি, আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি বা অর্থনীতি।

খ) সামাজিক বা নৈতিক দর্শন।

গ) দক্ষতা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ।

ঘ) সাধারণ মানবিক বিষয়সমূহ।

৪) বাবা যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়েছেন সেগুলির কোনটিতে সহশিক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি না? ----- ছিল ---------- ছিল না।

জবাব ইতিবাচক হলে, কোনটি? --------------------

----

৫) বাবার বিয়ের সময় তাঁর বয়স কত ছিল? ----------------

৬) বাবা কোন্ ধর্মমত অনুসরণ করতেন?-----------------

ক) বাবা কি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় অনুশীলনকারী ছিলেন?

----- হ্যাঁ ------- না

খ) তিনি কি কোনও চার্চ সংগঠনের সমাবেশ-অনুষ্ঠানে নিয়মিত যেতেন? (সপ্তাহে একদিন বা ততোধিক বার?) --- - হ্যাঁ --- -না।

জবাব ইতিবাচক হলে এ বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন ------------

----

৭) সমীক্ষাপাত্রের বাবা কোন্ জাতিগোষ্ঠীর লোক?

----

৮) বাবার নরগোষ্ঠী ---------------------------

৯) বাবার নরগোষ্ঠী পরিচয় কি মায়ের থেকে ভিন্ন?

----- হ্যাঁ ----- না।

১০) বাবার জাতিগোষ্ঠীমূল কি মায়ের চেয়ে ভিন্ন?

----- হ্যাঁ ----- না।

www.nagorikpathagar.org

১১) একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীর লোক প্রধানতঃ বাস করে এমন ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেই কি সমীক্ষাপাত্রের পরিবার বাস করতেন?

-----হ্যাঁ -----না।

১২) বাবার ধর্মীয় গোষ্ঠী কি মায়ের সঙ্গে অভিন্ন?

-----হ্যাঁ ------না।

১৩) বাবা ও মায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস কি একই রকম ছিল?

-----হ্যাঁ ------না।

১৪) বাবার বাবার (দাদার) উপজীবিকা কি ছিল?-------------

১৫) আপনি কি বলবেন, সমীক্ষাপাত্রের বাবা এসেছিলেন ---------

ক) নিম্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবার থেকে?

খ) নিম্ন মধ্যবিত্ত আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবার থেকে?

গ) উচ্চ মধ্যবিত্ত আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবার থেকে?

ঘ) উচ্চ আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর পরিবার থেকে?

১৬) বাবার বেলায় কি মনে হয় যে —

ক) প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে তিনি নিজে তাঁর আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নত করেছেন? (ঊর্ধমুখী গতি)

খ) একই আর্থ-সামাজিক অবস্থানে রয়ে গেছেন?

গ) তাঁর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নেমে গেছে (নিম্নমুখী গতি)?

১৭) মায়ের পরিবারের সাথে বাবার আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা করুন ঃ

ক) নিম্নতর

খ) একই

গ) উচ্চতর

১৮) বাবার প্রধান উপজীবিকা কি ছিল? -----------------

১৯) নিম্নবর্ণিত বিকল্পগুলির কোনটি কাজ বা কর্মবৃত্তির প্রতি বাবার মনোভাবকে অধিকতর সুপ্রযুক্তভাবে তুলে ধরে?

ক) কেবল চাকরি ; অর্থের প্রয়োজনে তিনি চাকরি করতেন।

খ) চাকরি করতেন, সেটা তিনি উপভোগও করতেন।

গ) অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও তিনি ঐ চাকরি করতেন।

২০) বাবা কি মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে চলে যেতেন?

ক) হ্যাঁ, এক এক সময় কয়েক দিনের জন্য ও সেটা ঘটত ঘন ঘন।

খ) না

www.nagorikpathagar.org

জবাব হ্যাঁ সূচক হলে ঐ অনুপস্থিতির এবং বাবার ঐ অনুপস্থিতি কোনওভাবে ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে ওঠার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকলে তার কারণ ব্যাখ্যা করুন -------------------

----

২১) 'আমার বাড়ি আমার দুর্গ প্রাসাদ, আমি সেই দুর্গ প্রাসাদের রাজা' — এই কথাগুলির বক্তব্যের সাথে সমীক্ষাপাত্রের বাবা কতদূর একমত হতেন বলে আপনি উল্লেখ করবেন?

ক) বেশ জোরেশোরেই একমত হতেন। গ) কিছুটা অসম্মত হতেন।
খ) কিছুটা একমত হতেন। ঘ) একান্তভাবেই অসম্মত হতেন।

২২) 'বাইরের জগৎ থেকে নিজ গৃহে যখন আমি থাকি, আমাকে সত্যিই সুখী ও শক্তিশালী মনে হয়' — এই কথাগুলির বক্তব্যের সাথে সমীক্ষাপাত্রের বাবা কতদূর একমত হতেন বলে আপনি উল্লেখ করবেন?

ক) বেশ জোরেশোরেই একমত হতেন। গ) কিছুটা দ্বিমত হতেন।
খ) কিছুটা একমত হতেন। ঘ) একান্তই অসম্মত হতেন।

২৩) বাবা কি মাকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর নিজের মতামত দিতে উৎসাহিত করতেন?

ক) হ্যাঁ, অবশ্যই করতেন।
খ) অস্পষ্টতঃ ওরকমই মনে হয়।
গ) নিশ্চিত বলা যায় না, তবে এ রকম মনে করি না।
ঘ) না, অবশ্যই নয়।

২৪) পরিবার/চার্চ (ধর্মীয়) বিষয়ের বাইরের অন্যান্য বিষয়ে জড়িত হতে ও সেগুলিতে অংশ নিতে বাবা কি মাকে উৎসাহিত করতেন?

ক) হ্যাঁ অবশ্যই করতেন।
খ) অস্পষ্টতঃ ওরকমই মনে হয়।
গ) নিশ্চিত বলা যায় না, তবে এ রকম মনে করি না।
ঘ) না, অবশ্যই নয়।

২৫) সমীক্ষাপাত্রের বাবা সদস্য ছিলেন এমন সংগঠনগুলির তালিকা দিন ----

www.nagorikpathagar.org

ঐসব সংগঠনে কোনও পদধারী (তিনি) হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করুন ---
----

২৬) অর্থের বিনিময়ে/অর্থের জন্য কিংবা অর্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তির বাধ্যবাধকতাক্রমে কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য বাবা কি মাকে উৎসাহিত করতেন?

ক) হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি করতেন। তিনি মনে করতেন, ওটা তাঁর জন্য কল্যাণকর হবে।

খ) তিনি তাঁর ঐ কাজ করায় এজন্য সম্মতি দিয়েছিলেন যে, মা-ই এজন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গ) তিনি তাঁর কাজ করাকে মেনে নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য অর্থের দরকার ছিল বলে।

ঘ) পরিবার এত বিত্তবান ছিল যে, এ প্রশ্নই কখনও আদৌ ওঠে নি।

২৭) বাবা কি কোনও সময় ঘরবাড়ি পরিস্কার — পরিচ্ছন্ন করা, রান্না, বাচ্চাদের দেখাশোনার মত 'মেয়েদের' কাজ করেছেন?

ক) হ্যাঁ, নিয়মিতভাবে।

খ) মাঝে মাঝেই/প্রায়ই।

গ) মাঝে মাঝেই।

ঘ) ক্বচিৎ।

ঙ) কখনও নয়।

৫। **সমীক্ষাপাত্রের ছোটবেলার/শৈশবের বৈশিষ্ট্যাবলী**

১) **সমীক্ষাপাত্রের অর্জিত শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর ঃ**

ক) কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

খ) প্রাথমিক স্কুল বা সমতুল্য শিক্ষা, অন্ততঃপক্ষে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

গ) উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা বা সমতুল্য।

ঘ) দক্ষতাঅর্জন জাতীয় কিছুতে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ (অপেশাদারঃ যেমন, ধাত্রীবিদ্যা, কেরাণী, মুদ্রাক্ষরিক, সচিব ইত্যাদি)।

ঙ) কলেজ প্রশিক্ষণ, তবে কোনও পেশাদারী প্রশিক্ষণ নয়।

চ) পেশাদারী প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা/ডিগ্রী (যেমন, ফার্মাসী, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, এম এ ও পিএইচ ডি)।

www.nagorikpathagar.org

ছ) ডক্টরেট/পিএইচডি থাকলে উল্লেখ করুন।

জ) জানা নেই।

২) প্রধান পঠিত/অধীত বিষয়সমূহ ঃ

ক) ব্যবসায়, অর্থনীতি, আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি বা রাজনীতি।

খ) সামাজিক বা নৈতিক দর্শন।

গ) শিক্ষা, শিক্ষকতা, নার্সিং (সেবাব্রত)।

ঘ) সাধারণ মানবিক বিষয়সমূহ।

ঙ) প্রধানতঃ স্কুলের পাঠ সমাপ্ত, যা সমাজ-শোভন শিক্ষা হিসেবে গণ্য।

৩) সমীক্ষাধীন মহিলার কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে কিংবা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়ে না থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন। তিনি কি পরে অন্যান্য উপায়ে বাড়তি/অতিরিক্ত শিক্ষা পেয়েছেন কিংবা চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? তাঁর শিক্ষা পরিস্থিতির বিবরণ কিছুটা বিস্তারিত লিখুন ---------------------- --

----

৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধরন ঃ

ক) কোনও স্কুলে শিক্ষা নয়, বাড়ির আয়া দ্বারা বা পরিবারের ভেতরেই শিক্ষাপ্রাপ্ত।

খ) ধর্মীয়, চার্চ বা বিশেষ ধরনের জাতিগোষ্ঠীগত বিদ্যালয়।

গ) ঘরোয়া, অভিজাত শিক্ষাব্যবস্থা, তবে ধর্মীয় কিংবা জাতিগোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা নয়।

ঘ) পাবলিক স্কুল।

৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধরন ঃ

ক) কোনও স্কুল নয়, আয়া, পরিবারকেন্দ্রিক শিক্ষা।

খ) ধর্মীয়, চার্চ বা বিশেষ ধরণের জাতিগোষ্ঠীগত বিদ্যালয়।

গ) ঘরোয়া, অভিজাত শিক্ষাব্যবস্থা, তবে কোনও ধর্মীয়/ জাতিগোষ্ঠীগত শিক্ষা ব্যবস্থা নয়।

ঘ) পাবলিক স্কুল।

www.nagorikpathagar.org

৬) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন (সম্ভব হলে নাম উল্লেখ করুন)।

ক) এ ধরনের কোনও কিছু নয়।

খ) ধর্মীয় কিংবা জাতিগোষ্ঠীগত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

গ) লোক, অঙ্গরাজ্য কলেজ।

ঘ) লোক, অঙ্গরাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়।

৭) তাঁর শিক্ষা কতদূর পর্যন্ত সহশিক্ষামূলক ছিল?

ক) আদৌ সহশিক্ষাভিত্তিক ছিল না।

খ) কেবল প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত।

গ) মাধ্যমিক স্কুল অবধি।

ঘ) কেবল কলেজে।

ঙ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক।

চ) প্রাথমিক ও কলেজ।

ছ) মাধ্যমিক ও কলেজ।

জ) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ।

৮) শৈশবের শিক্ষায় রাজনৈতিক ইস্যু ও সমস্যার উপস্থিতির পরিমাণ/পরিসর সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন ঃ ---------------------

----

৯) তাঁর মত সমকালীন কোনও মেয়ের জন্য ঐ শিক্ষা কি ------ -

ক) অসাধারণরকমে রাজনৈতিক? গ) গতানুগতিক?

খ) কিছুটা রাজনৈতিক? ঘ) কম রাজনৈতিক?

১০) সমীক্ষাপাত্রের সমসাময়িককালে ছেলেদের যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হত, বিশেষ করে সমীক্ষাপাত্রের ভাইদের (থেকে থাকলে) যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হত ঐ শিক্ষার সাথে সমীক্ষাপাত্রের তৎকালীন শিক্ষার কতদূর মিল ছিল?

ক) একান্ত অনুরূপ/অভিন্ন

খ) সাহিত্য, ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ক শিক্ষা এক হলেও অন্যান্য বিষয়ে তা নয়।

গ) একেবারেই ভিন্ন (সম্ভব হলে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন) --

----

www.nagorikpathagar.org

১১) যে ধর্মের আওতায় সমীক্ষাপাত্র বড় হয়েছেন ঃ

ক) কোনও ধর্ম নয়, বরং তিনি নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, কিংবা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসে আস্থাহীন।

খ) ধর্মীয় উপসম্প্রদায় বিশেষ যে উপসম্প্রদায়ের অনুসারীরা কোনও ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কথা বলে না যেমন, স্রস্টার একত্ববাদী খৃস্টান (ইউনিটারিয়ান), প্রকৃতিবাদী ইত্যাদি।

গ) সংস্কারপ্রসূত 'আধুনিক' প্রোটেস্ট্যান্ট।

ঘ) রিফর্মর্ড ইহুদী।

ঙ) অর্থোডক্স ইহুদী।

চ) প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী

ছ) রোম্যান ক্যাথলিক

জ) গ্রীক অর্থোডক্স

ঝ) রুশ অর্থোডক্স

১২) গৃহে ধর্মীয় দর্শন ও বিশ্বাসের গুরুত্ব ঃ

ক) খুবই গুরুত্বপূর্ণ
খ) কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ
গ) কিছুটা গুরুত্বহীন
ঘ) অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ

১৩) সমীক্ষাপাত্র মহিলাটি শৈশবে কোনওদিন দৈহিকভাবে মারামারি করেছে?

ক) উল্লিখিত মতে তেমন কিছুতে নয়।

খ) হ্যাঁ, মেয়ে, ছেলে-উভয়ের সঙ্গেই।

গ) হ্যাঁ, শুধু মেয়েদের সঙ্গে।

ঘ) না, এ ধরনের কোনও কিছুর বিরুদ্ধে বাবা-মায়ের কড়া শাসন ছিল।

১৪) মেয়েটি যদি দৈহিক মারামারি করেই থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বাবা-মা কি তার ঐ আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছেন কিংবা তিরস্কার করেছেন?

ক) হ্যাঁ, চড়-থাপ্পড় দিয়েছেন এবং/অথবা কোনও আকাঙ্ক্ষিত জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছেন।

খ) হ্যাঁ, তাকে মৌখিকভাবে তিরস্কার করেছেন।

গ) জানলেও বাবা-মা কিছুই করেন নি।

www.nagorikpathagar.org

ঘ) বাবা-মা কখনও ঐ ধরনের মারামারির কথা জানতেই পারেন নি।

ঙ) বাবা-মা কাজটাকে ন্যায়সঙ্গত বলে সমর্থন করেছেন।

১৫) সমীক্ষাধীন মহিলার শৈশব জীবনে খেলাধুলো কী পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে?

ক) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে ছিল গেছোমেয়ে, ছেলেদের সাথে টক্কর দিত (অবশ্যই প্রত্যক্ষ নজির উল্লেখ করতে হবে)।

খ) গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রতিযোগিতা শুধু মেয়েদের সঙ্গে।

গ) কেবল দর্শকমাত্র।

ঘ) খেলাধুলো খুব একটা পছন্দ নয়, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

ঙ) অজ্ঞাত, খেলাধুলোর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৬) খেলাধুলোমূলক কোনও তৎপরতায় সমীক্ষাপাত্র অংশগ্রহণ করে থাকলে বর্ণনা দিন ঃ ----------------------------------

----

১৭) শৈশবকালে সমীক্ষাধীন পাত্রকে কোনও কোনওভাবে তাঁর অনুরূপ বয়সের মেয়ে শিশুর তুলনায় ভিন্ন ধরনের বলে মনে হত কি?

-----হ্যাঁ ------ না

জবাব ইতিবাচক হলে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন। ------------

----

১৮) সমীক্ষাপাত্রের স্বাস্থ্য শিশু বয়সে সাধারণতঃ ছিল ঃ

ক) চমৎকার গ) যুক্তিসঙ্গত

খ) ভাল ঘ) খারাব

১৯) স্বাস্থ্য যুক্তিসঙ্গত কিংবা মন্দ হয়ে থাকলে কেন? তার পরিস্থিতির বিবরণ দিন ঃ ----------------------------------

----

২০) শিশুটি/সমীক্ষাপাত্রটি কখনও কোনও অপেক্ষাকৃত ছোট শিশু কিংবা কারও বদলী মা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে?

-----হ্যাঁ ------না

জবাব ইতিবাচক হলে, পরিস্থিতির বর্ণনা দিন -------------

----

www.nagorikpathagar.org

২১) শৈশবে সমীক্ষাপাত্রকে কি সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয়েছে?

---- হ্যাঁ ----- না ---- অজ্ঞাত

জবাব ইতিবাচক হলে, ঐ ধরণের সিদ্ধান্তের সুনির্দিষ্ট নমুনা উল্লেখ করুন ঃ

----

২২) সমীক্ষাপাত্র কী তার ভাইবোনের মধ্যে —

ক) তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে বেশী স্বাধীন?

খ) বোনেদের চেয়ে বেশী স্বাধীন কিন্তু ভাইদের চেয়ে নয়।

গ) অন্যদের তুলনায় প্রায় অনুরূপ।

ঘ) ভাইদের তুলনায় কম স্বাধীন।

ঙ) ভাই-বোনদের তুলনায় কম স্বাধীন।

চ) ভাইবোন নেই।

২৩) সমীক্ষাপাত্রের শৈশবে একটানাভাবে আচরণবিধি বলবৎ ছিল কি? দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যাক, যেমন, তাকে আজ তার কোনও আচরণের জন্য যে চড়-থাপ্পড় দেওয়া হয়েছে পরের দিনের সেই আচরণের জন্যে কি তা-ই করা হয়েছে?

ক) বাবা-মা দু'জনেরই আচরণে একই রকম, প্রবণতাও অভিন্ন।

খ) বাবা-মা উভয়েই আচরণে সঙ্গতিপূর্ণ, তবে ভিন্ন দিগাভিমুখী।

গ) বাবার আচরণ সঙ্গতিহীন।

ঘ) মায়ের আচরণ সঙ্গতিহীন।

২৪) শিশুটি কী তার বাবা-মায়ের সাথে আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা করত?

----- হ্যাঁ ----- না ----- জানা নেই

২৫) সমীক্ষাপাত্রের পরিবার মোটামুটি আবেগানুভূতির দিক থেকে নিবিড় একাত্ম বলা যায়?

ক) হ্যাঁ, গোটা পরিবার ছিল নিবিড়, একাত্ম।

খ) সমীক্ষাপাত্র বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ হলেও, ভাইবোনের নয়।

গ) সমীক্ষাপাত্র বাবা বা মা যে কোনও একজনের ঘনিষ্ঠ হলেও তাদের সংশিষ্ট একজনের ও ভাইবোনদের ঘনিষ্ঠ নয়।

ঘ) সমীক্ষাপাত্র ভাইবোনদের ঘনিষ্ঠ হলেও, বাবা-মায়ের নয়।

ঙ) সমীক্ষাপাত্র এক বা দু'জন ভাই/বোনের ঘনিষ্ঠ হলেও আর সকলের সঙ্গে নয়।

চ) না, পরিবারটির পরিবারিক বন্ধন আদৌ নিবিড় নয়, এমনকি, একে অন্যকে পছন্দও করে না।

www.nagorikpathagar.org

২৬) সমীক্ষাপাত্র যখন শিশু ছিলেন তখন পরিবারের লোকজন অনেককিছুই (কাজ, খেলাধুলো, বনভোজন, গান, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি) একসঙ্গে করত?

----- -হ্যাঁ ----- -না ------ অজ্ঞাত

জবাব ইতিবাচক হলে, ঐ ধরনের উপলক্ষ্য ইত্যাদির বিবরণ দিন -----
----

২৭) সমীক্ষাপাত্র কী তার পরিবার কাঠামোর মধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে করে বলে ধারণা হয়?

ক) হ্যাঁ, বাবা-মা উভয়ের ওপর আস্থাশীল, তাঁদেরকে তাঁর প্রয়োজনে সংবেদনশীল মনে করতেন।

খ) শুধু মাকে বিশ্বাস করতেন, বাবা বৈরী কিংবা বাড়ি থেকে চলে গেছেন।

গ) শুধু বাবাকে বিশ্বাস করতেন, মা বৈরী কিংবা বাড়ি থেকে চলে গেছেন।

ঘ) না, নিরাপদ মনে করতেন না বা মা-বাবা কাউকে বিশ্বাস করতেন না।

ঙ) নিরাপত্তাহীন শৈশব কিন্তু সে অনিরাপত্তা বাবা-মার কারণে নয়, অন্যান্য কারণে ------ ----------------
----

২৮) শিশুটিকে তার বাবা-মা ভালবাসতেন?

ক) সাধারণতঃ বাবা-মা উভয়েই ভালবাসেন এ রকম অনুভূতি ছিল।

খ) সাধারণতঃ বাবা-মার এব জন ভালবাসতেন এমন অনুভূতি ছিল।

গ) বাবা-মা ভালবাসতেন এমন অনুভূতি নেই।

২৯) শিশুটির যদি মনে হয়ে থাকে সে ঘৃণিত, তাকে কেউ পছন্দ করে না, ভালোবাসেন না কিংবা সে অবহেলিত তাহলে তার এ ধরনের অনুভূতির জন্য কে দায়ী?

----- বাবা? ------ মা? ----- উভয়েই?

www.nagorikpathagar.org

৩০) বাবা-মা দু'জনের কার প্রতি শিশুটি বেশী আকৃষ্ট?

ক) উভয়ের প্রতি সমানভাবে।

খ) বাবার প্রতি বেশী আকৃষ্ট।

গ) মায়ের প্রতি বেশী আকৃষ্ট।

৩১) সবচে' যে জিনিসটি নিয়ে শিশুটি ভাবত সেটা বা ঐ জিনিসগুলি নিয়ে কি ঐ শিশু মনে করত যে সে ঐগুলি সম্পর্কে তার বাবা-মাকে বলতে পারে?

ক) হ্যাঁ, উভয়ের সঙ্গেই/কাছেই।

খ) শুধু মাকে।

গ) শুধু বাবাকে।

ঘ) কাউকেই নয়।

৩২) মা কি অন্য সকল কাজ ও বন্ধুদের ওপর পরিবারকে স্থান দিতেন?

------হ্যাঁ -------না

আপনার রায়ের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিন -------------------

----

৩৩) বাবা কি অন্য সকল কার্যকলাপ ও বন্ধুদের ওপর পরিবারকে স্থান দিতেন?

------হ্যাঁ --------না

আপনার রায়ের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিন ------------------

----

৩৪) সমীক্ষাপাত্র শিশুকালে কি অন্য সকল কার্যকলাপের ওপরে পারিবারিক অনুষ্ঠান, সমাবেশ ও পার্টিকে স্থান দিতেন?

-----হ্যাঁ ------ -না -----জানা নেই।

আপনার রায়ের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিন -------------------

----

৩৫) সমীক্ষাপাত্রের শিশুকালে বাবা-মা কি তার সঙ্গে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন?

-----হ্যাঁ ------ -না -----জানা নেই।

জবাব ইতিবাচক হলে অবশ্যই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন -----------

----

www.nagorikpathagar.org

৩৬) বাবা-মায়ের পরিবার কি বিভিন্ন ধর্মমত বিশ্বাসী লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন?

-----হ্যাঁ ------না -----জানা নেই।

জবাব ইতিবাচক হলে আপনি কি বলছেন মেলামেশাটা ঘটত ------

--প্রায়ই --বিভিন্ন উপলক্ষ্যে --মাঝে মাঝে

৩৭) বাবা-মায়ের পরিবার কি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী উদ্ভূত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন?

-----হ্যাঁ ------না -----জানা নেই।

জবাব ইতিবাচক হলে আপনি কি বলছেন মেলামেশাটা ঘটত —

--প্রায়ই --বিভিন্ন উপলক্ষ্যে --মাঝে মাঝে

৩৮) আপনি কি বলবেন, সমীক্ষাপাত্র শৈশবে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি বড় হয়ে নিজে যা হতে চান তাই হতে পারবেন?

ক) অবশ্যই হ্যাঁ খ) কিছুটা হ্যাঁ

গ) কিছুটা না ঘ) অবশ্যই না

৩৯) রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক নারী হিসেবে তাঁর নিজের গড়ে ওঠার সঙ্গে সমীক্ষাপাত্রের শৈশবে ঘটেছিল এমন কোনও বিশেষ পরিস্থিতি ও নানা সম্পর্কের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা যায় কি?

-----হ্যাঁ -----না

জবাব ইতিবাচক হলে, সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করুন -------------

৬। প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে পরিবার ও কর্মবৃত্তি/চাকুরির অবস্থা

১) ক'বছর বয়সে সমীক্ষাপাত্র মেয়েটি তার বাবা-মা বা অভিভাবকের গৃহ ছেড়েছে? ----------------------------

----

২) এভাবে প্রথমবারের মত গৃহছাড়ার পরিস্থিতি বর্ণনা করুন --------

----

৩) সমীক্ষাপাত্র মহিলার কি আইনসম্মত বিয়ে হয়েছিল?

----হ্যাঁ -----না

www.nagorikpathagar.org

জবাব হ্যাঁসূচক হলে নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির কোন্‌টি তার বেলায় সর্বোত্তম প্রযোজ্য?

ক) ভালবেসে বিয়ে। প্রেমিকের সঙ্গেই আগাগোড়া বিবাহিত জীবন।

খ) ভালবেসে বিয়ে, কিন্তু ঐ ভালবাসা ব্যর্থ হওয়ায় প্রেমিককে ছেড়ে যেতে হয়।

গ) ভাববেসে বিয়ে, ভালবাসা উবে গেলেও পরস্পর বিবাহিত রয়ে যান।

ঘ) ভালবাসার কারণে বিয়ে নয় বরং পরিত্রাণ পাওয়ার একটা উপায় হিসেবে বিয়ে (সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করুন) ------------

----

ঙ) অন্যান্য কারণ (সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করুন) -----------

----

৪) সাধারণ রীতি-প্রথামাফিক কারও সাথে কি মহিলার (সমীক্ষাপাত্রের) স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল?

------হ্যাঁ ----না ------অজ্ঞাত

৫) প্রাপ্তবয়স্কা নারী হিসেবে তাঁর বিয়ে কিংবা কোনও পুরুষের সঙ্গে সাধারণ রীতি-প্রথা মাফিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থেকে থাকলে একটা আলাদা কাগজে সে বিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত লিখুন ----------------------

----

৬) এমন কোনও প্রমাণ কি আছে যে এই সমীক্ষাপাত্র ছোটবেলায় কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বেশ গুরুত্ব সহকারেই বিয়ে না করার কথা ভেবেছিলেন?

-- ----হ্যাঁ ------না

প্রমাণ থাকলে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করুন ঃ -------------------

----

৭) কত বছর বয়সে সমীক্ষাপাত্র বিয়ে করেছিলেন কিংবা কোনও পুরুষের সঙ্গে তাঁর রীতিপ্রথা-মাফিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল? -------

৮) বিয়ের আগে সমীক্ষাপাত্র চাকরি করেছিলেন?

------হ্যাঁ ----না ------জানা নেই

৯) বিয়ের আগে সমীক্ষাপাত্রের চাকরির/কর্মজীবনের/উপজীবিকার বিবরণ দিন। -------------------------------

----

www.nagorikpathagar.org

১০) বিয়ের আগে সমীক্ষাপাত্রের এই চাকরি/কর্মজীবনকে এক কথায় তুলে ধরতে আপনি সেটিকে 'ক্যারিয়ার' (কর্মবৃত্তি/জীবনবৃত্তি) বলে অভিহিত করবেন?

ক) অবশ্যই হ্যাঁ

খ) হ্যাঁ, কিছুটা

গ) ঠিক তা নয়, তবে 'ক্যারিয়ার'-এর একটা বুনিয়াদ গড়ে ওঠে

ঘ) অবশ্যই না

১১) বিয়ের আগে মহিলা কি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন?

------হ্যাঁ ------না

১২) মহিলাকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারে বিয়ে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

ক) আদৌ এর কোনও সম্পর্ক নেই।

খ) একঘেয়েমি কাটানোর জন্য বা বাইরের জগতে পা দেবার একটা পথ পাওয়ার জন্য ঐ কাজ বা চাকরি; স্ত্রী ও মা হওয়া ছাড়াও আরও কিছু করার আকাঙ্খা ছিল।

গ) স্বামী বা জীবনসঙ্গী তাঁকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করে ও রাজনীতিতে ঠেলে দেয়।

ঘ) বিবাহিত পরিবারে এমন ঘটনা ঘটে যাতে ঐ মহিলার কাছে রাজনীতি মুখ্য ওঠে (ব্যাখ্যা করুন) ----------- --

----

১৩) বিয়ের সময় স্বামী বা জীবনসাথীর বয়স কত ছিল? ------------

১৪) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান কত? -----------------

১৫) স্বামীর প্রধান উপজীবিকা/বৃত্তি কী ছিল? ------------------

১৬) স্বামীর জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয় কি? ------------- ------

১৭) স্বামীর জাতিগোষ্ঠী পরিচয় কি স্ত্রী থেকে ভিন্ন না একই?

------একই ------ভিন্ন

১৮) প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সমীক্ষাপাত্রের অনুশীলিত ধর্ম ঃ

ক) কোনও ধর্ম নেই, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী কিংবা ধর্মপালনবিমুখ।

খ) ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায় যা ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়।

গ) সংস্কারপ্রসূত 'আধুনিক' প্রোটেস্ট্যান্ট।

ঘ) সংস্কারপ্রসূত ইহুদী।

www.nagorikpathagar.org

ঙ) অর্থোডক্স ইহুদী
চ) প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী।
ছ) রোমান ক্যাথলিক।
জ) গ্রীক অর্থোডক্স।
ঝ) রুশ অর্থোডক্স।

১৯) প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সমীক্ষাপাত্রের স্বামীর অনুশীলিত ধর্ম ঃ

ক) কোনও ধর্ম নয়, বরং তিনি নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা ধর্মপালন বিমুখ।
খ) ধর্মীয় উপসম্প্রদায়ভুক্ত যা ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়।
গ) সংস্কারপ্রসূত 'আধুনিক' প্রোটেস্ট্যান্ট।
ঘ) সংস্কারপ্রসূত ইহুদী।
ঙ) অর্থোডক্স ইহুদী।
চ) প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী।
ছ) রোমান ক্যাথলিক।
জ) গ্রীক অর্থোডক্স
ঝ) রুশ অর্থোডক্স

২০) স্বামীর/সঙ্গীর ধর্ম স্ত্রীর (সমীক্ষাপাত্র) ধর্ম থেকে আলাদা ছিল কি না?

-----একই -----ভিন্ন

২১) প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সমীক্ষাধীন পাত্র কি প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে তাঁর ধর্ম অনুশীলন করতেন?

ক) হ্যাঁ, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার চার্চে যেতেন)
খ) হ্যাঁ, সাধারণতঃ (মাসে কয়েকবার চার্চে যেতেন)।
গ) মাঝে মাঝে ও বিক্ষিপ্তভাবে চার্চে যান।
ঘ) সত্যিকার অর্থে না, যদিও তাঁর একটা সাধারণ বিশ্বাস-দর্শন আছে।
ঙ) অবশ্যই না।

২২) সমীক্ষাপাত্র প্রাপ্তবয়সে যে ধর্মবিশ্বাসী ছোটবেলাতেও কি সেই একই ধর্মবিশ্বাসে লালিতপালিত?

------হ্যাঁ ------না

www.nagorikpathagar.org

২৩) সমীক্ষাপাত্রের গোটা জীবনে তাঁর ধর্মীয় অনুভূতির তীব্রতায় কোনও পরিবর্তন হয়েছে? সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন ------------
----

২৪) স্বামীর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল?

ক) কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

খ) প্রাথমিক স্কুল বা সমতুল্য শিক্ষা — অন্ততঃপক্ষে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

গ) উচ্চ বিদ্যালয় বা সমতুল্য শিক্ষা।

ঘ) দক্ষতা বা ট্রেডজাতীয় কিছুতে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ (অপেশাদার, যেমন, ছুতার, দক্ষ শ্রমিক/সামরিক বাহিনীর কাজ) ইত্যাদি)।

ঙ) কলেজ প্রশিক্ষণ, তবে পেশাদারী প্রকৃতির নয়।

চ) পেশাদারী প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষা/ডিগ্রী (যেমন, আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, এমএ, পিএইচটি)।

------ পিএইচডি থাকলে উল্লেখ করুন।

ছ) ---- জানা নেই।

২৫) স্বামী বা সাথী অধীত প্রধান বিষয়সমূহ ঃ

ক) ব্যবসায়, অর্থনীতি, আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি বা রাজনীতি।

খ) সামাজিক বা নৈতিক দর্শন।

গ) নৈপুণ্যমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ।

ঘ) সাধারণ মানবিক বিষয়সমূহ।

ঙ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে) উল্লেখ করুন -------

২৬) সমীক্ষাপাত্রের শিক্ষাগতযোগ্যতার স্তর স্বামীর শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চতর ছিল কি?

---- উচ্চতর ---- সমান ---- নিম্নতর

২৭) মহিলা কি বিয়ের পর রাজনৈতিক তৎপরতা ছাড়া অন্য কাজও করতেন?

----- হ্যাঁ ---- না

জবাব হ্যাঁসূচক হলে বিয়ের পর সমীক্ষাপাত্রের কাজের/চাকুরির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন ঃ ------------------------------
----

—২৪ রা. না. অ.

www.nagorikpathagar.org

২৮) এ বিয়ের পর মহিলার এই কর্ম ইতিহাসকে আপনি কি 'ক্যারিয়ার' (কর্মবৃত্তি/জীবনবৃত্তি) বলে অভিহিত করবেন?

ক) অবশ্যই হ্যাঁ

খ) কিছুটা হ্যাঁ

গ) ঠিক তা নয়, তবে একটা ক্যারিয়ারের বুনিয়াদ তাতে গড়ে উঠেছিল

ঘ) অবশ্যই নয়

২৯) সমীক্ষাপাত্র বিয়ে আগে বা পরে চাকরি না করে থাকলে তার নিজের চলার চাহিদা মেটানোর জন্যে কিংবা স্বামীর মৃত্যু বা তাঁর অবর্তমানে পরিবারের খরচ চালানোর জন্য তার কি পর্যাপ্ত বিক্রয়যোগ্য দক্ষতা আছে?১

------হ্যাঁ ------না

আপনার রায় বিশদ করুন ----------------------

----

৩০) সমীক্ষাপাত্র সদস্য ছিলেন এমন কোনও/সব সংগঠনের তালিকা দিন ----

----

ঐসব/ ঐ সংগঠনের কোনও পদের দায়িত্বে তিনি থেকে থাকলে উল্লেখ করুন --------------------------------------

৩১) সমীক্ষাপাত্রের ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত? ------------------

৩২) সমীক্ষাপাত্র যখন রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেন তখন তাঁর বড় সন্তানটির বয়স কত? -----------

৩৩) সমীক্ষাপাত্র যখন রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন তখন তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স কত? ----------

৩৪) স্বামী কি সাংসারিক কাজে সাহায্য করেন?

---হ্যাঁ ---না, তিনি করবেন না ---না, কাজের মেয়ে ওটা করে।

৩৫) স্বামী কি বাচ্চাদের যত্ন নেন?

---হ্যাঁ ----না, তিনি করবেন না ---মা, মাইনেয় রাখা লোক ওটা করে।

www.nagorikpathagar.org

৩৬) সমীক্ষাপাত্র করতে পছন্দ করতেন এমনকোনও কাজ বা কার্যকলাপ থেকে তার বিয়েজনিত ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব বিরত রেখেছে এরকম বোঝাবার জন্যে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি?

----হ্যাঁ -----না

আপনার রায়ের সপক্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেশ করুন -----------

----

৩৭) সমীক্ষাপাত্রের কার্যকলাপের কারণে স্বামীর 'কষ্ট' হয়েছে বোঝায় এমন কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি?

-----হ্যাঁ -----না

আপনার রায়ের সপক্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিন -------------

----

৩৮) সমীক্ষাপাত্রের কার্যকলাপের কারণে সন্তানরা অযথা 'কষ্ট' পেয়েছে বোঝাতে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি?

------হ্যাঁ ------না

আপনার রায়ের অনুকূলে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিন --------------

----

৩৯) সমীক্ষাপাত্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আপনার মতে ব্যাখ্যায় সক্ষম সমীক্ষাপাত্রের শৈশবের পরিবার, পরিবেশ বা তার প্রাপ্তবয়সের পরিবার ও পরিবেশ সংক্রান্ত এমন অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে থাকলে তা উল্লেখ করুন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়

রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার